নক্সভমিকা—মস্তকে রক্তের প্রবল গতি, পোর্টেল সার্কুলেশনের অবরোধ, বারম্বার বৃথা মল বেগ, কঠিন মল নিঃসরণ, সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার সংকোচিত বোধ, সহজে মল নিঃসরণ হয় না। অন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক ও আক্ষেপিক, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—দিবাভাগে কোষ্ঠবদ্ধতা, মল বেগ ও মলত্যাগেচ্ছা থাকে না, সরলান্ত্র পক্ষাঘাতযুক্ত, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, উষ্ণ দুগ্ধ বা শীতল জল পানের পর কোষ্ঠ কাঠিন্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌কার্ব্ব—দুঃখিত, ক্ষুব্ধচিত্ত ও হাইপোকণ্ড্রিয়াগ্রস্ত লোকের ব্যাধি, বারম্বার মলবেগ, অপ্রচুর মলত্যাগ, কোমল মলত্যাগ করিতেও কুন্থন দিয়া নিঃসরণ করিতে হয়। চক্ষু ও মূত্রনলীতে জ্বালা, জনন যন্ত্রের অতিশয় উত্তেজনা, শ্বেত সার ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য আহার হেতু মল কাঠিন্য। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌ মিউরিয়েটিকম্‌—সরলান্ত্রের শক্তি হীনতা জন্য মল নিঃসরণে অসমর্থ, মল কঠিন, নির্গমনে কষ্ট, মলদ্বার সংকোচিত, মলদ্বারে উগ্রবেদনা, গুহ্যদ্বার বিদারিত, বিদারিত স্থান দিয়া রক্ত পতন। মলদ্বারে ক্ষত বোধ, গুহ্য সংকোচক পেশীর আক্ষেপ, মিউকস মিম্ব্রেনের উত্তেজনা ও শুষ্কতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌ সল্‌ফ্‌—মল কঠিন, গ্রন্থিল, রক্তে জড়িত, মলত্যাগের সময় ও পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, বারম্বার অল্প পরিমাণে রক্তঃস্রাব। কোমল মল নিঃসরণ করিতেও কষ্ট, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, অন্ত্র মধ্যে অসুখ বোধ, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, মলদ্বারে ও উরুদেশে আঁচিল উদ্ভব ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

পডোফাইলম্‌—দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, মল শুষ্ক ও কঠিন দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুক্ষরণ, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ, রক্ত ও আম মিশ্রিত মল। অলস লোকদের নিম্নান্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ কোষ্ঠ রোধ, মল কঠিন, শুষ্ক, কর্দ্দমবৎ, খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গমন, অতিশয় কুন্থন, পাচক শক্তির হ্রাস, বারম্বার

মূত্রত্যাগ, মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, যকৃতের পুরাতন পীড়া, জরায়ু ভ্রংশযুক্ত স্ত্রীলোকদের কোষ্ঠ রোধ। ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

পল্‌সেটিলা—কৃচ্ছ্রকর কোষ্ঠবদ্ধ, বিবমিষা, প্রাতঃকালে মুখের আস্বাদ অত্যন্ত কদর্য্য, এমন কি উত্তমরূপে মুখ ধৌত করিলেও উহা দূরীভূত হয় না। বৃহৎ আয়তনের কঠিন মল নির্গমন, কুইনাইন সেবন হেতু পর্য্যায় জ্বর তিরো-ধান হওয়ার পর মল রোধ, মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু মল নিঃসরণ হয় না। মলের পরিবর্ত্তে রক্ত মিশ্রিত আমক্ষরণ, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, ঋতুর বিশৃঙ্খলতা হেতু মল রোধ, পাকাশয়ের গোলযোগ। ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, অপরিমিত আহার ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন হেতু রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

প্লম্বম্—কঠিন পিণ্ডাকার মল, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, গুহ্যদ্বারে বেদনা ও আক্ষেপ, পাণ্ডু রোগ, গুহ্য বিদারণ, গুহ্যদ্বার উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত বলিয়া অনুভব। বায়ু নির্গমনের অভাব, সরলান্ত্রে ষ্ট্রীক্‌চার, গুহ্য মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিলে তাহা স্ফিংটার পেশী কর্ত্তৃক জোরে ধৃত হওয়া, উদরাধ্মান, উদরে শূল বেদনা, পুরাতন কোষ্ঠ কাঠিন্য, পক্ষাঘাতযুক্ত ব্যক্তির রোগ, শূল বেদনাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লাটিনা—সমস্ত অন্ত্রের জড়তা, ভ্রমণকারীদের বা ভ্রমণ করার পর কোষ্ঠবদ্ধ, সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ত ব্যক্তির মলরোধ, বারম্বার মলবেগ, কিন্তু মলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড নিঃসরণ। অতিশয় কুন্থন, মলত্যাগের পর উদরে অতি-শয় দুর্ব্বলতা বোধ, গুহ্যদ্বারে মল আঁঠার ন্যায় লাগিয়া থাকা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি ও ঋতুমতী স্ত্রীলোকদের রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্—মল কঠিন, চাকচক্যশীল, কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় অগ্রভাগ সুচাল মলপিণ্ড নির্গমন। মলত্যাগ করিতে বসিলে কিছুই নিঃসরণ হয় না। সরলান্ত্রে অতিশয় যাতনা, অম্ল বমন, উদ্‌গার, অতিশয় শীর্ণতা, সরলান্ত্রে ক্ষত, মলদ্বার খোলা বোধ, এই শেষোক্ত লক্ষণটী প্লম্বমের ঠিক বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত, তথায় মলদ্বার জোরে সংকোচিত থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফাইটো লেক্কা—অভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎপীড়াগ্রস্ত বৃদ্ধদের কোষ্ঠ কাঠিন্য, গুহ্য বিদারণ, নাড়ী পর্য্যায় ক্রমিক, পৈশিক তন্তু শিথিল। মল ত্যাগের পূর্ব্বে পূর্ণ বোধ, মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন সমস্ত মল নিঃসরণ হয় নাই। মলত্যাগের বেগ দিলে মল নির্গমন না হইয়া মাত্র দুর্গন্ধময় বায়ু-ক্ষরণ, সরলান্ত্রের শুষ্কতা, মলদ্বার ও রেক্টমের নিম্নদেশ হইতে বিদ্ধকর বেদনা আরম্ভ হইয়া বিটপ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিরম—কঠিন মল নিঃসরণে কষ্ট, মলত্যাগান্তে পৃষ্ঠে বেদনা, ক্রিমির উত্তেজনা হেতু রাত্রিতে গুহ্য দ্বার কণ্ডুয়ন, অন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতু মল রোধ, পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ, বৃথা মলবেগ, রক্ত শূন্যতা, অকস্মাৎ মুখ আরক্তিম ও হস্ত পদ শীতল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, চক্ষু মগ্ন, স্থায়ী ডিস্‌পেপসিয়া, হস্তমৈথুনকারীর ব্যাধি, ক্ষুধা-লোপ, আহারের পর উদ্‌গার, খাদ্যে বীতরাগ, উদরে ডাক, মল শুষ্ক, শীতল জলপান হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বারবেরিস্—কঠিন মল, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, অনেক কুন্থনের পর দুই একটী মল-গুটীকা নির্গমন, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও সময় মল দ্বারে বেদনা, এজন্য মল নির্গমনের ব্যাঘাত, মলদ্বারের সংকোচন, ফিশচুলা রেকটাই, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে হার্পিস্ নামক চর্ম্ম রোগ, বদন মলিন ও নিষ্প্রভ, শিরো-ঘূর্ণন, শিরোবেদনা, নিদ্রাতুরতা, জিহ্বা শুষ্ক ও আঠাল, অর্শ রোগ বর্ত্তমান, কোষ্ঠ রোধ, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—মলদ্বারের আক্ষেপিক অবরোধ হেতু কোষ্ঠবদ্ধ, মল বেগের অভাব, মস্তকের দিকে বেগে রক্ত সঞ্চরণ, সরলান্ত্র ও গুহ্যদেশে প্রবল কনকনি বেদনা, মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও উহা বহির্দ্দিকে চাপিত হইতেছে বলিয়া বোধ, জিহ্বার সম্মুখ দিক আরক্ত ও পশ্চাদ্দিক শুভ্রবর্ণ, উদ্-গার, মূত্র মলিন, উদর ভার ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, শৈত্য স্পর্শ ও ঘর্ম্ম রোধ হেতু পীড়ার উদ্ভব। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—যকৃতের ক্রিয়া শূন্যতা হেতু ব্যাধি, অর্শে ক্লিষ্ট ব্যক্তির মল কাঠিন্য, অতি অল্প পরিমাণ মল কষ্টে নির্গমন, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, অতি কুন্থনে মল নির্গমন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অত্যন্ত বেদনা, মলত্যাগান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটাকার্ব্ব—মল কঠিন, পিণ্ডাকার, কষ্টে নিঃসরণ শীল, অকস্মাৎ অদমনীয় মলবেগ, মধ্য উদরে ক্ষত বোধ, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে জ্বালা, মল দ্বার দিয়া রক্তক্ষরণ, উদর বৃহৎ, বৃদ্ধ মনুষ্য, মানসিক শক্তি নিস্প্রভ ও সংন্যাস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ্ঠ রোধ, চিন্তা করিবার শক্তি লোপ, মানসিক বৃত্তি নিস্তেজ, অম্লাধিক্য, স্বপ্নে রেতঃক্ষরণ হেতু শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, কৃচ্ছ্রকর ও দুর্দ্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধ, মল অতিশয় শুষ্ক, বৃহৎ পিণ্ডাকার ও কঠিন, অনেকক্ষণ কুন্থনের পর মল নির্গমন। মলের বর্ণ কাল ও দগ্ধীভূত, পিপাসা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, শীতল বায়ু সেবনের ইচ্ছা, আহারের পর বিবমিষা ও মুখ দিয়া জল উঠা, ভুক্ত পদার্থ বমন, মূত্র আরক্ত, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, শিরোবেদনা, পাকাশয় ও যকৃতের ক্রিয়াবিকার হেতু রোগ, দুর্দ্দমনীয় রেমিটেণ্ট জ্বর ভোগ কালে কোষ্ঠ রোধ, অন্ত্র পথের শুষ্কতা হেতু মল কাঠিন্য, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভারবেস্‌কম্—মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুটীগুটী মল অনেক চেষ্টায় নিঃসরণ, নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, রোগী বোধ করে যেন উদর মধ্যে মল আঠার ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, অনেক চেষ্টায়ও উহা স্খলিত হয় না। গুহ্যদেশে মল আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ভিভারনম্—মল কঠিন, আয়তনে স্থূল, শুষ্ক ও বর্ত্তুলাকার, নির্গমনে অতিশয় যন্ত্রণা, মলদ্বারের নিকট মল আসিয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে, অঙ্গুলির সাহায্যে তাহা বাহির করিতে হয়। সরলান্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা বোধ, মলত্যাগান্তে রক্তস্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এল্‌বম্—মল কঠিন ও বৃহদায়তনযুক্ত, কখন প্রথমাংশ বৃহৎ, শেষাংশ সরু, গোলাকার রোলারের ন্যায় বা কাল বর্ত্তুলের ন্যায় মলক্ষরণ, বালকদের পুরাতন কোষ্ঠ রোধ, সরলান্ত্রের শক্তি শূন্যতা হেতু মল রোধ, দৈহিক শক্তির ক্ষয়, অবসাদন, হিমাঙ্গ, মলত্যাগান্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা, মলত্যাগ কালে

কুন্থন দেওয়া হেতু প্রথমে কপালে শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, শেষে সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হওয়া, মল নিঃসরণ হইয়া গেলে ঘর্ম্ম রোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস্—কোষ্ঠবদ্ধ, আঠাল মল খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গমন, অতি বেগে কুন্থনের পর মলক্ষরণ, বারম্বার বৃথা মলবেগ, রাত্রিতে বৃদ্ধি, মলত্যাগান্তে গুহ্যভ্রংশ, মলদ্বার রুক্ষ ও ক্ষতযুক্ত বোধ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, যকৃতের অসুস্থতা জনিত রোগ, পাণ্ডু রোগ ভোগ কালে কোষ্ঠবদ্ধ, পৈত্তিক উদরাময়ের পরবর্ত্তী পিণ্ডাকার আমাবৃত মলযুক্ত কোষ্ঠ কাঠিন্য। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মেজেরিয়ম্—মল কঠিন, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে শীত বোধ, গ্রন্থিল ও বর্ত্তুলাকার মল, অত্যন্ত কুন্থন, বেদনার অভাব, উদর স্ফীত হইয়া মলবেগ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ, মলত্যাগের সময়ে গুহ্যভ্রংশ, ভ্রষ্ট অংশ স্বস্থানে নীত হইতে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ, সরলান্ত্রে উগ্র বেদনা হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন। অন্ত্রের স্তব্ধভাব, এজন্য মলত্যাগের ইচ্ছা আদৌ থাকে না। দীর্ঘজীবী বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধ রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগ্নিসিয়াকার্ব্ব—বারম্বার নিস্ফল মলবেগ, অল্প পরিমাণ মলক্ষরণ, কেবল বায়ু ক্ষরণ, গুহ্য ও সরলান্ত্রে উগ্র বেদনা, একদিন অন্তর মল নির্গমন। ১ম, ৩য় শক্তি।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা—অত্যন্ত কঠিন মল, এমন কি উহা নির্গত করিতে অত্যন্ত কষ্ট, মলের কাঠিন্য হেতু উহা বহির্গমন হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গমন। গ্রন্থিল মল, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার মল, রক্ত ও আম জড়িত মল, উদরে বেদনা, চাপনে ও স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, সরলান্ত্রে খোঁচান বেদনা, যকৃতে উগ্র বেদনা, পাকাশয়ে দপ্ দপ্ কর বেদনা, মূর্চ্ছা ও বিবমিষা, মূত্রস্থলী ও অন্ত্রের দুর্ব্বলতা, মূত্রস্থলীতে প্রচুর পরিমাণ মূত্র সঞ্চিত হইলে ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রুটা গ্রাভিওলেন্স্—সরলান্ত্রের শক্তি হীনতা বশতঃ মল নির্গমনে অসমর্থ, এক সময় কোষ্ঠবদ্ধ, অন্য সময় আম ও ফেনিল মলযুক্ত উদরাময়। সরলান্ত্রে বিদীর্ণকর বেদনা। গুহ্যভ্রংশ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি.

র‍্যাটানিয়া—গুহ্যদ্বার শুষ্ক এবং উষ্ণ, তাহাতে ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ, বারম্বার মল বেগ, বেগ দেওয়াতে গুহ্যের শিরা সমস্ত রক্ত পূর্ণ হইয়া যাওয়া। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

রুবিনিয়া—মলত্যাগের চেষ্টা, মল বেগ, কিন্তু মলত্যাগ করিতে গেলে কেবল বায়ু মাত্র নিঃসরণ, পাকস্থলী ও অন্ত্র বায়ুতে পূর্ণ, পাকস্থলীতে অম্লাধিক্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকো পোডিয়ম—মল কঠিন, গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর অস্বাভাবিক আকুঞ্চন হেতু মলত্যাগ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসা। মলত্যাগান্তে বোধ হয় আরও প্রচুর পরিমাণ মল অন্ত্র মধ্যে রহিয়া গেল। অত্যধিক আধ্মান। সরলান্ত্রে বেদনা, মলদ্বারে চুলকানি ও গুটিকার উদ্ভব। উহা স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ, উদর ভার বোধ, অন্ত্রের স্তব্ধতা। উদরে বায়ু সঞ্চরণ জনিত উচ্চ গব্ গব্ ধ্বনি। অবরুদ্ধ বায়ু, উদরের দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বায়ুর সঞ্চরণ, অম্ল বমন, রাত্রিতে ঊর্দ্ধ ও অধঃপথে বায়ু ক্ষরণ, অধিক বয়স্ক ব্যক্তি, ধনী এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পীড়া। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—নিষ্ফল মলবেগ, মলদ্বার অবরুদ্ধ বোধ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলক্ষরণ, মলদ্বারের স্পন্দন, মলত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু মল স্থলীতে এতদূর প্রচণ্ড বেদনা হয় যে, রোগী মলত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। সরলান্ত্র ভ্রংশ। পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়, উদর বৃহৎ, আধ্মানিক উদ্গার, সরলান্ত্র সংকোচিত, গুহ্য পথে টিপলা লাগা বোধ ও হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় দপ দপকর বেদনা। কখন কখন বহু চেষ্টায়ও উদ্গার উঠান যায় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—মল কঠিন, গ্রন্থিল, অপ্রচুর, বারম্বার বৃথা মল বেগ, অর্শ সংযুক্ত কোষ্ঠরোধ, আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধ, বারম্বার মল বেগ, উদরাধ্মান, অজীর্ণ দ্রব্যের গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, প্রাতে মলত্যাগকালে মূর্চ্ছাভাব, মল নির্গমনকালে বেদনা বোধ, মস্তক উষ্ণ অথচ পদদ্বয় শীতল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—মল বৃহৎ, পিণ্ডাকার, কষ্টে নিঃসরণ শীল, সরলান্ত্রের

শক্তি রাহিত্য বলিয়া অনুভব, মল নির্গমনকালে কতক অংশ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তিরোধান। অনেক দিন পর্য্যন্ত মলাধারে মল অবরুদ্ধ হইয়া থাকা। গুহ্যদ্বারে চিড়িক দেওয়া বেদনা, ঋতুর সময় ও পূর্ব্বে মলরোধ, কোমল মল নিঃসরণ করিতেও অতিশয় বেগ দিতে হয়, উদরাধ্মান, উদরে ডাক, ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু পিপাসা প্রচুর থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সার্সাপেরিলা—কৃচ্ছ্রকর পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা, উদরে অত্যন্ত চাপ ও ভার বোধ, রোগী বোধ করে যেন উদর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সরলান্ত্রে বিদ্ধকর বেদনা, মলত্যাগের পরও বেদনা বর্ত্তমান। মল কঠিন ও অপ্রচুর, মলের সহিত অধিক পরিমাণ বায়ু নির্গমন। উদরে ও পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—বৃথা মল বেগ, মলত্যাগ করিতে গেলে কেবল বায়ু ও আম মাত্র নিঃসরণ, অতৃপ্তিকর মল ক্ষরণ, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল নির্গমন। দীর্ঘ-কাল পরে মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে বেদনা, কঠিন, গ্রন্থিল মলে আমজড়িত, অনৈচ্ছিক মল বেগ, মলদ্বারে ভার বোধ, মলত্যাগ করিলেও তাহার উপশম হয় না। রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ, সরলান্ত্রে বেদনা হইয়া জনন যন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মলদ্বারে জ্বালা, বেদনা ও উত্তাপ বোধ, স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থায় মল রোধ, জরায়ু ও উদর যন্ত্রে রক্তাধিক্য, গুহ্যভ্রংশ, পাকাশয় প্রদেশে বেদনা ও শূন্য বোধ, গৃহকার্য্যে ঔদাস্য ভাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সেঙ্গুই নেরিয়া—মলত্যাগের বেগ কিন্তু মল নিঃসরণ হয় না। সরলান্ত্রে কঠিন মল রহিয়াছে বলিয়া বোধ, মল নির্গমন না হইয়া কেবল দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু মাত্র নির্গমন। যকৃতের ক্রিয়া শূন্যতা, পাকাশয় শূন্য বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সেনিকিউলা—কোষ্ঠরোধ, বৃথা মল বেগ, রোগী মলত্যাগের জন্য যথাসাধ্য বেগ প্রদান করে, উগ্র বেগ দেওয়াতে মস্তক বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ, গুহ্যদ্বারে মল আসিলেও তাহা স্খলিত হয় না, অঙ্গুলীর সাহায্যে টানিয়া বাহির করিতে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সেলিনিয়ম—মল বাহীনলীর শক্তিশূন্যতা, অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক ক্রিয়া

রহিত, এজন্য অন্ত্র মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মল জমিলেও উহা নির্গত হয় না। কৃত্রিম উপায়ে মল বাহির করিতে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্রেন্‌সিয়া—মল কঠিন ও বৃহদায়তন বিশিষ্ট, বহু চেষ্টায় মল নির্গমন, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে বেদনা ও জ্বালা, দীর্ঘকাল স্থায়ী বেদনা, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারের প্রচণ্ড সঙ্কোচন, জঙ্ঘায় শৈত্য বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যানম্—মল কঠিন, পিণ্ডাকার, উদরে শূল বেদনা, মল শুষ্ক, গ্রন্থিল, অপ্রচুর, সরলান্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা, কোমল মল নির্গমন করিতেও যন্ত্রণা বোধ, স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোক ও শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ, মুখের আস্বাদ তিক্ত ও অম্লাক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ, পাকাশয়ে চাপ বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—উদর বায়ুতে পূর্ণ, রসুনের গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু নির্গমন, বায়ুর চাপবশতঃ মল নির্গমনের ব্যাঘাত, অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক ক্রিয়ার অভাব, অল্পপরিমাণ মলত্যাগ, তৎসঙ্গে কর্ত্তনকর ও দাহকর বেদনা, ক্রমান্বয়ে কঠিন মল ও বায়ু নিঃসরণ, উহা নির্গমন করিতে অতিশয় যাতনা, রোগী মনে করে যেন সরলান্ত্র ও মলদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, প্রথমে কোমল মল স্খলিত হইয়া পরে কঠিন মল নির্গমন, এমোনিমিউরিয়েটিকমে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখা যায়। গাউট ধাতুর লোকও শূল বেদনাগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ্ঠ রোধ। আবদ্ধ আধ্মান, উদরে চর্ব্বণকর বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

হাইড্রাস্‌টিস্—পিণ্ডাকার মল আমে জড়িত, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগের ইচ্ছা আদৌ থাকে না, মলবেগ হেতু মলত্যাগ করিতে গেলে কেবল বায়ুমাত্র নিঃসরণ মলত্যাগের পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে বেদনা, শূল বেদনা ও উদর ভাঙ্গিয়া নেওয়া, অন্ত্রে উত্তাপ বোধ, অলস লোকদের অন্ত্রের শিথিলতাবশতঃ মল রোধ, বিরেচক ঔষধের অপব্যবহার হেতু কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—মল কঠিন ও শুষ্ক, মল কঠিন না হইলেও নির্গমনে কষ্ট, সরলান্ত্রের ক্রিয়া রাহিত্য, অপ্রচুর মলত্যাগ, মলদ্বার স্ফীত, মলবেগ হইলেও বৃহৎ অন্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা হেতু মল নির্গমনের ব্যাঘাত, পাকস্থলী

সহজেই অসুস্থ হইয়া উঠা, প্রত্যহ প্রাতে বমন, বারম্বার আস্বাদ শূন্য উদ্গার উত্থান, পারদের অপব্যবহারের পর মলরোধ, বাহু ও জঙ্ঘার বক্র স্থানে চর্ম্ম রোগ যুক্ত ব্যক্তির ব্যাধি। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

কোষ্ঠবদ্ধে ঔষধ মনোনয়ন।

এই রোগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয় যথা।

এস্‌কিউ, এলো, ব্যাপটি, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, কার্ব্বএনি, চেলিডো, কলিনসো, ডায়াস্কো, গ্রাফা, হাইড্রাস্, আইরি, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, ওপি, প্লাটিনা, প্লম্বম, পডো, পলস্, সিপিয়া, সাইলি, সলফর, ভিরাট্রমএল ইত্যাদি।

অতি সত্বরে মলত্যাগ করাইবার ইচ্ছা হইলে—এস্‌কিউ, ব্রাইও, নক্স, পডো, ওপি, ক্যামো, কলিনসো, হাইড্রাস, ল্যাকে, মার্ক, প্লাটি, পলস্, সলফর।

কোষ্ঠবদ্ধ আভ্যাসিক—এলুমি, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, কলিন, কোনায়, গ্রাফা, ল্যাকে, লাইকো, সিপি, সলফর।

„ অলস ব্যক্তিদের—এলোজ, ব্রাইও, নক্স, আইরি, হাইড্রাস, লাইকো, ওপি, প্লাটি, পডো, সলফর।

„ ধনী ও বড়লোকদের—লাইকো, পলস, ক্যালকে।

„ বিরেচক ঔষধের অপব্যবহারের পর—এগারি, এণ্টিক্রুড, ব্রাইও, ল্যাকে, নক্স, রুটা।

„ মদ্যপায়ীদের—এগারি, ল্যাকে, নক্স, ওপি, সলফর।

„ বৃদ্ধদের—এলোজ, এলুমি, এণ্টিক্রুড, ব্রাইও, ল্যাকে, ওপি, রুস্, ফাইটো রস, রুটা।

„ উদরপরায়ণ লোকদের—এলোজ, ডায়াস্কো।

„ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের—এলুমি, ব্রাইও, ল্যাকে, নক্স, ওপি, পডো, সিপি।

„ নব প্রসূতী রমণীদের—এণ্টিক্রুড, এম্ব্রা, ব্রাইও; কোনা, নক্স, প্লাটি।

„ প্রসবকালে—এণ্টিক্রুড, পলস্।

কোষ্ঠবদ্ধ ঋতুমতী স্ত্রীলোকদের—প্লাটিনা, পলস, সাইলি।

„ অধ্যয়নে রত ব্যক্তির—এলোজ, নক্স।

„ স্বপ্নে রেতঃক্ষরণ শীল ব্যক্তির—ব্যারাইটা কার্ব্ব।

„ স্তন্যপায়ী শিশুদের—ব্রাইও, নক্স, ওপি, এলুমি, লাইকো, সলফর ভিরাট্রিম।

„ সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ত ব্যক্তির—য়্যালম, ওপি, প্লাটি, সলফর।

কোষ্ঠবদ্ধে মলবেগ হয় কিন্তু মলত্যাগ হয় না—ক্যাপসি, কোনায়, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নক্স, সিপিয়া, সলফর, আর্ণি, বেল, ক্যালকে, কার্ব্ব-ভেজ, কষ্টি, ককু, গ্রাফা, ইগ্নে, ন্যাট্রমমিউ, এ ন্যাইট্র, পলস, সাইলি, ষ্ট্যাফেসি, ভিরাট, জিঙ্ক, এসকিউ, এম্ব্রা, এনাকার্ড, হাইড্রাস, ফাইটো, পডো।

„ মলবেগ মাত্রই নাই—ইথিউ, এলুমি, চায়না, হিপার, কেলিমিউ, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, ষ্ট্যাফি, থুজা, ভিরাট, এনাকার্ড, আর্ণি, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, ককু, গ্রাফা, ইগ্নে, লাইকো, ম্যাগনিমিউ, ন্যাট্রমমিউ, নক্সম, ওপি, পিট্রো, রডো, রুটা, সিপি, সাইলি, সলফর, কলিনসো, জেলস্, হাইড্রাস্, পডো।

„ মলদ্বার সঙ্কোচিত বোধ—এলু, বেল, কষ্টি, কলসিন্থ, কেলিবাই, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, এ নাইট্রিক, নক্স, প্লম্বম, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, ককু, ইগ্নে, মেজে, সার্সা, সিকেলি।

„ মলত্যাগের পর মলদ্বার অত্যন্ত সংকোচিত বোধ—ইগ্নে, কলসিন্থ, কেলিবাই, এনাইট্রিক, সিপি, সলফর।

মলের আকার।

মলের আকার কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায়—ফস্।

„ অত্যন্ত কঠিন—এলু, এমোনিমিউ, এণ্টিক্রুড, ব্রাইও, ক্যালকে, কোনায়, ল্যাকে, ম্যাগনিসিমি, ওপি, প্লম্বম, সিপি, সাইলি, এপিস, অরম, কষ্টি, কেলিমিউ, লাইকো, নক্সভ।

মলের আকার মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুঠ্লিযুক্ত—য়্যালম, ম্যাগনিসিমিউ, মার্ক,

ওপি, সিপি, সাইলি, সলফর, ব্যাপটি, বারবে, কার্ব্বএনি, কষ্টি, গ্রাফা, কেলিমিউ, ল্যাকে, নক্স, পিট্রো, প্লম্বম, ষ্ট্যানম, থুজা।

মলের আকার অত্যন্ত বৃহৎ—(স্থূল) এণ্টিক্রুড, এপিস, ব্রাইও, ক্যালকে, কেলিমিউ, নক্স, অরম, গ্রাফা, ইগ্নে, ম্যাগনিমিউ, মার্ক, ষ্ট্যানম, এ সলফ, থুজা, ভিরাট, জিঙ্ক।

অত্যন্ত সরু—কষ্টি, গ্রাফা, হাইও, মার্ক, এ মিউ, ন্যাট্রমমিউ, পলস, সিপি, ষ্ট্যাফে।

মলের পরিমাণ অল্প—এলু, আর্ণি, ক্যালকে, গ্রাফা, লাইকো, ম্যাগনিমিউ, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, সিপি, সাইলি, সলফর, আর্সে, ব্যাপটি, বারবে, ক্যামো, চায়না, ল্যাকে, রুটা, ষ্ট্যানম, ষ্টেফে, জিঙ্ক।

ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়—কষ্টি, ব্রাইও, নক্স, নক্সম।

ইণ্টেষ্টাইনেল্ অবষ্ট্রাক্‌শন্

অন্ত্রাবরোধ।

যে কোন কারণে অন্ত্রপথ অবরুদ্ধ হইলে এই শঙ্কটাপন্ন পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে সময় সময় মল নিঃসরণ হয় কিন্তু এই পীড়ায় মল প্রবাহ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তদপর বহু প্রকার আনুষঙ্গিক উপদ্রব উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কারণ ও নিদান।

বহু প্রকার কারণ বশতঃ এই বিকৃতি ঘটিতে পারে, তৎসমস্তকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম। কোন আগন্তুক বস্তু দ্বারা অন্ত্রপথের অবরোধ; দ্বিতীয়। যান্ত্রিক নির্ম্মাণ বিকার হেতু অন্ত্রাবরোধ।

প্রথম-প্রকার কারণ।

আগন্তুক বস্তু দ্বারা অন্ত্রাবরোধ।

(ক) আহার্য্য বস্তুর সহিত বা অসাবধান বশতঃ কোন প্রকার কঠিন বস্তু উদরস্থ হইয়া পীড়ার উদ্ভব। কাঁঠাল ও কুলের বীজ, মৎসের কণ্টক, পশু পক্ষির অস্থি, অচর্ব্বিত, শুষ্ক মৎস্য ও মাংস খণ্ড, দগ্ধ মৃত্তিকা ইত্যাদি বস্তু

আহারের সময় উদরস্থ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অনেক সময় অসাবধানতা বশতঃ বর্তুল, মুদ্রা, আলপিন, তেঁতুলের বীজ, চাখড়ি, বহু প্রকারের শস্য ও কেশ ইত্যাদি উদরস্থ হইয়া তদ্দ্বারা অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে।

(খ) এলপ্যাথি চিকিৎসায় ডাক্তার ও কবিরাজগণ অনেক সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, সীস, ম্যাগনিসিয়া, ও লাইম ইত্যাদি অদ্রবনীয় পদার্থ ঘটিত ঔষধ সমস্ত নিতান্ত অবিবেচনার সহিত স্থূল আকারে সেবন করাইয়া থাকেন, ঐ সমস্ত কঠিন বস্তু অবিকৃত অবস্থায় অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ জন্মাইতে পারে।

(গ) উদরস্থ আগন্তুক বস্তু দ্বারা অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে যথা।—কখন কখন অন্ত্র মধ্যে মল কঠিন ইষ্টক খণ্ডবৎ বর্তুলাকারে অবস্থান করে, এই মল পিণ্ডগুলী বহু সংখ্যক একত্র জড়িত হইয়া সংস্থিত হয়, উহার প্রবল চাপনে অন্ত্র পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইতে সক্ষম। এইরূপে বহুসংখ্যক লম্বাক্রিমি বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি একত্র তাল বান্ধিয়া অবস্থান করাতে উহাদের চাপন হেতু অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। পিত্তশিলা গ্রস্ত ব্যক্তির যকৃত হইতে পাথরি অবতরিত হইয়া উহা অন্ত্রপথে অবরুদ্ধ হওতঃ এই পীড়ার উৎপত্তি করিতে সমর্থ।

(ঘ) কখন কখন অন্ত্র মধ্যে অস্বাভাবিকরূপে বায়ু সঞ্চিত হইয়া উদর ঢাকের মত স্ফীত হইতে দেখা যায়, ঐ বায়ুর চাপন হেতু অন্ত্রাবরোধ ঘটিয়া থাকে।

(ঙ) হিষ্টিরিয়া রোগ। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অন্ত্রের পৈশিক পর্দার আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত হেতু সম্পূর্ণ অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। তদ্ভিন্ন এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় অজ্ঞানতা বশতঃ প্রস্তর খণ্ড, কাষ্ঠ ফলক, বস্ত্রাংশ ইত্যাদি বহুপ্রকার কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া থাকে, ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা অন্ত্র পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইতে পারে। গত ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে করটিয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র তৈপালের স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছিল, সে অজ্ঞানতা বশতঃ বহুপ্রকারের কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া আবার উদগীরণ করিত। ঐ স্ত্রীলোকটী একবার আমার সাক্ষাতে বৃহৎ এক খণ্ড চকমকি প্রস্তর উদগীরণ করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কোন সময় উহা গলাধঃকরণ করিয়া থাকিবে, আমার সাক্ষাতে তাহা বাহির করিয়া ফেলিল, এইরূপ আরও কতিপয়

স্ত্রীলোককে, অদ্রবনীয় মৃত্তিকা, কর্দ্দম, গোময়, বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি উদ্গীরণ করিতে দেখিয়াছি, ঐ সমস্ত বস্তু উদ্গীরিত না হইলে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার কারণ।

যান্ত্রিক নির্ম্মাণ বিকার হেতু অন্ত্রাবরোধ।

(ক) ইন্টাস্‌সাসেপশন্ বা ইন্‌ভেজিনেশন্ অব্ ইন্টেষ্টাইন অর্থাৎ অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ। অন্ত্রের নির্ম্মাণ একখানি বস্ত্রের থলিয়ার মত, লোকে কটিদেশে টাকা জড়ীত করিয়া রাখিবার জন্য যেরূপ থলি প্রস্তুত করে যাহাকে গাইজা বলিয়া থাকে, অন্ত্রের নির্ম্মাণ অনেক অংশে ঐরূপ। বস্ত্রের থলির এক অংশে যেমন অপর অংশ প্রবিষ্ট হইতে পারে তেমনি অন্ত্রের এক অংশে অপর অংশ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের নাম ইন্টাস্‌সাসেপশন্ বা অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ। ইহা হইলে ঐ প্রবিষ্ট অংশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। এই প্রকার অবরোধ সচরাচর সিকম্ ও ইলিয়ম নামক অন্ত্রের খণ্ডে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্ত্রে অন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে প্রবিষ্ট অন্ত্রে প্রদাহ হইয়া স্থানিক বেদনা, স্ফীতি ও জ্বালা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হয়, ক্রমে প্রদাহ ব্যাপিত হইয়া সমস্ত অন্ত্রে বিস্তৃত হয়। তখন সমস্ত উদরে ভয়ানক বেদনা, স্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, প্রবিষ্ট অন্ত্রের স্থানে লম্বাকৃতি স্ফীতি, রক্ত মিশ্রিত জলীয় ভেদ, শূল, আমাশয়িক বেগ ও জ্বর বোধ হইয়া থাকে। ক্রমে অন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃত ও বিপরীত দিকে হইয়া উঠে, তখন বমন ও বিষ্ঠা বমন, ভয়ানক উদরাধ্মান, হস্তপদ ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল, নাড়ীর অভাব, শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, অত্যন্ত অবসাদন ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইয়া রোগীর মৃত্যু আনীত হয়। অনেক গ্রন্থকার এই অবস্থাটী স্বতন্ত্র একটী পীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু ইহার চিকিৎসা প্রণালী অবিকল অন্ত্রাবরোধের চিকিৎসার ন্যায়, এজন্য আমরা ইহাকে স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

(খ) অন্ত্রের অভ্যন্তর প্রাচীরে ক্ষত ও ক্যানসার ইত্যাদি রোগের

আরোগ্যাবস্থায় অন্ত্র প্রাচীরের অস্বাভাবিক সংযোজন নিবন্ধন ষ্ট্রীক্‌চার হইয়া অন্ত্রাবরোধ ঘটাইতে পারে, ইহাতে ষ্ট্রীক্‌চারগ্রস্ত স্থান এতদূর সঙ্কোচিত হইয়া যায় যে সেস্থান দিয়া কোন ক্রমেই মল চলিতে পারে না।

(গ) উদরের পেশী, জরায়ু এবং ওভেরিতে টিউমার হইয়া তাহার চাপন বশতঃ অন্ত্রের পথ অবরুদ্ধ হইতে পারে।

(ঘ) ষ্ট্রাঙ্গিউলেটেড হার্ণিয়া হইলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। এইরূপ হার্ণিয়ায় অন্ত্রের অংশ উইনস্লো নামক ছিদ্র ও ওমেণ্টমে অবরুদ্ধ হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ হার্ণিয়া অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

(ঙ) সময় সময় অন্ত্র ও অন্ত্র সংলগ্ন মেসেণ্টরিকগ্রন্থি মোচড়াইয়া যায়, ইহাকে ইংরেজীতে টুইষ্টিং অব দি পার্ট বলে। এইরূপ হইলে ঐ স্থানে প্রদাহ জন্মে, এজন্য প্রদাহিত স্থানের চাপনে অন্ত্র নালী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া অন্ত্রাবরোধ ঘটিয়া থাকে।

(চ) অস্বাভাবিক মল নিঃসরণ হেতু অনেক সময় প্রলাপসস্ এনাই ও প্রলাপসস্ রেকটাই অর্থাৎ গুহ্য ও সরলান্ত্র ভ্রংশ নামক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে উক্ত যন্ত্র দ্বয়ের বিপরীত অবস্থান হেতু অন্ত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া অন্ত্রাবরোধ জন্মিতে পারে।

(ছ) অন্ত্রাবরক ঝিল্লী পেরিটোনিয়মে প্রদাহ হইয়া উক্ত ঝিল্লী সময় সময় অন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া যায়, ইহাতে ঐ যুক্ত স্থান কঠিন হইয়া অন্ত্রনালীকে সঙ্কোচিত করিয়া ফেলে, এনিমিত্ত মলবাহী নালী দিয়া মল চলিতে অসমর্থ হেতু অন্ত্রাবরোধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(জ) কোন কোন শিশুর জন্ম হইতে গুহ্য বা সরলান্ত্রের অভাব ও বিকৃত সঙ্কোচন অবস্থা দেখা যায়, ইহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অন্ত্রাবরোধ ঘটিয়া থাকে।

অন্ত্রাবরোধের কয়েকটী কারণ মাত্র উপরে বিবৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। যে কোন উপায়ে হউক অন্ত্রনালী সম্পূর্ণ বা আংশিক অবরুদ্ধ হইলে ঐ স্থান দিয়া মল গমন করিতে সমর্থ হয় না। ক্রমে ঐ স্থানে মলের স্তূপীকরণ হইতে থাকে, ঐ স্তূপাকার

মলের জলীয় ভাগ আচুষক শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া শরীরস্থ হয়, কিন্তু কঠিন পিণ্ডাকার মল ঐ স্থানে থাকিয়া যায়, ক্রমে উহা কঠিন মৃত্তিকা সদৃশ হইয়া স্থানকে চাপিত করে এবং পীড়ার কারণ দূরীভূত হইলেও সহজে এই মল নির্গত হইতে পারে না। এজন্য অন্ত্রপথ অবরুদ্ধই থাকে, বহু দিন এইরূপে চলিয়া গেলে অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ য়্যাকশন্ বা স্বাভাবিক ক্রিয়া বিকৃত ভাবে উর্দ্ধদিকে হইতে থাকে, তখন বমন ও মল বমন, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, অবসাদন, নাড়ীর লোপ ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়ারোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়।

লক্ষণ। এই পীড়া তরুণ ও পুরাতন উভয় আকারেই প্রকাশ পাইতে পারে। তরুণ পীড়ায় লক্ষণাদি অতি উগ্র ও প্রচণ্ড ভাবে প্রকাশিত হয়; উদরে বিশেষতঃ অন্ত্রাবরোধের স্থানে কঠিনতর শূল বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, বমন, অন্ত্রে বায়ুর পুঞ্জীকরণ হেতু অপরিমিত উদরাধ্মান, উদরে উচ্চ গড়্ গড়্ ধ্বনি, অন্ত্রের পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়ার প্রবল গতি, কিন্তু অন্ত্র পথ অবরুদ্ধ থাকাতে মল বা বায়ু কিছুই নিঃসরণে সমর্থ হয় না, এজন্য শীঘ্রই বিপরীত দিকে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তখন বমন ও মল বমন হইতে থাকে। পূর্ব্ব হইতেই রোগীর ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, রোগী ইচ্ছা করিলেও কিছু আহার করিতে সমর্থ হয় না। রোগের প্রথমাবস্থায় শরীর উষ্ণ ও জ্বর বোধ হয় কিন্তু এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বমন আরম্ভ হইলে, শরীর শীতল, ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ এবং মুমূর্ষাবস্থা আনীত হয়। ইন্‌ভেজিনেশন ও আবদ্ধ হার্ণিয়া হেতু রোগ প্রকাশ পাইলে পীড়িত অন্ত্রের স্থানে প্রদাহ, পেরিটোনাইটিস, অন্ত্রের বিগলন ও অবশেষে অন্ত্র-ছিদ্রের লক্ষণ সকল সমুপস্থিত হয়। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ মধ্যে উদরে শূল বেদনাই প্রধান লক্ষণ এবং এইটী রোগের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই বেদনা সাধারণতঃ পীড়িত স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া নাভিমূলে স্থায়ী হয় কিন্তু অনেক সময় সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়।

এই অবস্থায় অনেক অজ্ঞ চিকিৎসক বিরেচক ঔষধাদি সেবন করাইয়া থাকেন, তাহার ফলস্বরূপ রোগীর জীবিত কাল শীঘ্রই শেষ হইয়া আইসে, এইরূপ স্থলে পীড়ার লক্ষণাদি অতি গুরুতর আকার ধারণ করে, অন্ত্র পথ অবরুদ্ধ থাকা হেতু অধোদিক দিয়া মল বাহির হইতে সমর্থ হয় না, অথচ

বিরেচক ঔষধের উত্তেজনা হেতু মল ঐ দিক দিয়াই নির্গত হইতে চেষ্টা করে, পুনঃ পুনঃ মল নির্গমনের বাধা পাইয়া উহা ঊর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ অন্ত্রের নিঃসরণ শক্তি বিপরীত দিকে হইতে থাকে, তখন বমন ও মল বমন হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। যে রোগী দশ দিন কাল বাঁচিয়া থাকিত, বিরেচক ঔষধ সেবন হেতু তাহার মৃত্যু শীঘ্রই সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্ত্রাবরোধ রোগে কখন কখন মল প্রবাহ চলিতেও দেখা যায়। সরলান্ত্রের নিকট অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে সম্পূর্ণ মল বদ্ধ লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু জুজুনম ও ইলিয়মের নিকট অবরোধ ঘটিলে তন্নিম্নস্থ অন্ত্রের অংশ হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত মল, জলীয় পদার্থ, রক্ত ও মিউকস নির্গত হইতে পারে। কখন কখন এই রোগ হেতু মূত্রাবরোধও ঘটিতে দেখা যায়, উগ্রতর পীড়া চারি পাঁচ দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না; শীঘ্রই চরম লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়া রোগীর সমস্ত যন্ত্রণা অপহৃত হয়। তখন সমস্ত শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাবৃত, শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ, নাড়ী মৃদু বা লুপ্ত, জিহ্বা শুষ্ক, অবিরত পিপাসা, বারম্বার জল পান, জল পান মাত্রই বমন, গাত্র জ্বালা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া রোগী মৃত্যু কবলিত হয়।

পুরাতন পীড়ার লক্ষণাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, কিছু দিন কোষ্ঠ বদ্ধ বা অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইয়া আবার কোষ্ঠ বদ্ধ ঘটে, এইরূপে কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন উদরাময়, এতৎ সঙ্গে উদরে চিন্‌চিনি বেদনা, বিবমিষা ও বমন, পাককৃচ্ছ্র, ও মন্দাগ্নি সংঘটিত হয়, অন্ত্রের অবরোধ স্থানে স্ফীততা জন্মে, ঐ স্ফীততা উদরের নানা স্থানে সঞ্চরণকরে, হস্ত দ্বারা উহা স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে, কখন কখন বাহির হইতে চক্ষেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিছু দিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে ক্রমে ক্ষুধা মান্দ্য, অজীর্ণতা, ও ভয়ানক ডিস্‌পেপসিয়া আনীত হয়, ক্রমে রোগী শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; অবশেষে পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু মৃত্যু সংঘটিত হয়।

রোগ নির্ণয়। পেরিটোনাইটিসের সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। পেরিটোনাইটিসে সমস্ত উদর ব্যাপী বেদনা, উদরে অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষ, বেদনা হেতু জানু উত্তোলন করিয়া শায়িত থাকা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্ত্রাবরোধে এই সমস্ত থাকে না।

চিকিৎসা।

আর্ণিকা—উদরে ঘুসি, লগুড় প্রহার বা অন্য কোন প্রকার আঘাত হেতু অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে এইটী বিশেষ উপযোগী ঔষধ। সম্পূর্ণ কোষ্ঠ রোধ, ব্যাধিগ্রস্ত স্থান স্ফীত, কঠিন, স্পর্শে অত্যন্ত যন্ত্রণা, উদরের স্থানে স্থানে অত্যন্ত উগ্র বেদনার সঞ্চালন, নাভির চতুর্দ্দিকে অতিশয় বেদনা, বিশেষতঃ গমনাগমন কালে অধিকতর বেদনা হইয়া থাকে। ১ম, ৩য় শক্তি।

একোনাইট—অন্ত্রে প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, অন্ত্রের অংশ বিশেষ হার্ণিয়ারূপে আবদ্ধ হেতু অন্ত্রাবরোধ, পিত্ত বমন, মল বমন, আঠাল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, মূত্রত্যাগে অসমর্থ। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলিয়ম—আন্ত্রিক রস ক্ষরণের অভাব বশতঃ কতকদিন পর্য্যন্ত কঠিন গুঠলি মল নির্গমন হইয়া পরে অন্ত্রের মল নির্গমন শক্তির অভাব হেতু অন্ত্রাব রোধ, অন্ত্রে বিদ্ধকর ও ছিন্নকর বেদনা, কতকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য ওয়াক হইয়া পরে শ্লেষ্মা বমন। চিত্তবৃত্তির নিস্তেজস্কতা, ক্রন্দন ও বিলাপ করা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম—অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থা, উদর আধ্মান যুক্ত ও স্ফীত, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, ঊর্দ্ধদিকে পেরিষ্টল্‌টিক্ ক্রিয়া, মল বমন, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, হিক্কা, হস্ত পদ শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম ও মৃদু, অত্যন্ত পতনাবস্থা, মোহ ও অচেতনা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

কলসিন্থ।—অন্ত্রে অত্যন্ত শূল বেদনা, মল বাহী নালীর শুষ্কতা হেতু অন্ত্রাবরোধ, এলিয়মেও এই লক্ষণ আছে কিন্তু তথায় এতাদৃশ উগ্র শূল বেদনা বর্ত্তমান থাকে না। বেদনা উপশমার্থ রোগী সজোরে উদর টিপিয়া সুব্জ ভাবে অবস্থান করে। বমন, পাকাশয়স্থ জল, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, রোগীর প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র, হিতজনক বাক্য বলিলেও ক্রোধের উদ্রেক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম।—অন্ত্রে অন্ত্রে প্রবেশ হেতু অন্ত্রাবরোধ, উদরে প্রচণ্ড আক্ষেপিক বেদনা হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধঃশাখায় বিস্তৃত হওয়া। বমন, পিত্ত রক্ত ও বিষ্ঠা বমন, আক্ষেপিক হিক্কা, উদর পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

কেলিবাইক্রোমিকম্—আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধের পর অন্ত্রাবরোধ, মল দ্বারে জ্বালা জনক বেদনা, এজন্য মল নির্গমনের উপক্রম হইয়াও নিঃসরণ না হওয়া, মলদ্বারে ছিপলা লাগা বোধ, মল দ্বারে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা, উদর স্ফীত, উদ্গার, অন্ত্রে প্রদাহ, অন্ত্রের স্থানে স্থানে আক্ষেপ, উদরে উগ্র বেদনা হইয়া মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। নাভিদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা তারবান্ধা শ্লেষ্মা ও অম্ল বস্তু বমন, রোগীর প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র ও কলহ প্রিয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়জোট—জরায়ুর ক্যান্সার হেতু অন্ত্রাবরোধ, বেদনা পূর্ণ বৃথা মল বেগ, উদরে ক্ষতবৎ যাতনা, নাভি প্রদেশে বেদনা, উদরে উগ্র বেদনা হইয়া নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃথা মূত্র বেগের পর কয়েক বিন্দু উষ্ণ মূত্র নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাবাকম—কোষ্ঠ বদ্ধ, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মলত্যাগ হওয়ার পর রোগ প্রকাশ। উদরে উচ্চনাদ, উদরাধ্মান, অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ কিন্তু আহার করিলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, অন্ত্রের আক্ষেপ, উদরপেশীর প্রচণ্ড সঙ্কোচন, আবদ্ধ হার্ণিয়া বিবমিষা, মৃত্যু তুল্য মূর্চ্ছা, শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—বাম পার্শ্বে আবদ্ধ হার্ণিয়া হেতু অন্ত্রাবরোধ, দক্ষিণ পার্শ্বের হার্ণিয়া হেতু পীড়া হইলে লাইকোপোডিয়ম প্রশস্ত; উদরে থেৎলান যন্ত্রণা, উদরে বায়ুর পুঞ্জী করণ হেতু অন্ত্রাবরোধ, বিবমিষা ও বমন, সম্পূর্ণ কোষ্ঠ বদ্ধ, মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

প্লম্বম্—উদরে শূল বেদনা, উদর পৃষ্ঠের দিকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধবৎ অনুভব, উদরে কর্ত্তনবৎ ও আকুঞ্চক বেদনা, ঘর্ষণ ও চাপনে বেদনার উপশম, উদরে প্রস্তর চাপনবৎ অনুভব, অন্ত্রে প্রদাহ ও বিগলন চিহ্ন, দীর্ঘ কাল কোষ্ঠ বদ্ধ ও মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল নির্গত হইয়া অন্ত্রাবরোধ, মল দ্বারে আক্ষেপ, মল দ্বার উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—গুহ্য পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন। উদর বৃহৎ ও বেদনা যুক্ত, নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, চাপনে উপশম বোধ। উদরে উচ্চধ্বনি, দক্ষিণ ইলিওসিকেল প্রদেশে অতিশয় বেদনা, ঐ স্থানে সামান্যরূপ স্পর্শও

অসহ্য। মস্তকের দিকে রক্তের প্রবল গতি, মুখ আরক্ত, বারম্বার পিপাসা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা, উদর গর্জ্জন, অকস্মাৎ অন্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা, বেদনা হেতু রোগীকে ন্যুব্জ হইয়া থাকিতে হয়। কৃচ্ছ্রকর কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এল্বম্—উদরে অত্যন্ত মোচড়ান বেদনা, সামান্য আহার গ্রহণেও বেদনার বৃদ্ধি, বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ, উদরে উত্তপ্ত অঙ্গারের অবস্থানবৎ জ্বালা বোধ, উর্দ্ধ বা অধঃপথে বায়ু নির্গমনের অভাব, শীতল ঘর্ম্ম, বিবমিষা ও বমন, অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ হেতু অন্ত্রাবরোধ, বিপরীত দিকে অন্ত্রের গতি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আবদ্ধ হার্ণিয়া ও স্ত্রীলোকদের ক্রুরাল হার্ণিয়া হেতু অন্ত্রাবরোধ। উদরে আক্ষেপিক বেদনা হইয়া ব্লাডার পর্য্যন্ত গমন, ঐ বেদনা হেতু বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। উদরে অধিক পরিমান বায়ু সঞ্চয়, এজন্য উদরে ভুটভাট শব্দ, উদরের চর্ম্ম স্পর্শে অতিশয় যাতনা বোধ। মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা ও আক্ষেপিক সঙ্কোচন। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

রসটক্স—উদরে দংশনবৎ যাতনা বোধ, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে যাতনার বৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধে টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এইটী বিশেষ উপযোগী, রোগীর উদর বিদারিত হইয়া কোন বস্তু বাহির হইবে বলিয়া অনুভব। নাভি প্রদেশে প্রচণ্ড সংকোচন। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

সলফর্—অন্ত্রে গিঠুরি পড়ার ন্যায় অনুভব, উদরে হুল বিদ্ধ বেদনা, সমস্ত উদরে গড় গড় ধ্বনি, বাম উদরে আবদ্ধ আধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য আহারে যাতনা বৃদ্ধি, ইঙ্গুইনেল গ্রন্থি বেদনা যুক্ত ও স্ফীত, মল দ্বারে জ্বালা এবং চুলকানি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য।

এই রোগে উষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক উদরোপরি সেক দিলে অনেক সময় যাতনার উপশম হইয়া থাকে। সেক স্থায়ীরূপে রাখিবার জন্য অনেকে ভুষির উষ্ণ পোল্‌টিস উদরোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি উত্তপ্ত লৌহ ফলক দ্বারা সেক দিতে পরামর্শ দেন। উষ্ণতা স্পর্শে অনেক সময় যাতনার লাঘব হইতে দেখা যায়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ অন্ত্র পুনঃ স্বস্থান প্রাপ্ত হইতেও পারে। কঠিনতর কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরের আধ্মানিক স্ফীততায়, সাবান উষ্ণ জলে দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা গুহ্য পথে পিচকারি দিলে বায়ু ও মল নিঃসৃত হইয়া বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কখন কখন সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ প্রক্ষিপ্ত জল নির্গত হইতে পারে না, তখন নিম্নোদরে হস্ত দ্বারা চাপ দিলে সহজেই জল নির্গত হইয়া যায়। অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। এই রোগে সচরাচর অন্ত্র পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হওয়াতে মল নির্গমন হইতে পারে না; অতএব যাহাতে উদরে অধিক পরিমাণ মল সঞ্চিত হইতে না পারে, অথচ শারীরিক বল রক্ষিত হয় এমত পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য মাংসের ক্বাথ, পাতলা দুগ্ধ ও শাগু, বার্লি ইত্যাদি দ্রব্য অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। পিপাসা দমনার্থ অল্প অল্প শীতল জল ও বরফ জল পান করিতে দিবে।

এণ্টেরাইটিস।

অন্ত্রপ্রদাহ।

নরদেহে অন্ত্র প্রায় সমস্ত উদর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ইহা পাকাশয় হইতে আরম্ভ হইয়া গুহ্যদেশে শেষ হইয়াছে। অন্ত্র একটী রবরের নলীবৎ যন্ত্র, এই যন্ত্র দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন অংশ ডিওডিনম, জিজুনম, ওইলিয়ম। বৃহৎ অন্ত্রেরও তিন অংশ যথা, ছিকম, কোলন, ও রেক্‌টম। সচরাচর ক্ষুদ্রান্ত্রেই প্রদাহ হইয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্র প্রদাহিত হইতে কচিৎ দেখা যায়। প্রদাহ সামান্য আকারের হইলে রোগীর

বিশেষ যন্ত্রণা হয় না, কিন্তু উগ্রতর প্রদাহ ঘটিলে এতদ্দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। অন্ত্র-প্রাচীর ভাঁজে ভাঁজে নির্ম্মিত। সাধারণতঃ মিউকস কোট বা অভ্যন্তরের পর্দ্দাতেই প্রদাহ হইতে দেখা যায়। কঠিনতর পীড়ায় অন্ত্রের সমস্ত কোটেই প্রদাহ হইয়া থাকে।

কারণ ও নিদান।—বাহ্যিক আঘাতবশতঃ অনেক সময় এণ্টেরাইটিস জন্মিয়া থাকে। টিউবার্কেলের সঞ্চয়, টাইফয়েড্ জ্বর, দীর্ঘকালস্থায়ী উদরাময় ও অতিসার, অন্ত্রে ক্যানসার নামক দুষ্ট ক্ষত, অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ, আবদ্ধ হার্ণিয়া ইত্যাদি বহুপ্রকার কারণ হেতু এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহিত হইলে উহা ঘোর লোহিত বর্ণ ও অতিশয় মিউকস ক্ষরণশীল হইয়া থাকে, প্রদাহ কখন অন্ত্রের খণ্ড বিশেষে কখন বা সমস্ত অন্ত্রব্যাপী হইতে পারে। টাইফয়েড্ জ্বরে ইলিয়ম, ছিকম ও কোলনে প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। সময় সময় প্রদাহ, ক্ষতে পরিণত হইয়া ঐ ক্ষত দ্বারা অন্ত্র প্রাচীর বিদারিত হইতে পারে। কখন বা পুরাতন প্রদাহবশতঃ অন্ত্র প্রাচীরের কাঠিন্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে অন্ত্রের স্বাভাবিক পেরিষ্টল্টিক য়্যাকশনের ব্যাঘাত ঘটিয়া কোষ্ঠ কাঠিন্য ও মলের গুঠালিযুক্ত অবস্থা আনীত হয়।

লক্ষণ।—তরুণ রোগে ঈষৎ শীত বোধ হইয়া জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন ত্বক উষ্ণ, নাড়ী স্থূল ও দ্রুত, পিপাসা ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণের সহিত উদরে ভয়ানক বেদনা, নিপীড়নে বা সঞ্চলণে বেদনার বৃদ্ধি, কটিতে বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিতে অসমর্থ, এজন্য রোগী পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া শায়িত থাকে। রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করে ও জানু দুইখানি উত্তোলিত করিয়া রাখিতে ভাল বাসে। ইহাতে উদরের পেশী সমস্ত শিথিল হওয়াতে বিশেষ আরাম বোধ হয়। পদদ্বয় সটানভাবে রাখিলে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এণ্টেরাইটিস হইলে উদরে তীব্র বেদনা জন্মে, এই বেদনা নাভির চতুর্দ্দিকে অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। উগ্রতর পীড়ায় জ্বর লক্ষণ অতি প্রচণ্ড হইতে দেখা যায়। কখন কখন প্রলাপ, মোহ, অজ্ঞানতা, শয্যান্বেষণ ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণ সমস্তও উদ্ভব হয়। পরিণামে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। বমন হইতে

থাকে, বমনে প্রথমতঃ পাকাশয়স্থ খাদ্যবস্তু, জল ও শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া পরে মল বমন হয়। বমিত পদার্থ সর্ব্বদাই অতি দুর্গন্ধময় অনুভূত হয়, মল বমন হইলে আরও দুর্গন্ধ এবং ন্যাকারজনক হইয়া থাকে। এই সময় নাড়ী সূক্ষ্ম ও অননুভবনীয়, শরীর শীতল ঘর্ম্মাক্ত, জ্ঞানের জড়তা, ও সম্পূর্ণ নিস্তেজভাব আনীত হয়। তখন জিহ্বা শুষ্ক ও পীতাভ, শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, উদরাধ্মান, উদরাময়, অল্প বা অধিক পরিমাণে জলীয় মলক্ষরণ, উদর নিপীড়নে অতিশয় যাতনা, গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রোগ নির্ণয়।—শূল বেদনার সহিত এই পীড়ার কখন কখন ভ্রম হইতে পারে। শূল বেদনায় উদর নিপীড়নে বেদনার উপশম বোধ হয় এবং বেদনা সর্ব্বদা স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না, পেরিটোনাইটিসের সহিত অনেক সময় এই পীড়ার সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তথায় সর্ব্বদাই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, এণ্টেরাইটিসের ন্যায় বমন, উদরাধ্মান ও উদরাময়, পেরিটোনাইটিসে নাই।

চিকিৎসা।

অক্‌জ্যালিক এসিড্।—নাভির চতুর্দ্দিকে উগ্র বেদনা, বেদনাপূর্ণ কষ্টকর বায়ু নিঃসরণ, বিশ্রামে বেদনার উপশম, অন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পরিমাণ স্থানে জ্বালাকর বেদনা, পাকাশয় শূন্যবোধ ও জ্বালাযুক্ত, উদরাধ্মান, বায়ু নির্গমনে আধ্মানের নিবৃত্তি। বারম্বার অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, অকস্মাৎ সমস্ত উদরে যন্ত্রণাবোধ, মলিন ও কর্দ্দমবৎ মল প্রচুর পরিমাণে নির্গমন। আম ও রক্ত মিশ্রিত মলক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইরিস—নাভির চতুর্দ্দিকে পর্য্যায়ক্রমিক শূল বেদনা, বমন ও ভেদের পূর্ব্বে ঐরূপ বেদনার আবির্ভাব, জলীয় ও পিত্ত মিশ্রিত মল বারম্বার নিঃসরণ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন। মলত্যাগান্তে গুহ্য ও সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ, পাকাশয়ে ভয়ানক জ্বালা হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন। উদরের বাম পার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক বেদনা, সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—বাহ্যিক আঘাত জনিত অন্ত্র প্রদাহ, উদরে থেৎলান বেদনা, নিম্নোদরের আধ্মানিক স্ফীততা, অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র ত্যাগ, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপাবৃত। অতিশয় পিপাসা, মুখের শুষ্কতা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—অজ্ঞাতসারে মলমূত্র ত্যাগ, কর্দ্দমাক্ত মল, সবুজ আম ও জলীয় ভেদযুক্ত উদরাময়, সরলান্ত্রে শূল ও জ্বালা, মধ্যরাত্রিতে ও প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। হস্ত পদ ও শরীরের বহির্ভাগ শীতল। আভ্যন্তরিক জ্বালা, বারম্বার পিপাসা ও অল্প পরিমাণে জলপান। অধিক পরিমাণ শীতল বস্তু উদরস্থ হইলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। অতিশয় পতনাবস্থা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—অন্ত্রমধ্যে গুরুতর বেদনা হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, বেদনাযুক্ত উদরাময় ও অস্থিরতা, বেদনার অভাবযুক্ত উচ্ছলনশীল পীত বর্ণের জলীয় ভেদ। সবুজ ভেদ, নাভির চতুর্দ্দিকে খননকর বেদনা, অবিরত বিবমিষা ও বমন, মুখে জল সঞ্চয়, পিপাসার অভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—শৈত্যস্পর্শে ও ঘর্ম্ম রোধ হেতু পীড়ার উদ্ভব, রোগের প্রথমাবস্থা, শীত ও জ্বরবোধ, উদরে অত্যন্ত খননকর বেদনা, সঞ্চলনে ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। আধ্মানিক শূল, উদরোপরি হস্তার্পণে যাতনা বোধ। সঞ্চলনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণিক্রুডম্—উদরে প্রচণ্ড কর্ত্তনকর বেদনা, উদরাধ্মান, মল ও বায়ু অবরুদ্ধ, তরলভেদ হইবে বলিয়া রোগী অনুমান করে কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। পাকাশয়ে বেদনা, উদ্গারউত্থান, সময় সময় কঠিন গুঠলি ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় ভেদ, জিহ্বা দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ, মুখ লবণাক্ত লালায় পরিপূর্ণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস—উদরে গুরুতর বেদনা, স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, উদরে বস্ত্রের বন্ধন অসহ্য, একোনাইটেও এই লক্ষণ আছে, কিন্তু ঐটী রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এপিস অপেক্ষাকৃত পুরাতন রোগে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। জলীয় ভেদ, সরলান্ত্রে টাটরাণি, পাকাশয়ে জ্বালা কর উত্তাপ, সমস্ত উদরে হুল বিদ্ধ বেদনা, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, জিহ্বায় ফুস্কুড়ির উদ্ভব। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

কর্ণাস—উদরে মোচড়ান বেদনা, শূল বেদনা, মলিন ও তরল মল নিঃসরণ, অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, প্রকৃতি খিটখিটে ও উগ্র, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীত বোধ হইয়া শরীর উষ্ণ, তদনন্তর ঘর্ম্ম হইয়া সমস্ত শরীর শীতল হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম্—উদরের চর্ম্ম উষ্ণ কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ শীতল, উদরোপরি হস্তার্পণে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, উদরে চাপ বোধ ও বিদীর্ণকর বেদনা, আহার গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি, নত হইয়া থাকিলে উপশম বোধ, অপরাহ্ণে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, প্রথমে বেদনা পূর্ণ মলত্যাগ হওয়ার পর বারম্বার জলীয় ভেদ, পীত ও রক্তাক্ত মল নির্গমন, অবশেষে অজ্ঞাতসারে মল ক্ষরণ, মল ত্যাগের বৃথা চেষ্টা, পাকাশয়ে শূল বেদনা ও বরফবৎ শীতলতা অনুভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কলসিন্থ—উদরে তীব্র বেদনা, বেদনার উপশমন জন্য রোগী উপুর হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। উদর অত্যন্ত বৃহৎ, উদরের উভয় পার্শ্বে আকুঞ্চক বেদনা, স্নায়বীয় বেদনা, চাপনে বেদনার উপশম, বায়ু নিঃসরণে ক্ষণকাল আরাম বোধ। রক্তাক্ত জলীয় ভেদ বা আমাশয়িক মল নির্গমন। অকস্মাৎ মূত্র স্থলীর উপর চাপ বোধ, প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা, অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—নাভির নিম্নভাগে চাপক বেদনা, সঞ্চলনে বেদনার উপশম, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, উদরে শূল বেদনা, আহার গ্রহণে ও রাত্রিকালে বেদনার বৃদ্ধি, বেদনা ব্যতীত জলীয় মল নির্গমন, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল ক্ষরণ, নিয়মিতরূপে দুই বা তিন দিন অন্তর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—উদরে উগ্র বেদনা, বেদনাকালে উদরে হস্তার্পণ করিলে অসহনীয় যাতনার উদ্ভব। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, প্রাতে ও আহারের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। বারম্বার বৃথা মল ও মূত্র ত্যাগেচ্ছা, বেদনা ঊর্দ্ধ দিকে চালিত হইয়া বমন ও উদগার উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পডোফাইলম্—জুজুনম ও ইলিয়ম নামক অন্ত্রের খণ্ডদ্বয়ে প্রদাহ, ঐ স্থানে অত্যন্ত বেদনা, চাপনে বেদনার বৃদ্ধি, দক্ষিণ উদরের স্ফীততা ও পূর্ণতা বোধ, উদরে শূলবৎ বেদনা, উত্তাপ প্রয়োগে ও নত হইয়া থাকিলে উপশম বোধ। উদরে গব্ গব্ শব্দ, আর বার বার উদরে বেদনা জন্মাইয়া উদরাময়ের উৎপত্তি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বারবেরিস্—উদরে বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে শূলবৎ বেদনা, উদরের চর্ম্মে জ্বালাকর বেদনা, উদর-গর্জ্জন, জলীয় ভেদ, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল স্রাব, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, গুহ্যের চতুর্দ্দিকে হার্পিজ নামক চর্ম্মরোগ। মল দ্বারে তীব্র জ্বালা, কিডনি প্রদেশে জ্বালা ও ক্ষত বোধ, দক্ষিণ কিডনিতে জ্বালা হইয়া ব্লাডর পর্য্যন্ত গমন, মূত্রগত বহু প্রকার বিকৃত লক্ষণ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—নাভিদেশ স্ফীত, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা ও স্পর্শ দ্বেষ, উদরে উচ্চ গব্ গব্ শব্দ, উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা বোধ, মস্তকে রক্তাধিক্য, দৃষ্টি ঝাপ্সা, মলদ্বারে চাপ বোধ, বারম্বার পাতলা মল, আম ও রক্ত ক্ষরণ। অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, অতিশয় পিপাসা, অস্থিরতা ও অনিদ্রা। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—নাভি প্রদেশে ভারপূর্ণ বেদনা, উদর বৃহৎ ও পূর্ণ, উদরাধ্মান, উদরে ডাক, বমন হইলে আরাম হইবে বলিয়া বোধ, ত্বরিত মলত্যাগ, অন্ত্র মধ্যে বিদ্ধকর বেদনা, উদর পেশীতে হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, পাকাশয় মধ্যে কঠিন বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। মলিন, জলীয় ও রক্তাক্ত মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়, জ্ঞানের জড়তা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—নাভিদেশে মোচড়ান বেদনা, উদরে গব্ গব্ শব্দ, অকস্মাৎ উদর মধ্যে কর্ত্তনকর বেদনা, রোগী বোধ করে যেন তাহার উদর মধ্যে নখরাঘাত করা হইতেছে? উদরের বেদনা ঊর্দ্ধদিকে গমন, জলীয় ভেদ-যুক্ত উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অকস্মাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন হেতু রোগোদ্ভব। ফল ও অম্লবস্তু আহার এবং ক্রুদ্ধ হওয়ার পর কোন লক্ষণের প্রকাশ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্‌এলবম্‌—উদরে তীব্রজ্বালা, রোগী বোধ করে যেন উদর মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার অবস্থান করিতেছে। অতিরিক্ত ফল আহার ও শৈত্যভোগ হেতু রোগ লক্ষণের প্রকাশ। বমন ও ভেদ, উদর স্ফীত, বায়ু অবরুদ্ধ, উদরে জ্বালা কর বেদনা, শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, শরীর শীতল, ঊর্দ্ধদিকে অন্ত্রের ক্রিয়া, বমন ও মল বমন, মূত্র অবরুদ্ধ, অতিশয় পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে জলপান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরি—অন্ত্রে থেৎলান বেদনা ও কর্ত্তনকর যন্ত্রণা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অন্ত্র সমস্ত ছুরিকাঘাতে কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ, রক্ত মিশ্রিত আঠাল মল নিঃসরণ, আঠাল ঘর্ম্মক্ষরণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য, পিপাসা, ক্ষুধার অভাব, চক্ষু ও শরীরের চর্ম্ম পীতবর্ণযুক্ত, উদর পূর্ণ ও ভার বোধ, যকৃতের রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স—উদরে আঘাত প্রাপ্তবৎ যাতনা বোধ, স্থির ভাবে থাকিলেও অত্যন্ত বেদনা, অন্ত্রে প্রদাহ, টাইফয়েড্‌ লক্ষণ, জ্ঞানের জড়তা, নিদ্রাতুরতা, মোহ, জলীয় ভেদ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তিমাকার। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্‌—উদরে বিশেষতঃ নাভিদেশে আকুঞ্চক বেদনা, উদর বৃহৎ, স্ফীত ও আধ্মান যুক্ত, পার্শ্ব-উদরে অগ্নিশিখাবৎ জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ও মল ক্ষরণ, জ্ঞানের জড়তা, পুরাতন রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইওসায়েমস্‌—এণ্টেরাইটিসে টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ, জ্ঞানের জড়তা, নিদ্রাতুরতা, শয্যান্বেষণ, শূন্যে কাল্পনিক বস্তু ধারণ। উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, আধ্মানিক স্ফীততা, বমন, উদ্গার, হিক্কা, উদর স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। ১ম, ৩য়, শক্তি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য।

এই রোগ গ্রস্ত রোগীকে সঞ্চলন করিতে না দিয়া স্থিরভাবে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। জানুর নিম্নভাগে একটী উপাধান স্থাপন করতঃ জানু দুইটি ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে উদরের পেশী সমস্ত শিথিল ভাবে

থাকাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে না। উদরোপরি উষ্ণ জলের সেক দিবে। চব্বিশ ঘণ্টায় তিন চারি বার সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শিত হয়। কটির বস্ত্র শিথিল করিয়া দিবে, অনেক সময় মল মূত্র অবরুদ্ধ হইয়া উদর ভয়ানক স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাতে রোগীর যৎপরোনাস্তি যাতনা হয়, ক্ষণকাল পরে অন্ত্রের ক্রিয়া বিপরীত গতিতে হইয়া বমন ও মল বমন হইতে আরম্ভ হয়। এই অবস্থার উপশমনার্থ ওপিয়ম, কার্ব্বভেজ, প্রভৃতি অনেক ঔষধ আছে; লক্ষণানুসারে তাহা সেবনার্থ দিবে। তদ্ভিন্ন উষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া ঐ জল অর্দ্ধ পাউণ্ড পরিমাণ লইয়া গুহ্য পথে পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মল ও বায়ু নিঃসরিত হইয়া আধ্মান নিবারিত হয়। মূত্র অবরুদ্ধ থাকিলে ক্যাথিটার দ্বারা মূত্র নির্গত করিবে।

রোগীকে সর্ব্বদা সুশীতল জল পান করিতে দিবে। অদম্য পিপাসা শান্তির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের খণ্ড মুখে রাখিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে রোগী বিশেষ আরাম বোধ করে এবং মূত্র অবরুদ্ধ থাকিলে তাহাও নিঃসৃত হয়। পথ্য জন্য জলে সিদ্ধ করা বার্লি ও এরোরুট সেবন করিতে দিবে। কোন প্রকার গুরু পাক পথ্য ও ফল মূল খাইতে দিবে না। মোটের উপর এই দৃষ্টি রাখিবে যে, যাহাতে উদরে অধিক পরিমাণে মল সঞ্চিত হইতে না পারে, এমত পথ্য সকল আহার করিতে দিবে না। দুর্ব্বলাবস্থায় মাংসের যুশ ব্যবস্থা করিবে।

হার্ণিয়া

অন্ত্রবৃদ্ধি।

কোনও আভ্যন্তরিক যন্ত্র স্বীয় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ভিন্ন স্থানে গমন করিলে ঐ চ্যুত অংশকে হার্ণিয়া বলে। হার্ণিয়া শব্দের এইরূপ ব্যাপ্ত অর্থ হইলেও এই স্থানে ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবেনা। অন্ত্রের কোন অংশ উদর প্রাচীরের কোন ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইলে তাহাকেই হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি বুঝাইবে। এলপ্যাথি চিকিৎসকদের মতে এই রোগ অস্ত্র চিকিৎসার অন্তর্গত বলিয়া সার্জ্জরিতে বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ অনেক

সমগ্র ঔষধ দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, এজন্য এই স্থানে হার্ণিয়ার প্রকৃতি ও চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে অন্ত্রের যে বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে ঐ বিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্রান্ত্রেই হার্ণিয়া ঘটিয়া থাকে। বৃহদন্ত্রে কচিৎ ঘটিতে দেখা যায়।

লক্ষণ—হার্ণিয়ার স্থান ও অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাম ও লক্ষণ উৎপন্ন হয় কিন্তু তথাপি ইহাতে এমন কতকগুলি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে যাহা সকল প্রকার হার্ণিয়াতেই ঘটিয়া থাকে, এই স্থানে সেই সকল লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতেছে। উদর প্রাচীরের যে ছিদ্র দিয়া হার্ণিয়া বহির্গমন করে তথায় গোলাকার বা পটোলের ন্যায় একটী উৎসেধ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্থান টিপিলে তল্‌তল্ করে, রোগী দণ্ডায়মান হইলে, কাসিলে, হাঁচিদিলে বা মল বেগ দিলে উদর পেশীর ক্রিয়াবশতঃ স্ফীততার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হার্ণিয়া অবরুদ্ধ না হইলে উহা চাপনে পুনঃ উদরস্থ হয়। উদরস্থ হওয়া কালে ঘল্ ঘল্ শব্দ করিয়া গমন করে। অন্ত্র নির্গমন হওয়া কালে তৎসঙ্গে ওমেণ্টম বা পেরিটোনিয়মের অংশ নির্গত হইয়া থাকে, কখন কখন অন্ত্র নির্গমন না হইয়া মাত্র ওমেণ্টম্ নির্গত হয়। এরূপ হইলে ঐ স্থান অত্যন্ত কোমল ও তলতলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হার্ণিয়া বাম পার্শ্বেই অধিকাংশ হইতে দেখা যায়।

কারণ—বলপূর্ব্বক কোন গুরুতর বস্তু উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে, শ্বাসবদ্ধ করিয়া কোন কাজ করিলে, অতি বেগে লম্ফপ্রদান করিলে, মলত্যাগ করণার্থ অতিশয় বেগ দিলে এবং বৃদ্ধদের আক্ষেপিক কাসি, ইত্যাদি কারণে উদর পেশীর গুরুতর চাপ অন্ত্রের উপর পতিত হওয়াতে উহা সজোরে চাপিত হয় ও নিকটস্থ ছিদ্র দিয়া অন্ত্রাংশ বাহির হইয়া যায়। ঐ বহিষ্কৃত অন্ত্রভাগ হার্ণিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রেণী বিভাগ—হার্ণিয়ার অবস্থানুসারে ইহাকে তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম। রিডিউসেবল হার্ণিয়া,—বা উদর গহ্বরে পুনঃ প্রবেশশীল অন্ত্র বৃদ্ধি। এইরূপ হার্ণিয়া সচরাচর বৃদ্ধদেরই হইয়া থাকে। তাহাদের পেশীর শিথিলতা বশতঃ অন্ত্রাংশ অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা। রোগী দণ্ডায়মান

হইলে বা জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে হার্ণিয়া সহজেই নির্গত হয়, কিন্তু অঙ্গুলির সঙ্কেত দ্বারা অভ্যন্তর দিকে চাপ দিলে পুনরায় ঘল্ ঘল্ শব্দ করিয়া উদরস্থ হয়। অনেক শিশুকে জন্ম হইতেই এইরূপ হার্ণিয়াগ্রস্ত দেখা যায়। ইহাতে রোগীর প্রাণ বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই, তবে চলাচল করিবার অসুবিধা হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপ হার্ণিয়া সচরাচর অণ্ডকোষে অবতরিত হইয়া থাকে।

২য়। ইর্রিডিউসেবল হার্ণিয়া,—বা অপ্রবেশনীয় অন্ত্র বৃদ্ধি, এইরূপ হার্ণিয়া সহজে উদরস্থ হয়না। ইহাতে ইণ্টেষ্টাইন ওমেণ্টম্ ও মেসেণ্টরিক গ্রন্থি নির্গত হইয়া থাকে। নির্গমনান্তে নির্গম পথের পৈশিক আকুঞ্চন হেতু সঙ্কোচন জন্মে, ঐ সঙ্কোচিত পথ দিয়া হার্ণিয়া পুনঃ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কখন কখন হার্ণিয়া চতুর্দ্দিকস্থ এরিওলার টিশুর লিম্ফ দ্বারা সম্পূর্ণযুক্ত হইয়া যায়। এজন্য পুনঃ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাতে উদরে অতিশয় বেদনা জন্মে, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, হার্ণিয়া স্থান টিপিলে উহা বৃহৎ টিউমার বৎ এবং উহার অভ্যন্তরস্থ মল বা মেসেণ্টরিক গ্লাণ্ড হস্তে কঠিন অনুভূত হয়। কোন কোন সময় স্থানিক প্রদাহ চিহ্ন ও উপস্থিত হয়। তখন জ্বর বোধ, পিপাসা নাড়ী দ্রুত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পেরিটোনিয়াসে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে পেরিটোনাইটিস্ নামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া রোগীকে আরও যাতনা দেয়।

৩য়। ষ্ট্র্যাঙ্গিউলেটেড্ হার্ণিয়া—বা আবদ্ধ অন্ত্র বৃদ্ধি। হার্ণিয়া পথের পৈশিক সংকোচন হেতু নির্গমনীয় রাস্তাটী কুঞ্চিত হইয়া যায়, ঐ সমস্ত পেশীর সঙ্কোচনে হার্ণিয়াতে ফাঁস পড়ার মত বন্ধন পড়িয়া যায়, ইহাতে নির্গত অন্ত্র ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিকেই চলিতে পারে না, সঙ্কুচিত পথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে নির্গত অন্ত্র প্রদাহিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন উদরে প্রচণ্ড বেদনা, অস্থিরতা ও জ্বালা উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণরূপে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বায়ু ও মল অবরুদ্ধ হইয়া যায়। শীঘ্র পীড়ার প্রতিকার না হইলে, হার্ণিয়া স্থান ক্রমশঃ বিগলনে পরিণত হয়। এদিকে সুস্থ অন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হেতু প্রথমতঃ অপরিমিত আধ্মান জন্মে, তদনন্তর বমন ও মল বমন হইতে থাকে, বারম্বার বমন হওয়াতে আবদ্ধ অন্ত্রের স্থানে

যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা হয়। এইরূপ যাতনা রোগীকে অধিকদিন সহ্য করিতে হয় না, অচিরেই মৃত্যু আসিয়া সমস্ত ক্লেশ অপহরণ করে।

হার্ণিয়া নির্গমনের স্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা।

ক। ইঙ্গুই নেল হার্ণিয়া—ইহাতে অন্ত্রাংশ ইঙ্গুলনেল ক্যানাল দিয়া স্ক্রোটম বা মুষ্কে নির্গত হইয়া থাকে। ইহা কখন একদিকে কখন বা উভয় দিকে হইতে পারে। এইরূপ হার্ণিয়ায় স্ক্রোটম্ দেখিতে বৃহৎ এবং উহা টিপিলে তলতলিয়া বোধ হয়। রিডিউসেবল হার্ণিয়া হইলে উহা অঙ্গুলির কৌশলে ঘল্ ঘল্ শব্দ করিয়া উদরস্থ হয়। নতুবা স্ক্রোটমেই থাকিয়া যায়।

ইঙ্গুই নেল হার্ণিয়া নির্গমনের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা :—অন্ত্রাংশ অভ্যন্তর য়্যাবডমিনেল রিং ভেদ করিয়া বাহ্য রিং ভেদ করতঃ স্ক্রোটমে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে কম্প্লিট ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া বলে। আর কেবল ইঙ্গুইনেল্ ক্যানালে স্থায়ী হইলে তাহাকে ইন্কম্প্লিট ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া বলে। হার্ণিয়া সমুদয় ইঙ্গুই নেল ক্যানাল ব্যাপৃত হইয়া থাকিলে তাহাকে অব্লিক ইঙ্গুই নেল হার্ণিয়া বলে।

কোন কোন শিশুর জন্ম হইতে মুষ্ক আবরক ঝিল্লি বা টিউনিকা ভেজাই নেলিস নামক পর্দ্দায় অন্ত্রাংশ জড়িত হইয়া হার্ণিয়া রূপে অবস্থান করে, উহাকে কঞ্জিনিটেল ইঙ্গুই নেল হার্ণিয়া বলে।

খ। অম্বিলিকেল হার্ণিয়া—নাভি দেশে অন্ত্রাংশচ্যুত হইয়া আসিলে তাহাকে এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ইহাতে নাভি দেশ স্ফীত ও তলতলিয়া হইয়া উঠে। ইহার পরিমাণ একটী বদরিকা ফল হইতে বড় এবং একটী পেয়ারা ফলের সদৃশ হইয়া থাকে, দুগ্ধ পোষ্য শিশু, যাহারা অবিরত ক্রন্দন করে, তাহাদের এইরূপ হার্ণিয়া হইয়া থাকে। শিশুগণ রোদন করিলে, বা মলবেগ দিলে হার্ণিয়ার আয়তন বৃহৎ হয় অন্য সময় হ্রাস অবস্থায় থাকে।

গ। ফিমরেল হার্ণিয়া—অন্ত্রাংশ পুপার্ট লিগামেণ্টের পশ্চাৎ দিয়া নির্গত হইলে এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা ক্রুরেল রিং দিয়া অধোগামী হইয়া পুপার্ট লিগামেণ্টের অগ্রভাগে স্থায়ী হয়।

ঘ। ইঞ্জুরিয়েল হার্ণিয়া—উদর প্রাচীরের কোন স্থানে গো বা মহিষের শৃঙ্গ কিংবা কোন প্রকার থেথ্‌লা অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলে ঐ স্থান দিয়া অন্ত্র, পেরিটোনিয়ম বা পাকাশয়ের কোন অংশ বাহির হইতে দেখা যায়, ইহাকে ইঞ্জুরিয়েল হার্ণিয়া বলে।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ব্যাধি অস্ত্র চিকিৎসার অন্তর্গত, অস্ত্র বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে অস্ত্রোপচার বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বিবৃত আছে। অনুসন্ধায়ী চিকিৎসককে আমরা উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। রিডিউ-সেবল হার্ণিয়া হইলে সেই স্থানের উপযোগী ট্রস্‌ নামক যন্ত্র ব্যবহার করিলে রোগ উপশমিত বা কালে কালে অদৃশ্য হইতে পারে। ইররিডিউসেবল হার্ণিয়াও কেবল হস্তের কৌশলে বা ক্লোরফরমের সহায়তায় অঙ্গুলির সঙ্কেতে পুনরায় বিবৃদ্ধ অন্ত্রকে স্বস্থানে নীত করা যাইতে পারে। ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়া হইলে কঠিনতর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, তখন বিচক্ষণ সার্জ্জনের সহায়তায় ঐ কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ এই রোগে নিম্নলিখিতরূপ ভেষজ চিকিৎসা অনুমোদন করেন। ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে অস্ত্রোপচার করা কর্ত্তব্য।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয় যথা, একো, আর্সে, বেল, অরম, বোরাক্স, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, জেলস, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনিকার্ব্ব, এ নাইট্রিক, নক্স, ওপি, প্লম্বম, রস, সিলা, ষ্ট্যানম, সলফর, থুজা, ভিরাট্রমএ।

হার্ণিয়া অম্বিলিকেল—অরম, বোরাক্স, ক্যালকে, কোক্কা, সিনা, নক্স, এ নাইট্রিক, প্লম্বম, সিলা, ষ্ট্যানম, ভিরাট।

হার্ণিয়া ইঙ্গুইনেল—ইসিকউ, হিপার, অরম, কার্ব্ব এনি, কোক্কা, লাইকো, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, নক্স, প্লম্বম, সিলা, ভিরাট।

হার্ণিয়া ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্‌—একো, আর্সে, বেল, কোক্কা, জেলস, ল্যাকে, লাইকো, নক্স, ওপি, প্লম্বম, সলফর, ভিরাট।

অরম—উদর ছিদ্র দিয়া হার্ণিয়া জোরে নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ, ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়ার প্রথমাবস্থা, হার্ণিয়া অম্বিলিকেল, অবিরত ক্রন্দন হেতু শিশুদের হার্ণিয়া, হস্তপদ শীতল, উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকম—ইর্‌রিডিউসেবলও ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়াতে ইহা ব্যবহৃত হয়। উদর কঠিন ও বৃহৎ, উদরমধ্যে জ্বালা, বমন ও শুষ্ক বমন, বারম্বার পিপাসা, উদরের ঊর্দ্ধভাগ ও হস্ত-পদ শীতল, অস্থিরতা, অনবরত শয্যায় আড়া-মোড়া দেওয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা, ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়ায় বিগলন অবস্থা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

একোনাইট—আবদ্ধ হার্ণিয়ায় প্রদাহোৎপন্ন হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। হার্ণিয়া স্থানে জ্বালা ও বেদনা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, জ্বর, পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, উদরে বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। ১ম, ৩য় শক্তি।

ওপিয়ম—আবদ্ধ হার্ণিয়াতে প্রদাহের পরিণত অবস্থা, উদর স্ফীত, অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, অন্ত্রে প্রচণ্ড বেদনা, দুর্গন্ধযুক্ত কদর্য্য বস্তু বমন, মল বমন, নিদ্রাতুরতা, বমনের উপদ্রবে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বমন করা। মুখমণ্ডল আরক্ত, জ্ঞানের জড়তা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ককিউলাস—ইঙ্গুইনেল ও অম্বিলিকেল হার্ণিয়া, অন্ত্রে বিদারিত বেদনা, উদর স্ফীত, অতিশয় দুর্ব্বলতা, অবিরত শয্যায় পড়িয়া থাকা। অবিচ্ছেদে বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কফিয়া—ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া অবরুদ্ধ হইয়া পুনঃ স্বস্থান প্রাপ্ত না হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। নিয়ত উত্তেজনশীলতা, অনিদ্রা, অবিরত জাগরণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করা। রোগের প্রথমাবস্থায় জল মিশ্রিত উগ্র কাফি সেবন করাইলে হার্ণিয়া আপনা হইতে স্বস্থান প্রাপ্ত হয়। অপেক্ষা-কৃত পুরাতন রোগে ৬ষ্ঠ শক্তি দিবে।

কলসিন্থ—বৰ্দ্ধিত হার্ণিয়া বশতঃ উদরে উগ্রশূল বেদনা, উদরের স্ফীততা, বিবমিষা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—উদরের গোলযোগ। উদরে ভুটভাট শব্দ, উদর স্ফীত,

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়ায় পচন প্রবণতা, উদরে বস্ত্রের চাপন অসহ্য। উদর যন্ত্র ঝুলিয়া পড়িবে আশঙ্কায় ন্যুব্জ ভাবে গমন করা। ৩০শ ২০০ শত শক্তি।

কিউবেব—ফিমরেল হার্ণিয়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী, হার্ণিয়া পর্থে চাপ ও বেদনা বোধ, ভ্রমণের পর, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম—হার্ণিয়া স্থানে আক্ষেপিক শূল বেদনা হইয়া সমস্ত উদর ব্যাপৃত হওয়া, বমন, বিবমিষা, উদরে অবর্ণনীয় যাতনা, উদর উষ্ণ ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—শৈশব-হার্ণিয়া, আজন্ম অন্ত্র বৃদ্ধি, বালকের শরীরে রেকাইটিস্ রোগ বর্ত্তমান, উদর বৃহৎ, উদরে বেদনা হেতু অনবরত ক্রন্দন করা, উদর গর্জ্জন, নিদ্রাকালে মস্তকে ঘর্ম্ম ক্ষরণ। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ট্যাবাকম—ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া, উদর পেশীর সংকোচন, অতিশয় কষ্টদায়ক বিবমিষা, সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আবৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—আবদ্ধ হার্ণিয়া, অন্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা, উদরাধ্মান, বিবমিষা ও বমন, অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, বাম দিকের হার্ণিয়া, (দক্ষিণ দিকের লাইকোপেডিয়ম) ৩য়, ৬ষ্ঠ ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—অম্বিলিকাল হার্ণিয়া, উদর অত্যন্ত বৃহৎ, নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনকর বেদনা, চাপনে বেদনার উপশম। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নাইট্রিক এসিড্—ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া, বালকদের রোগ, গৌণ উপদংশের ফল স্বরূপ আজন্ম বিকৃতিতে হার্ণিয়া, উদরে বেদনা, কম্প, উদর-গর্জ্জন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম—ইন্‌কার্সিরেটেড হার্ণিয়া, উদরে বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে উগ্র শূল বেদনা, বমন, মল বমন, প্রদাহের পরিণামে পচনশীলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—আবদ্ধ হার্ণিয়ায় প্রদাহের উৎপত্তি। নাভির চতুর্দ্দিকে সঙ্কোচক বেদনা, নাভিদেশে ও ইঙ্গুইনেল স্থানে গোলাকার বস্তুর স্ফীততা। উদর স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, উগ্রশূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বোরাক্স—শিশুদের উদরাময় যুক্ত হার্ণিয়া, বারম্বার জলীয় ভেদ, মুখে ঘ্যাপথা ক্ষত, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ। ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—উদরে বিশেষতঃ নিম্নোদরে বেদনা, নাভিদেশে মোচড়ান ও চিমটি কাটা বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত অপান নিঃসরণ; উদরাময় হইবে বলিয়া আশঙ্কা, উদরের পার্শ্বে ও নাভির চতুর্দ্দিকে কঠিনতর স্ফীততা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রিমএলবম্—আবদ্ধ হার্ণিয়া; প্রদাহের চরমাবস্থা, অন্ত্রের ক্রিয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রকাশ, বমন, মলবমন, হিক্কা, শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম, প্রচণ্ড পিপাসা, সম্পূর্ণ পতনাবস্থা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—দক্ষিণ দিকের ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া, উদর পূর্ণ ও স্ফীত, উদর গর্জ্জন, অল্প অল্প দুর্গন্ধময় মল ক্ষরণ, কোষ্ঠ বদ্ধ, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ; বিবর্দ্ধিত হার্ণিয়ায় থেথলান বেদনা। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটড্ হার্ণিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া তাহাতে পচনোৎপত্তি, স্ফীত হার্ণিয়ার উপরিস্থ চর্ম্ম বেগুনি বর্ণযুক্ত, উদরে বেদনা ও আকুঞ্চন, হার্ণিয়া স্থানে জ্বালা ও কর্ত্তনকর বেদনা, উহা স্পর্শে অতিশয় যাতনা বোধ, জ্ঞানের জড়তা, উদরের গোলযোগ, দুর্গন্ধময় জলীয় মলস্রাব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সাইলিসিয়া—শিশুদের ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া, হার্ণিয়ার উপর হস্তার্পণ করিলে অতিশয় যাতনা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

ইরিডিউসেবল ও ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়াতেই পথ্যের বিবেচনা করিতে হয়, অন্য সকল প্রকার হার্ণিয়াতে রোগীকে রীতিমত আহার করিতে দিবে। উক্ত দুই প্রকার হার্ণিয়াতে সাগুদানা এরোরুট ও বার্লি জলে সিদ্ধ করিয়া আহার করিতে দিবে। দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিলে দুগ্ধ ও মাংসের যুস্ ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে সর্ব্বদা শয়ন অবস্থায় আরামে রাখিবে। অম্বিলিকেল হার্ণিয়ায় শিশুকে ক্রন্দন করিতে দিবে না। শিশুগণ সুস্থ থাকিলে প্রায় রোদন করে না, বিশেষ

কোন যন্ত্রণা দায়ক রোগ থাকিলেই কান্দিয়া থাকে, এরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ ক্রন্দনের কারণ দূর করিবে। হার্ণিয়ার আশঙ্কিত ব্যক্তির সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে কোন প্রকার গুরুতর পরিশ্রমে রকার্য্য করিতে দিবে না।

পেরিটোনাইটিস্।

অন্ত্রাবরক প্রদাহ।

এইটী এলিমেণ্টরিক্যানালের ব্যাধি না হইলেও উপরোক্ত তিনটী পীড়ার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য রাখে, অনেক স্থলে উক্ত ব্যাধিগুলির সহিত ভ্রম ঘটাইয়াও থাকে, এজন্য এই স্থানে ইহার তত্ব বিবৃত করা গেল।—

উদর গহ্বরে চাদরের ন্যায় এক খানি পর্দ্দা আছে। তদ্দারা অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র সমস্ত আবৃত থাকে, তাহাকে পেরিটোনিয়ম্ বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লি বলে। এই পর্দ্দার প্রদাহ হইলে পেরিটোনাইটিস্ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা একিউট বা তরুণ এবং ক্রণিক বা পুরাতন উভয় আকারে প্রকাশ পাইতে পারে। কারণ ও অবস্থা ভেদে এই ব্যাধি আবার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে, আঘাত জনিত পীড়া হইলে তাহাকে ট্রমেটিক পেরিটোনাইটিস্ বলে। শৈত্য ভোগ, প্রচুর পরিমাণে বরফ বা কুল্পি সেবন, অপর্য্যাপ্ত উগ্র মদিরা পান বা অন্য কোন অবিজ্ঞেয় কারণ হেতু রোগ প্রকাশিত হইলে তাহাকে ইডিও-প্যাথিক বা স্বোপার্জ্জিত ব্যাধি বলে। গ্যাষ্ট্রাইটিস্, হিপেটাইটিস্, সিপ্লনাইটিস্, ইয়ুট্রাইটিস্, স্থতিকা জর ইত্যাদি অন্য কোন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে রোগ প্রকাশ পাইলে তাহাকে সিম্‌টমাটিক বা আণুষঙ্গিক পেরিটোনাইটিস্ বলে। প্রদাহে সমস্ত পেরিটোনিয়ম ব্যাপ্তহই লে তাহাকে জেনেরেল পেরিটোনাইটিস্ ও পেরিটোনিয়মের একটী মাত্র স্থানে স্থায়ী হইলে তাহাকে সার্কম্ স্ক্রাইবড্, লোকেল বা স্থানিক পেরিটোনাইটিস্ বলে।

১ম একিউট্ পেরিটোনাইটিস্।

কারণ। উদরোপরি গুরুতর আঘাত বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি দ্বারা উদর-চর্ম্ম বিদীর্ণ হইলে এইরূপ পীড়া সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তরুণ বাত,

গর্ভপাত, সূতিকা জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, যকৃত, প্লীহা ও পাকাশয়ের প্রদাহ, এণ্টেরাইটিস, টিউবার্কেল্ জনিত বহু প্রকার রোগ, জরায়ু ও ডিম্ব কোষের প্রদাহ, পেলবিক সেলুলাইটিস, ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রাদাহিক রোগে প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পেরিটোনিয়মে গমন করতঃ পেরিটো-নাইটিস জন্মাইতে পারে। অনেক সময় রোগের কারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোন প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তন হেতু রোগ প্রবল আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সচরাচর শৈত্য ভোগ, রাত্রিতে অনাবৃতাবস্থায় শয়ন, অধিক পরিমাণে বরফের খণ্ড গলাধঃকরণ, জলমগ্ন ব্যক্তির দীর্ঘ কাল জলে অবস্থান, অত্যন্ত তাপিত হওয়ার পর এক কালে অধিক পরিমাণে শীতলজলপান বা শীতল জলে অবগাহন করা, স্ত্রীলোকদের হঠাৎ ঋতু শোণিত অবরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে পেরিটোনাইটিস্ হইতে দেখা যায়। কখন কখন ইরিসিপেলাস ও পাই-মিয়া প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই রোগ হইয়া থাকে।

নিদান—এই রোগের প্রথমে পেরিটোনিয়ম মধ্যে রক্তাধিক্য জন্মে, তখন উহার ক্যাপিলারিগুলি রক্তপূর্ণ ও লাল হয়, উহা স্ফীত হইয়া থাকে। এই সময় উহার স্বাভাবিক স্রাবণ ক্রিয়া রহিত হয়, তখন উহা অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া উঠে। এই ভাব দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় না, অনতিবিলম্বেই উহা হইতে এফিউসন বা স্রাব হইতে থাকে। তখন পেরিটোনিয়ম হইতে জলবৎ, মণ্ড সদৃশ, বা পূঁয়বৎ তরল পদার্থ ক্ষরিত হইতে থাকে। এফিউসনের পরিমাণ অল্প হইলে পেরিটোনিয়মের উপর অল্প অল্প পীত বর্ণের আঁঠাবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয়, ক্রমে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে, ডাক্তার নেমিয়ার উপরোক্ত রস ক্ষরণ ক্রিয়াকে নিম্ন লিখিত তিন প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম। ফাইব্রিনাস্ এফিউসন। এই রূপ এফিউসনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার আঁঠাবৎ পদার্থ, এতদ্দ্বারা পেরিটোনিয়ম নিকটস্থ যন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া যায়, এজন্য ইহাকে এডিসিব প্রদাহ বলে। সচরাচর আঘাত হেতু এই রূপ প্রদাহের উৎপত্তি হয়, কখন কখন অন্ত্র, যকৃত, প্লীহা ইত্যাদি নিকটস্থ যন্ত্রে প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পেরিটো-নিয়মে গমন পূর্ব্বক এই জাতীয় রোগের উৎপাদন করিতে পারে।

২য়। সিরম এফিউসন বা জলবৎ রস ক্ষরণ। ইহা অল্প বা

অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইতে পারে। এই রসের আকার ঈষৎ আরক্ত, ইহা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া য়্যাসাইটিস বা উদরী রোগ জন্মাইতে পারে। ম্যালেরিয়া জ্বর, যকৃত ও প্লীহার রোগ, সূতিকা জ্বর ইত্যাদি কারণে এই শ্রেণীর প্রদাহ জন্মিতে পারে।

৩য়। পিউরিলেণ্ট এফিউসন বা পূঁয় ময় রস ক্ষরণ। এই রসের আকার শুভ্র বর্ণ, গাঢ় ও পূঁয় যুক্ত। পেরিটোনিয়মে স্ফোটক হইলে সচরাচর এইরূপ স্রাব হইতে দেখা যায়। ইহাতে পেরিটোনিয়ম ওভেরির সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ক্রমে অধিক পরিমাণ পূঁয় সঞ্চিত হইলে উহা পেরিটোনিয়মের পর্দ্দা ভেদ করিয়া নিকটস্থ গহ্বর, এমন কি বক্ষ গহ্বরেও প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ইহা হইলে রোগীর জীবনের আশা প্রায়ই থাকেনা, টিউবার কিউলার পীড়া ও বাত রোগ হেতু সচরাচর এই শ্রেণীর প্রদাহ হইয়া থাকে।

লক্ষণ। প্রথমতঃ শীত, কম্প ও পিপাসার সহিত জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদনন্তর সমস্ত উদরে বা উদরের স্থান বিশেষে অল্প অল্প বেদনা বোধ হয়, ক্রমে এই বেদনা অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে। এইটীই রোগের অতি সুপরিচিত লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে।

বেদনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, অতি প্রবল তীর বিদ্ধবৎ বেদনা, কর্ত্তনবৎ বেদনা ও কনকনি যুক্ত বেদনা হইয়া থাকে। বেদনার তাড়নায় রোগী অস্থির হয় তথাপি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না, রোগী ক্রন্দন করিয়া যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিতে পারে না, কেননা উদর পেশীর সামান্য রূপ আন্দোলনেই বেদনা ভীষণ আকার ধারণ করে। জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়না, তাহাতে ফুস্‌ফুসের চাপে উদর ব্যবধায়ক পেশীর উপর পতিত হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। রোগী নীরবে চিৎ হইয়া অবস্থান করে, জানু দুই খানি উত্তোলিত করিয়া রাখে, পদদ্বয় সটান করিলে উদর পেশার আকর্ষণ হেতু বেদনা অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করে। উদরোপরি কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না, সামান্য রূপ কর স্পর্শে ও নিরতিশয় যাতনা হইয়া থাকে। বেদনা হেতু রোগীর মুখশ্রী সাতিশয় যন্ত্রণা ব্যঞ্জক দেখায়।

অবিরত পিপাসা, এজন্য রোগীকে বারম্বার জল পান করিতে হয়, বমন

এই রোগের অতি ভীষণ লক্ষণ, পেরিটোনিয়মের প্রদাহ পাকাশয়ে নীত হইয়া প্রবল বেগে বমন আরম্ভ হয়, ইহাতে রোগীর যন্ত্রণা চতুর্গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। বমনে প্রথমতঃ ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরিত হয়, তদনন্তর পাকাশয়ের রস ও পিত্ত বমন হইতে থাকে। কোন কোন রোগীতে মল বমন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মল বমন হইলে রোগ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে, তখন হিক্কা ও পতনাবস্থা আনীত হইয়া মৃত্যু দশা উপস্থিত হয়, এই রোগে মল প্রায়ই অবরুদ্ধ থাকে, কিন্তু পিয়রপারল পেরিটোনাইটিস হইলে তরল মল বারম্বার নির্গত হইয়া থাকে, কখন কখন গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত হেতু অজ্ঞাত সারে মল প্রবাহ চলিতে দেখা যায়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও পরিণামে ঐ ভাব থাকে না, তখন উদরাময় ঘটিয়া থাকে ও ক্রমে অন্ত্রের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত উদরের অস্বাভাবিক স্ফীততা জন্মে, স্ফীত উদরের চাপ ডায়াফ্রম পেশীকে স্পর্শ করে ও তদ্দ্বারা ফুস্ফুস্ চাপিত হইয়া শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়; শীঘ্র এই উপসর্গ বিদূরিত না হইলে ইহাই মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্র বেগ, বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ, সম্পূর্ণ মূত্রাবরোধ, জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লায় আবৃত, বারম্বার জল পানের ইচ্ছা কিন্তু উদরের আধ্মানিক স্ফীততা হেতু রোগী জল পানে সমর্থ হয় না, স্থানীয় প্রদাহ ঘটিলে উদরের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা অনুভূত হয়। ঐ স্থানে স্পর্শ করিলে রোগী অতিশয় যাতনা জ্ঞাপন করে। স্থানের স্ফীততা জন্মে, কালে এই স্ফীত স্থানে পুঁয উৎপন্ন হইতে পারে। কোন কোন রোগীতে রেজিউলেসন দ্বারা প্রদাহ দমিত হইয়া পুনঃ সুস্থতা আনীত হইতে পারে। পেরিটোনাইটিসে মানসিক জড়তা প্রায়ই ঘটে না, জ্ঞান ও স্মৃতি শক্তি পূর্ব্বাপর সমান ভাবেই থাকে। কদাচিৎ কোন কোন রোগীতে মৃত্যুর পূর্ব্বে সামান্য রূপ কোমার ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

রোগ নির্ণয়। শূল বেদনার সহিত কখন কখন এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উদর চাপনে যন্ত্রণা বোধ ও জানুদ্বয় গুটাইয়া শয়ন করা লক্ষণ শূল বেদনায় নাই; ইহা দেখিয়া এই রোগ নির্ব্বাচন করিবে। উদর গহ্বরে স্ফোটক, এণ্টেরাইটিস, ইণ্টাস্সাসেপ্সন্ ইত্যাদি ব্যাধির সহিত ভ্রম

জন্মিতে পারে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে ইহাদের পার্থক্য স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে।

ভাবিফল। এই পীড়া প্রায়ই অতি গুরুতর আকারে প্রকাশিত হয়, তাহার ফল স্বরূপ রোগী জীবিত কালে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে, ক্রমশঃ অন্ত্রের পক্ষাঘাত ঘটিয়া, উদরাধ্মান, হিক্কা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, কোন কোন রোগীর অন্ত্রে বিপরীত ক্রিয়া জন্মিয়া বমন ও মল বমন ব্যাপার উপস্থিত হয় এবং অচিরেই সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদন হইয়া মৃত্যু আনীত হয়। কথন কথন মৃদু আকারে পীড়া হইতেও দেখা যায়, ইহাতে রোগীর প্রাণ ত্যাগ কখনই ঘটে না, ক্রমশঃ বেদনা ও জ্বর লক্ষণ বিদূরিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ক্রনিক পেরিটোনাইটিস।

অন্ত্রাবরকের পুরাতন প্রদাহ।

তরুণ রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিতে পারে, কথন কথন প্রথম হইতেই রোগ পুরাতন লক্ষণ যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, উদরী রোগে বারম্বার ট্যাপ ক্রিয়া সম্পাদন করিলে কালে এই শ্রেণীস্থ পীড়ার উদ্ভব হইতে পারে। পেরিহিপেটিক ও পেরিস্প্লিনিক ঝিল্লির প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পেরিটোনিয়মে নীত হওতঃ পুরাতন আকারে পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে। পুরাতন পেরিটো-নাইটিস বশতঃ প্রায়ই পেরিটোনিয়মের ভাঁজ মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়া উদরী রোগের উৎপত্তি হয়, এই পীড়া অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য এবং আশু মারাত্মক নহে।

লক্ষণ।—উদর-গহ্বরে পেরিটোনিয়ম্ মধ্যে অল্প অল্প বেদনা, ভ্রমণ কালে উদরে কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা, চাপনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, তরুণ প্রদাহে উদরে যেমন উগ্র বেদনা থাকে, ইহাতে তেমন থাকে না, রোগী অনায়াসে চিৎভাবে পদদ্বয় সটান করিয়া শয়ন করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে বমন প্রায়ই হয় না, গুরুতর আহার করিলে কথন কথন সামান্যরূপ বিবমিষা বা বমন হইয়া থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না অথচ একবারে মল বদ্ধও থাকে না। ইহাতে তরুণ পীড়ার

ন্তায় অন্ত্রের পক্ষাঘাত জন্মে না, সুতরাং উদরাধ্মান ও শ্বাস কৃচ্ছ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় না। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পেরিটোনিয়মের ভাঁজ মধ্যে ক্রমে ক্রমে জল সঞ্চিত হইয়া উদরী রোগের সূত্রপাত হইতে থাকে। দিন দিন উদর ক্রমশঃ কঠিন ও ভারী হইয়া উঠে, শরীর দুর্ব্বল, ক্ষুধামান্দ্য, হস্ত পদ ক্ষীণ, উদর বৃহৎ, কোষ্ঠ বদ্ধ, মূত্র পরিমাণে অল্প ইত্যাদি লক্ষণ সকল একের পর অন্যটী ক্রমশঃ দেখা দিতে থাকে, অবশেষে প্রকৃত য়্যাসাইটিস রোগ জন্মিয়া রোগীকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে।

চিকিৎসা।

আর্ণিকা।—আঘাত জনিত কোন প্রকার কারণ হইতে পেরিটোনাইটিস হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। ঘুসি বা লগুড়াঘাত, সরকি বা এতাদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র কোন বস্তু দ্বারা উদর প্রাচীর বিদ্ধ হওয়া, উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া উদরে আঘাত লাগা, ইত্যাদি বহু প্রকারে উদর প্রাচীর আহত হইতে পারে, এইরূপে আঘাত পাইলে অনেক সময় পেরিটোনাইটিসের উৎপত্তি হয়, তখন প্রথমেই নিম্ন শক্তির কয়েক মাত্রা আর্ণিকা সেবন করাইয়া লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ সেবন করাইবে। উদরে থেথলানবৎ বেদনা, জ্বর, উদরাধ্মান, বারম্বার অল্প পরিমাণে জলীয় মল ত্যাগ, নিস্ফল মল বেগ, উদর স্পর্শে যাতনার বৃদ্ধি, দক্ষিণ উদরের কঠিনতা। আঘাত প্রাপ্তি মাত্র টিংচার আর্ণিকা দশ বিন্দু এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বস্ত্র খণ্ড শিক্ত করতঃ উদরোপরি পটি দিবে। সেবনার্থ টিংচার বা ১ম শক্তি এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

আর্সেনিকম্।—উদরের অপরিমিত স্ফীততা, অত্যধিক সঞ্চিত বায়ুর চাপ হেতু উদর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ, উদরে অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা, অস্থিরতা অথচ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ। বারম্বার মুখের শুষ্কতা, জলের স্বাদ কদর্য্য বোধ, এজন্য অল্প অল্প জল পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করা। চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগ, সর্ব্বাঙ্গ চট্‌চটে ঘর্ম্মে আবৃত, লোমকূপ দিয়া উষ্ণ ঘর্ম্ম ক্ষরণ। সহসা শক্তি ক্ষয়, শীঘ্র শীঘ্র শরীর নাশ। রাত্রি বারটার পর

রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের চর্ম্মের বর্ণ পাণ্ডুর, তাহারা অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

একোনাইট।—জ্বরভাব, চর্ম্মশুষ্ক ও উষ্ণ, পিপাসা, অস্থিরতা, মানসিক যাতনা, মৃত্যুভয়, যাতনাব্যঞ্জকমুখশ্রী, উদরে জ্বালা ও কর্ত্তনকর বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, সঞ্চরণে ও উদর চাপনে যাতনা বৃদ্ধি। নীরবে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে আরাম বোধ, লোকিয়া অবরুদ্ধ, ঘর্ম্ম রোধ, দীর্ঘ সময় জলে সিক্ত হওয়া ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার পর হঠাৎ অধিক পরিমাণ শীতল জল পান হেতু রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ১ম, ৩য়, শক্তি।

এণ্টিমনিটার্ট।—ইপিগ্যাষ্ট্রিক দেশে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালাকর উত্তাপ, হৃৎপ্রদেশে যাতনা, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, কষ্টকর বমন, বমনকালে উদরে অতিশয় যাতনা। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, উদর স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস।—উদরে উগ্র বেদনা, উদরে ক্ষতবৎ বেদনা, অকস্মাৎ উদরমধ্যে ছুরিকা বিদ্ধবৎ যাতনা উদ্ভব। মূত্র পরিমাণে অল্প, মলিন ও অণ্ডলালিক, পিপাসার অভাব বা অল্প অল্প জল পানেচ্ছা যুক্ত পিপাসা, মুখমণ্ডল শোথ ভাবাপন্ন, চক্ষের পাতায় শোথ, স্নায়বীয় অস্থিরতা, এজন্য নিদ্রাতুর হইলেও নিদ্রা যাইতে অসমর্থ। এণ্টেরাইটিসের সহিত পেরিটোনাইটিস। প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে পীত বর্ণের তরল মল স্রাব, মলদ্বার ও সরলান্ত্রের শক্তি শূন্যতা, শিশুদের মস্তিষ্কের উত্তেজনা, এজন্য চিৎকার ও ক্রন্দন করা, বয়স্কদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা থাকিলে এতৎসহ বেলাডনা প্রয়োগ করিবে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ওপিয়ম।—উদরস্ফীত, মানসিক উদ্বেগ, মস্তকে ভার বোধ, নিদ্রাতুরতা ও জড়তা, বিপরীত দিকে অন্ত্রের ক্রিয়া, উদ্গার, বমন ও মল বমন, উদরাধ্মান, অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থা, মল-মূত্র অবরুদ্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কলসিন্থ।—উদরে উগ্র শূলবেদনা, কর্ত্তনকর বেদনা, জরায়ু ও ডিম্ব কোষের ব্যাধিযুক্ত পেরিটোনাইটিস, মানসিক অবসাদন হেতু লোকিয়া অবরুদ্ধ, উদর স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ, বারম্বার জলীয় মল নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস।—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, অন্ত্রের পক্ষা-

ঘাতিক অবস্থা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ও অল্প অল্প জলীয় মল ক্ষরণ, শরীর শীতল, অত্যন্ত জ্বালা বোধ, সূতিকা জ্বরের আনুষঙ্গিক পেরিটোনাইটিস, দুর্গন্ধযুক্ত লোকিয়া স্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব।—সমস্ত উদরে উগ্র বেদনা, উদরাধ্মান, উদরে গোলযোগ, অল্প পরিমাণে মলিন মূত্র ক্ষরণ, অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা, সামান্য রূপ স্পর্শ করিলেও চমকিয়া উঠা, বুদ্ধিহীনতা, সূতিকা জ্বর জনিত পেরিটোনাইটিস। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিনাইটার।—স্থানিক পেরিটোনাইটিসহেতু উদরের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে বেদনা, উদর স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, পদদ্বয়ের শীতলতা, জঙ্ঘার শক্তি নাশ ও কাঠিন্য, রোগী বোধ করে যেন তাহার পদদ্বয়ের পরিবর্ত্তে দুইখানি কাষ্ঠ ফলক যোজনা করিয়া রাখা হইয়াছে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস্।—উদরে জ্বালাকর বেদনা, উদর স্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, অতিশয় উদ্বেগ ও অস্থিরতা, বর্ণ বিপর্য্যয়, বর্ণের পাণ্ডুরতা, হস্ত পদ শীতল, রক্ত মিশ্রিত আঠাল মল ত্যাগ করা, মূত্রস্থলীর প্রদাহ যুক্ত পেরিটোনাইটিস, বারম্বার বেদনা পূর্ণ মূত্রত্যাগ, রক্তাক্ত বা জলীয় মূত্র ক্ষরণ, বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। প্রদাহের পরিণামে যে সাংঘাতিক অবস্থা আনীত হয়, তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরিক বিগলন, পতনাবস্থা, অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকা, সময় সময় আক্ষিপ্ত হওয়া, শরীরের বামদেশ শীতল, মূত্র অবরুদ্ধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব।—টিউবারকিউলার পেরিটোনাইটিস, উদর অতিশয় বৃহৎ ও কঠিন, অন্ত্রে গুরুতর আক্ষেপিক বেদনা, শীতল জলের পটি দিলে আরাম বোধ, মূত্র মলিন, কোষ্ঠবদ্ধ। ১২শ, ৩০শ শক্তি।

চায়না।—পেরিটোনাইটিসের পরিণামে পূয়োৎপত্তি হইয়া পেরিটোনিয়ম্ বিদারিত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, শরীর ক্ষীণ ও নিস্তেজ, বারম্বার পিপাসা, গাত্রজ্বালা, অতিশয় অবসাদন। ১ম, ৩য় শক্তি।

টিলিয়া।—প্রসবান্তে জরায়ু প্রদাহের সহিত পেরিটোনাইটিস, অন্ত্র ও জরায়ুতে জ্বালা কর বেদনা, প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

টেরিবিন্থিনা।—পেরিটোনাইটিসের পরিণত অবস্থায় উদরাধ্মান, অল্প পরিমাণে মলিন ও আবিল মূত্র কষ্টে নির্গমন, মূত্র কৃচ্ছ্র, অন্ত্র হইতে রক্ত স্রাব প্রসবান্তে জরায়ু প্রদাহ হেতু পেরিটোনাইটিস। ৩য় শক্তি।

নক্সভমিকা।—পেরিটোনাইটিসের পরিণামে উদরাধ্মান, উদরে বারম্বার বিদ্ধকর বেদনা, স্থায়ী বেদনা, অল্প পরিমাণে জলীয় মল বারম্বার ক্ষরণ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্।—পেরিটোনাইটিসে উদরাধ্মান, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, উদরে জ্বালা, চাপ বোধ ও কর্ত্তনকর বেদনা, অন্ত্র ও গুহ্য দ্বারের পক্ষাঘাত, উন্মুক্ত মলদ্বার দিয়া অবিরত মল ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বারবেরিস।—পেরিটোনাইটিসে মূত্রগত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে বা মূত্র যন্ত্রের ব্যাধি বশতঃ পেরিটোনাইটিসের উৎপত্তি হইলে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মূত্রস্থলীতে কর্ত্তনকর বেদনা, মূত্র ত্যাগান্তে মূত্র পথে জ্বালা, উদরের স্থান বিশেষে বেদনা, গভীর চাপনে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া নিম্নদিকে গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—উদরের আধ্মানিক বিস্তৃতি, উদরে উষ্ণতা বোধ, উদর স্পর্শে অতিশয় যাতনা, শয্যা সঞ্চলনেও যাতনা বোধ, এজন্য রোগী নিরবে একভাবে পড়িয়া থাকে, বেদনা অকস্মাৎ চিন্ চিন্ করিয়া উদয়, ক্ষণ কাল পরে আপনা হইতেই তিরোধান। গাত্র বস্ত্র উন্মোচনে লোম কূপ দিয়া উষ্ণ বায়ু স্রোত নিঃসরণ হইতেছে বলিয়া বোধ, শিরোবেদনা, মস্তক ভার ও ঘর্ম্মাবৃত, প্রলাপ, মোহ, তন্দ্রা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, জরায়ু ও ডিম্ব কোষের প্রদাহ, প্রসবান্তে হঠাৎ লোকিয়া অবরুদ্ধ হেতু রোগ লক্ষণের প্রকাশ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ লোকিয়াক্ষরণ। উদরাময়, নাভির চতুর্দ্দিকে প্রবল বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—অন্ত্রে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে ও কোন প্রকার সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, উদর বৃহৎ, সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদন, মানসিক দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, মোহ ও জড়তা, জিহ্বা পীত বর্ণ ময়লায় আবৃত। ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া।—পেরিটোনাইটিসের সহিত ডায়াক্রম পেশীর প্রদাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস কালে উদরে সূচীবিদ্ধবৎ যাতনা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত ও শুষ্ক, বারম্বারপিপাসা, জ্বর বোধ, কোষ্ঠ বদ্ধ, অল্পপরিমাণে মূত্রক্ষরণ, মূত্রের বর্ণ আরক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রিম এল্‌বম্।—প্রবল পেরিটোনাইটিস, ভেদ, বমন, পিপাসা, অন্ত্রে বেদনা, চর্ম্ম শীতল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ী ক্ষীণ বা অননুভবনীয়, অস্থিরতা, চিন্তা, কর্কশভাষী, অতিশয় অবসাদন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরি কর।—রোগের পরিণত অবস্থায় পেরিটোনিয়ম হইতে রস ক্ষরণ, শরীরের বর্ণ বিপর্য্যয় হইয়া পাণ্ডু বর্ণে পরিণত, অবিরত ঘর্ম্ম ক্ষরণ, কিন্তু তাহাতে রোগী উপশম বোধ করেনা, প্রশ্বসিত বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, উদরে কর্ত্তনকর ও মোচড়ান বেদনা, মূত্রত্যাগে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমন, শ্লেষ্মা বমন, আমাশয়িক বেগের পর রক্তময় মল ক্ষরণ, পদদ্বয়ে শোথ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

রসটক্স।—অতিশয় অস্থিরতা, অবিরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, এইরূপ সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি হইলেও রোগী স্থির থাকিতে সমর্থ হয়না। মৃদু প্রলাপ, মোহ, ক্ষণকাল মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া পুনরায় অস্থিরতা প্রকাশ, কষ্টকর স্বপ্ন দর্শন, উদরাধ্মান, উদরে চাপক ও কর্ত্তনকর বেদনা, সূতিকা জ্বরে জরায়ু প্রদাহ, টাইফয়েড্ অবস্থা, জিহ্বা লোহিত বর্ণ, শুষ্ক ও বিদারিত; অন্ত্র প্রদাহিত হইয়া রক্তাক্ত জলীয় ভেদ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

র‍্যানান্‌কিউলাস।—তরুণ প্রদাহ, পেরিটোনিয়ম হইতে মাস্ত ক্ষরণ, অতিশয় চিন্তা, অস্থিরতা, উদরে প্রচণ্ড বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম।—আধ্মানিক পেরিটোনাইটিস। উদরে গব্ গব্ শব্দ, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে নাভিদেশে কঠিন বস্তুর সঞ্চালন অনুভব। ডায়াক্রম পেশীর প্রদাহ ও ঐ পেশী দৃঢ় রজ্জুবৎ উপপশু‍কার সহিত যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, মস্তিষ্কের জড়তা, নিদ্রাতুরের ন্যায় অবস্থান, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকা। নিম্নোষ্ঠ ঝুলিয়া পড়া, এক পদ উষ্ণ অন্য পদ শীতল, মূত্রত্যাগ কালে পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা, মূত্র ত্যাগান্তে উপশম বোধ, মুখের বর্ণ পীতাভ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্।—পেরিটোনাইটিসের সহিত সিকম নামক অন্ত্রাংশের প্রদাহ, রোগী জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করে, কিন্তু তখনও উদরোপরি হস্তার্পণ করিলে বাধা দিয়া থাকে। উদর স্পর্শে উষ্ণ বোধ, কটি হইতে উরু পর্য্যন্ত স্থান বেদনা যুক্ত ও কঠিন, অল্প পরিমাণ আবিল মূত্রক্ষরণ, মূত্রের নিম্নে লোহিত বর্ণের বস্তু অধঃক্ষিপ্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষ্ঠবদ্ধ বা কষ্টকর মল নিঃসরণ, ত্বরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মল অল্প পরিমাণে নির্গমন, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ক্ষরণ। নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ। জিহ্বা কম্পিত ও শুভ্রবর্ণ। রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে সম্পূর্ণরূপে বাহির করিতে সমর্থ হয় না, নিম্ন মাড়ীর দন্তমূলে চাপিয়া রাখে, টাইফয়েড ভাব। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় চিৎ হইয়া শায়িত থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর।—পেরিটোনাইটিসের পরিণত অবস্থায় ক্ষরিত মাস্ত শোষণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। সূতিকা জ্বরের আনুষঙ্গিক রোগ প্রকাশ পাইলেও ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়েমস।—এই রোগে মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশী সমস্তের আক্ষেপিক কম্পন, প্রলাপ, মোহ, রোগী অকস্মাৎ উঠিয়া উপবেশন করে এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় শয়ন করে। গাত্র বস্ত্র পরিত্যাগ, অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ। ১ম, ৩য় শক্তি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য।

এই রোগে এলপ্যাথি চিকিৎসকেরা উদরোপরি উষ্ণ জলের সেক ও উষ্ণ পোলটিস ব্যবহার সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থা করেন। এইটী তাঁহাদের চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা এই প্রণালীকে তদ্রূপ আদরের সহিত গ্রহণ না করিলেও উহা অনুমোদন করিয়া থাকেন। সেক ও পোলটিস ব্যবহার করাতে অনেক সময় বেদনার উপশম হইতে দেখা যায়। রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া তাহার জানুর নিম্নদেশে একটী কোমল উপাধান স্থাপন করতঃ উরুদ্বয় ঈষৎ উচ্চ করিয়া রাখিবে। চলাচল ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে দিবে না।

পানার্থ শীতল জল ব্যবস্থা করিবে। পথ্য জন্য জলে সিদ্ধ করা বার্লি, এরোরুট বা সাগু দানা দিবে। উদরের স্ফীততা অপরিমিত বৃদ্ধি পাইলে কোন প্রকার পথ্যই ব্যবস্থা করিবে না। শূন্যোদরে রাখিয়া উদরাধ্মানের চিকিৎসা করিবে। আধ্মান উপশমিত হইলে লঘুপাক পথ্য সেবন করিতে দিবে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও দীর্ঘকাল কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না।

কলিক।

শূল বেদনা।

শূল শব্দের প্রকৃত অর্থ স্নায়বীয় উগ্র বেদনা। বহুকাল হইতে এই শব্দটী অতি বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্নায়বীয় বেদনা বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যেমন, শিরঃশূল, বক্ষঃশূল, হৃৎশূল, জরায়ু-শূল ইত্যাদি। শূল বেদনার এইরূপ বিস্তৃত অর্থ থাকিলেও এই স্থানে যে শূল বেদনার উল্লেখ করা যাইতেছে, ইহা কেবল অন্ত্রের স্নায়বীয় উগ্র বেদনা অর্থই প্রতিপাদন করিবে। ইহাকে এন্ট্রালজিয়া ও কহে।

কারণ ও অবস্থা ভেদে শূল বেদনার বহুপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, বর্ণনার সুবিধার্থ তৎসমস্তকে নিম্নলিখিত চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণন করা যাইতেছে।

১ম। স্নায়বীয়শূল বেদনা। ইহাকে ইংরেজীতে নর্ব্বস কলিক ও স্পাজ মটিক কলিক বলিয়া থাকে। ইহাতে অন্ত্রে অতি উগ্র মোচড়ান বেদনা হইয়া থাকে, বেদনা কখন চর্ব্বণ কর, বিদ্ধকর, কর্ত্তনবৎ, ও সূচি-বিদ্ধবৎ অনুভূত হয়। বেদনার তাড়নায় রোগী চিৎকার করে ও বলপূর্ব্বক উদরে চাপ দিয়া রাখে। কখন বা উদরে বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিলে কথঞ্চিৎ আরাম বোধ করে। উগ্রতর পীড়ায় রোগী উদর মধ্যে স্থূল কাষ্ঠ খণ্ড ঠেকা দিয়া বলপূর্ব্বক তদুপরি চাপিত হয়, এইরূপ করাতে রোগী সাময়িক উপশম বোধ করে। স্নায়বীয় শূল বেদনা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে না, দিনে দুই একবার

বা দুই চারিদিন অন্তর একবার প্রকাশ পাইয়া থাকে। বেদনার বিশ্রাম সময়ে রোগী আপনাকে বিশেষ সুস্থ মনে করে এবং ইচ্ছামত আহার বিহার করিয়া থাকে, কিন্তু বেদনা উপস্থিত হইলে আর সে মানুষ থাকে না, এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠে, চিৎকার করে, আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করিয়া যাতনা প্রকাশ করে। আমি একটী রোগীর বিবরণ জানি সে বেদনার তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাস্তবিক এই প্রকার শূল বেদনায় রোগী যেরূপ অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহাতে আত্মহত্যা করা কিছুই অসম্ভব নহে।

উদরে আধ্মান ও স্ফীততা জন্মে, কখন বা উদর পেশীর আক্ষেপ হেতু সমস্ত উদর কঠিন ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে। সময় বিশেষে উদরের একটী মাত্র স্থানে বায়ু আবদ্ধ হইয়া ঐ স্থানের স্ফীততা জন্মায়। রোগীর দৃশ্য অতি যন্ত্রণা ব্যঞ্জক দেখায়, মুখশ্রী মলিন ও নিরাশার ভাবে পরিপূর্ণ, ক্ষুধা মাত্রই থাকে না, আহার করিলেও তাহা উদরে সহ্য হয় না, বমন হইয়া নির্গত হয়। ক্রমে অনাহারেও বেদনার যন্ত্রণায় রোগী বলশূন্য, শীর্ণ ও কঙ্কালে পরিণত হইয়া পড়ে। সচরাচর অধিক পরিমাণ গাঁজা বা সিদ্ধির ধূমপান, অনবরত উপবাস, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, রজঃকৃচ্ছ্র, হিষ্টিরিয়া রোগ ইত্যাদি কারণে এইরূপ শূল বেদনা জন্মিয়া থাকে।

২য়। উদরে অজীর্ণ দ্রব্যের সংস্থান হেতু শূল বেদনা—ইহাকে ইংরেজীতে লিয়েণ্টরিক কলিক কহে। স্বেচ্ছাচারী ও অনিয়মিত ভোজী ব্যক্তিগণ অনেক সময় অপক্ক ফল-মূল, অসিদ্ধতণ্ডুল, ছোলা, কলাই ইত্যাদি আহার করিয়া থাকে, কখন বা প্রচুর পরিমাণে মাংস ও অন্ন উদরসাৎ করে, ঐ সমস্ত দ্রব্য পাকাশয়ে জীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না, উহাদের উত্তেজনা হেতু শূল বেদনার উদ্ভব হইয়া থাকে। গত ১৮৮০ সনের জানুয়ারি মাসে একটী মুসলমানকে এইরূপ শূল বেদনাগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি সমস্ত দিন উপবাসের পর রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত গো-মাংস আহার করিয়াছিল। ইহাতে শেষ রাত্রিতে প্রচণ্ড শূল বেদনায় আক্রান্ত হয়। বেদনার তাড়নায় রোগী উচ্চ চিৎকার করিতেছিল, উদরে সাল সাল বিন্ধা বেদনা, সমস্ত উদর-ব্যাপী কনকনি বেদনা, উদর টাসিয়া ধরা বোধ, ইত্যাকার বহুপ্রকার লক্ষণ ঘটিয়াছিল, আমি তাহার চিকিৎসার্থ যাইয়া দেখি রোগী বেদনায় যৎপরোনাস্তি

যাতনা পাইতেছে, সমস্ত উদর ভার ও পূর্ণ, উদরে বহু পরিমাণ অজীর্ণ মাংস রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। উহা বমনে নির্গমন জন্য ইপিকাকুয়ানা মূল চূর্ণ দশ গ্রেণ এক মাত্রা সেবন করিতে দেই। ইহাতে বমন একবারও হইল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ ঔষধ সেবনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরই বেদনা সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হইয়া গেল। কদর্য্য আহার বা অপরিমিত আহার হেতু অনেক সময় শূল বেদনা হইতে দেখা যায়। ইহাতে বিবমিষা ও বমন লক্ষণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। মলবদ্ধ ও উদরে কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা জন্মে, কদাচিৎ কোন কোন রোগীতে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় মলক্ষরণ হইতে দেখা যায়। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা জন্মে এবং উদ্গার উত্থিত হয়। মুখাকৃতি মলিন ও উদ্বেগযুক্ত, ক্ষুধার অভাব ও আহারে অরুচি জন্মে। দুগ্ধ পোষ্য শিশুগণকে কৃত্রিম খাদ্য আহার করাইলে তাহারাও অনেক সময় এইরূপ শূল বেদনায় আক্রান্ত হইয়া অবিরত ক্রন্দন করিয়া থাকে।

৩য়। পৈত্তিক শূল বা বিলিয়াস কলিক—যকৃতের বহুপ্রকার অসুস্থতা নিবন্ধন অধিক পরিমাণে দ্রবিত পিত্ত অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত হইয়া এই শ্রেণীস্থ বেদনার উৎপত্তি করিয়া থাকে। ইহাতে ও অন্ত্রে প্রথমোক্ত ব্যাধির ন্যায় চর্ব্বণকর বেদনা জন্মে। বিবমিষা ও বমন, বমনে পাকাশয়ের রস ও প্রচুর-পরিমাণে পিত্ত নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ বা পিত্তরস যুক্ত জলীয় মলক্ষরণ, হিক্কা, উদ্গার, অস্থিরতা, ক্ষুধা-লোপ, উদরে আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

৪র্থ। অন্ত্রাবরোধক শূল বেদনা—অন্ত্রের ষ্ট্রিকচার জনিত আকুঞ্চন বা অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ প্রভৃতি কারণ হেতু অন্ত্র পথ অবরুদ্ধ হইয়া এই-রূপ শূল বেদনার উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ত্রের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে প্রচণ্ড বেদনা হইয়া সমস্ত উদর ব্যাপৃত হয়। সংবৃতি স্থানে হস্তার্পণে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা বোধ, মল অধোগত হইতে না পারিয়া উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হয়, তখন বমন ও মল বমন ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া রোগী অচিরেই মৃত্যু কবলিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকার শূল বেদনা হইতে দেখা যায়। যথা, সীস শূল। সীসকারিগর বা সীসখনির মজুর যাহারা সর্ব্বদা সীসের ধূম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের এবং যাহারা দীর্ঘকাল সীস ঘটিত ঔষধ সেবন করে, তাহাদের এই

প্রকার শূল বেদনার উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ায় উদরে ভয়ানক বেদনা জন্মে, নাভিদেশে প্রচণ্ড মোচড়ান বেদনা হইয়া সমস্ত উদর ব্যাপৃত হয়, অন্ত্র সমস্ত যাতায় পেশিত হইতেছে বলিয়া বোধ, উদরের পেশী আক্ষিপ্ত হইয়া কঠিন ও অনমনীয় হয়। উদর চাপনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বেদনার উপশম হয়, এজন্য রোগী বলপূর্ব্বক দুই-হস্ত দ্বারা উদর চাপিয়া রাখে। কোষ্ঠবদ্ধ বা মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুঠলিযুক্ত মল অতি কষ্টে নিঃসৃত হয়। কখন কখন পিত্তরস-যুক্ত বমন হইতে দেখা যায়। জিহ্বা সর্ব্বদা মিষ্ট ও কষায় আস্বাদ যুক্ত, নিশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, মাড়ি ও গালের অভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও চক্ষু কোটরগত হইয়া থাকে।

তাম্র শূল।—সীস শূলের ন্যায় তাম্র ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে তাম্র শূল জন্মিয়া থাকে। ইহার লক্ষণাদি অবিকল সীস শূলের ন্যায়। বিভিন্ন এই যে মাড়িও গালের অভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া লোহিত বর্ণের হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিয়া উদরাময় জন্মিয়া থাকে।

দস্তাশূল।—দস্তা ধাতু অনিয়মিতরূপে শরীরস্থ হইলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, জিহ্বা মলা-বৃত, কোষ্ঠ কাঠিন্য, উদরের স্ফীততা এবং প্রচণ্ড শূলবেদনা জন্মিয়া থাকে, চর্ম্ম শুষ্ক ও কুঞ্চিত এবং হস্ত পদে শোথ জন্মে।

এইরূপে রৌপ্য ও আর্সেনিক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইয়া শূল বেদনা জন্মা-ইতে পারে।

উপরোক্ত শূল বেদনা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার শূল দেখা যায় যথা। আধ্মানিক শূল। উদরে প্রচুর পরিমাণ বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া এইরূপে বেদনার উৎপত্তি করিয়া থাকে। অর্শ রোগে অর্শ গুটিকার অকস্মাৎ বিলোপ হইলে অন্ত্রে একপ্রকার শূল বেদনা জন্মে, তাহাকে অর্শশূল বলে। বাতজশূল। বাতের বেদনা হেতু এই শ্রেণীর শূল বেদনা জন্মিয়া থাকে। আর্ত্তবশূল। স্ত্রীলোকদের ঋতু কালে রজঃকৃচ্ছ্র হেতু এই প্রকার শূল বেদনার উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।

অরম।—আধ্মানিক শূল বেদনা, উদরবায়ুতেস্ফীত, বিশেষতঃ বাম উদর। উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন, রোগী বোধ করে, যেন সমস্ত উদর-যন্ত্র রজ্জু দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উদরে আকুঞ্চক-বেদনা, উদর ভার, হস্ত-পদ বরফবৎ শীতল। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা। সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেই বেদনার বৃদ্ধি। রাত্রিকালীয় আধ্মানিকশূল। ৩য় বিচূর্ণ, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইরিস—উদরে তীব্র মোচড়ান বেদনা, চাপপ্রদানে, ন্যুব্জ হইয়া থাকিলে ও বায়ু নিঃসরণে বেদনার উপশম। পাকাশয়ে ভয়ানক জ্বালা, শীতল জল পানেও জ্বালা নিবারিত হয় না। বিশ্রামকবেদনা, বমন ও ভেদ হইলে বেদনার উপশম। উদর-গর্জ্জন ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, উদর বৃহৎ, উদরে জ্বালা ও বেদনা, কোন অবস্থায় থাকিয়া আরাম বোধ হয় না, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বেদনা আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাতনায় অনবরত শয্যায় শরীর লুণ্ঠিত করা, উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন। অস্থিরতা ও কোপনতা, শিরঃপীড়া, বর্ণের পাণ্ডুরতা, পীত বা সবুজ বর্ণের পাতলা মল ক্ষরণ, উদর চাপনে যন্ত্রণা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—রূপসী অঙ্গনা ও হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত লোকদের শূল বেদনা, স্নায়ুশূল, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি, উদরে প্রচুর পরিমাণে বায়ুর পুঞ্জীকরণ, উহা নিঃসরণ করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ। বায়ু নির্গত হইলে উপশম বোধ। প্লীহা দেশে ফিক বেদনা ও জ্বালা, উদরে মোচড়ান বেদনা জন্মিয়া গুহ্যদেশে সঞ্চালিত হওয়া। বেদনা ঊর্দ্ধদিকে বক্ষস্থলে গমন করিয়া জ্বালার উৎপাদন। সাময়িক শূল বেদনা, উদরের এক পার্শ্বে বেদনা হইয়া অপর পার্শ্বে ধাবিত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০০ শত শক্তি।

ইথিউজা।—উদরে শূল বেদনা হইয়া বমন ও শিরোঘূর্ণন। মোচড়ান ও খননকর বেদনা। উদরের বাহে ও অভ্যন্তরে শীতলতা অনুভব। পদদ্বয়

শীতল, নাভিদেশে ভুটভাট্ শব্দ। স্তন্যপায়ী শিশুর অজীর্ণতা জনিত শূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া—ক্রমান্বয়ে চক্ষুতে ও উদরে শূল বেদনা। চক্ষে বেদনা হইলে অশ্রু পতন ও দৃষ্টির ঘোরতা জন্মে, দিবাভাগে বেদনা হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—আধ্মানিক শূল, অপর্য্যাপ্ত মাংস আহার ও অপাক জনিত শূল, পাকস্থলী পার্শ্বে ও উদরে বিদ্ধকর বেদনা, অন্ত্র সমস্ত হস্ত দ্বারা দলিত করা হইতেছে বলিয়া বোধ। নাভিদেশে প্রচণ্ড বেদনা, সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম, সবুজ বর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল ক্ষরণ। ১ম, ৩য় শক্তি।

একোনাইট—শৈত্যভোগ হেতু শূল বেদনার উদ্ভব, প্রাদাহিক শূল। বেদনা হেতু রোগীকে নত হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও আরাম বোধ হয় না। নিতান্ত বিকলতা, কোন ভাবে থাকিয়াই আরাম বোধ হয় না। অন্ত্রমধ্যে জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, সামান্যরূপ চাপনেও যন্ত্রণার বৃদ্ধি, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে অতিশয় ক্লেশ, উদর স্পর্শে উষ্ণ বোধ, উদর বৃহৎ ও স্পর্শদ্বেষ যুক্ত। নাভিদেশ স্ফীত ও কঠিন, পৃষ্ঠদেশ হইতে চক্রাকারে কর্ত্তনবৎ বেদনা আরম্ভ হইয়া উদরে ব্যাপিত হওয়া, মূত্র ত্যাগ করিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা। বারম্বার বৃথা মূত্র বেগ, ১ম, ৩য় শক্তি।

এলুমিনা—এইটী সীস শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সীসকারের শূল, আধ্মানিক শূল, প্রাতঃকালীয় শূল, উদর অত্যন্ত বৃহৎ এবং উদর যন্ত্র ঝুলিয়া পড়িবে বলিয়া বোধ, ন্যুব্জ হইয়া বসিলে বেদনার বৃদ্ধি, নিতম্বের তলদেশ হইতে জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপন অনুভব। নিম্ন উদরে হুল বিদ্ধ বেদনা, উষ্ণতা প্রয়োগে বেদনার হ্রাস, ৩য় শক্তি, মূল চূর্ণ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

এলোজ—বৃদ্ধদের শূল বেদনায় এইটী বিশেষ উপযোগী, আধ্মানিক শূল, উদরে বায়ু পুঞ্জীকৃত হইয়া হড় হড় শব্দ, জ্বালাকর দুর্গন্ধবায়ু নিঃসৃত হইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতা আনয়ন। নাভিদেশে নাড়ীর স্পন্দন, আহারান্তে ও ঋতুকালে বেদনার বৃদ্ধি, উদরে বিশেষতঃ নাভিদেশে খনন কর

উদরের পেশীতে বেদনা বিশেষতঃ পশ্চাৎ দিকে শরীর হেলাইলে বেদনার বৃদ্ধি, সরলান্ত্র ও গুহ্য দ্বারে ভার বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ অক্‌জ্যালিক—উদরের বিন্দু পরিমাণ স্থানে বেদনা উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ড আকার ধারণ করতঃ সমস্ত উদর ব্যাপীত হওয়া, নাভিদেশে পেশিত বেদনা ব্যাপক শূল বেদনা, বায়ু ত্যাগ করিতে যন্ত্রণা বোধ, আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে উদ্‌গার উত্থান। প্রত্যুষে শূল বেদনার উদ্ভব, গলমধ্যে জ্বলন শীল যাতনা। সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, বিশ্রামে হ্রাস, অতিরিক্ত চিনি আহার জনিত শূল বেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ কার্ব্বলিক—স্তন্যপায়ী শিশুদের শূল বেদনা, শিশুগণ ক্রন্দন করিয়া যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে। পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল বেদনা, বৃদ্ধদের অপাক ও আধ্মান সম্বলিত শূল বেদনা ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড সল্‌ফিউরিক—ইহাও এলুমিনার ন্যায় লেড কলিকের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্দ্বারা তিন চারি দিবসে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ডাইলিউট এসিড্ ১০ বিন্দু মাত্রায় ৩ ঘণ্টান্তর বা ৩য় শক্তি অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দিবে।

এসিড্ হাইড্রোসিয়ানিক—পাকাশয় ও অন্ত্রে উগ্র শূল বেদনা। শূন্যোদরে বেদনার বৃদ্ধি, আহার গ্রহণে উপশম বোধ, উদরে ডাক দিয়া দক্ষিণ কিড্‌নিতে বেদনা সঞ্চলন, পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া অন্ত্রে বিস্তৃত হওয়া। প্রচুর পরিমাণ আবিল মূত্র ক্ষরণ। ৩য় শক্তি।

ওপিয়ম—আধ্মানিক শূল ও সীস শূলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূল বেদনায় অন্ত্র সমস্ত নিম্নদিকে গুহ্য ও মূত্রস্থলীর উপর চাপিত হইতেছে বলিয়া বোধ, উদরে প্রচুর পরিমাণে বায়ুর পুঞ্জীকরণ, মল, মূত্র ও বায়ু অবরুদ্ধ কিন্তু বারম্বার মল মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। ঊর্দ্ধ দিকে অন্ত্রের ক্রিয়া, বমন, অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ, উদরে পেষণকর বেদনা, রোগী মনে করে যেন উদরে কোন ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ বস্তু গমন করিতেছে। মূত্রাশয়ে বিদ্ধকর বেদনা, অস্থিরতা, বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা নিদ্রাতুরের ন্যায় পড়িয়া থাকা। কিডনির শূল, অন্ত্রে টান ধরা বেদনা,

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বস্তুর সঞ্চরণ অনুভব। উদর আধ্মানযুক্ত ও স্ফীত, নাভি দেশের অত্যন্ত স্ফীততা। বারম্বার উদ্গার উত্থান কিন্তু তাহাতে আধ্মানের কিছুই হ্রাস হয় না। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—এইটী আধ্মানিক শূল ও হিষ্টিরিক শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদরের বেদনা ও আধ্মানিক স্ফীততা, উদর গর্জ্জন, বায়ু নিঃসৃত হইয়া গেলে আরাম বোধ, চাপনে বেদনার হ্রাস, নিম্নোদর হইতে গোলার ন্যায় বস্তু উর্দ্ধদিকে গলদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত, উদরে উগ্র শূল বেদনা, ইহাতে রোগী বোধ করে যেন অন্ত্র সমস্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি। কখন কখন মাদার টিংচার ব্যবহৃত হয়।

ককুলাস—আধ্মানিক শূল, উর্দ্ধ উদর বায়ুতে স্ফীত, উৎকণ্ঠা, উদ্গার উঠিয়া গেলে আরাম বোধ। কিন্তু অপান বায়ু নিঃসরণে কিছুই উপশম বোধ হয় না। নাভিদেশে কর্ত্তনকর বেদনা, পাকাশয়ে প্রবল আক্ষেপিক বেদনা, নিম্নোদর ভার, বিবমিষা, উদরের অপরিমিত স্ফীততা হেতু শ্বাসকৃচ্ছ্র, অন্ত্রে বিদীর্ণকর ও জ্বালা জনক বেদনা। রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য় শক্তি।

কফিয়া—পৈত্তিক শূল, যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য হেতু শূল বেদনা, অন্ত্রে কঠিন যন্ত্রণা দায়ক বিদ্ধকর বেদনা, শুষ্ক পিণ্ডাকার কাল মল নির্গমন। অন্ত্র হইতে তরলমল নিঃসরণ হইবে বলিয়া বোধ, কিন্তু মলত্যাগ কালে বায়ু মাত্র নিঃসৃত হইয়া আংশিক উপশম বোধ। কাফির ডিকক্সন চারি ড্রাম মাত্রায় বা ৩য় শক্তি।

কলচিকম্—উদরে চাপক, বিদীর্ণকর ও কন্‌কনি বেদনা, আধ্মান যুক্ত শূল বেদনা, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, বারম্বার অল্প অল্প মলত্যাগ, আহার গ্রহণে বিশেষতঃ আধ্মানকর বস্তু ভক্ষণে বেদনার বৃদ্ধি। উদর প্রাচীরের অতিশয় স্ফীততা, বারম্বার তরলমল নির্গত হইয়া গেলে উদরের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি, সম্মুখ দিকে নত হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম। বেদনার সময় উদর-চর্ম্ম অতিশয় স্পর্শাতিশয্যযুক্ত, উদরে হস্তার্পণ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ। অপরাহ্নে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুক্ষরণ। রন্ধন করা অন্ন ব্যঞ্জনের গন্ধে ক্লাকার উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—উগ্রতর শূল বেদনা, বেদনার বর্দ্ধিতাবস্থায় রোগীর দ্বিভাজ হইয়া অবস্থান, কখন বা উদরে শুক বস্তুর ঠেকা দিয়া উপবেশন, উদরে বলপূর্ব্বক চাপ দিলে কথঞ্চিৎ আরাম বোধ, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, আবদ্ধ আধ্মান, উদরের উভয় পার্শ্বে আকুঞ্চক বেদনা, নাভির চতুর্দ্দিকে উগ্রতর শূল বেদনা, পাঁচ সাত মিনিট অন্তর বেদনার প্রবল আবেগ, প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসৃত হইয়া গেলে আরাম বোধ। সীস শূলে, উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, আক্ষেপিক বেদনা। উদরের বিন্দু পরিমাণ স্থানে বেদনার উদ্ভব হইয়া সমস্ত উদরে বিস্তৃতি। আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি, ধূমপানে উপশম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলিনসোনিয়া—উদরে কর্ত্তনকর বেদনা হেতু রোগীর মূর্চ্ছার উদ্ভব। বেদনা হেতু অনিদ্রা, নিম্নোদরে ভার ও খননকর বেদনা, উদরের আধ্মান হেতু উচ্চ শব্দ, অর্শশূল, গুহ্যদ্বারের পুরাতন ব্যাধিযুক্ত শূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম—উদরে উচ্চ গব্ গব্ শব্দের সহিত শূল বেদনা, আক্ষেপিক বেদনা, বেদনার সহিত উদর-পেশী সমস্তের সটান ভাবে উচ্চ হইয়া উঠা। বিদ্ধকর বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, দীর্ঘকাল স্থায়ী বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—আধ্মানিক শূল বেদনা, অন্ত্রে উগ্র বেদনা, উদরে বায়ুর পুঞ্জীকরণ হেতু স্ফীতত্ব ও আধ্মান, সামান্য আহারেই বেদনার বৃদ্ধি, মস্তকেও উদরে উত্তাপ বোধ, মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ, কষ্টে বায়ু নিঃসরণ। উদরের অপরিমিত স্ফীততা হেতু শ্বাসকষ্ট, উদর গর্জ্জন, অন্ত্রের ক্রিয়ার শিথিলতা, যকৃত প্রদেশে সূচীকা বিদ্ধ বেদনা, পাকাশয়ের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা, ঊর্দ্ধ বা অধো পথে বায়ু নিঃসৃত হইলে বেদনার উপশম, দুর্গন্ধ মল স্রাবযুক্ত উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কুপ্রমমেটালিকম্, এসিটিকম্ ও আর্সেনিকম্—শূল বেদনায় উক্ত তিন প্রকার কুপ্রমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আক্ষেপিক শূল বেদনা, উদরনিপীড়নে যন্ত্রণা বোধ, কলসিন্থ ও প্লম্বম্ জ্ঞাপক শূল বেদনায় উদর চাপনে আরাম বোধ হইয়া থাকে। এই লক্ষণটী কুপ্রমের সহিত বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত।

উদরে আকৃষ্টবৎ, আকুঞ্চক ও ছিন্ন কর বেদনা, রোগী বোধ করে যেন ছুরিকা দ্বারা অন্ত্র সমস্ত কর্ত্তিত হইতেছে। বিশ্রামশীল বেদনা, উদর সটান করিলে বেদনার বৃদ্ধি, এজন্য রোগী জানুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকে। উদর পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কলন, মুখে তিক্ত, কষায়, ধাতব ও কদর্য্য আস্বাদ অনুভব। ধাতব উদগার উত্থিত, বমন ইচ্ছা ও পিত্ত বমন, রক্ত বমন, উদর বৃহৎ, তদুপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, পিপাসা থাকে কিন্তু ক্ষুধা হয় না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিকার্ব্বনিকম—আবদ্ধ আধ্মানের সহিত শূল বেদনা, উদর বায়ুতে স্ফীত, পাকাশয় দেশ স্ফীত, কঠিন ও স্পর্শাসহ, নাভী দেশ ও যকৃত স্থানে বেদনা, পাকাশয়ের নিম্নদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া মূত্রস্থলী ও অণ্ডকোষে গমন, সমুদয় উদরে কর্ত্তনকর, বিদ্ধকর ও চিন্‌চিনি বেদনা, অন্ত্র সমস্ত টাসিয়া নেওয়া বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোনায়ম্—অন্ত্রে বায়ু আবদ্ধ হেতু শূল বেদনা, উদর স্ফীত, উদরে শূল বেদনা উপস্থিত হইয়া বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন, বায়ু ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনার সঞ্চার, উদরের আড়া আড়িভাবে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোপেবা—শূল বেদনা, উদরে মণ্ডুক নিনাদবৎ উচ্চশব্দ, ঐ শব্দ বাহিরের লোকে অনায়াসে শুনিতে সক্ষম। উদরপ্রাচীরে বিদীর্ণকর আধ্মান, বিবমিষা, জলীয় ভেদের সহিত শূল বেদনা, উদরে বিদীর্ণকর বেদনা হইয়া উরুদেশে টাস ধরা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, বোধ হয় যেন ছুরিকা দ্বারা অন্ত্র সমস্ত কর্ত্তিত হইতেছে। বেদনার সহিত জ্বালা বোধ, সমস্ত অন্ত্র পথে প্রচণ্ড জ্বালা, মূত্র ত্যাগে জ্বালা, উদরে হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ, উদর স্ফীত ও আধ্মানযুক্ত, তিক্ত বস্তু বমন, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি, প্রত্যূষে উপশম বোধ, বাহ্যিক সেক প্রদানে বেদনার হ্রাস। অন্ত্রের জ্বালা ও বেদনা দূরস্থ যন্ত্রে বিস্তৃত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যামোমিলা—নাভিদেশে খননকর ও বিদীর্ণকর বেদনা, সমস্ত উদর আধ্মান যুক্ত হইয়া ঢাকের ন্যায় স্ফীত হওয়া। নিতম্বের পশ্চাৎ দিকে প্রচণ্ড

শূল বেদনা, ঐ স্থান বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ। থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, উদরের আধ্মানিক শূল বেদনা ঊর্দ্ধদিকে বক্ষ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া, অল্প পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয় বটে কিন্তু তাহাতে বেদনার কিছুই উপশম হয় না। বস্ত্র উষ্ণ করিয়া সেক দিলে আরাম বোধ হয়। পৈত্তিক শূল, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়ার পর শূল, উদর চাপনে বেদনার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই হয় না। বিবমিষা ও তিক্ত বস্তু বমন, সবুজ বর্ণের তরল ভেদ, স্ত্রীলোকদের রজো শূল, রাত্রিতে, প্রত্যূষে ও আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি, শিশুদের উগ্রতর শূল বেদনা হেতু অবিরত ক্রন্দন ও অস্থিরতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—শূল বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, উদরোপরি বরফ-জল বা শীতল জলের পটি প্রয়োগ কিম্বা শীতল জলে স্নান করিলে বেদনার উপশম। আক্ষেপিক বেদনা, অপরাহ্ণ ও রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি। উদরাভ্যন্তরে শৈত্য বোধ, উদর বৃহৎ ও কঠিন, ঔদরাময়িক মলত্যাগ, অম্লগন্ধ মল ক্ষরণ। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ কালে উদরাময় যুক্ত শূল বেদনা, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আধ্মান। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্রোটন—উষ্ণ দুগ্ধ পানে উপশমনশীল শূল বেদনা, নাভির চতুর্দ্দিকে শূল বেদনা, উদর পূর্ণ ও বৃহৎ, তৎসঙ্গে নাভিদেশে খননকর বেদনা, উদর শূন্য বোধ ও ক্ষুধা অনুভব। উদর নাদ, উদরে বিশেষতঃ বাম উদরে গল্ গল্ শব্দ, উদর জলে পূর্ণ অনুভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—আহারের অব্যবহিত পরেই শূল বেদনা, নিম্নোদরে টাসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, পেষণকর ও খননকর বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা। নাভির নিম্নদেশে বেদনা, তাহাতে অন্ত্র বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ। অন্ত্রে জ্বালাকর বেদনা, উদর বৃহৎ ও কঠিন। উদরে শব্দ, আবদ্ধ আধ্মান, গুহ্যদেশে শূল বেদনা বিস্তৃত হওয়া। কোষ্ঠ বদ্ধ, মল কঠিন, প্রচুর পরিমাণে বায়ু ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—উদরে অজীর্ণ দ্রব্যের অবস্থান হেতু শূল বেদনা, অপরিমিত আহার ও কদর্য্য বস্তু আহার জনিত আধ্মানিক শূল, উদ্গার; উদরে বিদ্ধকর বেদনা, সমস্ত উদরে সাল সাল করা, দ্বিভাজে অবস্থান করিলে বেদনার উপশম,

রাত্রিতে ও আহারান্তে শূল বেদনার বৃদ্ধি, প্রত্যহ অপরাহ্ণে বেদনার সঞ্চার, নিয়মিতরূপে বেদনার আবির্ভাব ও তিরোধান, উদর পূর্ণ ও ভারযুক্ত, আবদ্ধ আধ্মান হেতু আক্ষেপিক বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চেলিডোনিয়ম—উষ্ণ জল পানে উপশমন শীল বেদনা, বিবমিষা, উদরে গর্জ্জন, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, নাভিদেশে হুল বিদ্ধ বেদনা, উভয় ইঙ্গুইনেলদেশে আক্ষেপিক বেদনা, যকৃত শূল, যকৃত হইতে বেদনা সঞ্চালিত হইয়া স্কন্ধ ও উদরে ব্যাপৃত হওয়া। ১ম, ৩য় শক্তি।

জিঙ্কম্—আধ্মানিক শূল বেদনা, উদরে শব্দ, দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু ক্ষরণ, তাহাতে বেদনার কিছুই উপশম হয় না। নাভির চতুর্দ্দিকে আক্ষেপিক বেদনা, উদরের উভয় পার্শ্বে টাসধরা বেদনা, উদরে উচ্চ গব্ গব্ শব্দ, উদরাধ্মান, ভ্রমণে বেদনার বৃদ্ধি, গুহ্যদেশে জ্বালাকর বেদনা। মদ্যপানে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি, অল্প পরিমাণ মল ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেলসিমিয়ম্—উদরে বায়ু সঞ্চয় জনিত শূল, উর্দ্ধ উদরে অকস্মাৎ আক্ষেপিক বেদনা,—বেদনা হেতু উদর টাসিয়া ধরা, উপবেশন করিলে উপশম বোধ, সাময়িক শূল বেদনা, নিম্নোদরে মোচড়ান বেদনা, পীতবর্ণের জলীয় ভেদের সহিত শূল বেদনা, নিম্নোদরে মোচড়ান বেদনা, প্রচুর পরিমাণে পিত্ত ভেদ হইলে বেদনার উপশম। উদর গর্জ্জন, উর্দ্ধ ও অধোপথে বায়ু নিঃসরণ হইয়া গেলে উপশম বোধ। উদর প্রাচীরে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা। সঞ্চলনের প্রথম সময় বেদনার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাব্যাকম্—কিড্‌নি বা মূত্রগ্রন্থির শূল, দক্ষিণ মূত্র-বাহক নালীর অবরুদ্ধতা হেতু শূল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মক্ষরণ, বমন, অতিশয় শক্তি ক্ষয়। বাম মূত্র বাহক নালীর অবরোধ হেতু পীড়া হইলে কেলি-কার্ব্ব প্রয়োগ করিবে। উদরে গব্ গব্ ধ্বনি, উদরাধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ, আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকে এজন্য রোগী আহার না করিয়া থাকিতে পারে না। উদর পেশীর প্রচণ্ড সংকোচনতা, বিবমিষা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্রম্বিডিয়ম—উদরে বেদনা, আহারের পর, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন আহারের পর বেদনা আরম্ভ, আম মিশ্রিত মলক্ষরণ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ কিন্তু তাহাতে বেদনার উপশম হয় না। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্রিঅষ্টিয়ম পায়ফোলিয়েটম—আগ্মানিক শূল বেদনা, পাকাশয় ও অন্ত্র আগ্মান হেতু স্ফীত, ঊর্দ্ধোদরে হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপজনক তীব্র বেদনা, অতিশয় কুন্থন ও বেদনাযুক্ত আমাশয়িক মলক্ষরণ, ক্ষুধা মান্দ্য। ৩য় শক্তি।

ডলকামারা—শৈত্য স্পর্শ ও শীতল জলে আর্দ্র হওয়ার পর শূল বেদনা, অকস্মাৎ উষ্ণতার পর শীতের সমাগম হেতু শূল, নাভিদেশে কর্ত্তনকর বেদনা, উদরে মোচড়ান বেদনা, বিবমিষাও তদনন্তর উদরাময়। ৩য় শক্তি।

ডায়াস্কোরিয়া—স্নায়ু শূলে এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আগ্মানিক শূলেও ইহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। পাক শক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিদের শূল বেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদরাগ্মান, বমন, পিত্ত বমন, উদ্গার উত্থান এবং তাহাতে উপশম বোধ, অপান নিঃসরণ কিন্তু তাহাতে কিছুই উপশম বোধ হয় না। হঠাৎ বেদনার আক্রমণ, এমন কি অব্যবহিত পূর্ব্বেও রোগী বেদনার বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। আহারান্তে উদরাগ্মান, তদ্পর বেদনার উদ্ভব। উদরের বিন্দু পরিমাণ স্থানে বেদনার উদ্ভব হইয়া সমস্ত উদর, পৃষ্ঠ দেশ, বক্ষস্থল, নিতম্ব, এমন কি হস্ত ও পদের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। প্রচণ্ড বেদনা, কর্ত্তনকর, বিদীর্ণকর, জ্বালাকর ও মোচড়ান বেদনা, হস্ত-পদ প্রক্ষিপ্ত করিয়া শয়ন করিলে এবং দণ্ডায়মান হইয়া ভ্রমণ করিলে রোগী উপশম বোধ করে, এজন্য কোন কোন রোগীকে মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন করিতে দেখা যায়। চাপ প্রদানে ও নত হইয়া শয়নে বেদনার বৃদ্ধি। এইটী কলসিন্থের ঠিক বিপরীত লক্ষণ, তথায় চাপ প্রদানে উপশম বোধ হয়। প্রত্যূষে ঔদরাময়িক ভেদ, উদর গর্জ্জন ও প্রচুর পরিমাণে বায়ু ক্ষরণ, নাভি দেশে ও পাকস্থলী প্রদেশে প্রচণ্ড বেদনা, বেদনার বর্দ্ধিতাবস্থায় যকৃত, প্লীহা, ক্লোম, বৃক্ক, জরায়ু, অণ্ডাশয় ও লিঙ্গ প্রভৃতি সকল স্থানেই বেদনা গমন করিয়া থাকে। কখন বা ক্রমান্বয়ে এক স্থানের পর অন্য স্থানে বেদনার সঞ্চরণ অনুভূত হয়। বেদনার তাড়নায় অনেকে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে, অনেকে কার্য্যতায় ও তাহাই দেখায়। হস্তপদ শীতল, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও শুষ্ক। মাদার টিং, ১ম, ২য়, ৩য় শক্তি।

থুজা—অর্শ শূল, নিম্নোদরে প্রচণ্ড বেদনা, বেদনা স্থানে সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ, ঊর্দ্ধ উদরে টাস ধরা বেদনা, উদরাধ্মান, উদরে জীবিত জন্তুর নিনাদবৎ শব্দ, কোমল অথবা কঠিন মল অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, তরল মল নিঃসরণ কালে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব, এমন কি রোগী মনে করে যেন উত্তপ্ত সীসক দ্রব হইয়া নির্গত হইতেছে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

নক্সভমিকা—অপাক জনিত শূল, আধ্মানিক শূল, রজো-শূল ও অর্শ-জনিত শূলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অপাক জনিত শূলে মুখে জলোদ্গম ও ও অপাচ্য ভুক্ত দ্রব্য, অম্ল কণা প্রভৃতি পাকাশয় হইতে মুখে সমাগত হইয়া থাকে। উর্দ্ধোদরে ভার ও আকৃষ্টতা অনুভব, কর্ত্তনকর বেদনা, নত হইয়া থাকিলে ও স্থিরভাবে শায়িত থাকিলে উপশম বোধ, সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। আভ্যন্তরিক উত্তাপ, কোষ্ঠবদ্ধ বা অপ্রচুর মল নিঃসরণ, মলস্রাব বিহীন মলবেগ, বেদনার সময় হস্তপদ শীতল ও অনমনীয়। ঋতু কালে কটিতে ও নিম্নোদরে ভয়ানক বেদনা। যকৃত শূল, মূত্রগ্রন্থির শূল, এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সবমল উদর শূলে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—আহারের অব্যবহিত পরেই শূল বেদনা, দিবাভাগে ও জল পানের পর বেদনার বৃদ্ধি। মুখ মধ্য শুষ্ক অথচ পিপাসার অভাব, উদরের অপরিমিত স্ফীততা, উর্দ্ধ উদরে ভার বোধ, নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনকর ও বিদ্ধকর বেদনা, সঞ্চলনে উপশম বোধ, নিদ্রাতুর হইলেও নিদ্রা যাইতে অসমর্থ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রমকার্ব্ব—নাভিমূল হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত স্থানে বেদনা জড়িত, নাভিদেশের বেদনা উদরের চর্ম্মে প্রসারিত। উদর চাপধরা ও অনমনীয়। আবদ্ধ আধ্মান, উদর বায়ুতে স্ফীত, উদরের স্থানে স্থানে বায়ুর সঞ্চরণ হেতু বেদনার স্থান পরিবর্ত্তন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পডোফাইলম—প্রাতে উদর বেদনা, সেক প্রদানে উপশম বোধ, কাইত হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে শয়ন করিলে উপশম বোধ, চিৎ হইয়া সটান ভাবে শয়ন করিলে বৃদ্ধি। অন্ত্রে আক্ষেপিক বেদনা, সীস্ শূল, উদর গর্জ্জন, উদরাময়, কোষ্ঠ বদ্ধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—অজীর্ণ শূল, এই জাতীয় শূলে চায়না সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত ঔষধ বিফল হইলে এতদ্দারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। উদরাধ্মান, উদরে শব্দ, আবদ্ধ আধ্মান, আর্ত্তব শূল, উদরে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব, উদর বৃহৎ ও কঠিন, পাকাশয়ের উপর হৃৎস্পন্দন অনুভব। অপরাহ্নে ও শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, সঞ্চলনে হ্রাস। উদরোপরি গুরুতর থেথলান বেদনা, উত্থান কালে তাহার বৃদ্ধি। অর্শ-শূল, অনিদ্রা, বিরক্তি ও অস্থিরতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পারিস্ কোয়াড্রিফোলিয়া—সমস্ত উদরে স্নায়বীয়শূল, উদর খেঁচিয়া রাখা বোধ, উদরে প্রস্তর চাপের ন্যায় বোধ, অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি, কর্ত্তনকর, আকুঞ্চক ও বিদ্ধকর বেদনা। দুর্গন্ধ অনুভবাধিক্য, কল্পিত দুর্গন্ধ অনুভব। মূত্রে তৈলাক্ত সর ভাসমান। আহারান্তে হিক্কা। ১ম, ৩য় শক্তি।

পলিগোনম্ পাঙ্কটেটম—উদরে কর্ত্তনকর শূল বেদনা, মোচড়ান বেদনা, অন্ত্রস্থ বস্তু সমস্ত তরলীকৃত হইয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া বোধ (কেলিকার্ব্ব) বিবমিষা ও বমন, বেগে তরল মল নিঃসরণ। আর্ত্তব শূল এই অধিকারে ইহা পলসেটিলার সমকক্ষ। টিংচার ১ম ও ৩য় শক্তি।

পিট্রলিয়ম—প্রত্যূষে শূল বেদনা হেতু জাগিয়া উঠা, বিদ্ধকর বেদনা, চাপনে উপশম বোধ। দক্ষিণ ও বাম উদরে চাপ বোধ। অধোদিক্ হইতে উর্দ্ধগামী বেদনা, নিদ্রাতুরতা, বিবমিষা, উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম্—উদরের প্রচণ্ড স্নায়ু শূল, মেরুদণ্ড হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া নাভিমূলে প্রবল আকুঞ্চক বেদনা, সমস্ত অন্ত্র টাসিয়া ধরা বোধ। সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি। উদরের চর্ম্ম মর্দ্দন ও উদরোপরি গুরুতর চাপ প্রদানে উপশম বোধ। নিম্নোদর কঠিন ও অনমনীয়, পাকস্থলীতে আক্ষেপিক চাপ, বায়ুতে উদর স্ফীত, সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা, কষ্টে মল নির্গমন, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় অল্প পরিমাণে মল নির্গমন, বদন পাণ্ডুর ও নিষ্প্রভ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত অনমনীয়, আক্ষেপিক শূল, বিবমিষা ও বমন, উদ্গারে বায়ু উত্থান। পিপাসা,

বারম্বার জলপান, মূত্রকৃচ্ছ্র, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, দন্ত মাড়ি কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন মল নিঃসরণের পর জলীয় ভেদ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লাটিনা—চিত্রকরদের শূল বেদনা, নাভিদেশে বেদনা হইয়া পৃষ্ঠে ব্যাপ্ত হওয়া, বেদনার তাড়নায় রোগী ঘূর্ণন করে কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। কোষ্ঠবদ্ধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস্—অন্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা, উদরাধ্মান, নিম্নোদরে জ্বালা ও বায়ু সঞ্চয়, ঊর্দ্ধ অন্ত্রে ভুটভাট শব্দ, অতিশয় বায়ু নিঃসরণ, অতি কষ্টে কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় মল ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বেলাডনা—অন্ত্রের স্থান বিশেষে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করা হইতেছে বলিয়া বোধ, অন্ত্র সমস্তে চিমটা দ্বারা মোচড়ানবৎ যন্ত্রণা, কোলন ও বৃহৎ অন্ত্রের আধ্মানিক শূল, নাভিদেশে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব। উদরের স্থানে স্থানে চিমটিকাটা বেদনা, অকস্মাৎ বেদনার আবির্ভাব ও হঠাৎ তিরোধান। নক্সভমিকা জ্ঞাপক বেদনা স্থায়ীরূপে অবস্থান করে। দণ্ডায়মান হইলে ও ভ্রমণ করাতে বেদনার বৃদ্ধি। সামান্যরূপ চাপনে ছনছনি বোধ, কিন্তু গভীর চাপনে উপশম। আর্ত্তব শূল, ঋতুকালীয় উগ্র বেদনা। তাম্রশূল। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, বারম্বার পিপাসা ও অল্প পরিমাণ জলপান। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—পৈত্তিক শূল, গল ব্লাডারের উপর বেদনা, নাভিদেশে চাপক বেদনা, উদরাধ্মান, উদর ভার ও পূর্ণ বোধ, উদর গর্জ্জন, বমন হইলে উপশম হইবে বলিয়া বোধ, উদরে তীক্ষ্ণ ও বিদ্ধকর বেদনা, নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শে যন্ত্রণা অনুভব। উদরোপরি হস্তার্পণে ছনছনি বোধ। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা, উদর দূরিত বায়ুতে পূর্ণ, উদর গর্জ্জন, অকস্মাৎ বেদনার আবির্ভাব। বেদনা হেতু দ্বিভাজে অবস্থান করিতে হয়। অধিক পরিমাণ দূরিত মল নিঃসৃত হইয়া গেলে বেদনার উপশম। ঊর্দ্ধগামী শূল বেদনা, বারম্বার পিপাসা ও জলপান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভাইভারনম—নিম্নোদরে আক্ষেপিক ও টাসিয়া ধরা বেদনা, বেদনার সময় উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, নাভিদেশে যন্ত্রণা। অকস্মাৎ বেদনার আবির্ভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এলবম্—উদরে জলন্ত অঙ্গার অবস্থানবৎ যন্ত্রণা বোধ, উদরাধ্মান কিন্তু ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়াই বায়ু নিঃসরণ হয় না। নিম্নোদরে ছুরিকা বিদ্ধবৎ যাতনা, উদর গর্জ্জন, বেদনাকালে মস্তকে শীতল ঘর্ম্মনিঃসরণ, হস্ত-পদ শীতল, শৈত্য স্পর্শে, অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনে ও ফল আহার হেতু রোগ। উদর বৃহৎ ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত। বিবমিষা ও বমন, আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি, শূল বেদনার সহিত জলায় ভেদ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভেলিরিয়েনা—হিষ্টিরিয়া রোগীর শূল, অপরাহ্নে শয্যায় শয়নে শূল বেদনা, অর্শ ও ক্রিমিগ্রস্ত ব্যক্তির শূল। উদর বৃহৎ ও কঠিন, উদরে চিমটি-কাটা ও কর্ত্তনকর বেদনা। ৩য় শক্তি।

মার্কুরিয়াস—উদরে চিমটিকাটা ও টাসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, উদর সঙ্কুচিত ও কঠিন বোধ, নাভির চতুর্দ্দিকে অধিক পরিমাণে বেদনা। বিব-মিষা, প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসরণ, মিষ্ট দ্রব্য আহারের প্রবল ইচ্ছা। বারম্বার যন্ত্রণা-প্রদ মল-প্রবৃত্তি। উদর বস্ত্রে কষিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া ফস্—উদরে টাস ধরা, নাভিদেশে বেদনা হইয়া পাকা-শয়ে, উভয় পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে গমন। প্রবল কর্ত্তনকর বেদনায় রোগী চিৎ-কার করে। দ্বিভাজ হইয়া অবস্থান করিলে ও হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিলে কথঞ্চিৎ উপশম বোধ। উদ্গার উত্থান। আধ্মানিক শূল, জলীয় ভেদযুক্ত উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাঙ্গেনম্—উদরে বারম্বার শূল বেদনা, গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি। অন্ত্র সমস্ত এক স্থানে পড়াত হইয়াছে বলিয়া বোধ। ভ্রমণকালে অন্ত্র সমস্ত সঞ্চলিত হইতেছে বলিয়া অনুভব। অগ্নির সেক দিলে, চাপ প্রদানে এবং আহার গ্রহণে বেদনার উপশম। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যান্সিনিলা—শূল বেদনায় মূর্চ্ছা উৎপন্ন, অত্যন্ত তীব্র বেদনা, উদরে

উচ্চ শব্দ, জল পানে বেদনার বৃদ্ধি। ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। বমন, বমনে শ্বেতবর্ণের বসাবৎ পদার্থ উত্থান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স—স্নায়ুশূল, বেদনাবশতঃ রোগী ন্যুব্জ হইয়া বিচরণ করে, দ্বিভাজে উপবেশন করিলে বা উপুড় হইয়া শয়ন করিলে বেদনার উপশম। রাত্রিতে ও শীতল জলে স্নাত হইলে বেদনার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌ভেনে নেটা বা পয়জন সুমাক্—আধ্মানিক শূল, উদর স্ফীত, চাপনে যাতনা, নাভিদেশে দংশনকর মৃদু বেদনা, আতিসারিক মল নিঃসরণে বেদনার উপশম। প্রাতে বেদনার বৃদ্ধি। আমাদের দেশে পাহাড় অঞ্চলে বিড়াল ছিমর নামক এক প্রকার গাছ আছে, তাহার ছড়ার গাত্রস্থ রেণু দ্বারা টিংচার প্রস্তুত করিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইটী ইরিসিফেলাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রোবিনিয়া—উগ্রতর শূল বেদনা, সামান্য সঞ্চালনেই বেদনার বৃদ্ধি, পাকাশয়ে ভয়ানক অম্লতা, বুকজ্বালা, অম্লজল উদ্‌গম ও বমনে নির্গমন। উদরে চিমটিকাটা বেদনা, আধ্মানিক শূল। মলত্যাগকালে প্রথমে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গত হইয়া পরে কঠিন মলের নির্গমন। ৩য় শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—আধ্মানিকশূল, বিশেষরূপেনিম্নোদরের আধ্মান। আবদ্ধ আধ্মান, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে শূলবেদনা হইয়া মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তদ্ধেতু বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। দক্ষিণপার্শ্বপরিবর্ত্তনে তথা হইতে একটী কঠিন বস্তু মূত্রস্থলীর দিকে সঞ্চলিত অনুভব। সামান্যরূপ আহার গ্রহণেও নিম্নোদরের স্ফীততা অনুভব। নিম্নোদরে অবিরত উচ্ছলন, নিশ্বাস গ্রহণ-কালে যকৃত প্রদেশে বেদনা, উদরের বাম পার্শ্বে গুরু বস্তু চাপিতের ন্যায় অনুভব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—উদরের বেদনা পূর্ণ স্ফীততা, উদ্‌গার উত্থানে স্ফীততার আংশিক হ্রাস। উদরোপরি সর্ব্বপ্রকার চাপ ও বস্ত্রের আঁটুনি অসহ্য, নিম্নোদরে জ্বালা ও শূন্যতা অনুভব। মল দ্বার হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থান টানিয়া ধরা বোধ। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ত্তনকর ও ছিন্নকর বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—দংশনকর বেদনা, দ্বিভাজ হইয়া অবস্থান করিলে বেদনার

উপশম, নিম্নোদর স্পর্শদ্বেষযুক্ত, ইহাতে জীবিত প্রাণীর সঞ্চলনবৎ অনুভব। পান ও আহারের পর শূল বেদনার উদ্ভব। মিষ্ট দ্রব্য আহারে বেদনার বৃদ্ধি। উদরের বাম পার্শ্বে আবদ্ধ আধ্মান। কোষ্ঠবদ্ধ বা প্রাচীন উদরাময়। অর্শ-জনিত শূলে ইহা নক্সভমিকার ন্যায় ক্রিয়াশীল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইক্লেমেন—রাত্রিতে বিশেষতঃ শয্যায় শয়ন করিলে পর শূল বেদনা, বেদনা হেতু রোগী শয্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করে, উদর পূর্ণ, ভার ও বৃহৎ, উদর স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। নাভিদেশে চিন্‌চিনি বেদনা, টাসিয়া ধরা বেদনা, উদরে গর্জ্জন, উদরে জীবিত প্রাণীর সঞ্চরণবৎ অনুভব। ৩য় শক্তি।

সাইলিসিয়া—নিম্নোদরে শূল বেদনা, কুন্থন, মলত্যাগ কালে বেদনার বৃদ্ধি, উদরে চাপ বোধ, বস্ত্রের বন্ধনি অত্যন্ত অসহ্য। ক্রিমিজনিত শূল, তৎসঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ অথবা মল কাঠিন্য, হস্ত পীতবর্ণ ও অঙ্গুলির চাড়া কৃষ্ণবর্ণ। উদরের বেদনা উত্তাপ-প্রয়োগে উপশমিত, উদরাধ্মান ও উদর গর্জ্জন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ ২০০ শত শক্তি।

সিকেলি—নিতম্ব দেশে শূল বেদনা, উদ্গার ও বমন, ছিন্নকর ও বিদ্ধ-কর বেদনা, উরুতে পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত, আর্ত্তবশূল, কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্র টাসিয়া ধরা, উগ্রতর বেদনা হইলে মূত্রস্থলীতে বেদনা প্রধাবিত হইয়া থাকে, ক্রিমি জনিত শূল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—শূল বেদনা, উদর বৃহৎ ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি, উদর গর্জ্জন বিশেষতঃ আহারের পর। মল বেগ কিন্তু মল নিসৃত না হইয়া কেবল বায়ু ও আম মাত্র নিঃসৃত হয়। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

সিপা—নাভিদেশে শূল বেদনা, উপবেশনে বেদনার বৃদ্ধি, ভ্রমণে উপশম, মধ্য উদরে বেদনা উপস্থিত হইয়া উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত, বেদনাকালে বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা, মূত্রত্যাগে জ্বালা, শৈত্য স্পর্শে, পদদয় শীতল হইলে বা অতি-রিক্ত ভোজন হেতু শূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্ট্যাবেডিলা—অন্ত্র মধ্যে তাল বান্ধা সূত্রগুচ্ছ ঘূর্ণিত, প্রসারিত ও সঙ্কু-চিত হইতেছে বলিয়া বোধ। সমস্ত উদরে মোচড়ান ও টাসিয়া ধরা বেদনা, উদর পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, উদরাভ্যন্তরে জ্বালাকর বেদনা, অন্ত্র সমস্ত

ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ, নাভিদেশে জ্বালাকর বেদনা, উদরে শব্দ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যানম্—নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনকর বেদনা, তিক্ত উদ্গার, প্রবল ক্ষুধা ও উদরাময়, কঠিনতর চাপনে উপশম বোধ, উদরের উভয় পার্শ্বে ফিক বেদনা, সামান্য সঞ্চালনে এই বেদনার বৃদ্ধি, উদর চর্ম্মে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া— মূত্রাশয়ের পাথরি বিচ্ছেদ অস্ত্রোপচারের পর শূল বেদনা, বারম্বার মল ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। উদরে আক্ষেপিক বেদনা। ৩য় শক্তি

হাইড্রাস্টিস্—নাভিদেশে জ্বালা, উদর মধ্যে উচ্চ ধ্বনি ও তীব্র বেদনা, সঞ্চলনে বৃদ্ধি, কর্ত্তনকর শূলবেদনা, প্রবল বেদনার সময় মূর্চ্ছার উৎপত্তি। কোষ্ঠ বদ্ধ, বায়ু নিঃসৃত হইলে আরাম বোধ, উদর মধ্যে কর্ত্তনকর বেদনা হইয়া মুষ্ক পর্য্যন্ত গমন, পৃষ্ঠের নিম্নভাগে উগ্র বেদনা, প্লীহা স্থানে তীব্র বেদনা, তৎ-সঙ্গে পাকাশয় ও অন্ত্রে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেলিবোরাস—নাভিদেশে খননকর ও বিদ্ধকর বেদনা, বেদনার শেষে আঠাল মলক্ষরণ, উদরে কুল্য ধ্বনিবৎ শব্দ, বোধ হয় যেন সমস্ত উদর-গহ্বর জলে পূর্ণ রহিয়াছে। উদর স্ফীত, স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, প্রচণ্ড শূল বেদনা, বেদনার তাড়নায় রোগীর চেহারা বসিয়া যাওয়া, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, নাড়ী সূক্ষ্ম, জলীয় ভেদ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

শূল বেদনায় ঔষধ নির্ব্বাচন।

শূল বেদনার শ্রেণী অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ।

শূল বেদনা স্নায়বীয়। বেল, কলসিন্থ, ডায়া, আইরিস, কস, নক্স, একো, ইস্কু, আর্স, ক্যামা, ককু, কফি, হাইও, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, সিকে, সলফর, এগ্নাস, এণ্টিম, আর্নি, অরম, কষ্টি, চেলি, কলচি, কুপ্রম, জেলসি, ইপিকা, ল্যাকে, ম্যাগ্নিসিমি, ন্যাট্রমমিউ, ওপি, প্লাটি, ভিরাট, জিঙ্ক।

শূল আধ্মানিক। বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, চায়না, কলসিন্থ, ডায়াস্কো, নক্স, ফস, পলস, সলফর, ইথু, এগ্নাস, কলচি, ফিরম, জেলস, গ্রাফা, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, ভিরাট্রম, জিঙ্ক।

„ প্রাদাহিক। একো, বেল, ব্রাইও, হাইও, মার্ক, আর্স, ক্যামো, ল্যাকে, নক্স, পলস, সলফর।

„ অর্শজনিত। ইস্কু, আর্স, কার্ব্ব ভে, কলিন, ল্যাকে, নক্স, পডো, পলস, সলফর।

„ অক্ষেপিক। বেল, ক্যামা, কক্কু, কলসিন্থ, হাইও, ইপিকা, ম্যাগনি, নক্স, পলস, আর্স, কুপ্রম, ফিরম, জেলস ,হেলোনি, ল্যাকে, ফস ষ্ট্যানম, সলফর।

„ ক্রিমিজনিত। মার্ক, সিনা, সলফর, সিকুটা, ফ্রিরম, ফিলিক্স, নক্স, রুটা, স্যাবেডিলা।

সীসশূল। এলু, আর্স, এ সলফ্, নক্স, ওপি, পডো, বেল, প্লাটি।

তাম্রশূল। হিপার, আর্স, ভিরাট।

শূল বেদনা শিশুদের। ক্যামো, নক্স, রিয়ম, একো, বেল, ক্যাল্কে, কষ্টি, সিকুটা, সাইলি, সলফর, ষ্ট্যাফি, ইপিকা।

„ হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের। কক্কু, ইগ্নে, পলস, ম্যাগনিসিউ, নক্স, ষ্ট্যানম, আর্স, বেল, ব্রাইও, জেলস, ষ্ট্রামো।

„ আর্ত্তব। বেল, ক্যামো, কার্ব্বভেজ, কক্কু, কফিয়া, সাইক্লি, নক্স, পলস, সিকেলি, সলফর, ভাইবার, জিঙ্ক।

„ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে। আর্ণি, বেল, ব্রাইও, ক্যামো, হাইও, ল্যাকে, নক্স, পলস, সিপিয়া, ভিরাট।

„ চিত্রকরদের। ওপি, বেল, এলু, প্লাটি।

শূল বেদনার কারণ ভেদে ঔষধ।

শূল বেদনা বিরক্তি ও ক্রুদ্ধ হওয়ার পর। ক্যামো, কলসিন্থ, নক্স, সলফর।

„ সর্দ্দি লাগার পর। একো, ক্যামো, ইপিকা, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, মার্ক, পলস।

শূল অজীর্ণ বশতঃ। চায়না, পলস, ইপিকা, একো, আর্স, পলস, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, কফি, হিপার।

„ অর্শ বিলোপ হেতু। নক্স, সলফর, আর্স।

„ পাকাশয়ে অধিক পরিমাণ পিত্ত সঞ্চয় হেতু। আর্স, ক্যামো, নক্স, সলফর, পলস, মার্ক, ডায়াস্কো,পডো।

„ বেদনা শীতল জলে স্নান হেতু। ডলকা, একো।

„ বাহ্যিক আঘাত হেতু। আর্ণি, ব্রাইও, রস, কার্ব্বভে, ল্যাকে।

বেদনার প্রকৃতি।

„ বেদনা জ্বালাযুক্ত। আর্স, কার্ব্বভেজ, ভিরাট, ফস, ককু, নক্স, আইরিস, ক্যান্থা, কষ্টি, ল্যাকে, সিকেলি, সিপি, সাইলি।

„ মোচড়ান ও খননকর। লাইকো, কলসিন্থ, আর্স, বেল, নক্স, ভিরাট, ক্যামো।

„ দংশনকর। কলসিন্থ, বেলা, পলস, ককু।

„ লৌহশলাকা দ্বারা মোচড়ানবৎ। কলসিন্থ, বেলা।

„ টাসধরা। ককু, কলসিন্থ, লাইকো, আর্স, ভিরাট, ক্যামো, বেল।

„ ছিন্নকর। আর্স, লাইকো, ককু, কলসিন্থ, ক্যামো, নক্স, পলস।

„ কর্ত্তনকর। কলসিন্থ, ককু; কার্ব্বভেজ, আর্স, মার্ক, পলস, ভিরাট, নক্স, লাইকো।

„ হুল বিদ্ধবৎ। লাইকো, ক্যামো, নক্স, ফস্, ব্রাইও, সলফর।

„ কর্ষণবৎ। কলসিন্থ, নক্স, লাইকো, কার্ব্বভেজ, পলস, ষ্ট্যাফিসি।

বেদনা ক্ষতবৎ। বেল, নক্স, আর্স, ইগ্নে।

„ থেৎলান। আর্ণি, আর্স, ব্রাইও, রস।

বেদনার স্থান পরিবর্ত্তন।

বেদনা সঞ্চলিত বাম পার্শ্বে। কলসিন্থ, সলফর।

„ „ দক্ষিণ পার্শ্বে। ককু, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ।

„ „ নিম্নোদরে। বেল, নক্স, ব্রাইও, লাইকো, ফস, কার্ব্বভেজ, প্লাটি।

„ „ নাভিদেশে বেলা, ব্রাইও, চায়না, কলসিন্থ, আর্স, ক্যামো, ককু, লাইকো, নক্স, পলস, ভিরাট।

বেদনা সঞ্চালিত মূত্রাশয়ের উপর। নক্স, কার্ব্বভেজ।
„ „ পৃষ্ঠদেশে। পলস, সলফর, ক্যামো, লাইকো, বেলা, কলসিন্থ।
„ „ পৃষ্ঠ হইতে চালিত। কষ্টি, প্লাটি।
„ „ মূত্রস্থলীতে। লাইকো।
„ „ বক্ষে। কষ্টি, প্লম্বম।
„ „ জঙ্ঘায়। কেলিকার্ব্ব।
„ „ অণ্ডকোষে। হাইড্রাসটিস।
„ „ উরুদেশে। টেরেবিন্থিনা।

সময় ভেদে বেদনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি।

„ অপরাহ্নে। এণ্টিম, আর্ণি, বেল, বোভি, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, চায়না, কোনায়, ডলকা, হিপার, ইগ্নে, ল্যাকে, লরো, লাইকো, ম্যাগনিকার্ব্ব, মার্ক, মেজি, ফস, প্লাটি, পলস, রস, সিপি, সলফর।

„ রাত্রিতে। একো, আর্ণি, আর্স, বেরাইটা, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, গ্রাফা, হিপার, ম্যাগনিসিমিউ, মার্ক, পিট্র, ফস, পলস রস, সিপি, সাইলি, সলফর।

„ দুই প্রহর রাত্রির পর। ককু, পলস, ফস।

„ প্রত্যূষে। নক্স, ফস, হাইও, ক্যামো।

„ সূর্য্যোদয়ের সময়। ক্যামো।

শরীরের অবস্থান ভেদে বেদনার বৃদ্ধি।

„ শয়ন করিলে। ডায়াস্কো, ফস, পলস।

„ চিৎ হইয়া শয়ন করিলে। পডো।

„ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে। একো, ষ্ট্যানম।

„ বাম পার্শ্বে শয়নে। কুপ্রম, লাইকো।

„ সঞ্চলনে। এছারম, বেল, ব্রাইও, ডিজি, গ্রাফা, হাইড্রাস, ইপিকা, ক্রিয়োঁ, মার্ক, ন্যাট্রম মিউ, নক্স, এ অকজ্যালিক, ষ্ট্যানম।

„ বিশ্রাম কালে। বোভিষ্টা।

বেদনা, চাপ দিলে। একো, কোনা, ডায়াস্কো, ল্যাকে।
„ উপবেশনে। সিপা, পলস।
„ দণ্ডায়মান হইলে। বেলাডনা।
„ ভ্রমণ করিলে। বেল, নক্স।

বেদনার হ্রাস বা উপশম।

হ্রাস উদ্‌গার উঠিলে। কার্ব্বভেজ, ককু, ম্যাগনিফস।
„ দ্বিভাজ হইয়া থাকিলে। বেল, চায়না, কলচি, কলসিন্থ, আইরিস, ম্যাগনিসি ফস, নক্স, পিট্রু, ষ্ট্যানম।
„ নত হইয়া বসিলে। পডো।
„ শীতল জলের পটি দিলে। ক্যালকেকার্ব্ব।
„ উষ্ণজল পান করিলে। চেলি।
„ আহার করিলে। বোভিষ্টা, ম্যাগনিসি, প্লাটি।
„ বায়ু নিঃসৃত হইলে। এলো, এসা, কার্ব্বভেজ, সিপা, কলসিন্থ, জেলস, হাইড্রাসট, আইরিস, সরি।
„ চিৎ হইয়া শয়ন করিলে। ব্রাইও, রস।
„ উপুড় হইয়া শয়ন করিলে। কুপ্রম, আর্স।
„ সঞ্চালনে। সিপা, ডায়াস্কো, জেলস, পলস, ভিরাট।
„ চাপ দিলে। এমোনি কার্ব্ব, ম্যাসা, ম্যাগনিসি, ফস, নক্স ম, এ অকজ্যালিক।
„ মর্দ্দন করিলে। প্লম্বম্।
„ সোজা হইয়া অবস্থান করিলে। জেলস্।
„ মল ত্যাগের পর। এলো, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, জেলস।
„ বমন হইলে। হাইও, পলস।
„ সেক দিলে। এলুমিনা, ক্যামো, নক্স ম।

উদরের অবস্থা।

উদর মধ্যে জ্বালা। একো, আর্স, বেল, ক্যান্থা, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কষ্টি, ল্যাকে, নক্স, ফস, এ ফস, সিকেলি, সিপি, সাইলি, ভিরাট।

„ শীতলতা। ইথিউ, আর্স, ক্যাল্কে, চায়না, কলচি, হেলিবোরাস, ক্রিয়ো-জোট, ওলিয়েণ্ডার, ম্যাগনি, পিট্র, ফস, প্লম্বম, রুটা, সিপি।

উদর বৃহৎ। একো, ইথু, আর্নি, আর্স, অরম, বেল, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ককু, কফি, কলচি, কলিনসো, কলসিন্থ, ডিজি, গ্রাফা, হাইও, ল্যাকে, ম্যাগনি মিউ, মার্ক, ন্যাট্রম মিউ, নক্স ম, নক্স ভ, ওপি, ফস, রস, সিপি; সাইলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট।

„ শূন্য বোধ। আর্নি, ক্যামো, কলসিন্থ, হিপার, ল্যাকে, এ মিউ, ফস, পলস।

„ উত্তাপ বোধ। বেল, ক্যাম্ফ, কার্ব্বভেজ, এ কার্ব্বলিক ডায়াস্কো, মেজে, ফস, সাইলি।

আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

উদ্গার। বেল, কার্ব্বভেজ, লাইকো, ব্রাইও, নক্স।

বিবমিষা ও বমন। আর্স, ককু, ক্যামো, নক্স, পলস, লাইকো, ভিরাট।

বমন। আর্স, ভিরাট, ককু, নক্স, ক্যামো, পলস, কলসিন্থ, লাইকো।

উদরাধ্মান। চায়না, কার্ব্বভেজ, নক্স, সলফর, চায়না।

কোষ্ঠবদ্ধ। ব্রাইও, নক্স, লাইকো, আর্স, কার্ব্বভেজ, ককু, কলসিন্থ, ভিরাট, সলফর।

উদরাময়। পলস, ক্যামো, কলসিন্থ, মার্ক।

উদর গর্জ্জন। বেল, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, চায়না, ভিরাট এফস, পলস, সলফর।

শিরোঘূর্ণন। বেল, নক্স, লাইকো, ফস।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। বেল, নক্স, সলফর।

মূত্র অল্প। নক্স, লাইকো, ব্রাইও।

মূত্র অধিক। ভিরাট, বেল।

শ্বাস কষ্ট। কার্ব্বভেজ, পলস, চায়না, সলফর, লাইকো, আর্স, নক্স, ভিরাট্রম।

শীত বোধ। পলস, আর্স, মার্ক, কার্ব্বভে।

শরীর ও হস্ত পদ শীতল। ভিরাট, আর্স, নক্স, কলসিস্থ।

শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ভিরাট, বেল, কলসিস্থ।

উষ্ণ ঘর্ম্ম ক্ষরণ। আর্স।

শরীর উষ্ণ। কার্ব্বভে, আর্স, কলসিস্থ।

অবসাদন ও মূর্চ্ছা। ভিরাট, আর্স, কার্ব্বভেজ।

উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। কার্ব্বভেজ, আর্স, ভিরাট, ফস, ক্যামো, কলসিস্থ, ককু, লাইকো।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য।

শূল বেদনা অতি কষ্টকর এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি, ইহার লক্ষণাদি বহু প্রকারে প্রকাশ পায়, বেদনা ইহার একটী সাধারণ লক্ষণ, তদ্ভিন্ন কাহারও উদরে জ্বালা, কাহারও শীতলতা অনুভব, কাহারও উদরাধ্মান, কাহারও উদর টাসিয়া ধরা ইত্যাদি বহুপ্রকারের অবস্থা উৎপন্ন হয়। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা কালে এই সমস্ত লক্ষণের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিবে। বেদনা আশু উপশমনার্থ কোন কোন রোগীর উদরে ফোমেণ্টেশন দিলে সুস্থ বোধ হয়, তাহাকে তাহাই দিবে। কোন কোন রোগীর উদরোপরি শীতল জলের পটী দিলে উপশম ও আরাম বোধ হয়। এমত স্থলে উষ্ণ সেক কথনই দিবে না, এইরূপে কাহারও উদরে চাপ দিলে, কাহারও দণ্ডায়মান হইলে, কাহারও ভ্রমণ করিলে আরাম বোধ হয়। যে রোগীর যেরূপ কার্য্য করিলে বেদনা নিবারিত হয়, তাহার পক্ষে সেই আচরণ করিতে দিবে। শূল বেদনাগ্রস্ত রোগী অতিশয় উদ্ধত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্যে শান্তনা করিবে।

পানার্থ শীতল জল এবং পুষ্টিকর খাদ্য সর্ব্বদা ব্যবস্থা করিবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলে গাঁজার ধূম পান করিয়া শূল বেদনাক্রান্ত হইতে দেখা যায় অতএব এই কু-অভ্যাস সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করাইবে। তাম্র-শূল ও সীস-শূলের রোগীকে উক্ত ধাতুর কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবে। তামার রন্ধন স্থালী ও পান পাত্র ব্যবহার করিয়া অনেকে তাম্র শূলের হস্তে পতিত হন, তাঁহাদিগকে ঐ ধাতুর পাত্র ও পিত্তলের জিনিষ কথন ব্যবহার করিতে দিবেনা।

টেবিস্ মেসেণ্টেরিকা।

উদর-যক্ষ্মা।

এইটী অন্যান্য প্রকার টিউবার্কেল জাতীয় পীড়ার ন্যায় সার্ব্বাঙ্গিক রোগ। ইহার লক্ষণাদি উদর গহ্বর এবং অন্ত্র পথে অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এজন্য ইহাকে অন্ত্র রোগ মধ্যে সমাবিষ্ট করা হইল। এইটী শৈশব কালের একটী বিশেষ ব্যাধি হইলেও কখন কখন যুবকগণকে এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। উদরস্থ মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি সমস্ত অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন অসুস্থতা, উদরাময় ও অতিসার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ করতঃ প্রকৃত রোগের উৎপত্তি করিয়া থাকে।

কারণ ও নিদান—স্ক্রফিউলা ও টিউবারকিউলার ধাতুগ্রস্ত শিশু এবং যুবকগণের উদরস্থ মেসেণ্টেরিক গ্রন্থিতে উক্ত রোগের শক্তি প্রকাশ পাইয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থির অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন ও পোষণ শক্তির সম্পূর্ণ রহিত হইয়া উদরাময়, মন্দাগ্নি, উদরাধ্মান ও সার্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতার সহিত রোগ লক্ষণ দেখা দেয়। কোন কোন শিশু গর্ভাবস্থাতেই টিউবারকিউলার এবং স্ক্রফিউলা ধাতু প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপ স্থলে পিতা মাতার শারীরিক ব্যাধি বশতঃ ভ্রূণের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বহুবিধ কারণ হেতু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। যক্ষ্মা ও গণ্ডমালা রোগযুক্ত ধাত্রী এবং গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশুর এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে।

একবার একটী মুসলমান পরিবার মধ্যে যক্ষ্মা ও টেবিস-মেসেণ্টেরিকার বিস্তৃতি সম্বন্ধে এক অতি শোচনীয় আখ্যায়িকা শ্রবণ করা গিয়াছিল, ঐ পরিবারে চাকর, চাকরাণী ও পুত্র-কন্যা সমেত প্রায় পনর, ষোলটী লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত একটী বৃদ্ধও বাস করিত। কিছু দিন পরে বাটীস্থ অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ যক্ষ্মা রোগে এবং শিশুগণ টেবিস মেসেণ্টেরিকায় আক্রান্ত হইয়া উঠে। এক বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সমস্ত লোক এক জাতীয় পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটী সর্ব্বদাই যথেচ্ছ-

ভাবে গয়ের ত্যাগ করিত। ঐ পরিত্যক্ত গয়ের গৃহপালিত মোরগগণ আহার করিত, তাহাতে ইহারাও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। গৃহস্থগণ আবশ্যক মত ঐ সমস্ত মোরগ রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিত, ইহাতে মোরগের দূষিত মাংস দ্বারা সমস্ত নর-নারী ও বালক-বালিকা এক সময়ে এই ভীষণ রোগের হস্তে নিপতিত হইয়াছিল।

এইরূপ বহু প্রকার অজ্ঞেয় কারণ হইতে রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। কখন কখন অন্ত্রের টিউবারকিউলার ক্ষত ও টিউবারকিউলার পেরিটোনাইটিস হইতে এই রোগ জন্মিতে পারে। যক্ষ্মা রোগে যেমন ফুস্‌ফুসে টিউবারকেল সঞ্চিত ও তথায় পুঁযোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই রোগেও তেমনই মেসেণ্টেরিক গ্রন্থিতে টিউবার্কেল সঞ্চিত এবং পুঁযোৎপত্তি হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইহাতেও যক্ষ্মা রোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ সমস্ত অতি গুপ্ত ভাবে থাকে, ক্রমশঃ শিশুর গাত্র অল্প অল্প উত্তপ্ত ও মৃদুজ্বর ভাবাপন্ন হয়, পরে পাক যন্ত্রের বিকৃত লক্ষণ সকল দেখা দেয়, তখন মন্দাগ্নি ঘটিয়া উঠে, শিশুর মুখে মাতৃস্তন প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া বদন টানিয়া নেয়, দুগ্ধ পান করে না, ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহা দুই একবার পান করিয়া আর গলাধঃকরণ করেনা, কয়েক বারের পীত দুগ্ধ একবারের বমনে তুলিয়া ফেলে। উদরাধ্মান ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার উৎপত্তি হয়। অবশেষে আন্ত্রিক বিকৃতি লক্ষণ সমস্ত দেখা দেয়। তখন জলীয় ভেদ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত তরল বা অর্দ্ধ তরল মল দিন রাত্রিতে অনেকবার ক্ষরিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ উদরাময় কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। শিশুগণ একেই আহার করিতে ইচ্ছা করে না, বলপূর্ব্বক কিছু খাওয়াইলেও সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য ভেদের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। মলের সহিত আম ও রক্ত ক্ষরিত হয়। দিন রাত্রিতে বহুবার মল নিঃসরণ হয়। জলীয়, কর্দ্দমবৎ, ছেকরা ছেকরা, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, দুরিত ও অম্লগন্ধ যুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। কখন বা কোন দিন মল অবরুদ্ধ হইয়া উদর ভারযুক্ত ও ফাঁপিয়া থাকে, পর দিন প্রচুর পরিমাণে মল নির্গত হইয়া উদর পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই রোগে মেসেণ্টেরিক গ্রন্থির অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন হয় বটে কিন্তু উহাতে বেদনা প্রায়ই থাকে না। উদর বৃহৎ ও হস্ত-পদ শুষ্ক, পঞ্জরের অস্থি বক্রাকারে উত্থিত, মেরুদণ্ডের অস্থি-কণ্টক সমস্ত উত্তোলিত, চক্ষু কোটরগত ও নিষ্প্রভ, গণ্ডস্থল খাদে পতিত, বদন পাণ্ডুর, গ্রীবার চর্ম্ম কুঞ্চিত ইত্যাকার বহু প্রকার দুর্ল্লক্ষণ সমস্ত দেখা দেয়। এই সময় উদর টিপিলে বিবর্দ্ধিত মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি সমস্ত গুঠলিবৎ অঙ্গুলিতে অনুভূত হয়। যদিও মেসেণ্টেরিক গ্রন্থিতে বেদনা হয় না বটে কিন্তু অন্ত্রে বিষম শূল বেদনা হইয়া থাকে। বেদনার তাড়নায় শিশু চিৎকার করে ও হস্ত-পদ ছুড়িয়া থাকে। কখন বা উপুড় হইয়া শয্যায় অবস্থান করতঃ যন্ত্রণা প্রকাশ করে। শূল বেদনা হইলে তাহা কেবল অন্ত্রেই আবদ্ধ থাকে না, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। উদরে বায়ু সঞ্চিত হইয়া উদর ফাঁপিয়া উঠে, তখন উদরোপরি নখাঘাত করিলে ঢ্যাব্‌ঢ্যাব্ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়।

এই রোগের সহিত কখন কখন পুরাতন পেরিটোনাইটিস রোগ বর্ত্তমান থাকে, কখন কখন স্ফীত মেসেণ্টেরিক গ্রন্থিতে প্যাসিব ইনফ্লামেশন হইয়া পূঁয়োৎপত্তি হয়। সময় সময় ঐ সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া পেরিটোনিয়মে পূঁয়ঃ প্রক্ষিপ্ত হয়। এরূপ হইলে শীঘ্রই শিশুর জীবন কাল শেষ হইয়া থাকে; রোগের পুরাতন অবস্থায় শরীর অতিশয় শীর্ণ, গলদেশ নলীর ন্যায় সংকীর্ণ ও সমস্ত শরীর কঙ্কালে পরিণত হয়। এই সময়কার দৃশ্য অতি ভয়ানক, সমস্ত শরীর শুষ্ক, কেবল উদরটী মাত্র সার হইয়া উঠে, দেহ রক্তশূন্য, নাড়ী ক্ষীণ, বর্ণের পাণ্ডুরতা ইত্যাদি ভয়ানক লক্ষণ সমস্ত দেখা দেয়। পরিণামে পূঁয়জ্বর প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই মৃত্যু আনীত হয়। পক্ষান্তরে এই রোগ গ্রস্ত কোন কোন শিশুর শরীরে ভিন্নপ্রকার লক্ষণ সকল উপলব্ধি হয়, তখন শিশু বারম্বার প্রচুর পরিমাণ আহার করে, প্রবল ক্ষুধা থাকে, এজন্য আহার্য্য বস্তু পাইতে বিলম্ব হইলে রোগী আবদার করে ও কান্দিয়া ক্ষুধার ভাব জানায়। এইরূপ স্থলে শিশু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে।

চিকিৎসা।

আইওডিয়ম—বিবৰ্দ্ধিত গ্রন্থির আয়তন হ্রাস করিতে এইটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত, বিবৰ্দ্ধিত ও কঠিন, প্রবল ক্ষুধা, বারম্বার আহার গ্রহণ কিন্তু তাহাতে দেহের শীর্ণতা বিদূরিত হয় না। প্রবল পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা, নৈশ ঘর্ম্ম, উদরাময়, চর্ম্ম শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ, উদর স্পর্শে যাতনা বোধ, বলপূর্ব্বক উদর চাপিলে স্থূলতর মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি সমস্ত হস্তে স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। কাসি ও লম্বিকজ্বর, দেহ দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টেম্ নাইট্রিকম্—অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য ভোজী বালকের পীড়া বা এই পীড়া গ্রস্ত বালকের বারম্বার মিষ্ট দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। অধিক পরিমাণ বায়ু ও তরল মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়, জল পান করিলে এবং রাত্রিতে উদরাময়ের বৃদ্ধি। অত্যন্ত শীর্ণতা, জঙ্ঘাদ্বয় অধিক পরিমাণ শুষ্ক হইয়া কাঠির ন্যায় হওয়া, গ্রীবার চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধের আকার প্রাপ্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, উদরাধ্মান, দুর্গন্ধময় বায়ু নির্গমণ, উদর স্ফীত ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত। রাত্রির প্রথমভাগে অতিশয় ক্ষুধা, কিন্তু আহার করিলে উদরে যন্ত্রণাদায়ক বেদনা হইয়া থাকে, অতিশয় শক্তি ক্ষয়, নিদ্রাতুরতা, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রাকালে ভয়পূর্ণ স্বপ্ন দর্শন, মুখের বর্ণ পাণ্ডুর, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা আনয়ন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিকম—দুর্গন্ধময় ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত পাতলা মল নির্গমন, চর্ম্মের বর্ণ পাণ্ডুর, চর্ম্ম শুষ্ক, অস্থিরতা, ক্ষণস্থায়ী নিদ্রা, চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অনবরত শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, হস্ত পদ শীতল, গাত্র জ্বালা, ক্রমান্বয়ে শীত বোধ ও গাত্রজ্বালা, পান-আহারে উদরাময়ের বৃদ্ধি, বারম্বার অল্প পরিমাণ শীতল জল পানের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পিপাসা, জল পান করিলে তাহা উদ্গীরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ওয়াক ও বমন। জলীয় ভেদযুক্ত উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রের পরিমাণ অল্প ; ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিকম্ আইওডেটম্—শীতল জল পানের অনিবার্য্য স্পৃহাযুক্ত

পিপাসা, জল পানের অব্যবহিত পরেই বমন, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন, উদর বৃহৎ, জলীয় ভেদ যুক্ত উদরাময়। দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ, মল স্পর্শে গুহ্যের ধার চাঁচিয়া যাওয়া বোধ, বিবমিষা ও বমন, অতিশয় শক্তি শূন্যতা, শীঘ্র শীঘ্র শরীরের বিনাশ। এই ঔষধ আর্সেনিক ও আইওডিন এই উভয় ঔষধের গুণ ধারণ করে, এজন্য উক্ত দুই ঔষধের জড়িত লক্ষণ যুক্ত ব্যাধিতে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইথিউজা—স্তন্য পানের পর অকস্মাৎ দুগ্ধ বমন, জমাট দুগ্ধ বমন, বমনান্তে নিদ্রাভিভূত হওয়া, নিদ্রান্তে পুনরায় স্তন্য পান। দুগ্ধ পানে উদরে বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ বা উদরাময়, অতিশয় শীর্ণতা, গ্রীবাদেশের অতিশয় শীর্ণতা হেতু মস্তকের ভার বহনে অসমর্থ। উপবেশন করাইলে মস্তক এদিকে ওদিকে হেলাইয়া পতন, দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ, এই অধিকারের অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলেও এতদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণি ক্রুডম্—আহার মাত্রেই খাদ্য ও পানীয় বস্তু বমন, স্তন্য পানের পর মলবেগ, জলীয় ভেদ, জলীয় মলে কঠিন দুগ্ধ খণ্ড বর্ত্তমান, জিহ্বা শুভ্র বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ, প্রবল ক্ষুধা ও বারম্বার আহার গ্রহণ। প্রকৃতি অত্যন্ত ভীত ও উদ্ধত, শিশুকে স্পর্শ করিলে ক্রন্দন করিয়া উঠে। শীঘ্রই কঙ্কালে পরিণত হওয়া, গ্রীষ্মকালেও শীতল জলে স্নান করাইলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমণি টার্টারেটম—বিবমিষা ও বমন, কপালে ঘর্ম্ম, বমনান্তে ক্ষুধা এবং নিদ্রাতুরতা, নিদ্রাকালে হস্ত-পদ ঝাঁকিয়া উঠা, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, মল পীতবর্ণ ও জলীয়, মলত্যাগ কালে উদরে অতিশয় বেদনা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এব্রোটেনম—অতিশয় শীর্ণতা, নিম্ন শাখার অতিশয় শুষ্কতা, প্রবল ক্ষুধা, অন্ন ও দুগ্ধ খাইবার প্রবল ইচ্ছা, উদরাময়, উদরে প্রচণ্ড শূল বেদনা, উদর বৃহৎ। উদর টিপিলে স্থানে স্থানে কঠিন গুঠালি অনুভব, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ-বদ্ধ ও উদরাময়, ভুক্ত দ্রব্য মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নিঃসরণ। শিশুর দেহে হাইড্রো কেফেলাস রোগ বর্ত্তমান। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, হেক-টিক জ্বর, মুখের চর্ম্ম কুঞ্চিত, মোহাচ্ছন্নতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—রাব গুড়ের ন্যায় মল ক্ষরণ, আমজড়িত মল, সবুজ বর্ণ ও পরিবর্ত্তন শীল মল, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, বায়ু নিঃসৃত হইয়া গেলে উদরস্থ শূল বেদনার উপশম, উদরে শব্দ, অতিশয় অবসাদন, ঘর্ম্মক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিডম এসিটিকম—অতিশয় পিপাসা, পাকাশয় ও উদরে প্রচণ্ড বেদনা, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মলত্যাগ, রাত্রিতে অনিদ্রা, অতিশয় শীর্ণতা, উদর এবং জঙ্ঘা অতিশয় স্থূল, দুর্ব্বলতা, প্রকৃতি উদ্ধত, বদন পাণ্ডুর, চক্ষু মগ্ন, চক্ষের চতুর্দ্দিক বলয় চিহ্নযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডম নাইট্রিকম—পিতা-মাতার দেহ হইতে উপদংশ বিষ প্রাপ্ত বালক, পারদের অপব্যবহারজনিত ভগ্ন স্বাস্থ্য শিশু এবং পুরাতন যকৃত রোগ যুক্ত বালকদের রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অতিশয় ক্ষীণ বল ও শীর্ণদেহ, মুখে ঘ্যাপথা ক্ষত, নিশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত মল ক্ষরণ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব। প্রাতে উদরাময়ের বৃদ্ধি, গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীততা, দন্তমূল হইতে রক্ত ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ ফস্ফরিক—দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলস্রাব, বহুদিন স্থায়ী উদরাময়, উদর স্ফীত, স্নায়ুবীয় দুর্ব্বলতা, দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রক্ষরণ, রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ বেনজোইক—উগ্রগন্ধযুক্ত লোহিত বর্ণ মূত্রক্ষরণ, মূত্র রাখিবার পাত্রে মূত্রের বর্ণ বিশিষ্ট লাল দাগ হওয়া, মূত্রের ন্যায় উগ্র গন্ধযুক্ত তরল মল ক্ষরণ, মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্মিউরিয়েটিক—বারম্বার ভেদ ও বমন হেতু শিশুর দেহ শীর্ণ হইয়া যাওয়া। পাক-যন্ত্রের শক্তি হীনতা বশতঃ খাদ্য বস্তু জীর্ণ করিতে অসমর্থ, জিহ্বা শুষ্ক ও মলিন ক্লেদে আবৃত। প্রশ্বসিত বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, লালাগ্রন্থি বেদনাযুক্ত, উহা স্পর্শে বেদনা অনুভব, মূত্র ত্যাগকালে অজ্ঞাতসারে পাতলা মলক্ষরণ, মল ত্যাগকালে গুহ্য ভ্রংশ হওয়া। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ওলিয়েণ্ডার—ভুক্ত দ্রব্য কোন মতেই জীর্ণ হয় না, পূর্ব্বদিনের ভুক্ত

দ্রব্য পরের দিন অবিকৃত অবস্থায় নির্গমন। শরীরে পামাজাতীয় চর্ম্ম রোগ, পদদ্বয় পক্ষাঘাতবৎ বোধ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—জীবনী শক্তির অত্যন্ত ক্ষীণতা, উপযুক্ত লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে ও প্রতিক্রিয়ার ভাব না দেখিলে এতদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পতনাবস্থা, চর্ম্ম বিবর্ণ ও শীতল, আনছান করা, গাত্র জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মল ও অপান নিঃসরণ, উদর স্ফীত ও ভারযুক্ত। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

কোনায়ম্—মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি অত্যন্ত স্ফীত, উদর চাপিলে উহা কঠিনতর অনুভব। অপান বায়ু নির্গমনে শীতলতা অনুভব। উদরে গোলযোগ, মল কঠিন ও উহা নির্গমনকালে মল দ্বারে জ্বালাকর উষ্ণতা অনুভব। অম্ল ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারের ইচ্ছা, দিবাভাগে পিপাসা বোধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অবিরত শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, রাত্রিতে অনিদ্রা, দুঃখিত চিত্ত, স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—চূণ ঘটিত সর্ব্বপ্রকার ঔষধই এই রোগে উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতিশয় শীর্ণতা, অস্থি কোমল ও নমনীয়, এজন্য দণ্ডায়মান হইতে অস্থি বাঁকিয়া যাওয়া বিশেষরূপে জঙ্ঘার অস্থি ধনুকের ন্যায় বাঁক ধরিয়া যাওয়া। দন্তক্ষয়, দন্তোদ্ভেদ হইতে বিলম্ব, হস্ত-পদ শুষ্ক কিন্তু উদরটী বৃহৎ, মুখমণ্ডল, গলদেশ ও হস্ত-পদের চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত, দেহের এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম, কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম, গ্রন্থি সমস্তের স্ফীততা, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রবল ক্ষুধা ও অপর্য্যাপ্ত আহার গ্রহণ। আপরাহ্নিক জ্বর, অম্ল গন্ধযুক্ত ঔদরাময়িক মলত্যাগ, উগ্র গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ। অম্ল পদার্থ ও জমাট দুগ্ধ বমন। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালকেরিয়া আইওডেটম্—স্ক্রফিউলাগ্রস্ত বালকদের রোগ, সামান্য শৈত্য স্পর্শেই সর্দ্দি-কাসির উৎপত্তি, শরীরস্থ গ্রন্থিরাজী স্ফীত, লালা-গ্রন্থি ও টনসিল স্থূল। ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরেটা—স্ক্রফিউলা ধাতু গ্রস্ত বালকদের অস্থি বিকৃত অবস্থায় টেবিস মেসেণ্টেরিকা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। শিশুগণ প্রচুর

পরিমাণে আহার করিলেও শীর্ণ হইয়া যায়। গৌণে দন্তোদ্ভেদ, মস্তকের অস্থি কোমল ও বিকৃত, আধ্মানিক উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মলত্যাগ, কর্ণলতিকা ও নাসাগ্র শীতল, অপর্য্যাপ্ত ক্ষুধা, লবণাক্ত খাদ্য খাইতে অতিশয় ইচ্ছা, উদর বৃহৎ কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ কৃশ হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাকারে বমনের সহিত নির্গমন, দৃষ্টি ঝাপ্সা, উদরে বেদনা, পাকাশয়দেশ বরফবৎ শীতল, মল শুভ্রবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত, দ্রুত বেগে শীর্ণতা, গ্রীবাদেশ অতিশয় সরু, মুখ ও হস্ত-পদ শীতল, রাত্রিতে অনিদ্রা, গ্রন্থি সমস্তের স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ক্লিমেটিস—মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি অতিশয় স্ফীত ও কঠিন, উহাতে কর্ত্তনকর বেদনা, উদর কঠিন ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও জলীয় ভেদযুক্ত উদরাময়। অক্ষুধা, প্রবল পিপাসা, অতিশয় শীর্ণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—উদরাময়, অম্ল গন্ধযুক্ত তরল মল ক্ষরণ, অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ। ঘর্ম্ম, মূত্র, লালা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার নিঃসৃত রস দুর্গন্ধযুক্ত, কুকচির গ্রন্থি স্ফীত, অতিশয় শীর্ণতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—উদর আধ্মান যুক্ত, উদর গর্জ্জন, উদ্গার উত্থান, সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতা, অন্ত্রের শক্তি শূন্যতা হেতু কোমল মলও নিঃসারণ করিতে কষ্ট বোধ। জলীয় ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধা, পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান, জল পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা রাত্রিতে অনিদ্রা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

নক্সভমিকা—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, বারম্বার অপ্রচুর মলস্রাব, কোষ্ঠ বদ্ধ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, অক্ষুধা বা প্রচুর ক্ষুধা, ভুক্ত দ্রব্য বমন, অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রমফস—মাতৃ-দুগ্ধ ভিন্ন অন্য প্রকার খাদ্য সেবনে পালিত শিশুদের রোগ, উদর বৃহৎ, যকৃতের বিবৃদ্ধি, আহারান্তে উদর বেদনায় ক্রন্দন করা। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল স্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রমমিউ—শিশুকে উপযুক্ত রূপ আহার করাইলেও দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাওয়া, গ্রীবাদেশ সরু হইয়া কাঠির মত হওয়া, গৌণে হাটিতে সক্ষম

হওয়া, জিহ্বা চিত্রিত, ওষ্ঠে জলপূর্ণ গুটিকার উদ্ভব, দুগ্ধ অসহ্য, দুঃখিত চিত্ততা, প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ক্ষরণ, হৃৎকম্পন, কোষ্ঠবদ্ধ, বহু চেষ্টায় কঠিন মলক্ষরণ, কখন কখন উদরাময়, তখন অজ্ঞাতসারে মলস্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পেট্রলিয়ম—উদরের বেদনা পূর্ণ স্ফীততা, পান আহারে বৃদ্ধি, দিবাভাগে ঔদরাময়িক ভেদ, প্রবল ক্ষুধা কিন্তু অল্প আহারেই পরিতৃপ্তি, প্রশ্বসিত বায়ুতে ও মুখে রসুনের গন্ধ অনুভব। অতিশয় শীর্ণতা ও ক্ষীণতা, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা কিন্তু রাত্রিতে অনিদ্রা, নিদ্রাকালে উদরে শূল বেদনার উদ্ভব এ জন্য নিদ্রা হইতে কাঁদিয়া উঠা। ভাজ হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম, শরীরে একজিমা নামক চর্ম্ম রোগের উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস্—মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন, উদর আয়তনে বৃহৎ, নিম্নোদরের আধ্মানিক স্ফীততা। উদর বৃহৎ কিন্তু হস্ত-পদ ও অন্যান্য অঙ্গ শীর্ণ, শরীরের বিশেষতঃ মুখের বর্ণ পাণ্ডুর, উদরাময়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত থলথলে মলস্রাব, অতিশয় স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্মক্ষরণ, গ্রন্থি সমূহের স্ফীততা, অস্থিতে ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম—অত্যন্ত নিরক্তাবস্থা, উদর বৃহৎ ও কঠিন, প্রাতঃকালে আহারের পর বমন, রাত্রিতে নিম্নোদরে বেদনা, উদর চাপনে যন্ত্রণা বোধ, উদরাময়, অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত তরল ভেদ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

বেরাইটাকার্ব্ব—গ্রীবা ও লালা গ্রন্থির স্ফীততা, অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন, মানসিক জড়তা, স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা, বাল স্বভাব চপলতা পরিত্যাগ করিয়া নীরবে অবস্থান, শরীর শুষ্ক, চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত, অতিশয় নিদ্রাতুরতা, প্রবল ক্ষুধা কিন্তু আহারে অনিচ্ছা। ভ্রমনে উদরে যাতনা বোধ, উদর স্ফীত ও কঠিন, সরলান্ত্রে ক্রিমির গতি অনুভব। মিষ্ট দ্রব্য ও ফল আহারে ঘৃণা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বেরাইটা মিউরিয়েটিকা—মেসেণ্টেরিক ও অন্যান্য গ্রন্থি সমস্তের আয়তন বৃহৎ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হস্ত-পদ চালনে অনিচ্ছা, অতিশয় শীর্ণতা, উরুদ্বয় অতিশয় শীর্ণ হইয়া যাওয়া, জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, বিবমিষাও বমন,

পুরাতন উদরাময়, ক্রিমি জনিত শূল বেদনা, শরীরের স্থানে স্থানে গণ্ডমালিক ক্ষত। ৩য়, বিচূর্ণ, ৬ষ্ঠ শক্তি!

বেলাডনা—মলদ্বারের সবেদন আকুঞ্চনতা, কুন্থনের সহিত অল্প অল্প তরল মলস্রাব, উদরে বেদনা, মস্তকের দিকে রক্তের গতি, উপাধানে মস্তক ঘর্ষণ, অস্থিরতা, নিদ্রাতুরতা, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা যাওয়া। নিদ্রাকালে হস্ত-পদস্থ পেশীর কম্পন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বোরাক্স—স্বভাব অতিশয় উগ্র, ক্রন্দন শীলতা, বর্ণের পাণ্ডুরতা, স্তন্য পানে অনিচ্ছা, মুখ মধ্যে শুভ্রবর্ণ য্যাপথাক্ষত, মুখ ঘর্ষণে দন্তমূল হইতে রক্তক্ষরণ, মস্তক ও করতল উষ্ণ, উদরাময়, বেদনা ব্যতীত তরল মলত্যাগ, সামান্যরূপ শব্দ শ্রবণেই চমকিয়া উঠা, নিদ্রা হইতে চমকিয়া জাগরিত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এল্‌বম্—প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা, আহার্য্য দ্রব্য ও পানীয় জল গ্রহণে বমন, অবিরত শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা, অত্যন্ত বমন ও ভেদ, অতিশয় শীর্ণতা, অধিক পরিমাণ শীতল ঘর্ম্মক্ষরণ, অধিক পরিমাণ আহার করা, আহারান্তে বমন, অম্ল দ্রব্য ও শীতল বস্তু আহারের অত্যন্ত ইচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, কয়েকদিন পরে কঠিন পিণ্ডাকার মলত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—চর্ম্ম প্রায়ই শুষ্ক ও খসখসে, কিন্তু কখন কখন ঘর্ম্মাক্ত হইতেও দেখা যায়, তখন আঠাল ঘর্ম্মক্ষরণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম ও মস্তকে অম্ল-গন্ধ ঘর্ম্ম ক্ষরিত হইয়া থাকে। চর্ম্মের বর্ণ পীত, চক্ষু রক্ত শূন্য বা কামল রোগ হেতু পীতবর্ণ, মেসেণ্টেরিক ও অন্যান্য গ্রন্থি স্ফীত এবং পূঁযযুক্ত, উদর বৃহৎ ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, মল সবুজবর্ণ, রক্ত ও আম মিশ্রিত, মলত্যাগান্তে কুন্থন, জননে-ন্দ্রিয়ে ক্ষত ও বিদারণযুক্ত, মূত্রত্যাগ কালে যন্ত্রণা বোধ, মস্তকাস্থির জোড় অসং-লগ্ন, মস্তক বৃহৎ, দন্ত মাঢ়ি, স্পঞ্জবৎ কোমল ও সহজে রক্তক্ষরণ শীল, নৈশঘর্ম্ম চক্ষু হইতে পূঁযময় পিচুটিক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়াকার্ব্ব—পাক যন্ত্রের ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য হেতু পাককৃচ্ছ্র, উদর বৃহৎ ও কঠিন, উদরে বেদনা, বেদনার পর অম্ল গন্ধযুক্ত সবুজবর্ণের জলীয় ভেদ, সবুজবর্ণের ফেনিল মলত্যাগ, অত্যন্ত শীর্ণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—হস্ত-পদ শুষ্ক কিন্তু উদরটী বৃহৎ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষের চতুর্দ্দিক কাল দাগ যুক্ত, মুখের চর্ম্ম কুঞ্চিত, অপর্য্যাপ্ত ক্ষুধা কিন্তু অল্প আহারেই পরিতৃপ্তি। উদরে বায়ু সঞ্চয়, অন্ত্র কূজন, উদরাধ্মান। উদরের বাম ভাগ অধিক পরিমাণ আধ্মান যুক্ত, পাকাশয়ের স্ফীততা, স্তন্য পানের পর স্ফীততার বৃদ্ধি, তখন উদরোপরি হস্তার্পণেও যন্ত্রণা বোধ, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত ও পূঁয়োৎপাদন শীল, শরীর শীর্ণ অথবা বর্দ্ধনের অভাব যুক্ত। ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পতন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—বহু দিনের পুরাতন পীড়া হেতু শিশুর শরীরের অতিশয় শীর্ণতা। চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত, শরীর হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, বারম্বার ধৌত করাইলেও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। চর্ম্মোপরি একজিমা নামক রোগের উদ্ভব। গুহ্যদ্বারে চুলকানি, শরীরের গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রচুর ক্ষুধা ও পিপাসা কিন্তু অল্প পরিমাণে আহার ও পান করা। উদর বৃহৎ ও কঠিন, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ কখন উদরাময়। উদরাময় হইলে সবুজ বর্ণের বা বিবিধ বর্ণযুক্ত জলীয় ভেদ হইয়া থাকে। রাত্রিতে রোগ লক্ষণের হ্রাস, প্রত্যূষে বৃদ্ধি, তখন প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ হইয়া থাকে। শিশুর প্রকৃতি অতিশয় খিটখিটে, তাহাদিগকে ধৌত করার সময় অতিশয় ক্রন্দন করিয়া থাকে। বিলম্বে দন্তোদ্ভেদ ও শরীরের পুষ্টিসাধন। ব্রহ্মতালু উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, মিষ্টদ্রব্য সেবনের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—উদর বৃহৎ, প্রচণ্ড ক্ষুধা, গ্রীবা ও লালা গ্রন্থির স্ফীততা, বারম্বার উদরাময়ে আক্রান্ত হওয়া। শরীরের চর্ম্ম স্থানে স্থানে বিদারণ যুক্ত, বহুসংখ্যক বিস্ফোটকের উদ্ভব, দন্ত মলিন ও সহজে ভগ্নশীল, মাড়ি শিথিল, সামান্যরূপ স্পর্শে উহা হইতে রক্ত নির্গমন, চক্ষের পাতায় ও মুখের কোণে ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত নৈশঘর্ম্ম, উদর বৃহৎ, সামান্যরূপ পান আহারেই উদরে শূল বেদনার উদ্ভব। গলিত ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত মল ক্ষরণ। অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—মস্তক অস্বাভাবিকরূপে বৃহৎ কিন্তু অবশিষ্ট শরীর অত্যন্ত কৃশ, প্রকৃতি অত্যন্ত খিটখিটে ও ক্রন্দনশীল, মস্তকে ঘর্ম্ম ক্ষরণ ও

তজ্জন্য কপালদেশ শীতল, শরীর অতিশয় ক্ষীণ, বিলম্বে হাটিতে শিখা, রন্ধন করা খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা, প্রচণ্ড ক্ষুধা, আহারের পর উদর ভার বোধ, বিবমিষা, অজীর্ণ দ্রব্য বমন, মাতৃ দুগ্ধে অশ্রদ্ধা, উহা বলপূর্ব্বক সেবন করাইলেও বমন হইয়া নির্গমন। জলীয় ও রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ, কথনং কথন কোষ্ঠ বদ্ধ। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

সার্সাপেরিলা—উদর বৃহৎ, মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত, মল নির্গমনের সহিত প্রচুর পরিমাণে বায়ু ক্ষরণ, মলত্যাগান্তে মূর্চ্ছা, অত্যন্ত শীর্ণতা, চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত, জিহ্বায় ও জিহ্বা মূলে ঘ্যাপথা ক্ষত, গ্রীবাদেশ অত্যন্ত সরু, এজন্য মস্তকের ভার ধারণে অক্ষম, চর্ম্মোপরি বহুপ্রকার গুটীকার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা আনয়ন, স্বাভাবিক উত্তাপের অভাব, পদ-গুল্‌ফের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু ভ্রমণে অসমর্থ, কর্দ্দমবৎ মল ক্ষরণযুক্ত উদরাময়, উদরে শূলবেদনা, কুন্থন, অম্লগন্ধযুক্ত সবুজবর্ণের তরল মলক্ষরণ, মলে আমজড়িত, দুগ্ধপানে উদরাময়ের বৃদ্ধি। ক্ষণভঙ্গুর নিদ্রা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইড্রাসটিস—অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ, সাদা, জলীয় ও দুর্গন্ধ যুক্ত মলস্রাব, পাকাশয়ের ক্ষীণতা, মন্দাগ্নি, জিহ্বায় ক্ষত, জিহ্বা স্ফীত। কথন কোষ্ঠ বদ্ধ, কথন উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—মেসেণ্টেরিক গ্রন্থি স্ফীত, প্রদাহিত ও পূঁয়োৎপাদন শীল, অত্যন্ত শার্ণতা, চর্ম্ম কুঞ্চিত, পাক কৃচ্ছ্র, সমস্ত শরীরে অম্লগন্ধ, পাকাশয় স্পর্শদ্বেষযুক্ত, মল জলীয়, সবুজবর্ণ ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, দিবাভাগে উদরাময়ের বৃদ্ধি। সামান্য মাত্র শীতল বায়ু স্পর্শেই সর্দ্দির উদ্ভব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্যংএবং পানীয়।

এই রোগগ্রস্ত বালককে অতি সাবধানে পথ্য খাইতে দিবে। ইহাতে পাকাশয়ের জীর্ণকরণ শক্তি প্রায়ই থাকেনা, কথন বা এক প্রকার অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ বারম্বার আহার করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, অনেক অপরিণাম-

দর্শী লোকে এইরূপ ক্ষুধা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিয়া থাকে, তাহাতে অতি বিষম ফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত খাদ্য বস্তু জীর্ণ না হইয়া অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হয়। এই সময় অন্নমণ্ড, জলে সিদ্ধ বার্লি, এরোরুট, সাগুদানা, অল্প পরিমাণে পাতলা দুগ্ধ, মাংসের যূস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পথ্য। পিপাসা হইলে পরিষ্কৃত শীতল জল সর্ব্বদাই পান করিতে দিবে। কডলিবর অয়েল এক বিন্দু পরিমাণ আহারের পর সেবন করিতে দিলে কিছু দিনে রোগ লক্ষণ বিদূরিত হইতে পারে।

ইণ্টেষ্টাইনেল ওয়ার্ম্ম।

অন্ত্র—ক্রিমি।

মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান মস্তক, চর্ম্ম, পেশী ও যকৃত প্রভৃতি যন্ত্রে বহু-প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ক্রিমি দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসমস্তের বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, অন্ত্রে কি প্রকার ক্রিমি জন্মে, তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি এই স্থানে বিবৃত করা হইবে।

অন্ত্র মধ্যে বহুপ্রকার ক্রিমি বাস করিতে পারে, তৎসমস্তকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে। এক শ্রেণীস্থ ক্রিমির পাকনলী আছে, তাহা-দিগকে বিলেল মিন্থা বা শূন্য গর্ভ ক্রিমি বলে। অপর প্রকার ক্রিমির পাকনলী নাই, তাহাদিগকে ষ্টিরেল মিন্থা বা নিরেট ক্রিমি বলে।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত চারি প্রকার ক্রিমি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যথা।—

১ম। এস্কেরিস্ লম্ব্রিকইডিস্ বা কেঁচোর ন্যায় লম্বা ক্রিমি।

২য়। অগ্জিউরিস্ বর্ম্মিকিউলেরিস্ বা ক্ষুদ্র সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি।

৩য়। ট্রাইকোকেফেলাস্ ডিস্পার বা বৃহৎ সূত্রাকার ক্রিমি।

৪র্থ। এস্ক্রির ষ্টোমাডিও ডেনিলিস্ বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ক্রিমি মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার ক্রিমি দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম। টেপ ওয়ার্ম্ম বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি।

২য়। ব্রড্ টেপ ওয়ার্ম্ম বা প্রশস্ত ফিতার ন্যায় ক্রিমি।

৩য়। টিনিয়া মিডিও ক্যানেলেটা বা লাউবিচির ন্যায় ক্রিমি।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকার ক্রিমি অন্ত্রমধ্যে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু তৎসমস্তই এই দুই শ্রেণীর কোন এক শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবে।

ক্রিমি সমস্তের বিশেষ বিবরণ।

১ম। এস্‌কেরিস লম্ব্রিকয়ডিস্ বা মহীলতার ন্যায় ক্রিমি। এই জাতীয় ক্রিমি দেখিতে অবিকল কেঁচোর ন্যায়, কেবল বর্ণটী তদ্রূপ নহে। ইহার বর্ণ শুভ্র, মস্তকের দিক ঈষৎ গোলাপিরঙ্গ বিশিষ্ট, দীর্ঘে অর্দ্ধ ফুট হইতে এক ফুট, স্থূলতায় একটী হংস পুচ্ছ সদৃশ। এই জাতীয় ক্রিমি সচরাচর ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে, তথা হইতে পাকাশয় ও বৃহদন্ত্রে গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাদের মস্তকোপরি তিনটী উৎসেধ আছে। ঐ উৎসেধ সকল স্থিতি স্থাপক, ক্রিমিগণ উহা বিস্তৃত করিয়া অন্ত্ররস আচুষণ করিয়া থাকে। এই ক্রিমি অন্ত্র মধ্যে একটী হইতে বহুসংখ্যক থাকিতে পারে। কখন কখন ইহারা বহুসংখ্যক একত্র তাল বান্ধিয়া অন্ত্র পথে গতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা পাকাশয়ে গিয়া ভয়ানক উত্তেজনা জন্মায়। তাহার ফল স্বরূপ অত্যন্ত বমন উপস্থিত হয়। ঐ ক্রিমি উদ্গীরিত বা গুহ্যপথে নিঃসৃত না হইলে বমন নিবারিত হয় না। সময় সময় ইহারা পিত্ত কোষেও গমন করিয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্রে তাল বান্ধা ক্রিমি গিয়া ভয়ানক ডিসেণ্ট্রী উৎপাদন করিতে পারে। একবার করটীয়াতে একটী নৈপাল রমণীর ডিসেণ্ট্রা হইয়াছিল, আমি তাহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বহুপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইল কিন্তু কিছুতেই রোগ নিবারিত হইল না। তাহার নিম্নোদরে অত্যন্ত বেদনা ছিল, সময় সময় জড়িত রজ্জুর ন্যায় তাল বান্ধিয়া কি একটা বস্তু উচ্চ হইয়া উঠিত, ইহা দেখিয়া অন্ত্রে ক্রিমির সত্ত্বা অনুভূত হয়। তদনুসারে এক মাত্রা সেণ্টনাইন সেবন করাইয়া পর দিন কেষ্টরঅয়েল ও টার্পেনটাইন দিয়া জোলাপ দেওয়া হয়। ইহাতে বিরেচনের সহিত বহুসংখ্যক ক্রিমি বাহির হইতে আরম্ভ করে। এক এক বারে আট দশটী করিয়া ক্রিমি জড়িতভাবে নির্গত হইত, তিন চারি দিনে সমস্ত ক্রিমি

নির্গত হইয়া ডিসেণ্ট্রী আরোগ্য হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শতের ন্যূন হইবেনা। মানুষের উদরে এত ক্রিমি কিরূপে অবস্থান করিতে পারে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

এই জাতীয় ক্রিমি উদরে অবস্থান করিলে সচরাচর নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারের পর বিবমিষা ও বমন, মুখে জলোদ্গম, পিপাসা, নিদ্রাকালে দন্তঘর্ষণ উদ্যম রাহিত্য, প্রকৃতি অত্যন্ত খিটখিটে ও উদ্ধত, নিশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, ক্ষুধা মান্দ্য, আমাশয়িক মল নিঃসরণ বা ফেনিল ভেদ, নাসিকা কণ্ডুয়ন, শিশুদের কনভলশন, কখন কখন হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, মৃগী, ও বহু প্রকার স্নায়বীয় রোগ হইতে দেখা যায়।

কারণ—আমাদের দেশে এই জাতীয় ক্রিমি হওয়ার অতি সহজ কারণ সমস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকার লোকের সংস্কার ছিল কদর্য্য আহার হেতু আপনা হইতে ক্রিমি সকল উদর মধ্যে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা দ্বারা ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন কোন প্রকার জীব আপনা হইতে জন্মিতে পারে না। জীবের অণ্ড বা জীবাণু হইতেই জীব জন্মিয়া থাকে। প্রকাণ্ডকায় হস্তী হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী এই নিয়মের অধীন। অন্ত্র মধ্যে যে কোন উপায়ে জীবাণু বা জীবের অণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিমির উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জাতীয় ক্রিমি মহীলতা নামক কীটের বংশধর, কি উপায়ে মহীলতার অণ্ড উদরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। সচরাচর দুই প্রকার উপায়ে উক্ত কীটের অণ্ড উদরে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

১ম। গো-হালট, নালা, ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতির ধারে মহীলতা সকল অণ্ড নিষেক করিয়া থাকে। বৃষ্টির জলে ঐ অণ্ড সমস্ত জলাশয়ে ব্যাপৃত হয়, অধিবাসীগণ বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থ ও কৃষকগণ সর্ব্বদাই জলের ধারে মলত্যাগ করিয়া ঐ অণ্ড মিশ্রিত জল দ্বারা শৌচ কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই কেঁচোর ডিম্ব গুহ্য দ্বার দিয়া অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অনেক সময় অধিবাসীগণ পরিষ্কৃত জলের অভাবে বাধ্য হইয়া ঐ অণ্ড মিশ্রিত জল পান করিয়া থাকে। ইহাতে পাকাশয় পথে কেঁচোর ডিম্ব সমস্ত অন্ত্র মধ্যে

প্রবেশ করে; কালে ঐ অণ্ড বিকসিত হইয়া উদরে প্রকৃত কীট মহীলতার উদ্ভব হয়।

২য়। আমাদের দেশে কদলী বৃক্ষে এক প্রকার মহীলতা বাস করে। কদলীর মোচা বাহির হইলে তাহার স্ফুটিত পুষ্পের মধু পান করিবার জন্য মহীলতাগণ তথায় গমন করে এবং মধু পান করিয়া তাহার উন্মুক্ত গর্ভ কেশর মধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া আইসে। কালে গর্ভ কেশরের মুখ সঙ্কোচিত হইয়া প্রকৃত কদলী ফলের উৎপাদন হয় কিন্তু অণ্ডগুলি উহার মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং দিনের পর দিনে উহাদের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। ক্রমে কদলী ফল পক্ক হইলে মানবগণ উহা আহার করিলে সহজেই জীবাণু বা অণ্ড সকল উদরস্থ হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় ইংরেজগণ পক্ক রম্ভা অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া আহার করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের ক্রিমি হওয়ার সম্ভাবনা বড় থাকে না, কিন্তু বাঙ্গালীগণ সদ্য রম্ভা আহার করেন, এজন্য তাঁহাদের উদরে সহজেই ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই হেতু যে সমস্ত বালকেরা অধিক পরিমাণে রম্ভা আহার করে তাহাদের উদরে সচরাচর অগণ্য অসংখ্য ক্রিমি জন্মিতে দেখা যায়। এই জাতীয় ক্রিমি উৎপাদনের বহু প্রকার কারণ থাকিলেও কেবল এই দুইটী কারণকেই প্রচুর মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই দুই কারণেই সচরাচর মহীলতার ন্যায় ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। প্রথমোক্ত কারণ হেতু অধিকাংশ কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থের উদরে এবং দ্বিতীয় প্রকার কারণ হেতু অধিকাংশ ধনীসন্তানের উদরে লম্বা ক্রিমি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত আর তিন প্রকার ক্রিমি আছে, তাহারা দেখিতে প্রায় একই আকৃতি বিশিষ্ট এবং এক জাতীয় কারণ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এজন্য এক সঙ্গেই ইহাদের বর্ণন করা যাইতেছে। উহাদের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র খণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; ইহাদের মধ্যে ট্রাইকোকেফেলাস ডিস্পার নামক ক্রিমিই কিঞ্চিৎ বৃহৎ, উহার আয়তন দুই ইঞ্চি পরিমাণ হইতে পারে। অপর দুই প্রকার ক্রিমি সিকি ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা, এই জাতীয় ক্রিমি সচরাচর বৃহদন্ত্রে অবস্থান করে ও বহু সংখ্যক একত্র থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ ক্রিমি হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়।

গুহ্য দ্বারে চুলকানি ও বিড় বিড় করা, নিম্নোদরে বেদনা, কামড়ানি ও স্ফীততা, বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময়, পাতলা, ফেনিল মল ত্যাগ, রাত্রিতে শয়ন কালে নিদ্রাবস্থায় ক্রিমি সকল আপনাপনি হাটিয়া বাহির হওয়া, নাসিকা কর্ণ ও মুখ দিয়া ক্রিমি বাহির হওয়া।

গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি ব্রাহ্মণ-মহিলা আমার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিন রাত্রিতে তিন চারিবার করিয়া মূর্চ্ছা হইত, মূর্চ্ছাকালে হস্ত-পদ সকল আক্ষিপ্ত হইত। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অচেতন অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিতেন। ইহার উদরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ক্রিমি ছিল, প্রত্যহ মলত্যাগ কালে অগণিত ক্ষুদ্র ক্রিমি মলের সহিত বাহির হইত। এতদ্ভিন্ন রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় গুহ্যদ্বার দিয়া অগণ্য অসংখ্য ক্রিমি সমস্ত বাহির হইয়া, যোনি গহ্বর, কুচকির বক্র স্থান, জানুর নিম্নভাগে, মুখ বিবর, কর্ণগুহা, নাসারন্ধ্র, চক্ষের কোণ, বক্ষতল ও স্তনের নিম্নভাগে স্তূপাকারে অবস্থান করিত। আমি তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করার পূর্ব্বে এক মাত্রা সেণ্টনাইন সেবন করাইয়া পরদিন কেষ্টর অয়েল ও টার্পেন-টাইন দিয়া জোলাপ দেই, তাহাতে অবর্ণনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রায় আট-দশবার ভেদ হইল, প্রত্যেক বার ভেদের সহিত হাজার, হাজার ক্ষুদ্র ক্রিমি বাহির হইয়াছিল। কদর্য্য পায়খানার মলে যেমন অগণ্য অসংখ্য ক্রিমি কিল্‌মিল্ করে, তাঁহার প্রত্যেক বারের মলে ঐরূপ অগণিত ক্রিমি দেখা গেল। ইহাকে তিন মাসকাল হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

কারণ।—ক্ষুদ্র কীটের অণ্ড আহার্য্য বস্তু ও পানীয় জলের সহিত অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিলে এই জাতীয় ক্রিমির উদ্ভব হয়। সচরাচর মক্ষিকার (মাছির) ডিম্ব হইতে এইরূপ ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে মক্ষিকার তিন অবস্থা, প্রথম অণ্ডাবস্থা, ইহা দেখিতে সুজির ন্যায় ক্ষুদ্র, শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল। দ্বিতীয় জীবাণু অবস্থা, ইহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ ও সূত্র খণ্ডবৎ এবং অবিকল ক্ষুদ্র ক্রিমির ন্যায়, ইহার পর উপযুক্তরূপ আলো ও বায়ুর স্পর্শে উহারা পক্ষযুক্ত হইয়া তৃতীয়াবস্থা বা মক্ষিকার আকারে পরিণত হয়। অন্ত্রস্থ এই জাতীয় ক্রিমি মক্ষিকার দ্বিতীয়াবস্থার প্রতিরূপ। বাস্তবিক মক্ষিকার ডিম্ব

কোন উপায়ে উদরস্থ হইয়া এইরূপ ক্রিমির উদ্ভব হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যেরূপ আচার ব্যবহার তাহাতে মক্ষিকা ডিম্ব উদরস্থ হওয়া বড় বেশি কথা নহে, অনেক সময় মক্ষিকাও উদরস্থ হইয়া থাকে। বাজারের অনাবৃত শর্করা, সন্দেস ও মিষ্টান্নের উপর সর্ব্বদা অগণ্য-অসংখ্য মক্ষিকা পতিত হয় এবং উহার উপর সহজেই ডিম্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য অন্ন-ব্যঞ্জনের উপরও অনেক সময় বহুসংখ্যক মক্ষিকা পতিত হইয়া ডিম্ব নিক্ষেপ পরিয়া থাকে। ঐ সমস্ত মক্ষিকা-ডিম্বযুক্ত খাদ্য বস্তু আহার করিয়া সহজেই ক্রিমির বীজ উদরস্থ করা হয়। আমাদের দেশে আম্র অতি সুলভ ফল, সর্ব্বসাধারণে ইহা প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া থাকে, এই আম্রের সহিত কখন কখন একপ্রকার জীবাণু উদরস্থ হইয়া থাকে। বাঁস, বেতস ও এতাদৃশ জঙ্গলা আগাছার নিকটে যে সমস্ত আম্রগাছ থাকে সেই সমস্ত গাছে মুকুল হওয়ার সময় আগাছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমস্ত মুকুলের মধু পান করিবার জন্য উহার উপর পতিত হয়, উহারা মধু পান করা কালে মুকুলের গর্ভ কেশর মধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া আইসে, ঐ সমস্ত অণ্ড গর্ভ-কেশরের মধ্যে থাকিয়া আমের সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত কলেবর প্রাপ্ত হয়। আম্র পক্ক হইয়া ফাটিত হইলে ঐ সমস্ত কীট আপনার প্রকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়া উপরের কোমল ত্বক ভেদকরতঃ আপনা হইতে কিল্‌মিল করিয়া বাহির হয়। সাধারণতঃ এই সমস্ত কীটকে মেছো পোকা বলিয়া থাকে। আমের অর্দ্ধ পকাবস্থায় এই সমস্ত কীট নয়নগোচর হয় না এবং ঐ আম আহার করার সময় সহজেই উদরস্থ হইয়া থাকে, এই হেতুতেও অন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মিতে পারে। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত কাঁচা জল ডোবা, পুষ্করণী ও কূপ হইতে তুলিয়া পান করি, তাহাতেও অনেক সময় অনেক প্রকার জলজ কীটের অণ্ড ও জীবাণু মিশ্রিত থাকে, উহারা উদরস্থ হইয়া সহজেই ক্রিমি জন্মাইতে পারে। এইরূপ অনেক উপায়ে বহুবিধ কীটের অণ্ড আমাদের উদরস্থ হইয়া ক্রিমির উৎপাদন করিতে সক্ষম। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দন্তের নিষ্পেষণেও পাক-রসে অনেক অণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, নতুবা আমাদের উদর-গহ্বরটী ক্রিমির বাস-গৃহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত আর একপ্রকার ক্রিমি কখন কখন অন্ত্র মধ্যে

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে ঠিক মধুমক্ষিকার অণ্ড বা টোবের ন্যায়। এই জাতীয় ক্রিমি জন্মিলে, উদরে শূল-বেদনার উদ্ভব, কণ্টকবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, ক্ষুধা মান্দ্য, বিবমিষা, বমন, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ জন্মিয়া থাকে। গত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ভিষকদর্পণ নামক পত্রিকায় এই জাতীয় ক্রিমি সম্বন্ধে এক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। যথা,—

"একটি ভদ্রলোক হঠাৎ শূল বেদনায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতার একজন সুপরিচিত চিকিৎসক আহুত হইয়া প্রথমতঃ একটি অতি বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া মল পরীক্ষা করেন, তাহাতে মলের সহিত কয়েকটি মধুমক্ষিকার ডিম্ব বা টোব নয়নগোচর হইল। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে ডিসেণ্ট্রীতে পীড়িত হইয়া বাজার হইতে বেল-মোরব্বা আনয়ন করতঃ আহার করিয়াছিলেন। ঐ মোরব্বার উপর মধুমক্ষিকা পতিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ মক্ষিকাগণ ঐ মোরব্বার উপর ডিম্ব নিষেক করে এবং তাহা মোরব্বার সহিত উদরস্থ হইয়া এই ভয়ানক কষ্টদায়ক ক্রিমির উৎপাদন করিয়াছিল।" উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা তিনি এই ক্রিমি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ক্রিমি।

প্রথম। টেপ ওয়ার্ম্ম বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি—ইহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ, ফিতার ন্যায় চৌড়া, ধার কুঞ্চিত, মস্তকটী চৌসির, তাহাতে বক্র বড়িসের ন্যায় উৎসেধ আছে। ইহারা লম্বায় এক হইতে দুই ইঞ্চি এবং প্রস্থে অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চি হইয়া থাকে। ইহারা সচরাচর বহু সংখ্যক একত্র শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রথিত হইয়া অবস্থান করে। ঐ সময় ইহাদের দৈর্ঘ ৮।১০ গজ হইতে পারে। মলের সহিত কখন কখন ইহার দুই একটী খণ্ড বাহির হয়। ইহাদের মস্তকস্থ বড়িসের ন্যায় যন্ত্র দ্বারা ইহারা অন্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লিতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই ক্রিমির খণ্ড মলের সহিত বাহির না হইলে অনেক সময় ইহার সত্ত্বা অনুভব করা যায় না। ইহাতে সচরাচর নিম্নলিখিত শারীরিক লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে। অত্যন্ত ক্ষুধা এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করা, বারম্বার আহার গ্রহণেও শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না বরং দিন

দিন শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। উদরে প্রচণ্ড শূল বেদনা, শিরোঘূর্ণন, কাণে তালা লাগা ও শন্ শন্ শব্দ, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ, নাসিকা ও গুহ্য দ্বার কণ্ডুয়ন।

কারণ—ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, শূকর মাংসে ও মেষের মস্তিষ্কে এই জাতীয় ক্রিমি অবস্থান করে এবং তাহা আহারেই সচরাচর ইহার উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে উক্ত দুই দ্রব্য অল্প লোকেই আহার করিয়া থাকে, কিন্তু এই জাতীয় ক্রিমি অনেক লোকের উদরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই দেশে উক্ত প্রকার ক্রিমি উৎপন্ন হওয়ার আরও কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক আমরা তাহাই দেখিতে *পাই, আমাদের দেশে জলে এমন বস্তু সকল রহিয়াছে যে, তদ্দ্বারা অতি সহজেই* এই ক্রিমি জন্মিতে পারে। পল্লিগ্রামের অনেক জলাশয়ে চেটো ও জলৌকা নামক কীট অবস্থান করে, ঐ জল পান ও তদ্দ্বারা শৌচ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করাতে উহাদের ডিম্ব ও জীবাণু সহজেই উদরস্থ হইয়া থাকে। কালে ঐ সমস্ত ডিম্ব ও জীবাণু প্রকৃত আকার ধারণ করতঃ ফিতার ন্যায় ক্রিমির কলেবর প্রাপ্ত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কীটের অণ্ড ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নানা জাতীয় ক্রিমির উৎপাদন করে। এই তত্ব আমার মনে জাগরুক হইলে আমি তদানীন্তন ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়ের সহিত এতৎ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করি, তিনি অতিশয় সন্তোষের সহিত আমার মত অনুমোদন করেন এবং এইগুলিই ক্রিমির প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি মহীলতার ন্যায় ক্রিমি উৎপন্ন হওয়ার আর একটী কারণ আমার নিকট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "আমাদের দেশীয় কৃষকগণ অনেক সময় হস্ত দ্বারা ভূমির পারিপাট্য সাধন করিয়া থাকে। জলা ভূমিতে মহীলতা সমস্ত অণ্ড প্রসব করিয়া যায়, কৃষকগণ হস্ত দ্বারা মৃত্তিকার কাজ করার সময় ঐ সমস্ত ডিম্ব অঙ্গুলির চাড়ার নিম্নে প্রবিষ্ট হয়, হস্ত ধৌত করিলেও অনেক সময় ঐ সমস্ত ডিম্ব বাহির হয় না, আহার কালে খাদ্য বস্তুর সহিত উহা উদরস্থ হইয়া মহীলতার ন্যায় ক্রিমি উৎপন্ন করে।" এই তত্বটী বেশ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হওয়াতে এই স্থানে বিবৃত করিলাম।

দ্বিতীয়। টিনিয়া মিডিও ক্যানেলেটা বা লাউবিচির ন্যায় ক্রিমি।—এই সমস্ত ক্রিমি দেখিতে প্রায় উপরোক্ত ক্রিমির খণ্ডের সদৃশ। ইহাদের মস্তকে বড়িসের ন্যায় উৎসেধ নাই, ইহাদের মস্তক সমান, তাহাতে আচুষক যন্ত্র আছে। ক্রিমিগণ তদ্দারা অন্ত্র-রস শোষণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় ক্রিমি উদরে এক হইতে বহুসংখ্যক থাকিতে পারে। উদরে ইহাদের অবস্থানকালে উপরোক্ত ক্রিমির ন্যায় শূল বেদনা, অপাক, মন্দাগ্নি প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। একদা আমি একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের চিকিৎসার্থ আহূত হইয়াছিলাম। তাহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, আহার উত্তমরূপে করিতে পারিত না, উদরে শূল বেদনা, বিবমিষা ও বমন, একবার কোষ্ঠবদ্ধ আর বার উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। ইহার উদরে ক্রিমির সত্তা অনুমান করিয়া প্রথমতঃ সেণ্টনাইন সেবন করাইয়া কেষ্টর-অয়েল দ্বারা জ্যোলাপ দেই, কিন্তু তাহাতে ক্রিমি নির্গত হয় না বা রোগের কোন হ্রাস লক্ষণ অনুভূত হয়না। পর দিন কেমেলা এক মাত্রা সেবন করাইয়া পুনরায় বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দেই, তাহাতে বহুসংখ্যক লাউ বিচির ন্যায় ক্রিমি বাহির হইয়াছিল। তৎপর কিছুদিন ঔষধ সেবন করাতে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে তখন আমার এলোপ্যাথি মতেই মাত্র অধিকার ছিল।

তৃতীয়। ব্রড্‌টেপ ওয়ারম্‌ বা চওড়া ফিতার ন্যায় ক্রিমি—আমাদের দেশে এইরূপ ক্রিমি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের আকার টেপ ওয়ারম্‌ অপেক্ষা দৈর্ঘে ও প্রস্থে বৃহৎ। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া অতি দীর্ঘায়তন প্রাপ্ত হয়। কখন কখন ইহারা ত্রিশ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের এক ফুট ক্রিমিতে প্রায় দেড় শতটী খণ্ড দেখা যায়। প্রত্যেক খণ্ডেই স্ত্রী ও পুং জনন যন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং উহা হইতে অসীম ডিম্ব বাহির হইয়া স্বজাতীয় ক্রিমি উৎপাদন করতঃ স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই জাতীয় ক্রিমি উদরে থাকিলে ভয়ানক শূল বেদনা, উদরে আক্ষেপ ও টাসধরা, মূর্চ্ছা, হস্ত পদে আক্ষেপ, শিরোঘূর্ণন, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভাবিফল—উদরে ক্রিমি থাকিলে সচরাচর ক্ষুধামান্দ্য, বমন, বিবমিষা, শরীর শীর্ণ, উদরে শূল বেদনা, নিশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ক্রিমির উত্তেজনা হেতু উদরাময়, ওলাউঠা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, কোরিয়া ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ এবং শিশুদের কন্‌ভল্‌শন্ হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হয়।

চিকিৎসা।

উপরে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্রিমির বিবরণ উল্লেখ করা হইল, চিকিৎসাতেও সেই এক এক জাতীয় ক্রিমির জন্য এক এক প্রকার ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক ঔষধে সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয় না, এজন্য চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পুর্ব্বে কোন জাতীয় ক্রিমি হইয়াছে তাহা ঠিক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিবে। নতুবা অনুমানে ঔষধ দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। অনেক সময় অন্ত্র হইতে বহু পরিমাণ ক্রিমি নির্গত হইয়া গেলেও ক্রিমির লক্ষণ সকল দূরীভূত হয় না, তথায় কিছু দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ঔষধের উচ্চশক্তি সেবন করাইবে।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম—ক্রিমিজনিত স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রায় সর্ব্ব প্রকার ক্রিমিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। যকৃত প্রদেশে ও নাভির চতুর্দ্দিকে সাময়িক বেদনা, বমনেচ্ছা, প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন, অনিয়মিত ঋতু, সর্ব্বদাই মল ও রক্ত নিঃসরণ, মুখের বর্ণ পাণ্ডুর, হস্ত কম্পন, হস্তস্থিত বস্তু অজ্ঞাতসারে স্খলিত হইয়া পড়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রযন্ত্রে উত্তেজনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্টিমিসিয়া—ক্রিমির উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপ, মল ও মূত্র নিঃসরণের আক্ষেপিক অবরোধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্তু আহার করিতে অপারগ, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া—সাধারণতঃ ক্ষুধার অভাব, কখন কখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, জিহ্বা অপরিষ্কৃত, জ্বর বোধ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, পাকাশয়ে ভার বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, অধিক পরিমাণে শীর্ণতা, প্রকৃতি অতিশয় উগ্র, নিদ্রার অভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—ক্ষুদ্র ক্রিমিজনিত গুহ্যদ্বারের চুলকানি, আক্ষেপ, ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান শূন্যতা, তখন বাক্য উচ্চারণে অসমর্থ, অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন, পরিপাক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা, ক্রিমি হেতু মৃগী রোগ। ক্রিমিতে স্নায়বীয় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইণ্ডিগো—ক্রিমি হেতু আক্ষেপ, নাভি প্রদেশে বেদনা, সঞ্চালনে উদরে বেদনা বোধ, বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, উদরাময়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি স্বাভাবিক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—উদরে বেদনা, নাভিদেশ কঠিন ও চাপধরা, সমস্ত উদর ভারযুক্ত, নিষ্ফল মল প্রবৃত্তি, অল্প পরিমাণে কর্দ্দমবৎ মলত্যাগ, বিবমিষা, মুখে জল সঞ্চয়, রাত্রিতে গুহ্যদ্বারে যন্ত্রণা ও চুলকানি, জ্বর বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপোসাইনম—ক্রিমির উত্তেজনা হেতু নাসিকা কণ্ডূয়ন, হাঁচি, অতিশয় বিবমিষা ও বমন, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে অতিশয় তুড়তুড়ি বোধ, কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি। ৩য় শক্তি।

এসক্লিপিয়াস—জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, অতিশয় বিবমিষা, প্রবল শিরো বেদনা, অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ, অতিশয় মল বেগ, প্রবল ক্ষুধা, লিঙ্গাগ্রে তুড়তুড়ি বোধ, কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—সাময়িক শিরো বেদনা, শিরো বেদনা তিরোহিত হইয়া উদরের আক্ষেপ, কোষ্ঠবদ্ধ, বৃহৎ ক্রিমি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কসো—অজীর্ণতা, অলস বোধ, নিদ্রার অভাব, দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, অধিক পরিমাণে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, শরীর শীর্ণ, উদরে ভারপূর্ণ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ। ফিতার ন্যায় ক্রিমি। মূল টিংচার এক বিন্দু পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে সেবন করাইয়া ও রোগীকে উপবাসে রাখিয়া পর দিন কেষ্টর অয়েল দ্বারা জোলাপ দিবে।

ক্যালাডিয়ম—ছোট বালিকাদের ক্রিমি। পেরিনিয়ম ও ভেজাইনাতে ক্রিমিজনিত শুড়শুড়ী। ক্রিমির শুড়শুড়ী বশতঃ হস্তমৈথুন ক্রিয়া করিতে বাধ্য হওয়া। গুহ্যদ্বার দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি নির্গত হইয়া যোনি গহ্বর ও জরায়ুতে গমন। ঐ সমস্ত ক্রিমির সঞ্চালন হেতু যোনিতে চুলকানি, ক্রিমির উত্তেজনা হেতু যুবতীদের কামোন্মাদ রোগ। ১ম, ৩য় শক্তি।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব—প্রায় সকল প্রকার ক্রিমিতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। শিরো বেদনা, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কাল দাগ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, পিপাসা, উদর কঠিন, নাভিপ্রদেশে বেদনা, উদরাময়, সামান্য সঞ্চালনেই ঘর্ম্মোদ্ভব। স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির ক্রিমি। কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা, গুহ্যদ্বারে ক্রিমিজনিত চুলকানি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

চায়না—আহারান্তে উদরে বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, উদর পূর্ণ ও ভার বোধ, গলা দিয়া জল উঠা, পাকাশয়ে চাপ বোধ, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও তজ্জন্য শরীর কম্পন, মলের সহিত সময় সময় ক্রিমি নির্গমন। ১ম, ৩য় শক্তি।

চিনা পোডিয়ম—কোষ্ঠ কাঠিন্যসহ ক্রিমির উদ্ভব, মূত্রস্থলী ও সরলান্ত্রে চাপ এবং তৎসঙ্গে বৃথা মলত্যাগেচ্ছা। উদরে বারম্বার কর্ত্তনকর বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, উদরাধ্মান ও মলত্যাগেচ্ছা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, গলাভ্যন্তরে বিদারণ ও জ্বালা বোধ, মুখ হইতে ফেনিল শ্লেষ্মাস্রাব, মস্তকে ভার বোধ। ২য়, ৩য় শক্তি।

টিউক্রিয়ম্—যুবক ও প্রৌঢ়দের সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি, সরলান্ত্রে ও গুহ্যদ্বারে ক্রিমির উত্তেজনা, গুহ্য-দ্বার চুলকানি, ক্রিমি হেতু স্নায়বীয় উত্তেজনা, গুহ্যদ্বার চুলকানি, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন। মূলটিংচার, ১ম, ৩য় শক্তি।

টেরিবিন্থিনা—মলদ্বারে জ্বালা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, উদরে ক্রিমি সঞ্চরণ করিতেছে বলিয়া বোধ, সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিতেই ইহা উপযোগী। ফিতার ন্যায় ক্রিমিখণ্ড মলের সহিত নির্গমন। সরলান্ত্রে জ্বালা, শীতল জল স্পর্শে জ্বালার উপশম। অন্ত্রের উত্তেজনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রবল, প্রচুর পরিমাণ আহার করিবার অব্যবহিত পরেই পুনরায় ক্ষুধা বোধ। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, আক্ষেপ ও খেঁচুনি, রাত্রিতে অনিদ্রা, ভীত হইয়া চিৎকার দিয়া উঠা, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, অঙ্গুলি সমস্ত মুষ্টিবদ্ধ। ১ম, ৩য় শক্তি। বা টার্পেণটাইন এক বিন্দু মাত্রায় দিবে।

ডলিকস্প্রুরিয়েন্স্—ক্রিমি জনিত উদরের স্ফীততা, কোষ্ঠ বদ্ধ, রাত্রিতে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, সমস্ত শরীরে অত্যন্ত চুলকানি। ১ম, ৩য় শক্তি।

পডোফাইলম্—ক্রিমি হেতু অন্ত্রের ক্রিয়া বিকার জন্মাইয়া মস্তিষ্কের গোলযোগ, বালকেরা শিরো লুণ্ঠন করিয়া থাকে। রাত্রিতে দন্ত-ঘর্ষণ, প্রচুর পরিমাণ লালা নিঃসরণ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, জিহ্বা স্থূল ও প্রশস্ত বোধ, জিহ্বার মধ্যভাগ লৌহ মরিচাবৎ মলিন, ভুক্ত বস্তু হইতে অম্ল উদ্গার উদ্ভব, উদর ভার ও বেদনাযুক্ত, উদরাময়, গুহ্য ভ্রংশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পিউনিকা গ্রানেটম্—ফিতার ন্যায় ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। শিরোঘূর্ণন, চক্ষের সম্মুখে জালের ন্যায় দর্শন, কনীনিকা প্রসারিত, বদন পাণ্ডুবর্ণ, দন্ত ঘর্ষণ, মুখে জল সঞ্চয়, মুখের আস্বাদ বিকৃত, উদর হইতে জলীয় বস্তুর উদ্গম, বমন, পাকাশয়ে কোন বস্তুর সঞ্চলন অনুভব, উদর স্ফীত, শূল বেদনা, হৃৎকম্পন, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, রাত্রিকালীয় শূল বেদনা। টিংচার ১ম শক্তি। দাড়িম্ব মূলের ক্বাথও কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

ফস্ফরাস্—সরলান্ত্রে বিদ্ধকর বেদনা তজ্জন্য বালকেরা ক্রন্দন করিয়া থাকে, তাহাদের হস্ত-পদ শয্যায় সঞ্চালন করে, হস্ত দ্বারা ক্রিমি অনুসন্ধান করে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম—শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর, রাত্রিতে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব হেতু গুহ্যদ্বার চুলকানি, নিদ্রাবস্থায় শয্যায় মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিলিকস্ম্যাস্—ফিতার ন্যায় ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। চর্ব্বনকর বেদনা, মিষ্ট দ্রব্য আহারে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ, ক্ষুধার অভাব, জিহ্বা অপরিষ্কৃত, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষের চতুর্দ্দিকে বলয় চিহ্ন, নাসিকা চুলকানি, প্রভৃতি উদ্ধত। ১ম বিচূর্ণ এক গ্রেণ বা টিংচার দুই তিন বিন্দু পরিমাণে শূন্যোদরে সেবন করাইয়া দুই ঘণ্টা পরে কেষ্টর-অয়েল দ্বারা জোলাপ দিবে।

বেলাডনা—নিদ্রাতুরতা, নিদ্রায় চমকিয়া উঠা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, দন্তঘর্ষণ, অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, তীর্য্যক দৃষ্টি। ১ম, ৩য় শক্তি।

বেরাইটা মিউরিয়েটিকা—প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, নাভি প্রদেশে বেদনা, শুষ্ক কাসি, প্রবল ক্ষুধা, জিহ্বা আঠাল ক্লেদে আবৃত, উদর স্ফীত, আক্ষেপ, আক্ষিপ্ত অবস্থায় সমস্ত শরীর কম্পিত, বেদনা শূন্য উদরাময়, মল পীতবর্ণ, বমন, শক্তি ক্ষয়। ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস্—সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি রোগে মার্কুরিকরসাইবস্ বিশেষ উপযোগী, মহীলতার ন্যায় ক্রিমিতে মার্কুরিডলসিস্ বা কেলোমেল এক গ্রেণ মাত্রায় ফলপ্রদ। ক্ষুধা প্রবল, বারম্বার আহার গ্রহণের ইচ্ছা, পুনঃ পুনঃ আহার করিলেও শরীরের শীর্ণতা বিদূরিত হয় না, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, গুহ্য দ্বারে চুলকানি ক্রিমি হেতু পাণ্ডু রোগ। মার্কসল ও মার্ককর, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—অবস্থা বিশেষে প্রায় সকল প্রকার ক্রিমি রোগেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মুখমণ্ডল মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ, উদরাধ্মান, নিম্নোদর ও উদরের বাম পার্শ্বের স্ফীততা, উদরের উর্দ্ধ ও অধোদিকে কোন বস্তুর সঞ্চরণ অনুভব, কোষ্ঠ বদ্ধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি। ডাক্তার টেষ্ট বলেন, "দুর্দ্দমনীয় ক্রিমি রোগে লাইকোপোডিয়ম ত্রিংশ শক্তি ৭ দিন, তৎপর ভিরাট্রম ভিরিডি দ্বাদশ শক্তি ৪ দিন ও অবশেষে ইপিকাক ৬ষ্ঠ শক্তি ৭ দিন সেবন করাইলে বিলক্ষণ উপকার সাধন হয়।"

ষ্ট্যানম—সকল প্রকার ক্রিমিতেই এই ঔষধ অল্প বা অধিক পরিমাণে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মনের বিমর্ষতা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, সামান্য সঞ্চালনেই মুখ আরক্ত ও উষ্ণ হইয়া উঠা, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, প্রবল ক্ষুধা, কিন্তু অপরাহ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সময়েই আহার করিতে সমর্থ নহে। আহারের পর বিবমিষা, উদর শূন্য বোধ, এমন কি আহারের পরও ঐ ভাব বর্ত্তমান থাকে। মূত্র প্রচুর ও পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিরতা, শিশুরা নিদ্রাবস্থায় কেঁকায় ও ভীতি প্রকাশ করে। উপুড় হইয়া শয়ন করে, গুহ্য দ্বার দিয়া আপনা হইতেই বৃহৎ ক্রিমি নির্গত হইয়া থাকে। ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর্—নাসিকা মধ্যে শুড়শুড়ি অনুভব, গুহ্য মধ্যে ক্রিমিজনিত বিড় বিড় ও দংশন, সকল প্রকার ক্রিমি রোগেই ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে বিবমিষা, মধ্যাহ্নে আহারের পর মূর্চ্ছা, রাত্রিতে অস্থিরতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—উদরে ক্রিমিজনিত শূল বেদনা, চিমটিকাটা বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, মল কাঠিন্য, হস্ত পীতবর্ণ, অঙ্গুলির চাড়া নীলবর্ণ, উদরাধ্মান, উদরে অত্যন্ত ডাক। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

স্পাইজিলিয়া—মহীলতার ন্যায় এবং মুত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। মলদ্বার ও সরলান্ত্রে শুড়শুড়ি এবং কণ্ডূয়ন, প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে বিবমিষা, আহার করিলে উপশম বোধ, কনীনিকা প্রসারিত, তীর্য্যক্‌দৃষ্টি, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, নাসিকা মধ্যে জ্বালা, গলাদিয়া ক্রিমি উঠার ন্যায় অনুভব, আহারান্তে উপশম বোধ, কথন বা সমস্ত আহার্য্য বস্তু বমন হইয়া নির্গমন। পাকাশয় হইতে অম্ল উত্থান, উদরে বেদনা, হৃৎকম্পন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকিউটা—অকস্মাৎ অঙ্গ কম্পন ও অঙ্গের কঠিনতা, ক্ষণকাল পরে কাঠিন্য বিদূরিত হইয়া অঙ্গের শিথিলতা, উর্দ্ধ অঙ্গের আক্ষেপ ও সঙ্কোচন, হিক্কা, ক্রন্দন করা গ্রীবাদেশে বেদনা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, কনীনিকা প্রসারিত, মস্তক আক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চাৎদিকে বক্র হইয়া যাওয়া। হস্ত কম্পন গল-নলী সংকোচিত, ক্রমান্বয়ে প্রবল ও অপ্রবল আক্ষেপ। ৩য় শক্তি।

সিনা—অস্থিরতর নিদ্রা, চক্ষু ঘূর্ণন, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কালবর্ণের দাগ, তীর্য্যগ্ দৃষ্টি, কনীনিকা প্রসারিত, বারম্বার নাসিকা ঘর্ষণ, নাসিকা দিয়া রক্ত পতন, দন্ত ঘর্ষণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ এবং শীতল, অথবা লোহিতবর্ণ ও উত্তপ্ত, খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা, কথন বা প্রবল ক্ষুধা বশতঃ প্রচুর পরিমাণে আহার গ্রহণ করা, বিবমিষা, বমন, নাভিপ্রদেশে বেদনা, উদর কঠিন ও বৃহৎ, কোষ্ঠবদ্ধ, শুষ্ক কাসি, রাত্রিতে জ্বর বোধ, মস্তক, হস্ত ও পদের আক্ষেপিক সঞ্চালন, ক্ষুদ্র ক্রিমিজনিত গুহ্যদ্বারে চুলকানি। ক্রিমি নিবারণার্থ ১ম, ৩য় শক্তি, ক্রিমিজনিত বিকার নিবারণার্থ ৩০শ ২০০শত শক্তি।

সেণ্টনাইন—ইহার ক্রিয়া অবিকল সিনার সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা অনেক উগ্র ও দ্রুতগতিতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। মহীলতার ন্যায় ক্রিমির গাত্রে ইহা সূঁচবৎ বিদ্ধ হয় অতএব উক্ত ক্রিমি নিবারণার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশুদ্ধ সেণ্টনাইন প্রথম শক্তি এক গ্রেণ পরিমাণে সেবন করাইবে, ক্রিমি বিকারে ৩০শ শক্তি সেবন করাইবে। তখন নিম্ন ক্রম বা বিশুদ্ধ সেণ্টনাইন কখনও দিবে না। তাহাতে বিকার লক্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় অজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক সেণ্টনাইন প্রদত্ত হওয়াতে অনেক বালকের প্রাণ নষ্ট হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্যাবেডিলা—গোলাকার বৃহৎ ক্রিমি বমনে নির্গমন, বিবমিষা, মুখে জলোদ্‌গম্, গল মধ্যে ক্রিমির গতি অনুভব। লাউবিচির ন্যায় ক্রিমিরোগে ইহা বিশেষ উপযোগী, নাভিপ্রদেশে জ্বালা ও ছিন্নকর বেদনা, মুখ মধ্যে জলসঞ্চয়, শৈত্যস্পর্শে অত্যন্ত শীতবোধ, উদর থাল দিয়া পতন, ক্রিমি জনিত স্নায়বীয় লক্ষণ। ৩য়, ৩০ শক্তি।

ক্রিমি রোগে ঔষধ মনোনয়ন।

ক্রিমির প্রকার ভেদে ঔষধ মনোনয়ন।

মহীলতার ন্যায় ক্রিমি রোগে। সিনা, সেণ্টনাইন, লাইকোপো, ভিরাট, ইপিকা, একো, বেল, চায়না, ডিজিটে, ফিরম, এসারম, ক্যালকেকার্ব্ব, গ্রাফা, ইগ্নে, মার্ক, নক্স, স্যাবেডিলা, স্পাইজি, ষ্ট্রামো, ষ্ট্যানম, সাইলি, সলফর।

সূত্রখণ্ডবৎ ক্রিমি রোগে। একো, সিনা, স্যাম্ব, মার্ক, চায়না, আর্টিইয়ু, ফিলিক্স-মাস, টিউক্রি, ইগ্নে, সলফর, স্যাণ্টনিন, ডিজি, ফিরম, য়্যাসা, গ্রাফা, নক্স, স্যাবেডিলা, স্পাইজি, ষ্ট্রামো, ষ্ট্যানম, সাইলি, সলফর, ক্যালাডি।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি রোগে। ফিলিক্সমাস, কসো, সিনা, সলফর, আর্জ্জেণ্টনাই, ফস, পিউনিকা গ্রামেটম, স্যাবাডিলা, ষ্ট্যানম, লাইকোপো, ক্যালকে, মার্ককর, কুপ্রম এ।

ক্রিমিজনিত উপদ্রব।

মল দ্বার কণ্ডুয়ন। ইগ্নে, মার্ক, সলফর।

বিবমিষা ও লালা পতন। ফিরম।

আক্ষেপ। বেল, ক্যামো, সিকু, সিনা, হাইও, ইগ্নে, ষ্ট্রামো।

ক্রিমি ধাতু সংশোধন জন্য। ক্যালকে, সাইলি, সলফর, কোয়াসিয়া।

স্নায়বীয় উগ্রতা ও আক্ষেপ। বেল।

অজীর্ণতা। নক্সভ, চায়না, পলস।
মূর্চ্ছা ও স্নায়বীয় অবসাদন। ইগ্নে, সিকিউ, সিনা,
মস্তিষ্কের গোলযোগ। বেল, সিনা।
পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ। একো, লাইকো, সাইলি।
গলা বাহিয়া কিছু উঠা বোধ। একো, স্পাইজি।
বিবমিষা ও বমন। একো, সিনা, লাইকো, স্পাইজি।

দেশীয় ঔষধ দ্বারা ক্রিমি রোগের চিকিৎসা।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঔষধ ক্রিমি অধিকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত ঔষধ বিদেশীয় ঔষধ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ক্রিয়াশীল নহে বরং কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে ঐ সমস্ত ঔষধ আর কেহ ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন। শিশিতে করিয়া চকচকে ঔষধ না দিলে কাহারও মন উঠে না, ইহা আমাদের ঘোর অবনতির কারণ বলিতে হইবে। নিম্নে আমরা কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধের বিবরণ উল্লেখ করিলাম ভরসা কবি ইহাতে চিকিৎসকদের সুবিধাই হইবে।

সোমরাজ—ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের বীজ, আমাদের দেশে বিশেষতঃ পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ইহার ক্রিয়া-বিশুদ্ধ তিক্ত বলকারক এবং উৎকৃষ্ট ক্রিমি নাশক, আগ্নেয় ও জ্বর নাশক। মহীলতার ন্যায় এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করিতে ইহার বিলক্ষণ শক্তি আছে। এক তোলা সোমরাজের বীজ কুট্টিত করিয়া দেড় পওয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে এক ঘণ্টা পর উহা অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পওয়া থাকিতে নামাইবে। ইহার অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। সোম-রাজ চূর্ণের মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

কুষ্মাণ্ড বীজের ত্বক—ইহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া এক সিকি পরিমাণে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করাইয়া পর দিন

প্রত্যুষে কেষ্টর অয়েল দ্বারা জোলাপ দিবে। ইহাতে ফিতার ন্যায় ক্রিমি নির্গত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ—ইহা মটরের ন্যায় এক প্রকার বীজ, বেনিয়া দোকানে পাওয়া যায়, এই বিড়ঙ্গ সূক্ষ্ম চূর্ণ এক সিকি কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। মহীলতার ন্যায় এবং সূত্রখণ্ডবৎ ক্রিমিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

দাড়িম্ব মূল—ইহা পিউনিকা গ্রানেটা নামে কথিত হয়। এইটী ফিতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করিতে বিলক্ষণ সমর্থ, অর্দ্ধ ছটাক মূল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পওয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় দিনে ৩-৪ বার সেবন করিতে দিবে।

পলাসের গঁদ ও বীজ—উক্ত উভয় দ্রব্য মহীলতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। গঁদের মাত্রা এক আনি, দিনে দুই বার সেবন করিতে দিবে। বীজের চূর্ণ ৪ রতি মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনের পর সহজে ক্রিমি নির্গত না হইলে কেষ্টর অয়েল দ্বারা জোলাপ দিবে।

সুপারির মূল—এই মূলের রস এক ছটাক পরিমাণে প্রাতে সেবন করিতে দিলে মহীলতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

আনারসের পাতা—এই পাতার শ্বেত অংশ কর্ত্তন করিয়া তাহার নির্জ্জল রস এক ছটাক মাত্রায় দিনে দুই বার সেবন করিতে দিলে মহীলতার ন্যায় ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন ভাণ্ডি পাতার রস, নিম্ব পত্রের রস ও মউল্টা পত্রের রস ইত্যাদি তিক্ত রস সমস্ত উৎকৃষ্ট ক্রিমি নিবারক ঔষধ বলিয়া আমাদের দেশে পূর্ব্বকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

অন্ত্রে ক্রিমি হইয়াছে জানিতে পারিলে, তাহাকে মিষ্ট দ্রব্য, কদলী ফল ও কাঁচা জল পান করিতে দিবে না, কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উক্ত তিন

দ্রব্যের সহিতই অধিকাংশ সময় ক্রিমির বীজ উদরস্থ হইয়া থাকে। যাহাতে নূতন ক্রিমি না জন্মিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহার কারণ তত্ত্ব পাঠ করিলে এ বিষয়ের সাবধানতা আপনা হইতে মনে উদয় হইবে। সুসিদ্ধ অন্ন, তিক্ত ব্যঞ্জন যথা নিম্ব পত্র ভাজা, সিউলি পাতার ঝোল, নাইলতে পাতা ভাজা ইত্যাদি এবং মৎস্যের ঝোল, আলু, পটোল, বেগুন ইত্যাদি তরকারি ও দুগ্ধ আহার করিতে দিবে। বহু দিনের পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যহ আহার করার সময় প্রথমে কয়েক গ্রাস ভাত, নাইলতে পাতা বা নিম্ব পত্র ভাজা দিয়া আহার করতঃ পরে অন্যান্য ব্যঞ্জন দিয়া আহার করিবে। এইরূপ করিলে কিছু দিনে ক্রিমির উপদ্রব হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।

ক্রিমি নিবারণার্থ কোয়াসিয়ার জল উৎকৃষ্ট ঔষধ অতএব ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া অর্থাৎ কোয়াসিয়া ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্রিমি বিনাশন জন্য কোয়াসিয়ার জল গুহ্য দ্বার দিয়া সরলান্ত্রে প্রবেশ করাইলে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

পাইল্‌স। হেমরয়েড্‌স্।

অর্শ, বলি।

নিম্নান্ত্রে ও গুহ্য দেশের শিরা, সবমিউকস্ এবং সবকিউটিনিয়াস টিশুর অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন বশতঃ যে এক প্রকার বিশেষ পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহাকে অর্শ বলে। এই ব্যাধিতে স্থানিক গুটিকা বা স্ফীততা জন্মে, উহাকে সাধারণতঃ "গুটি বা বলি" নাম দেওয়া হইয়া থাকে। অবস্থান ভেদে উহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। গুহ্য দ্বারের বাহিরে হইলে তাহাকে এক্‌ষ্টর্ণাল পাইলস্ বা বাহ্য বলি, অভ্যন্তরে স্থিত হইলে ইণ্টার্ণাল পাইলস্ বা আভ্যন্তরিক বলি এবং এই দুইয়ের মধ্যস্থানে যা গুহ্য দ্বারের ধারে স্থিত হইলে ইণ্টারো এক্‌ষ্টর্ণাল পাইলস্ বা মধ্য বলি কহে।

অর্শের গুটিকা হইতে কখন কখন রক্ত স্রাব হয়, তখন উহাকে হেমরেজিক পাইলস্ বা রক্তস্রাবী বলি কহে, আর এক প্রকার গুটিকা আছে

তাহা হইতে রক্ত স্রাব হয় না, উহাকে ব্লাইণ্ড পাইলস্ বলে। এইরূপ গুটিকা বাহিরেই হইয়া থাকে। গুটিকার সংখ্যা ঃএক বা বহু সংখ্যক হইতে পারে। ইহাদের আকার লম্বা, গোল, বটবটি ছিমের স্থায় বা মটরের মত হইতে পারে। ইহারা দেখিতে ঈষৎ মলিন ও বেগুনিবর্ণ যুক্ত, গুটিকা প্রদাহিত হইলে আরক্ত হয় এবং উহার আকার অতি বৃহৎ হইয়া গুহ্য দ্বারের ধার চাপিয়া অবস্থান করে। কখন কখন গুটিকাতে ক্ষত হয়, তখন দেখিতে উহা দানা-ময় দেখায়।

কারণ—এই রোগের কারণ সমূহকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। দ্বিতীয়, উদ্দীপক কারণ।

প্রথম, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—সরলান্ত্রের নিম্নভাগে ও গুহ্য দেশে যে জালবৎ শিরার বিন্যাস আছে, তাহাকে হেমরএড্যাল্ প্লেকসস্ বলে। এই প্লেকৃসসের রক্ত উর্দ্ধগামী হইয়া পোর্টাল শিরা পথে যকৃতের মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডে গমন করে। যকৃতের কোন প্রকার পীড়া বশতঃ পোর্টেল শিরা দ্বারা উপ-যুক্ত রূপে রক্ত চালিত হইতে না পারিলে হেমরয়ডেল প্লেকৃসস্ রক্ত পূর্ণ হয় ও তাহার ফল স্বরূপ, সরলান্ত্রের নিম্নাংশ স্ফীত ও অর্শ প্রবণ হইয়া উঠে। অলস স্বভাব, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা অথচ উপযুক্তরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করা বা অলস ভাবে দিন কর্ত্তন করা, মেদময় দেহীর পোর্টেল শিরা দ্বারা উপযুক্তরূপে রক্ত চালিত হইতে না পারা। স্ত্রীলোকদের রজো বিশৃঙ্খলা, অনিয়মিত পান ভোজন হেতু যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য, সর্ব্বদা কোমল শয্যায় শয়ন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালন, কৌলিক স্বভাব, ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মধ্যে গণ্য।

উদ্দীপক কারণ—বহু দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ভোগ করার পর সামান্তরূপ উদ্দীপক কারণের যোগ হইলেই প্রকৃত রোগের উৎপত্তি হয়। যথা। গুহ্য দ্বারের কোন প্রকার উত্তেজনা, বহুক্ষণ অশ্বারোহণ, ক্রিমিজনিত গুহ্য দ্বারের চুলকানি হেতু ঘর্ষণ বা এতাদৃশ কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া, মুসব্বর প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ বারম্বার সেবন, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি হেতু—কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্র মধ্যে কঠিন মলের গুঠলি অবস্থান, স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থায় অন্ত্রে জ্রণের

চাপন, উদরে টিউমার জন্মিয়া সরলান্ত্রে ও গুহ্য দ্বারে ষ্ট্রিকচার হেতু মল অবরোধ, সর্ব্বদা গুহ্য দ্বারে পিচকারি দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ। দীর্ঘকাল স্থায়ী রস নিঃসরণের অকস্মাৎ অবরোধ ইত্যাদি উদ্দীপক কারণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ—অর্শ রোগের সূত্রপাতেই গুহ্য দ্বারে অল্প বা অধিক পরিমাণে যন্ত্রণা বোধ হয়। চুলকানি, বেদনা, আকস্ আকস্ বোধ, গুহ্য দ্বারে উষ্ণতা অনুভব ইত্যাদি লক্ষণের সহিত বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক বলির উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাহ্য বলি গুহ্য দ্বারের বাহিরে চর্ম্মের যুক্ত স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে ত্বক ও মিউকসমিম্ব্রেন দ্বারা জড়িত থাকে। ইহারা প্রথমে গুহ্য দ্বারের পার্শ্বস্থ কুঞ্চিত চর্ম্মের স্থূল ভাঁজ বলিয়া অনুভূত হয়, কালে উহার কলেবর বৃহত্তর হইয়া প্রকৃত অর্শ গুটিকার আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে মেষের বাঁটের ন্যায় দেখায়, বাহ্য বলিতে সর্ব্বদা যন্ত্রণা থাকে না, যখন উহা উত্তেজিত ও প্রদাহিত হয়, তখন বিষম দপদপকর বেদনা, জ্বালা ও চুলকানি অনুভূত হইয়া থাকে। কখন কখন ঐ বেদনা ঊর্দ্ধদিকে সরলান্ত্র এবং অধোদিকে পেরিনিয়ম এবং নিতম্ব পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে। এই বলি হইতে প্রায়ই রক্ত স্রাব হয় না। প্রদাহের আতিশয্য বশতঃ কখন কখন পূঁয জননশীল হয়, কখন বা বলি দৃঢ় হইতে দৃঢ় হইয়া কঠিন টিউমারের আকার ধারণ করে।

আভ্যন্তরিক বলি—ইহা অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি, ইহার উৎপত্তি হইলে গুহ্য মধ্যে সর্ব্বদা গোঁজ বিদ্ধের ন্যায় অনুভূত হয়। স্থানিক উষ্ণতা, প্রচণ্ড বেদনা, জ্বালা, কণ্ডুয়ন ও শাল্ শাল্ বিন্ধা বোধ। প্রায়ই মল অবরুদ্ধ থাকে, দুই একদিন পরে কঠিন মল নিঃসৃত হওয়ার কালে রোগীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা হয়, মলত্যাগ কালে ও পরে রোগী যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া থাকে। মলত্যাগ কালে প্রচণ্ড বেগ দিতে হয়। এজন্য বলি বাহির হইয়া পড়ে, উহা সহজে অন্তরস্থ হয় না, অঙ্গুলির সাহায্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। ক্রমে বেগ দিতে দিতে স্ফিংটার্ বা গুহ্য সংকোচন পেশী শিথিল হইয়া যায়, তখন বিবৃদ্ধবলি সহজেই বাহির হইয়া পড়ে এবং উহা অভ্যন্তরগত হয়না। প্রকাণ্ড বলি বাহিরে অবস্থান করাতে বায়ু স্পর্শে ও বস্ত্রের ঘর্ষণে ক্ষতযুক্ত হয় ও উহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। এই সময়

রোগীর যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সে না পারে বসিতে, না পারে শয়ন করিয়া থাকিতে, এই সময় আবার মলত্যাগ করিতে হইলে রোগীর আরও যন্ত্রণার কারণ হয়, অবরুদ্ধ গুহ্যপথে মল বাহির হইতে পারে না অথচ স্ফীত বলিতে মলের ধাক্কা লাগিয়া অবর্ণনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ফলতঃ এই সময় রোগী কেবল চিৎকার করিয়াই সময় অতিবাহিত করে।

অভ্যন্তর বলি সচরাচর দুই আকারের হইয়া থাকে। এক লম্বাকৃতি, দ্বিতীয় গোলাকার। ইহারা গুহ্যদ্বারের উর্দ্ধে এক ইঞ্চি স্থান মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা দেখিতে মলিন লালবর্ণ, কোমল, স্থিতি স্থাপক, মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ শরু হইয়া থাকে। এই বলি হইতে প্রায় সর্ব্বদাই রক্ত স্রাব হইতে দেখা যায়। মলত্যাগলকালে মলের ঘর্ষণে বলি আঘাতিত হইয়া পিচকারির বেগে রক্ত ছুটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ও রোগীর অজ্ঞাতসারে রক্ত নির্গত হইয়া পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। কখন কখন এত অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব হয় যে, তাহাতে রোগী শীর্ণ, দুর্ব্বল ও পতনাবস্থায় উপনীত হয়। সর্ব্বদাই যে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হয় এমন নহে, কখন মলে জড়িত রক্ত কখন বা মলের গাত্রে একটি রেখার ন্যায় রক্তচিহ্ন, কখন বা মলত্যাগান্তে দুই চারি বিন্দু রক্ত পতন হইতে দেখা যায়। এই রক্ত শৈরিক বা ধামনিক উভয় প্রকারই হইতে পারে। রক্ত পতনের সময়ের কোন নির্দ্ধারণ নাই, কাহারও বা অধিক রক্ত স্রাব হইতে দেখা যায়, কিন্তু কোন কোন রোগীর দুই এক সপ্তাহ বা দুই চারি মাস অন্তরও রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। এই রোগে সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ বিশেষ রোগপরিচায়ক নহে, স্থানিক লক্ষণ দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করিতে হয়। অস্বাভাবিক মল নির্গমন অর্থাৎ কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন বা উদরাময়, ক্ষুধার হ্রাস, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য ইত্যাদি লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

বহুদর্শী চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির চিকিৎসাপ্রণালী তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ। দ্বিতীয়, রোগের লক্ষণানুযায়ী উপযুক্ত ঔষধ সেবন। তৃতীয়, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন।

প্রথম স্থানিক চিকিৎসা। বাহ্যিক বলি হইতে প্রায়ই রক্ত স্রাব ঘটিতে দেখা যায় না এবং অনেক সময় তাহাতে কোন যন্ত্রণাও থাকে না, কিন্তু কখন কখন ইহা হইতে রক্ত স্রাব হয় এবং বেদনা চুলকানি ও জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। এমত স্থানে গুটিকার মূলদেশ তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ঐ স্থানে শীতল জলের বা বরফ জলের পটি সংযুক্ত করিলে সহজেই রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া স্থানিক প্রদাহ বিদূরিত হয়। গুটিকার মূলদেশ পাকান রেশমের সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে গুটিকা আপনা হইতে স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে রোগীর কিছু যন্ত্রণা অধিক হইয়া থাকে। উগ্র নাইট্রিক এসিড্, পটাসাক্ষিউজা বা নাইট্রেট্ অব সিল্ভর দিয়া গুটিকা দগ্ধ করিয়া দিলেও উহা অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে।

আভ্যন্তরিক বলি হইলে উক্ত উপায়ত্রয়ের কোনটীই অবলম্বন করা উচিত নহে। তাহাতে প্রায়ই বিষম অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। ভিতর বলি হেতু সরলান্ত্র প্রদাহিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে গুহ্যদেশে উষ্ণ পোলটিস প্রয়োগ করিয়া তদুপরি উত্তপ্ত লৌহফলক দ্বারা মৃদুতাপ দিবে। ইহাতে রোগী বিশেষ আরাম বোধ করে এবং শীঘ্রই প্রদাহ বিদূরিত হইয়া থাকে। কখন কখন উহার বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ শীতলজল বা বরফ-জল প্রয়োগেও যন্ত্রণার লাঘব হইতে দেখা যায়। বলিতে যখন বিষম জ্বালা ও ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ হয়, তখন পাঁচ বিন্দু টিংচার আর্ণিকা ও দুই ড্রাম সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট বা শূকরের চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে অতি সত্বরে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। এলপ্যাথি চিকিৎসকগণ এই উদ্দেশ্যে কম্পাউণ্ড গল্ অয়েণ্টমেণ্ট সর্ব্বদা স্থানিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহাতে সময় সময় উপকার হইতেও দেখা যায়।

আভ্যন্তরিক বলিতে কখন কখন উগ্রশূল বেদনা হইতে দেখা যায়, ইহাতে রোগী অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে, উহা শীঘ্র নিবারণ করার আবশ্যক হয়, এজন্য এক আউন্স বাদামের তৈল, অভাবে নারিকেল তৈল, কিঞ্চিৎ উষ্ণজল ও তিন বিন্দু টিংচার আর্ণিকা মিশ্রিত করিয়া গুহ্যাভ্যন্তরে পিচকারি দ্বারা প্রবিষ্ট করিলে আশু যন্ত্রণার হ্রাস হইয়া থাকে। কখন কখন অর্শের গুটিকা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া বাহিরে অবস্থান করে ও উহাতে স্ফিংটার পেশীর চাপ পড়িয়া বং-

পরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এমত স্থলে বিবৃদ্ধ বলিতে উষ্ণ জলের ধারাধি দিয়া বা রোগীকে উষ্ণ জলে উপবেশন করাইয়া গুটিকাটী আস্তে আস্তে টিপিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। তৎপর ক্ষণকাল রোগীর জঙ্ঘাদ্বয় বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া চিৎভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। এইরূপে কিছুকাল অবস্থান করিলে স্ফিংটার পেশীর শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া বলি আপনা হইতে অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

দ্বিতীয়, সার্ব্বাঙ্গিক চিকিৎসা।

অরম্‌মেটালিকম্‌—পুরাতন উপদংশ গ্রস্ত ব্যক্তি ও পারদের অপব্যবহার জনিত ক্লিষ্ট ব্যক্তির অর্শ রোগ। বাহ্য বলি, মলত্যাগ কালে বলি হইতে রক্ত ক্ষরণ, কোষ্ঠ বদ্ধ, কঠিন গুঠলিযুক্ত মল ক্ষরণ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও কোমল মল নিঃসরণ শীল উদরাময়। স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে জরায়ু ভ্রংশ ও তখন অর্শ রোগের বৃদ্ধি। ৩য়, বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—ইহা অর্শ রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় আকারেই ব্যবহৃত হয়। বলি বাহিরে ঝুলিয়া পড়িলে ও তাহা বেদনাযুক্ত হইলে টিং-আর্ণিকা মোমের মলমের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে প্রলেপ দিলে আশু যন্ত্রণার হ্রাস হয়। আভ্যন্তরিক বলিতে বেদনা ও প্রদাহ হইলে অলিব-অয়েলের সহিত টিং-আর্ণিকা মিশ্রিত করিয়া পিচকারি দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। অশ্বারোহন বা অতিরিক্ত কুন্থন হেতু গুহ্যদ্বার ও অর্শ বলিতে বেদনা হইলে, টিং-আর্ণিকা বা ৩য় শক্তি কয়েক মাত্রা সেবন করিতে দিবে।

আর্সেনিকম্‌—ভ্রমণ কালে ও উপবেশন করিলে গুহ্যদ্বারে উগ্র বেদনা কিন্তু মলত্যাগকালে কোন প্রকার যন্ত্রণা বোধ হয় না। জ্বালাকর বেদনা, উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার হ্রাস। মলিন, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত স্রাব। অতিশয় শার্ণ, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়া, মলদ্বারের শুষ্কতা, জ্বালা ও ক্ষতবৎ যাতনা, বলি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, স্রাববিহীন বলিতে অতিশয় জ্বালা এবং অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। রাত্রিতে এই উপদ্রবের আধিক্য। দিবাভাগে শয়ন

জন্মিয়া থাকিলে অতিশয় আরাম বোধ। অর্শ রোগ বর্ত্তমানে উদরাময় ও অতিসার। শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃৎকম্পন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—বলি ঝুলিয়া বাহির হইয়া পড়া। মলত্যাগ কালে ও মলত্যাগান্তে বলি হইতে রক্তস্রাব। বলি হইতে রক্তস্রাব ও বেদনাযুক্ত বলি, তরল মল নিঃসরণে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মলদ্বার কণ্ডুয়ন, সরলান্ত্রে ক্ষতযুক্ত বলি। সরলান্ত্রে রক্ত স্রাব বিহীন বৃহৎ বলির অবস্থানবৎ আকুঞ্চক বেদনা, মলত্যাগের দুই এক ঘণ্টা পরে বেদনা বোধ, দণ্ডায়মান হইলে বেদনার বৃদ্ধি, সরলান্ত্রে উগ্রবেদনা, কোমল বা কঠিন মল বেগ দিয়া নিঃসরণ। ভ্রমণে উপশম বোধ। ভ্রমণে বৃদ্ধি হইলে আর্সেনিক দিবে। মল ত্যাগকালে বৃহৎ অর্শ অর্ব্বুদ নির্গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—অর্শের সহিত মূত্রকৃচ্ছ লক্ষণ বর্ত্তমান। বিবমিষা, ব্লাইণ্ড্ পাইলস্। বলিতে জ্বালা ও বেদনা, মল দ্বারে খোঁচান যন্ত্রণা। অর্শ রোগে উদরাময়, গুহ্য দ্বারে জ্বালা ও চুলকানি, হঠাৎ বলি হইতে অপর্য্যাপ্ত রক্ত স্রাব। ১ম, ৩য় শক্তি।

ইরিজারণ—রক্তস্রাবী অর্শ, মল কঠিন ও পিণ্ডাকার, মলদ্বারের পার্শ্বে জ্বালা, কঠিন মল নিঃসৃত হইলে তাহার গাত্রে রক্তের ডোরা বর্ত্তমান, সরলান্ত্রে জ্বালা। ১ম, ৩য় শক্তি।

ইস্কিউলাস্হিপো—পুরাতন উদরাময়যুক্ত অর্শ। অধ্যাপক হেম্পেল ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ডাক্তার বেল ইহা প্রয়োগের নিম্ন-লিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। মল থলথলিয়া, কর্দ্দমবৎ, প্রথম অংশ কৃষ্ণ-বর্ণ, শেষ ভাগ শুভ্রবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত। উদরে ডাক, শূল বেদনা, মল দ্বার শুষ্ক ও উত্তপ্ত, সরলান্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোঁজ বিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ, মল দ্বার শুষ্ক ও টিপলা দেওয়া বোধ, ক্ষত ও জ্বালা অনুভব। মল দ্বার আঁচড়িয়া যাওয়া বোধ, বলি প্রদাহিত ও বেদনা যুক্ত, কটিতে ও নিতম্বে বেদনা, গুপারির ন্যায় বৃহৎ অর্শ গুটিকা, দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মলদ্বার সর্ব্বদা ভার বোধ, গুটিকা হইতে রক্ত স্রাব। মলত্যাগের পর অর্শ গুটির বাহিরে অবস্থান। শুষ্ক কঠিন মল কষ্টে নির্গমন। দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ মলত্যাগ। ১ম, ৩য় শক্তি।

একোনাইট—বলি প্রদাহিত, বেদনা যুক্ত ও স্ফীত। প্রচুর পরিমাণে টাট্কা রক্ত বা আম মিশ্রিত মলিন রক্ত নিঃসরণ। রক্ত নির্গমন কালে অতিশয় জ্বালা বোধ, রোগী বোধ করে যেন অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইতেছে। বলিতে হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব। সরলান্ত্র ভার, পূর্ণ ও বেদনা যুক্ত। নিতম্বে উগ্র বেদনা এবং পেরিনিয়মে বিদীর্ণকর যাতনা। অকস্মাৎ রক্ত স্রাব রোধ হইয়া জ্বর বোধ ও গুরুতর শিরোবেদনা, পৃষ্ঠ বেদনা, হৃৎকম্পন ও শ্বাস কষ্ট, বলিতে চুলকানি। কোষ্ঠ বদ্ধ, মূত্র অল্প, পিপাসা, অক্ষুধা, অস্থিরতর নিদ্রা। ১ম, ৩য় শক্তি।

এনাকার্ডিয়ম—মল দ্বারে চুলকানি, মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্রাব, সরলান্ত্রের শক্তিহীনতা প্রযুক্ত কোমল মল নিঃসরণেও কষ্ট, মল দ্বারে ঢিপলা দেওয়া বোধ। আভ্যন্তরিক বলি, গুহ্য বিদারণ, বেদনাযুক্ত অর্শ বলি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনি ক্রুডম—কঠিন মল নিঃসরণ কালে প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্রাব। মিউকস্ পাইল্স্, বলিতে খোঁচা মারা বেদনা ও জ্বালা, বলি হইতে শ্লেষ্মাস্রাব। সরলান্ত্রে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এপোসাইনম—যকৃতের পীড়া হেতু অর্শ রোগ, গুহ্য দ্বারে গোঁজ প্রোথিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। গুহ্য দ্বারে আকস আকস অনুভব। অন্ত্রের শিথিলীকৃত অবস্থা, উদরাময়। স্ফিংটার পেশীর শক্তি শূন্যতা হেতু মল ও বায়ু অবাধে নিঃসরণ। বহুদিন রোগ ভোগ হেতু উদরী রোগের উদ্ভব। ১ম, ৩য় শক্তি।

এমোনিয়াকার্ব্ব—মল কাঠিন্য হেতু কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগের পর অর্শ বলি নির্গমন, নির্গত বলিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা, তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত, জ্বালা হেতু নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উঠা। গুহ্য কণ্ডূয়ন, মলত্যাগের সময় ও পরে রক্তস্রাব। স্ত্রীলোকদের রজস্বলাবস্থায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। শিশু ও বৃদ্ধদের রোগ। ৩য় শক্তি।

এমোনি মিউরিয়েটিকা—ক্ষতযুক্ত অর্শ বলি। শ্বেতপ্রদরগ্রস্তা

স্ত্রীলোকদের অকস্মাৎ ক্লেদ অবরোধ হেতু অর্শের উৎপত্তি। কঠিন মল বহু কষ্টে নির্গমন। মলত্যাগের সময় ও এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মল দ্বারে প্রচণ্ড জ্বালা। পেরিনিয়মে হুল বিদ্ধ ও উগ্র শূল বেদনা। অর্শ বলি হইতে ধারে রক্ত স্রাব, রক্ত স্রাবকালে পেরিনিয়মে কর্ত্তনকর বেদনা, সরলান্ত্রে কণ্ডুয়ন ও বেদনা, প্রদাহিত অর্শ বলি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এস্কু্যাগ্রিসিয়া—কয়েক দিন কোষ্ঠবদ্ধের পর উদরাময়। বারম্বার নিষ্ফল মল বেগ, মলের সহিত প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গমন। মল দ্বারে চুলকানি ও জ্বালা, বেদনা যুক্ত অর্শ বলিতে চাপ দিলে উপশম বোধ। ১ম, ৩য় শক্তি।

এলুমেন—সরলান্ত্রে তীব্র বেদনা, মল দ্বারের চতুর্দ্দিকে চুলকানি, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে শয়ন করিলে চুলকানির বৃদ্ধি। মলত্যাগের সময় ও কিছু কাল পরে গুহ্যদ্বারে প্রচণ্ড বেদনা, সঞ্চালনে ও সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বসিলে উপশম বোধ। পার্শ্বে শয়ন করিলে বৃদ্ধি, দুর্গন্ধ রস ও রক্তপাত। অর্শ রোগের সহিত শ্বাসকাশ রোগ বর্ত্তমান। মূত্রস্থলীর গ্রীবার দুর্ব্বলতা হেতু মূত্র ধারণে অসমর্থ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—সর্ব্বদাই সরলান্ত্র ভারযুক্ত, সরলান্ত্র হইতে শ্লেষ্মা স্রাব। থোবা থাব্বা বলি নির্গমন, মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা, এজন্য রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত, স্ফিংটার পেশীর শক্তি লোপ। সরলান্ত্রে উষ্ণতা অনুভব। বলিতে টাটরানি ও জ্বালা, শীতল জল দ্বারা গুহ্য পথ ধৌত করিলে উপশম বোধ। শীতল জল স্পর্শে যন্ত্রণা ও উষ্ণ জল স্পর্শে উপশম বোধ হইলে তথায় ব্রোমিন বা মিউরিয়েটিক এসিড উপযোগী। উদরাধ্মান ও উদর গর্জ্জন, মল দ্বারে কোন বস্তুর ঢিপলা লাগা রহিয়াছে বলিয়া বোধ। বলি হইতে কৃষ্ণবর্ণের রক্ত স্রাব, যকৃতে জ্বালা ও বেদনা। পিত্ত মিশ্রিত উষ্ণ মল নির্গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ মিউরিয়েটিক—অকস্মাৎ অর্শ রোগের উদ্ভব, শিশুদের রোগ, বলি বাহিরে ঝুলিয়া অবস্থান, তাহাতে জ্বালা ও বেদনা, বলির বর্ণ আরক্ত বা বেগুনি, সামান্য স্পর্শেই যন্ত্রণা বোধ। মূত্র ত্যাগকালে গুহ্য ভ্রংশ। প্রদাহিত

ও স্ফীত বলি, প্রসবান্তে অর্শ রোগ। গুহ্যদ্বার উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিলে আরাম বোধ, শীতল জল স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—তরল মল ত্যাগ করিলেও সরলান্ত্রে দীর্ঘকাল স্থায়ী যন্ত্রণা ও কর্ত্তনকর বেদনা, বলি হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রক্তস্রাব, প্রত্যেক বার মলত্যাগ কালে রক্ত ক্ষরণ, বলিস্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। সরলান্ত্র বিদারিত, মলত্যাগ কালে আক্ষেপিক বেদনা বোধ, তরুণ রক্ত স্রাব। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

এসিড্ ফস্ফরিক—অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন ও দুর্ব্বলতা, বলি নিঃসরণ, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হেতু ক্ষীণতা, মলত্যাগ কালে রক্তস্রাব ও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ। উপবেশন করিলে অতিশয় ক্লেশ বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ সলফিউরিক—বলি স্পর্শে অতিশয় যন্ত্রণাবোধ, বলিতে চুলকানি, মলত্যাগ করিলে বলিতে প্রচণ্ড জ্বালা ও হুল বিদ্ধ বেদনা, কখন বা অর্ব্বুদের বাধা প্রযুক্ত মল নির্গমনে অসমর্থ। মল কঠিন, ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট, কাল রক্ত জড়িত, সরলান্ত্রে সূচী বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

কলসিন্থ—এইটী অর্শ রোগের প্রকৃত ঔষধ নহে, কিন্তু নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সরলান্ত্রে উগ্র শূল বেদনা, রক্ত নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে মল দ্বারের আকুঞ্চণ ও জ্বালা, পর্য্যায়ক্রমে মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রে চাপ অনুভব। মলদ্বারে খোঁচান যন্ত্রণা ও জ্বালা বোধ, বলি হইতে অবিরত রক্ত স্রাব, আমাশয়িক বেগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কলিনসোনিয়া—অর্শ রোগে অধ্যাপক হেম্পেল ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। অবরুদ্ধ বলি, আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধতা, পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, বলিতে অতিশয় বেদনা, সর্ব্বদাই অল্প অল্প রক্ত স্রাব, রজোকৃচ্ছ্র, শ্বেত প্রদর, গর্ভাবস্থায় অর্শ রোগ। আঁধ্মানিক শূল, মলত্যাগ কালে প্রচণ্ড বেগ, তজ্জন্য সরলান্ত্র নিঃসরণ, জরায়ু, অণ্ডাশয় ও মূত্রস্থলীতে প্রদাহ, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, প্রাতে উপশম। কেবল অপরাহ্নে নিঃসরণ। ইহার বিপরীত লক্ষণে নক্সভমিকা প্রয়োজ্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম্—মলত্যাগ কালে মলদ্বারে টাটরানি, জ্বালা ও বেদনা বোধ, গুহ্য কণ্ডূয়ন, মল দ্বার হইতে জলীয় রস নিঃসরণ, বৃহত্তর বলি, বলি হইতে রক্ত ও পূঁয় ক্ষরণ, পেরিনিয়মে বেদনা, মল দ্বারের চতুর্দ্দিকে বিদারণ বা ভগেন্দ্র রোগ বর্ত্তমানে অর্শ, ইহার পর কার্ব্বভেজ ও এসিড মিউ বিশেষ কার্য্য-কারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বএনিমেলিস—বলি অতিশয় কঠিন ও অনমনীয়, উহাতে বিদ্ধ-কর বেদনা। এইরূপ বলিযুক্ত অর্শ রোগে দিনে দুই মাত্রা কার্ব্ব এনিমেলিস দীর্ঘ দিন সেবন করাইলে বলি কোমল হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। এতৎ সঙ্গে বলিতে চাপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব ভেজিটেব্লিস—সরলান্ত্র হইতে দূরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ ক্ষরণ। উহার স্পর্শে গুহ্যদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা। বলি বৃহদাকার ও নীলাভ, নিতম্বে চিমটি কাটা বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ বা দুর্গন্ধ যুক্ত তরল মল নিঃসরণ শীল উদরাময়। মল ত্যাগকালে জ্বালা বোধ। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, গুহ্য দ্বার দিয়া রক্তপাত, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কুপ্রম্ আর্সেনিকম্—গুহ্য দ্বারে ও উরুদেশে অত্যন্ত চুলকানি, রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে চুলকানি বৃদ্ধি। বল পূর্ব্বক চুলকাইলে কতক ক্ষণ উপশম বোধ। আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—ক্ষতযুক্ত বলি, গুহ্য কুণ্ডূয়ন, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত বলি, মূত্রত্যাগ কালে গুটিকা নিঃসরণ, মল দ্বার হইতে রক্ত ও পূঁয ক্ষরণ। এই অধিকারে ইহা কার্ব্বভেজের সমকক্ষ, মল কঠিন ও অত্যন্ত বৃহৎ আয়তনযুক্ত, সরলান্ত্রের শক্তি ক্ষয়, গুহ্যপথে উত্তপ্ত অঙ্গারের অবস্থানবৎ যন্ত্রণা, শীতল জল স্পর্শে উহার উপশম, বলিতে হুল বিদ্ধ ও জ্বালাকর বেদনা, স্বাভাবিক মল নিঃসরণেও ঐরূপ যাতনার উৎপত্তি। অর্শ ও ভগেন্দ্র এক সঙ্গে বর্ত্তমান। অশ্বারোহণে বা অন্য কোন প্রকার চাপনে যন্ত্রণার হ্রাস। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাকটাস্‌গ্রাণ্ড—হঠাৎ গুহ্য হইতে অপর্য্যাপ্ত রক্ত স্রাব হইয়া শীঘ্রই অবরোধ। গুহ্যপথে কণ্টকবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগের চেষ্টায় অতি-শয় যাতনা। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে স্ফীততা ও চুলকানি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাপসিকম—মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও উগ্র বেদনা, বলি হইতে রক্তস্রাব, প্রচুর পরিমাণে আম নিঃসরণ, কটিতে বেদনা, বলিতে জ্বালা, উগ্র বেদনা ও ক্ষত বোধ। মূত্রত্যাগে যাতনা, বিফল মূত্রবেগ। মূত্রপথে জ্বালা, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ক্যামোমিলা—প্রদাহ ও ক্ষতযুক্ত বলি, অর্শ রোগের সহিত উদরাময়, রাত্রিতে পৃষ্ঠদেশে বিদীর্ণকর বেদনা, গুহ্যদ্বার বিদারণ, গুরুতর শূলবেদনা, উদরাধ্মান, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, মলদ্বারে বেদনা ও ক্ষত বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—বৃহৎ অর্শ বলি, বলিতে হুলবিদ্ধ ও জ্বালাকর, বেদনা, ভ্রমণকালে অতিশয় যন্ত্রণা, উপবেশনে উপশম। মলত্যাগ কালে নবীভূত যাতনা, কোমল মলত্যাগ করিতেও অতিশয় কষ্ট। শিরোঘূর্ণন, অর্শ শোণিতের অবরোধ হেতু মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, গণ্ডমালিক ধাতুর ব্যক্তিদের অর্শ রোগ। থল্‌থলে মল নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্র বিদারিত হইল বলিয়া বোধ। উদরে কল্‌কল্ শব্দ। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালকেরিয়াফস্—মলের সহিত পূঁয ক্ষরণ, ঐ পূঁযের গন্ধ অতিশয় তীব্র, কঠিন মল, মলত্যাগান্তে শিরোবেদনা, মলদ্বারে চুলকানি, বিশেষতঃ অপরাহ্নে, সরলান্ত্রে ও গুহ্যদ্বারে উগ্র বেদনা, অর্শ বলি বহির্গমন ও বেদনাযুক্ত বলি, বলিতে চুলকানি, গুটিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাসকেরিলা—মলের সহিত বা মল ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে লোহিত বর্ণ রক্ত স্রাব। কখন উদরাময় কখন বা কঠিন পিণ্ডাকার মল নির্গমনযুক্ত কোষ্ঠ বদ্ধ। বারম্বার অল্প অল্প মলবেগ, সরলান্ত্রে স্থায়ী উগ্র বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

গ্রাফাইটিস—জ্বালা ও ক্ষতবৎ যন্ত্রণাযুক্ত বলি, বিদারিত গুটিকা, মলদ্বারের বাহিরে গুটিকার অবস্থান, ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে সঞ্চরিত বেদনা, অল্প অল্প রক্তস্রাব, উপবেশনে বেদনার বৃদ্ধি, বলি স্পর্শে চুলকানি ও ক্ষতবৎ যন্ত্রণা অনুভব। অতি বৃহৎ অর্ব্বুদ, মলদ্বারের শক্তি হীনতা হেতু অর্ব্বুদ আপনা হইতে বহির্গমন। মলত্যাগকালে অবর্ণনীয় যাতনা, মলত্যাগান্তেও কতক সময় যন্ত্রণা বর্ত্তমান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম—অপ্রচুর মলত্যাগ, কঠিন গুঠলিযুক্ত মল, প্রবল বেগ দেওয়ার পর মল নিঃসরণ, মলদ্বারে প্রচণ্ড চুলকানি, গুহ্য পথে ক্রিমির সঞ্চরণবৎ বিড়-বিড়ি অনুভব। মূত্রত্যাগের অনিবার্য্য ইচ্ছা। অপরাহ্ণে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, প্রাতে ও খোলা বাতাসে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডায়াস্কোরিয়া—অতি বৃহৎ বলি, অভ্যন্তর বলি হইলেও তাহা বাহিরে অবস্থিত, গুহ্যের চতুর্দ্দিকে গুটিকা, বলির বর্ণ মলিন। কোষ্ঠ বদ্ধ, কঠিন মল বাহির হইয়া গেলে আরাম বোধ। বলি হইতে রক্ত নিঃসৃত হয় না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে একপ্রকার কদর্য্য রস ক্ষরিত হইয়া থাকে। ১ম, ৩য় শক্তি।

থুজা—মলত্যাগকালে প্রচণ্ড বেদনা, ভ্রমণ কালে অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা, গুহ্য বিদারণ, গুহ্য দ্বার হইতে রস ক্ষরণ, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে আঁচিল উদ্ভব। ৩য় শক্তি। আঁচিলের উপর মূল টিংচার লাগাইবে।

নক্সভমিকা—অর্শ রোগে এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, সম্ভবতঃ সলফর ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। রক্তস্রাবী বা রক্তস্রাব শূন্য বলি, উভয় প্রকার রোগেই ইহা কার্য্যকারী হইতে পারে। অপ্রচুর মলত্যাগ, বৃথা মলবেগ, মল-ত্যাগের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে রক্ত স্রাব। মল দ্বারের আক্ষেপিক অবরোধ, মলত্যাগ কালে গুহ্যপথ কীলক বদ্ধবৎ অনুভব। মল দ্বারের চতুর্দ্দিকে বলির অবস্থান। বলিতে বেদনা, টাটরাণি ও চুলকানি, অকস্মাৎ রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হইয়া শিরো বেদনার উদ্ভব। উদরে শূলবেদনা, উদরাধ্মান, কটি ও নিতম্ব বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিন্দু বিন্দু মূত্রক্ষরণ, মূত্র-যন্ত্রের বহুপ্রকার বিকৃত লক্ষণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌মিউ—গুহ্য এবং সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও জ্বালা, হুলবিদ্ধ যাতনাযুক্ত অর্শগুটিকা। মল দ্বার হইতে রস ক্ষরণ। গুহ্যের চতুর্দ্দিকে হার্পিস জাতীয় চর্ম্মরোগ। কষ্টে নিঃসরণ শীল কঠিন মল। মলদ্বারের সংকোচনশীলতা। বলি হইতে রক্তপাত, তদনন্তর জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পডোফাইলম্‌—গুহ্য ভ্রংশ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময়ের সহিত অর্শ রোগ। প্রাতঃকালে ও কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। রক্তস্রাবী বা শুষ্ক বলি, পোর্টেল-শিরার অবরোধ জনিত অর্শ রোগ, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, শরীর কৃশ ও নিস্তেজ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—আভ্যন্তরিক বলি ঠেসিয়া বাহির হওয়া, বলিতে চুলকানি ও বেদনা, ব্লাইণ্ড বলি, ঋতু কালে পীড়ার বৃদ্ধি। বলিতে প্রদাহ ও পুঁয় সঞ্চারের উপক্রম হইলে সাধারণতঃ নক্সভমিকা ও সলফর প্রয়োগ হইয়া থাকে, উক্ত দুই ঔষধে কৃতকার্য্য না হইলে পলসেটিলা দ্বারা আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পেট্রলিয়ম—অর্শ রোগের সহিত গুহ্য বিদারণ রোগ বর্ত্তমান। গুহ্য ধারে খুসকি উঠা। অল্প পরিমাণে কঠিন ও শুষ্ক মলত্যাগ। নাভিদেশে শূলবেদনার সহিত উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—বলি হইতে রক্ত স্রাব ও বেদনা, উপবেশন করিলে বেদনার বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার মলত্যাগ কালেই অল্প বা অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব। মল দ্বারের শক্তি শূন্যতা ও ক্ষত স্থান হইতে পূ য ও রক্ত নিঃসরণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মল সরু লম্বা ও শুষ্ক, কষ্টে নিঃসরণ শীল, মল দ্বার কণ্ডূয়ন, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, মলত্যাগ করার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে সরলান্ত্রে কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ফাইটোলেকা ডিকেণ্ড্রা—রক্তস্রাবী অর্শ, সরলান্ত্র বিদারণ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হার্টের ব্যক্তিদের কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত অর্শ, নিতম্বে শূলবেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

ফিরম—বলি হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত রসক্ষরণ, সরলান্ত্রে চাপ বোধ। সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও রক্তশূন্যতা, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। বলিতে চর্ব্বনকর বেদনা ও চুলকানি, বৃহৎ অর্শার্ব্বুদ বহির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বারবেরিস—পোর্টেল শিরার অবরোধজনিত অর্শ। অর্শ হইতে রক্ত স্রাব, গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর আক্ষেপিক অবরোধ। চুলকানি ও জ্বালা, মল ত্যাগান্তে উহার বৃদ্ধি। মল কঠিন, অনেক চেষ্টার পর গুঠলি মল ও মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল রক্ত জড়িত হইয়া নির্গমন। মল দ্বার বিদারণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—বলি বৃহৎ, প্রদাহিত ও রক্ত স্রাবযুক্ত। গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর আক্ষেপিক অবরোধ। নিতম্বে গুরুতর বেদনা, উচ্চস্রবনশীল অর্শ। মস্তকে রক্তাধিক্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটাকার্ব্ব—মলত্যাগকালে ও মূত্র নিঃসরণে বলি বহির্গমন। মল দ্বারের চতুর্দ্দিকে জ্বালা ও ক্ষত বোধ। রক্তস্রাবী অর্শ, গুহ্য দ্বারে গুড়্‌গুড়ি, বৃহৎ ক্রিমি পতন। উদর বৃহৎ। মল কঠিন ও অল্প। বারম্বার অল্প পরিমাণে মলত্যাগ, বৃদ্ধদের রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—কন্‌কনি বেদনাযুক্ত বলি, মল কঠিন, কাল ও পিণ্ডাকার, মলত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বালা। মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা, গুহ্য দ্বারে ঢিপলা লাগা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রমভিরিডি—বলি মলিন, নীলবর্ণ বা কাল, সরলান্ত্রে স্নায়বীয় বেদনা, বেদনাযুক্ত বলি, কোষ্ঠ পরিষ্কৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—অর্শ হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্রাব, পূঁয প্রবণ বলি, মলত্যাগান্তে রক্ত স্রাব। অর্শের সহিত রক্তাতিসার বর্ত্তমান। মূত্রকৃচ্ছ্র, মলত্যাগান্তে গুহ্য ভ্রংশ, নিতম্বে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—অর্শের সহিত গুহ্যনালী বর্ত্তমান, ব্লাইণ্ড পাইলস্‌। মলত্যাগ কালে বলি বহির্গমন। বলিতে ক্ষত, সময় সময় ক্ষত হইতে রক্ত ও পূঁযযুক্ত রস ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—অর্শ হইতে রক্তস্রাব, কোমল মল ত্যাগ করিলেও রক্তক্ষরণ। গুহ্যভ্রংশ, বহির্গত বলি স্পর্শে অতিশয় যাতনা। গুহ্য দ্বারে কণ্ডূয়নযুক্ত গুটিকা, সরলান্ত্রে স্থায়ী জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, গুহ্য সংকোচক পেশীর অস্বাভাবিক আকুঞ্চন হেতু বৃথা মলবেগ, অন্ত্রান্তঃসারে রক্তস্রাব, নিতম্বে বেদনা, ঐ বেদনা উরু পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। একবারে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব। রক্তস্রাবী বলি শুষ্ক হইয়া কঠিন ও নীলাভ আকারে অবস্থান। গুহ্য চুলকাইয়া রক্তস্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লেপ্‌টেণ্ড্রা—কোষ্ঠবদ্ধ বা শ্লেষ্মামিশ্রিত মলযুক্ত উদরাময়। পোর্টাল অবষ্ট্রাক্‌সন জনিত অর্শ, বলি হইতে বারম্বার রক্তস্রাব, নিতম্বে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবিলিয়া—বলি হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব। পাকাশয়ের আক্ষেপিক সংকোচন, পাকাশয়ের অম্লত্ব, শ্বাস যন্ত্রের ও বক্ষস্থলের আক্ষেপিক অবরুদ্ধতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—অন্তর্ব্বলি বাহিরে অবস্থান কালে গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর প্রবল কর্ষণ হেতু বলিতে বন্ধন পড়িয়া পচন উৎপাদন। প্রত্যেকবার শ্বাস প্রশ্বাসে ও হাঁচি দেওয়া কালে বলি হইতে উগ্রবেদনার উৎপত্তি হইয়া উর্দ্ধ দিকে ধাবমান। স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক রজো নিবৃত্তিকালে ও মদ্যপায়ীদের শরীরে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। গুহ্যদ্বারে গোঁজ মারা রহিয়াছে বলিয়া বোধ। গুহ্য ভ্রংশ। মল পথে হাতুড়ি পিটনবৎ যাতনা। পূঁয ও মলিন রক্ত ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—বহু সংখ্যক অন্তর্ব্বলি, গুহ্যদ্বারের বাহিরে আঁচিল জাতীয় বলি। নিতম্বে বেদনা হইয়া সমস্ত নিম্নোদরে বিস্তৃত হওয়া। অপর্য্যাপ্ত মল বেগ কিন্তু উদরে বায়ুর চাপ হেতু মল নির্গমনের বাধা। নিষ্ফল মল বেগ। ১ম, ৩য় শক্তি।

সরিনম্—সরলান্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে কাল রক্তস্রাব, এতৎসঙ্গে মল-কাঠিন্য বর্ত্তমান। অত্যন্ত জ্বালাকর অর্শ বলি। অশ্বারোহণ কালে সরলান্ত্র ও মলদ্বারে ক্ষতবৎ যাতনা। নিতম্বে যাতনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—অর্শ রোগে ইহার অতি বিস্তৃত অধিকার, এজন্য সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকই অতি আদরের সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গণ্ডমালিক ধাতুস্থ ব্যক্তিদের অর্শ রোগে সলফর বিশেষ উপযোগী। রক্তস্রাবী বা শুষ্ক বলি, মলিন রক্তস্রাব, নিতম্ব হইতে প্রবল বেদনা হইয়া গুহ্য দেশে গমন। অর্শ শোণিত হঠাৎ অবরুদ্ধ হইয়া শূল বেদনা, হৃৎকম্পন ও ফুস্ফুসে প্রদাহ। মলদ্বার হইতে কর্ত্তনকর বেদনা আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধদিকে ধাবমান ও মলত্যাগের পর এই লক্ষণের বৃদ্ধি। সমস্ত দিন গুহ্যদ্বারে দপদপকর বেদনা। মলদ্বার স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত। মলত্যাগকালে বলি বহির্গমন, বলিতে চুলকানি ও বেদনা। রক্তস্রাবী অর্শ, মলত্যাগের পর রক্তস্রাব। বলি হইতে জলবৎ রস ক্ষরণ। ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। অনেকে

এই অবস্থায় প্রাতে সলফর ও অপরাহ্ণে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করেন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—বেদনা পূর্ণ বলি, গুহ্যদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া সরলান্ত্রে ও অণ্ডাকোষে বিস্তৃত হওয়া। মলত্যাগকালে বলি বহির্গমন। আবদ্ধ বলি, পূঁয় প্রবণ অর্শ। রক্তাক্ত আম নিঃসরণ, মলদ্বার সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

স্যাবাইনা—উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব নিবারণার্থ এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, এজন্য অর্শ রোগে উক্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। পৃষ্ঠ ও নিতম্বে বেদনা, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে বেদনা সঞ্চালন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—মলের সহিত রক্ত ক্ষরণ, অপ্রচুর মল নিঃসরণ, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, মলত্যাগের বহু সময় পূর্ব্ব হইতে সমস্ত মল নির্গমনকাল পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে বেদনা। মলদ্বার স্ফীত ও বেদনা যুক্ত, গুহ্যদেশে উত্তাপ বোধ। সরলান্ত্র হইতে রস ক্ষরণ। স্ফিংটার পেশীর শিথিলতা, সামান্যরূপ সঞ্চালনেই বলি নির্গমন। এজন্য ভ্রমণকালে ও উপবেশনে রোগী হস্ত দ্বারা গুহ্যদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই মলদ্বার ভার বোধ, মলত্যাগান্তেও উহা বিদূরিত হয় না। দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইড্রাস্টিস্—কোষ্ঠবদ্ধ, শ্লেষ্মা জড়িত কঠিন মল নিঃসরণ। বেদনা পূর্ণ বলি, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে সরলান্ত্রে প্রচণ্ড জ্বালা ও দাহ। উদরাধ্মান, উদরে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—সরলান্ত্রে জ্বালা, অন্তর্ব্বলি বহির্গমন। রক্ত ক্ষরণ, কোমল মলের সহিত ও রক্ত নিঃসরণ। যকৃতের রক্তাধিক্য হেতু অর্শ রোগের উৎপত্তি। এতৎসঙ্গে উদরের বহুপ্রকার গোলযোগ। নিতম্ব ও উরুদেশে থেৎলান বেদনা। গুহ্য শিরায় প্রদাহ, দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ। বলি হইতে অধিক পরিমাণে পূঁয় ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেমেমেলিস্—রক্তস্রাব রোধ করিতে ইহা বিলক্ষণ সমর্থ। এজন্য অর্শ হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। পিচকারি দ্বারা ইহার

জলীয় দ্রব প্রবিষ্ট করিলেও রক্তস্রাব অবরুদ্ধ হয়। বসিতে বেদনা, জালা ও ক্ষত বোধ, মলদ্বারে জালা, মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বেগুনি বর্ণযুক্ত। মলদ্বারের চতুর্দ্দিক লাল রেখা দ্বারা বেষ্টিত। রক্ত প্রস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, কপাল দেশে গুরুতর শিরো বেদনা। বলিতে দপদপকর বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

অর্শ রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

আভ্যাসিক নিস্রবণীয় অর্শ শোণিতের হঠাৎ অবরোধ হেতু বহু প্রকার উপদ্রব হইলে—নক্সভ, সলফর, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, পলস, এলো, এপিস, র‍্যানান্।

অর্শ হইতে রক্তস্রাব—একো, এলু, বেল, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কলিন, গ্রাফা, হেমি, ইপিকা, লেপটেণ্ড্রা, ফস, পলস, সিপিয়া, ইস্কিউ, হিপার, চায়না, সলফর, এমোনি, এণ্টি, ক্যাপসি, ক্যাসক্যা, ফিরম, মার্ক, এ মিউ, এ নাইট্রিক, নক্স।

প্রদাহিত অর্শ—একো, ক্যামো, ইগ্নে, পলস, আর্স, এ মিউ, নক্সভ, সলফর।

বলি অত্যন্ত স্ফীত—বেল, ক্যাপসি, এ মিউ, এ ফস, থুজা।

অন্তর্ব্বলি চাপিয়া বহির্গত হইলে—এলো, এমোনিকার্ব্ব, আর্স, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, গ্রাফা, এ নাইট্রিক, সলফর, থুজা।

মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠফলক চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ—ক্যালকে, এ মিউ, নক্সভ, ইস্কিউ, এলো, কলিন।

বলি অত্যন্ত বেদনা যুক্ত—বেল, ক্যালকে, গ্রাফা, এ মিউ, সলফর, এলো, এপিস, আর্স, ইগ্নে, সিপিয়া।

বলি ক্ষতযুক্ত—ইগ্নে, পলস, ফাইটো, ফস।

বলির কঠিনতা—সিপিয়া।

বলিতে ফাস লাগা—বেল, ইগ্নে, নক্সভ, সিপি, লোরে, ল্যাকে, রস।

বলিতে জালা—আর্স, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, ইগ্নে, এনাইট্রি, নক্সভ, সলফর।

বলিতে চুলকানি—আর্স, কার্ব্বভেজ, চেলি, কুপ্রম, ইগ্নে, নক্সভ, সলফর।

বলিতে হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা—কার্ব্বভেজ, ইগ্নে, এস্কিউ, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, সলফর।

অর্শ শূল—কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, ল্যাকে, নক্সভ, পলস, সলফর।

বলি হইতে শ্লেষ্মা স্রাব—ইস্কিউ, এণ্টি, কার্ব্বভেজ, পলস, সলফর, ইগ্নে, ল্যাকে, মার্ক, গ্রাফা, নক্স।

" পূঁযযুক্ত শ্লেষ্মাক্ষরণ—এণ্টিক্রুড, হিপার, লাইকো।

" শ্লেষ্মাযুক্ত রক্ত ক্ষরণ—এণ্টিক্রুড, ইগ্নে, মার্ক, পলস।

অন্তর্ব্বলি বহির্গত হইয়া সহজে অন্তরস্থ হইলে—ইগ্নে।

" অন্তরস্থ না হইলে—আর্স, এট্রো, সাইলি, সলফর।

অর্শের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ—এলু, এণ্টিক্রুড, ইস্কিউ, কলিনসো, লাইকো, নক্সভ, সলফর।

" উদরাময়—এলো, ক্যাপসি, পডো।

গুহ্য ভ্রংশ—ইগ্নে, গ্রাফা, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, পডো, সলফর।

" মূত্রত্যাগ কালে—এ মিউ।

পেরিনিয়মে একজিমা নামক চর্ম্মরোগ—হিপার, পেট্রো।

গুহ্যের চতুর্দ্দিকে হার্পিস নামক চর্ম্ম রোগ—হিপার, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রম-মিউ, পেট্রো, সিপিয়া।

অর্শের সহিত ভগেন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলে—হাইড্রাস, সাইলি, সলফর।

" গুহ্য বিদারণ থাকিলে—আর্স, কষ্টি, গ্রাফা, এনাইট্রিক, পেট্রো, র‍্যাট।

" " ক্ষত—ফস।

রাত্রিতে বৃদ্ধি—আর্স, কার্ব্বভেজ, কলিনসো, কুপ্রম, আর্স।

" প্রাতে—নক্সভ, পডো।

" অপরাহ্নে—এলু, এমোনিকার্ব্ব, কলিনসো, প্লাটি, পলস।

উপশম বোধ রাত্রিতে শয়ন করিলে—এলু।

" " শীতল জল প্রয়োগে—এলু, এপিস।

স্তন্যপায়ী শিশুদের অর্শ রোগ—এমোনিকার্ব্ব, বোরাক্স, কলিন, মার্ক।

বৃদ্ধদের অর্শ রোগ—এমোনিকার্ব্ব, এনাকার্ডি।

গর্ভাবস্থায় অর্শ রোগ—লাইকো, নক্সভ।

সুতিকা গৃহে ,,—পলস।
মদ্যপায়ীদের ,,—ল্যাকে, নক্সভ।
মূত্রস্থলীতে অর্শ বলি ও তজ্জন্য রক্ত মূত্র—আর্স, ক্যালকেকার্ব্ব, হেমি, লাইকো, মার্ক, এসাইট্রিক, নক্স।

পথ্য এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

উগ্র এবং উত্তেজক দ্রব্য, যথা। লঙ্কা মরিচ, পলাণ্ডু, রসুন ও অধিক মসলায় রন্ধন করা দ্রব্য ইত্যাদি কোন ক্রমেই আহার করিবে না। অল্প মসলায় পাক করা ব্যঞ্জন আহার করিবে। সুসিদ্ধ অন্ন, মৎস্যের ঝোল, পটোল, আলু, মানকচু, ওল, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির তরকারী বিশেষ উপযোগী। অল্প পরিমাণে ঘৃত বা মাখন আহার করা ভাল। এই রোগে দুগ্ধ বিশেষ প্রয়োজনীয় পথ্য। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং শরীরের বল রক্ষিত হয়। ঘন দুগ্ধ না দিয়া পাতলা দুগ্ধ খাইতে দিবে। অনেক রোগীর অর্শের সহিত উদরাময় ও অতিসার বর্ত্তমান থাকে, তথায় দুগ্ধ কোন মতেই সহ্য হয় না, দুগ্ধ পানে উদরাময় জন্মে, এমত রোগীর পক্ষে দুগ্ধ পেপ্‌টোনাইজড্ করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে দুগ্ধ প্রায় জীর্ণ হইয়াই উদরে প্রবিষ্ট হয় সুতরাং দুগ্ধজনিত অপকার সংঘটিত হয় না। নিম্নলিখিত উপায়ে দুগ্ধ পেপ্‌টোনাইজড্ করিতে হয়।

বেঞ্জার্স্ ফুড্ নামক এক প্রকার শুভ্রবর্ণ চূর্ণ ডিস্‌পেন্সরীতে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। ঐ চূর্ণ দুই ড্রাম, কাঁচা দুগ্ধ দুই ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া আবর্ত্তন করিবে। চূর্ণগুলি দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে উহা পুনরায় দশ আউন্স বলক তোলা দুগ্ধের সহিত মিলাইবে, তদনন্তর সমস্ত দুগ্ধ খানি একটী সোডাওয়াটারের বোতলে পুরিয়া দশ মিনিটকাল মৃদু তাপ দিয়া নামাইবে ও শীতল হওয়ার জন্য একটী বাটীতে ঢালিয়া দিবে। দুগ্ধের উত্তাপ কমিয়া শীতল হইলে উহা রোগীকে পান করিতে দিবে। দুগ্ধ পানে যাহাদের উদরাময় জন্মে বা উদরাময় বৃদ্ধি করে, তাহাদের পক্ষে এই পথ্য অতি উপযোগী।

অর্শ রোগীর পক্ষে সুপক্ব পেঁপে ও বেল অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহাতে

কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয় এবং অর্শ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইক্ষু-রস খর্জ্জুর-রস, বেদানা, ডালিম ইত্যাদিও অতি উপাদেয় খাদ্য। সুপ্রাপ্য. হইলে উহা খাইতে দিবে।

অর্শ রোগে তাম্র অঙ্গুরী একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ ইহার ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন। তাম্রের বিদ্যুৎ বিকীরণ শক্তি আছে, সেই বিদ্যুৎ প্রভাবে অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার সম্বন্ধে আমি স্বয়ং যে বিবরণ অবগত আছি তাহা এই স্থানে বিবৃত করিলাম।

গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমার বাসায় সাত বৎসর বয়স্ক একটি বালকের কঠিন অর্শ রোগ হইয়াছিল। তাহার রজ্জুবৎ সরু মল নিঃসরণ হইত, প্রত্যেক বার মলত্যাগ করিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিত, মলের সহিত রক্ত নির্গত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য সময়েও অজ্ঞাতসারে রক্ত স্রাব হইত। দিনে আট, দশবার করিয়া মলত্যাগ করিত। গুহ্যদ্বারে বেদনা ও টাটরাণি ছিল। এই বালকটী অনেক চিকিৎসকের হাত ঘুরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কোন মতেই রোগ বিদূরিত হয় নাই। ইতি মধ্যে আমার বাসায় একটী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে একটী তাম্র-অঙ্গুরী ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! আপনি অঙ্গুলিতে কেন তাম্র অঙ্গুরী পরিধান করিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, "মহাশয় বলিব কি? আমি অর্শ রোগে মরণাপন্ন কাতর হইয়াছিলাম, কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হয় নাই, শেষ উথুলির একটী গোস্বামী এই অঙ্গুরীটী পড়িয়া দিয়াছেন, ইহা ধারণ করার পর হইতে আর আমার অর্শ রোগ নাই।" অর্শ রোগ নিবারণ জন্য অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরী অনেককে পরিধান করিতে দেখিয়াছি। ইহাতে আমার সেই কথাও মনে পড়িল। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল পড়া কিছু নহে, তাম্র অঙ্গুরীর এমন কোন শক্তি আছে যে, তাহাতে অর্শ রোগ নিবারিত হইতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ একটী কর্ম্মকারের দ্বারা পলতোলা একটী তাম্র অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইয়া বালকটীর বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে পরিধান করাইয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম প্রত্যেকবার জলসৌচ করার সময় ঐ অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরী দ্বারা গুহ্যদ্বার বেশ করিয়া ঘর্ষণকরতঃ জলসৌচ করিও। ইহার পর তাহাকে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সেবন রহিত করিয়া দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহার পর হইতেই রোগ লক্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস

হইতে আরম্ভ করিল এবং এক সপ্তাহ মধ্যেই বালকটী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিল। ইহার পর আমি বহুসংখ্যক অর্শ রোগীকে এইরূপ অঙ্গুরী পরিধান করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি। এইটী আমার পেটেণ্ট অঙ্গুরী রূপে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বহু দূর দেশের লোকও ইহার গুণ শ্রবণে আমার নিকট হইতে অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট অঙ্গুরীর তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম, যদি কাহারও বিশ্বাস হয়, ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার সহিত রোগের লক্ষণানুযায়ী ঔষধও সেবন করান যাইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। আমি অঙ্গুরী দিয়া আবার ঔষধও সেবন করিতে দিয়াছি। রোগ আরোগ্য করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে যে কোন উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহাতে মর্য্যাদা হানির কোনও কথা নাই বরং সহজে রোগ দূর করিতে পারিলে তাহাতে পৌরুষই মনে করিতে হয়। আমি সর্ব্বসাধারণ চিকিৎসককে এইরূপ অঙ্গুরীর পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি, শতকরা একটী লোকও যদি এই উপায়ে আরোগ্য হয়, তাহা হইলেও সার্থক মনে করিব। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিবে। আমার নিজ দেহেও আমি এই অঙ্গুরীর গুণ উপলব্ধি করিয়াছি। এখনও আমার হস্তে একটী তাম্র অঙ্গুরী আছে।

ফিশ্চুলা ইন্ এনো।

ভগেন্দ্র, গুহ্যনালী।

ফিশ্চুলা শব্দের অর্থ নলী বা চুঙ্গি, গুহ্যদ্বারের নিকট নালী ক্ষত হইলে তাহাকে ফিশ্চুলা ইন্ এনো নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ইহাকে ভগেন্দ্র বা গুহ্যনালী বলে। গুহ্যদ্বারের নিকট বাহিরে বা সরলান্ত্রে বৃহৎ স্ফোটক হইলে তাহা বিদারণের পর যে গভীর ক্ষত হয়, গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর অবিরল ক্রিয়াবশতঃ ঐ ক্ষত শুষ্ক না হইয়া একটী নালীতে পরিণত হয়। ইহাকেই ফিশ্চুলা ইন্ এনো বা ভগেন্দ্র বলে। সচরাচর ইহা বাহির হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। কখন কখন কেবল বাহিরে বা কেবল অভ্যন্তরে ইহার মুখ খোলা থাকিতে পারে। এজন্য এই ব্যাধিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম, কম্‌প্লীট ফিশ্‌চুলা। ইহার এক মুখ বাহিরে গুহ্যদ্বারের নিকট ও অপর মুখ সরলান্ত্রের কোন স্থানে উন্মুক্ত থাকে। বাহিরের মুখ দিয়া একটী রৌপ্য শলাকা প্রবিষ্ট করিলে উহা অনায়াসে সরলান্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। গুহ্য মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিলে শলাকার অগ্রভাগ অনায়াসে অঙ্গুলিতে অনুভব করা যায়।

দ্বিতীয়, ব্লাইণ্ড ইণ্টার্নেল ফিশ্‌চুলা। এই প্রকার নালীর বাহিরের মুখ উন্মুক্ত থাকে কিন্তু অভ্যন্তর মুখ অবরুদ্ধ দেখা যায়। ইহাতে বাহির হইতে শলাকা দিলে অভ্যন্তরে কতক দূর যাইয়া আর যায় না, এই অবস্থায় গুহ্য মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে শলাকার অগ্রভাগ শ্লৈষ্মিক, ঝিল্লির নীচে স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

তৃতীয়, ব্লাইণ্ড এক্‌ষ্টর্নেল ফিশ্‌চুলা। ইহাতে সরলান্ত্রের কোন স্থানে একমুখ উন্মুক্তথাকে কিন্তু বাহিরের মুখ প্রকাশ পায় না, সুতরাং বাহির হইতে নালীর কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না। শেষোক্ত দুই প্রকার ফিশ্‌চুলাকে ইন্‌কম্পিলিট ফিশ্‌চুলা ইন্ এনো বলিয়া থাকে। কথন কথন একটী ফিশ্‌চুলার দুই তিনটী শাখা ফিশ্‌চুলা হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ। কম্পিুট ফিশ্‌চুলা হইলে ইহা দিয়া মল, পূঁয ও রক্ত নির্গত হয়। মল ত্যাগকালে মলের জলীয় অংশ নালী দিয়া অবতরণ কালে রোগীর যৎপরোনাস্তি যাতনা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে সর্ব্বদাই পশ্চাতের বস্ত্র রক্ত ও পূঁযে রঞ্জিত হইয়া থাকে। মুখ বাহিরে উন্মুক্ত না হইলে উহাতে মলাংশ, রক্ত ও পূঁয সঞ্চিত হইয়া টাটরাণি, বেদনা ও জ্বালা জন্মে। ভ্রমণকালে, অশ্বারোহণে ও চাপ দিয়া উপবেশন করিলে রোগীর অতিশয় কষ্ট হয়। সময় সময় নালীতে প্রদাহের নবীভূত সঞ্চার হইয়া রোগীকে শয্যাগত করিয়া ফেলে। এই রোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণ নাশক না হইলেও রোগীর মানসিক কষ্ট, শারীরিক দুর্ব্বলতা, চলিতে ও হাটিতে যন্ত্রণা ইত্যাদি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ শক্তি ক্ষয় হইলে কোন প্রকার সামান্য ব্যধি হেতুই রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। কথন কথন ইহার সহিত ফুস্‌ফুসের টিউবার্কেল রোগ বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।

এই রোগের চিকিৎসায় এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচার করিয়া আরোগ্য করিতে চেষ্টা করেন। অনেক স্থলে তাহাতে আরোগ্য হইতেও দেখা যায়, কিন্তু ফিশ্চুলার সহিত শাখা ফিশ্চুলা বর্ত্তমান থাকিলে অস্ত্রোপচারে আরোগ্য লাভ করা ঘটিয়া উঠে না; তখন কেবল রোগীর যন্ত্রণা মাত্রই সার হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ এই রোগ ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অস্ত্রের সাহায্যও লইতে পারেন, এজন্য এই স্থানে উভয় প্রকার চিকিৎসা প্রণালীই বিবৃত করা হইতেছে।

কম্প্লিট ফিশ্চুলা হইলে নালীর বাহ্য মুখ দিয়া একটী ডাইরেক্টার প্রবিষ্ট করাইয়া সরলান্ত্র পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইবে, পরে উহার অভ্যন্তর অন্ত টেঁড়া ভাবে বাঁকাইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির করতঃ গুহ্যপ্রান্তে উঠাইয়া রাখিবে। তৎপর একটী প্রোব্ পয়েন্টেড্ বিষ্ট্রী ডাইরেক্টারের উপরস্থ নালী দিয়া প্রবিষ্ট করতঃ সমস্ত অংশ উচ্ছেদ করিয়া উঠাইবে। ইহাতে যে ক্ষত হইবে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। ফিশ্চুলা ইন্‌কম্প্লিট্ হইলে প্রোব্ ও ছুরিকার সাহায্যে তাহাকে কম্প্লিট করিয়া উক্ত রূপ অস্ত্রোপচার করিলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির উপর মনোযোগ ক্ষেপণ করিবে। এলো, অরম, মার্ক, বারবে, ক্যাল-কেকার্ব্ব, ক্যালকে ফস, ক্যালাগু, কষ্টি, এ ফ্লোরিক, হাইড্রাস, ইগ্নে, ক্রিয়ো, ল্যাকে, নক্সভ, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর, ফস, হিপার।

এই ব্যাধির চিকিৎসা কালে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে যে, কোন প্রকারে রোগীর মলবদ্ধ না হয়, সহজে মল নিঃসরণ হওয়া উচিত। বেগ দিয়া কষ্টে মল নির্গমন করিলে স্ফিংটার পেশীর অতি ক্রিয়া বশতঃ ফিশ্চুলা আরোগ্য হইতে পারে না। কোষ্ঠবদ্ধের উপক্রম দেখিলেই তাহার ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে উষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া তদ্দ্বারা গুহ্য মধ্যে পিচকারী দিবে। তাহাতে সহজে মল নিঃসৃত হইয়া যাইবে। ফিশ্চুলা প্রদাহিত হইলে টাটরাণি, বেদনা ও স্ফীততা জন্মে, তখন ফোমেন্টেশন ও উষ্ণ পোলটিস প্রয়োগ করিবে।

এণ্টিমনিক্রুডম্—ক্ষতযুক্ত ফিশ্চুলা, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে বেদনা, বিদীর্ণকর যন্ত্রণা, মলদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, উদরের গোলযোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—ডাক্তার বয়েড মেডিকেল ইন্‌ভেষ্টিগেশন পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় এই ঔষধ দ্বারা একটী ফিশ্চুলা ইন্‌এনো আরোগ্য করার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার অর্শ রোগের সহিত নালী ক্ষত ছিল, এলোজ দ্বারা অর্শ রোগ আরোগ্য করার পর দেখা গেল, নালীক্ষতও আরোগ্য হইয়াছে। সরলান্ত্র ভার ও ষ্ট্রীকচারযুক্ত, উহাতে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ, উপবেশনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে জ্বালা, চুলকানি ও ভার বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড নাইট্রিক—সরলান্ত্রে ক্ষত, জ্বালা ও বেদনা, নালী হইতে গাঢ় সবুজবর্ণের পূঁয স্রাব। উক্ত লক্ষণযুক্ত একটী রোগীকে ডাক্তার কিড্ ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড আট মিনিম মাত্রায় দিনে তিন বার সেবন করাইয়া দুই মাসে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কষ্টিকম্—সরলান্ত্রে বারম্বার বিদ্ধকর বেদনা, মলদ্বারে অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষ, মলদ্বার কণ্ডুয়ন। ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট একটী রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিয়া বলেন, "একটী বৃদ্ধ মনুষ্যের এক বৎসর হয় ব্যাধি হইয়াছিল, নালী হইতে অত্যন্ত দুরিত ক্লেদ নিঃসরণ হইত, এতৎসঙ্গে গুহ্যদ্বারে চুলকানি বর্ত্তমান ছিল। তাহাকে কষ্টিকম্ ব্যবস্থা করাতে শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল " ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—স্ক্রফিউলা ধাতুস্থ ব্যক্তির পুরাতন ফিশ্চুলা। ক্ষত মুখ স্ফীত, লোহিতবর্ণ, কঠিন ও বেদনাযুক্ত। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালকেরিয়াফস্—নালীতে অস্ত্রোপচার করিলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। ফিশ্চুলার সহিত ফুস্‌ফুসে টিউবার্কেলের সঞ্চার, সামান্য শৈত্য স্পর্শেই গ্রন্থিতে বাতের বেদনা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও দপ্ দপ্ করা। ডাক্তার এডন কৃত হোমিওপ্যাথিক রিভিউ নামক পত্রিকার ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের জুনের খণ্ডে একটী রোগীর বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাকে এই ঔষধ

সেবন ও ক্যালাণ্ডিউলা লোসন দ্বারা পিচকারী দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্সভমিকা—পাকাশয়িক লক্ষণ ও যকৃতের পীড়া থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। অপ্রচুর মল নিঃসরণ, সরলান্ত্রে চিরিকমারা বেদনা। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

পেট্রোলিয়ম্—মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত বেদনার সহিত কঠিন মল নিঃস্বরণ, মলদ্বারে চাপ বোধ ও জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস—স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত লোকের ব্যাধি, ক্ষতযুক্ত ফিশ্চুলা, দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয ক্ষরণ। সরলান্ত্রে বৃহৎ ক্ষত, ক্ষত হইতে অবিরত পুঁয ও রক্তক্ষরণ। কাসি ও ফুসফুসের ব্যাধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বারবেরিস—মলদ্বারে প্রচণ্ড জ্বালা, জ্বালার প্রভাবে গুহ্য পার্শ্বে ক্ষতবৎ যাতনা। বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, পেরিনিয়মে বেদনাপূর্ণ চাপ বোধ। পেরিনিয়ম হইতে বেদনা চালিত হইয়া নিম্ন উদরে গমন। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে বিদীর্ণকর বেদনা। কাসি ও ফুস্ফুসের ব্যাধি, যকৃতের শূল, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে দদ্রু রোগ। ডাক্তার এডাম্স ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন, তিনি নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত একটী রোগীকে এতদ্দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। ফিশ্চুলাতে প্রদাহ ও বেদনা, নিতম্বে বেদনা, দুরিত লুকরিয়া স্রাব। ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—ডাঃ এগার্ট এতদ্দ্বারা একটী রোগীর আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করিয়াছেন। সরলান্ত্রে ভার, পূর্ণতা দপ্ দপ্কর বেদনা। মস্তপায়ীদের রোগ। ফিশ্চুলার সহিত হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের ব্যাধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা এক দিন সেবন করাইয়া তিন দিন কোন ঔষধ সেবন করাইবে না, তাহা হইলে নূতন মাংশাঙ্কুর জন্মিয়া ক্ষত পূর্ণ হয়, পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে ক্ষত পুনর্ব্বার বিগলনে পরিণত হয়। নালী হইতে সহজে রক্ত ক্ষরণ, নালীর ধার বিবর্দ্ধিত, স্ফীত ও অতিরিক্ত বর্দ্ধন শালী মাংসযুক্ত। বিদীর্ণকর বেদনা, সরলান্ত্রে ফিক বেদনা। ইহা প্রয়োগের পর লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিলেও তাহার ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—পুরাতন নালীতে বেদনা ও যন্ত্রণা তিরোধানের পর কেবল পূঁয় ক্ষরণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী। বেদনাযুক্ত হেক্টিকজ্বরে ও ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী। নালী হইতে পীতাভ শ্বেতবর্ণের পূঁয় ক্ষরণ, ফিশ্চুলার চতুর্দ্দিকে জল পূর্ণ দানার উদ্ভব। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

হাইড্রাস্টিস্—পুরাতন ও দূষিত নালী, নালী হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয় ক্ষরণ, নালীর সহিত অর্শ এবং ক্ষত বর্ত্তমান, কোষ্ঠবদ্ধ, নালী হইতে অবিরত পূঁয় ক্ষরণ, এজন্য রোগীকে সর্ব্বদাই একখানি লেঙ্গটী পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। ইহার লোশন নালী মধ্যে পিচকারী দ্বারা এবং মূল টিংচার সিম্পল অয়েণ্টমেণ্টের সহিত মলম প্রস্তুত করিয়া ক্ষতে ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ডাক্তার কিড্ এতদ্দ্বারা বহু লোকের ফিশ্চুলা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৩য় শক্তি।

হিপার সলফর—এইটী ফিশ্চুলার এক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, আমরা সচরাচর এতদ্দ্বারাই রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। স্ফোটক মধ্যে পূঁয় উৎপন্ন হওয়ার সময় হইতে ইহা প্রয়োগ করিলে নালী উৎপন্ন হইতেই পারে না। নালী হইতে অম্ল গন্ধযুক্ত পূঁয় ক্ষরণ, রাত্রিতে জ্বালাকর ও বিদ্ধকর বেদনা, নালী প্রদাহযুক্ত, লোহিতবর্ণ, সামান্য ঘর্ষণেই উহা হইতে রক্তপাত, ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিলে উহা বসিয়া যায়। মধ্যাবস্থায় ৩য় শক্তির বিচূর্ণ সেবনে পূঁয় জন্মে ও স্ফোটক বিদারিত হয়। শেষাবস্থায় ৩০শ শক্তি সেবনে পূঁয় অবরুদ্ধ ও ক্ষত শুষ্ক হয়। নালীর অবস্থায় ৩০শ বা ২০০ শত শক্তি প্রয়োগে নালী আরোগ্য হয়। একটী হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বলেন, তাঁহার প্রথম বয়সে একবার ভগেন্দ্র হয়, তাহা অস্ত্রোপচারে আরোগ্য হইয়াছিল। মধ্য বয়সে পুনরায় যখন ঐ স্থানে স্ফোটক হইয়া পূঁয় জন্মে, তখন তিনি ক্রমান্বয়ে হিপার সেবন করেন, তাহাতে এবার আর নালী হইতে পারে নাই।

ফিসর এণ্ড অল্‌সার অব্ দি এনাস্।

গুহ্যদ্বারের বিদারণ ও ক্ষত।

উক্ত উভয় ব্যাধি গুহ্য মধ্যে একত্র কখন বা পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিতে দেখা যায়। এই ব্যাধিদ্বয়ের লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী একই প্রকার এজন্য উহা এক সঙ্গে বর্ণন করা গেল।

কারণ—সরলান্ত্রের নিম্নভাগে স্ফোটক উদ্ভব হইয়া তাহা হইতে ক্ষত জন্মিতে পারে। কঠিন গুঠলিযুক্ত পিণ্ডাকার মল নিঃসণ কালে প্রায়ই সরলান্ত্র বিদীর্ণ করিয়া বাহির হয়। কখন কখন অস্বাভাবিকরূপে কোন বস্তু ও বুজি ইত্যাদি প্রবিষ্ট করান হেতু গুহ্যদ্বার বিদারিত হইতে পারে। সরলান্ত্রের ক্ষত শুষ্ক হইয়া ও ফিসরে পরিণত হইতে পারে।

লক্ষণ। ক্ষত ও বিদারণ এক হইতে বহুসংখ্যক হইতে পারে। ক্ষত স্থান দেখিতে লম্বাকৃত বা গোলাকার। ফিসর হইলে তাহা সরলান্ত্রের ভাজের মধ্যে ও গুহ্যের কুঞ্চিত চর্ম্মের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া সরলান্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ইহা হইলে জ্বালাকর প্রচণ্ড বেদনা, মলত্যাগ করিতে বসিলে ও বেগ দিলে যৎপরোনাস্তি যাতনা বোধ, রোগী ঐরূপ যাতনার ভয়ে মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, নিতান্ত বাধ্যকর হইলেও দণ্ডায়মান হইয়া মল নিঃসরণের চেষ্টা করে। কোনরূপে কষ্টে মলত্যাগ করিয়া আসিলে পর রোগী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বালাজনক বেদনায় ধড়ফড় করিয়া থাকে, ঐ জ্বালা চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। বেদনা কেবল গুহ্যদেশেই স্থায়ী হয় না, উর্দ্ধদিকে বস্তি গহ্বর এবং নিম্নদিকে উরুদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে। কখন কখন উহার যাতনা জনন ও মূত্র যন্ত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া মূত্রস্তম্ভ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ উৎপাদন করিয়া থাকে। উপবেশন ও ভ্রমণে যাতনা বোধ, চিত্তবৈকল্য, সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া রোগীকে নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই সময় অনেক রোগী মৃত্যু কামনাই করিয়া থাকে, কিন্তু এ রোগে মৃত্যু হয়না, যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগই করিতে হয়। মলের সহিত রক্ত ও পূঁয় ক্ষরণ এই ব্যাধির আর একটী পরিচিত লক্ষণ।

চিকিৎসা।

আর্সেনিকম্‌—সরলান্ত্র চাঁচিয়া যাওয়া বোধ, স্পর্শে যাতনা, অত্যন্ত জ্বালা। কঠিন, গুঠলি মলত্যাগ করিয়া উঠিলে ক্ষণকাল যন্ত্রণার নিবৃত্তি, অর্শের গুটিকাতে জ্বালা। জলীয় ভেদযুক্ত উদরাময়। অস্থিরতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—ফিসর, অর্শ ও গুহ্য ভ্রংশ তিন রোগ একত্র বর্ত্তমান থাকিলে এইটী প্রথমে প্রয়োগ করিবে। মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে বিদ্ধকর বেদনা হইয়া উর্দ্ধ দিকে ধাবমান। কোমল মল নিঃসরণ হইলে বেদনা অধিক হইয়া থাকে। দণ্ডায়মান হইলে ও উপবেশনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। সরলান্ত্রে আক্ষেপ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইস্‌কিউলাস্‌—অর্শের সহিত রোগ বর্ত্তমান, কোষ্ঠবদ্ধ, গুহ্য মধ্যে গোঁজ বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, কণ্ঠ ও ত্রিকাস্থিতে বেদনা, মলদ্বারে জ্বালা ও চুলকানি এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা হইয়া এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী। ১ম, ৩য় শক্তি।

এসিড্‌ নাইট্রিক—মলত্যাগ কালে সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বারে উগ্র ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, সার্ব্বাঙ্গিক অসুস্থতা, সরলান্ত্রে জ্বালা, মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে অত্যন্ত চাপ বোধ, পারদ সেবনজনিত এবং উপদংশের পরবর্ত্তী রোগ। ১ম, ৩য় শক্তি।

কষ্টিকম্‌—মলদ্বারে ক্ষত, মলদ্বার হইতে দূরিত ক্লেদ ক্ষরণ, জ্বালা, মলত্যাগ কালে শূল বেদনা, শুষ্ক বিদারণ, বিদারিত স্থান মলিন ও ধূসরবর্ণ, ভ্রমণকালে রক্তপাত এবং মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফস্‌—গণ্ডমালা ও টিউবার্কেল ধাতুস্থ ব্যক্তির ব্যাধি। সরলান্ত্রে আক্ষেপ, চুলকানি ও হুল বিদ্ধবৎ বেদনা, সরলান্ত্র চাঁচিয়া যাওয়া বোধ, বিদারিত স্থান আরক্ত ও স্ফীত, রোগীর শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্‌—সরলান্ত্র ও মলদ্বারে জ্বালা, অর্শ ও গুহ্যভ্রংশ রোগের সহিত ফিসর বর্ত্তমান, বিদারিত স্থানে জ্বালা ও বেদনা, কঠিন পিণ্ডাকার মল

নিঃসরণ হেতু গুহ্য বিদারণ, রাত্রিতে ও উপবেশনকালে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্ক্বিভমিকা—মলদ্বারে জ্বালা ও দাহ, নিষ্ফল মলবেগ, সরলান্ত্রে উগ্র বেদনা, গুহ্যদ্বারের আক্ষেপিক সংকোচন, কোষ্ঠবদ্ধ, সরলান্ত্রের সঙ্কীর্ণতা, মলদ্বারের চুলকানি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পিওনিয়া—ডাক্তার ফ্যারিংটন, ইহার নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। মলদ্বার হইতে সর্ব্বদাই রস ক্ষরণ ও মলদ্বার আর্দ্র থাকা, ফিসর স্থানে বেদনা ও টাটরানি, মলত্যাগকালে ও পরে অসহ্য যাতনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

পেট্রোলিয়ম—গুহ্য বিদারণ, গুহ্য পার্শ্বে ও হস্ত-পদে চর্ম্ম বিদারণ রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লাটিনা—গুহ্য বিদারণ রোগে চুলকানি ও বিড়বিড় করা। বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা, অল্প পরিমাণ মলক্ষরণ, কঠিন মল, কোমল মল গুহ্যদ্বারে লাগিয়া থাকা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। সরলান্ত্র মধ্যে একাধিক ফিসর ও ক্ষত, শ্লেষ্মা ক্ষরণ, স্ক্রফিউলা ধাতুর লোকদের পীড়া। সরলান্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

রসটক্স্‌—ফিসর, সময় সময় উহা হইতে রক্তস্রাব, মলত্যাগকালে রক্ত ও পূঁয় ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

র‍্যাটাইনা—ফিসর মধ্যে চুলকানি, গুহ্য মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। মলত্যাগের পূর্ব্ব হইতে ঐ লক্ষণ আরম্ভ হইয়া মলত্যাগান্তে ও কিছুকাল স্থায়ী হওয়া। মলদ্বার শুষ্ক ও উত্তপ্ত। গুহ্য মধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের ন্যায় যাতনা। বারম্বার বৃথা মূত্রত্যাগেচ্ছা, মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে প্রচণ্ড জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্‌—ত্বরিত ফিসর ও ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ স্রাব, গুহ্য মধ্যে হাতুড়ি পিটনবৎ যন্ত্রণা, মলস্রাব ব্যতীত মলবেগ। মলিন ও বেগুনিবর্ণ ক্ষত। নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সার্সাপেরিলা—ক্ষত স্থান মলিন আবরণে আবৃত, অত্যন্ত মল বেগ, পাতলা রস ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সাইলিসিয়া—পুরাতন রোগ। গুহ্য হইতে জলীয় ক্লেদ ক্ষরণ। বহু কষ্টে মল পরিত্যাগ। স্ফিংটার পেশীর প্রবল আকুঞ্চন নিবন্ধন মলত্যাগের ব্যাঘাত। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

সিপিয়া—সরলান্ত্রে শূল, কর্ত্তনকর বেদনা, মলদ্বার স্ফীত, মলত্যাগান্তে গুহ্য পথে দাহ, পুঁয় ও রক্তক্ষরণ। সরলান্ত্রে বেদনা হইয়া পেরিনিয়ম ও জননেন্দ্রিয়ে গমন। বেদনা মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রবল হইয়া পরেও কতক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

হাইড্রাসটিস—কনষ্টিপেশন ও ডিসেণ্ট্রীতে মল কঠিন, পিণ্ডাকার ও আমজড়িত মল দেখিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়, উক্ত লক্ষণযুক্ত রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফিসর ও অলসার অবধি রেকটমে ও উক্ত মলগত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই রোগ আরোগ্য করিতে ইহা বিশেষ সমর্থ। ডাক্তার ব্র্যাডশ, ডাক্তার হেইল ও ডাক্তার বেইস্ ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। সেবন ও ধাবন উভয় আকারেই প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে বিষম জ্বালা ও বেদনা, অন্ত্র মধ্যে উষ্ণতা বোধ। শূল বেদনা। ইহার ২য়, ৩য় শক্তি বা ৩০শ শক্তি সেবনার্থ বিধান করিবে। মূল টিংচার ৫ বিন্দু ও জল ১০ আউন্স মিশ্রিত করিয়া ধাবনরূপে ব্যবহার করিবে। টিংচার ৫ বিন্দু ও গ্লিশরিন ১ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমধ্যে মলমরূপে প্রয়োগ করিবে।

হিপার সলফর—ক্ষত ও ফিসর আরোগ্য করিতে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। গুহ্য হইতে অবিরত ঘন পুঁয় ক্ষরণ, গুহ্য পথে জ্বালা ও বেদনা, সরলান্ত্র স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। ৩০শ ও ২০০ শত শক্তি।

স্থানিক চিকিৎসা—ক্ষত স্থান উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া ক্যালাণ্ডিউলা লোসন বা হাইড্রাস্টিস্ লোসন দ্বারা ধৌত করিবে। তদনন্তর হাইড্রাসটিস্ মলম ফিসরও ক্ষতে লাগাইয়া রাখিবে। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর

ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। রোগীকে চলিতে ফিরিতে দিবেনা, নিতম্ব শিথিল করিয়া শয়ান অবস্থায় রাখিবে। ঔষধ প্রয়োগে সহজে আরোগ্য না হইলে ফিসর স্থান প্রোব পয়েণ্টেড্ বিষ্ট্রী দ্বারা কর্ত্তন করিয়া দিবে ও তদনন্তর যথোপযুক্তরূপে ক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

প্রলাপ্‌সস্ অব্ দি রেক্টম্।

সরলান্ত্র ভ্রংশ।

সরলান্ত্র একটী চুঙ্গির ন্যায় যন্ত্র। ইহার অভ্যন্তরভাগ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা আবরিত। সময় বিশেষে এই শৈষ্মিক ঝিল্লি উল্টিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়ে তাহাকেই প্রলাপ্‌সস্ অব্ দি রেক্টম্ ব্যাধি বলে। এই ব্যাধিতে সচরাচর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিই উলটিয়া আইসে কিন্তু কোন কোন স্থলে সরলান্ত্রের পৈশিক পর্দ্দা ও সমস্ত অন্ত্র প্রাচীর সহিত সরলান্ত্র নির্গত হইয়া থাকে। এই হেতু স্থানচ্যুত অংশের পরিমাণ একটী গাব হইতে একটী বেলের সমান কখন বা সমস্ত রেক্টম নির্গত হইলে একটী লোড়ার মত দেখায়। ইহা দেখিতে লোহিতবর্ণ ও পিচ্ছিল, কিন্তু পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে স্ফিংটার পেশীর বন্ধনে উহার বর্ণ বেগুনি বা সবুজাভ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে রোগ অতি ভয়ানক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। ইহা স্পর্শ করিলে মৎস্যের পটকার মত স্থিতি স্থাপক ও তল তলিয়া স্পঞ্জবৎ কোমল। গুহ্যভ্রংশ সামান্য আকারের হইলে উহা আপনা হইতে বা হস্ত দ্বারা সামান্যরূপ কৌশল করিলেই পুনঃ স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বৃহৎ আকারের হইলে ঐরূপ হয় না। কখন বা একবার প্রবিষ্ট করিয়া দিলে পুনরায় মল-মূত্রত্যাগ, হাস্য, ক্রন্দন বা উৎকাসিতে বাহির হইয়া পড়ে, কখন বা সহজে উদরস্থ করাই যায়না, তখন চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন পড়িয়া থাকে।

কারণ। যদিও এই পীড়া সকল বয়সের লোকেরই হইতে পারে, তথাপি বৃদ্ধ ও বালকদের সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল লোকের অন্ত্র, পাকাশয় ও মূত্র যন্ত্রের বহুবিধ পীড়া যথা, উদরাধ্মান, অতিসার, উদরাময় অর্শ। মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদি রোগ হেতু পুনঃ পুনঃ বেগ দেওয়াতে সরলান্ত্র ক্রমশঃ

দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া আইসে, উহার স্বাভাবিক টোন বা শক্তি থাকে না। তখন বেগ দেওয়াতে সহজেই অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ঝুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহার পর মূল পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে সমস্ত সরলান্ত্রই স্থানচ্যুত হইয়া আইসে॥

চিকিৎসা।

অন্ত্রাংশ বাহির হইয়া পড়িলে শীঘ্র উহা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক, দীর্ঘকাল উহা বাহিরে অবস্থান করিলে বায়ুর স্পর্শে ও বস্ত্রাদির ঘর্ষণে এবং স্ফিংটার পেশীর দৃঢ় বন্ধনে নির্গত স্থানে প্রদাহ হইয়া বিগলন জন্মিতে পারে, এরূপ হইলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। এজন্য অন্ত্র বা অন্ত্রাংশ বাহির হইয়া পড়িলে হস্তে কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল বা সুইট অয়েল মর্দ্দন করিয়া অঙ্গুলির কৌশলে উহা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। শীঘ্র আর বাহির না হইতে পারে এজন্য রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে। সেবনার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ সকলের মধ্যে কোন একটি মানোনীত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ইয়ুফ্রেসিয়া—গুহ্যভ্রংশ রোগে মলদ্বারে অত্যন্ত চাপ বোধ, উপবেশনে গুহ্যদ্বারে চাপ অনুভব। মলত্যাগ কালে বৃহদায়তন-গুহ্যভ্রংশ। শিশুদের সর্দ্দি-কাসি ও উদরাময়ের সহিত রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—গুহ্যভ্রংশ রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারাই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। শিশু-রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। বারম্বার মলবেগ কিন্তু মল নিঃসৃত না হইয়া কেবল ভ্রষ্ট সরলান্ত্র মাত্র কাঁপিয়া উঠা, গুহ্য দ্বার কণ্ডুয়ন। মলত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে কণ্ডুয়ন। উপবেশন করিলে রোগ লক্ষণের হ্রাস। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিডমিউরিয়েটিক—আভ্যাসিক গুহ্যভ্রংশ, পুরাতন রোগ, মূত্রত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ। অর্শ সম্বলিত রোগ, বলির সহিত সরলান্ত্র চাপিয়া বাহির হওয়া, নির্গত অংশের বর্ণ মলিন, উহাতে জ্বালা, মলত্যাগে কষ্ট ও জ্বালা। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—স্ক্রফিউলা ধাতুস্থ বালকদের পুরাতন উদরাময়ের সহিত গুহ্যভ্রংশ, মলত্যাগ কালে জ্বালা বোধ, মলদ্বারের চতুর্দ্দিক কণ্ডুয়ন ও প্রদাহ যুক্ত। পুরাতন অর্শের সহিত গুহ্যভ্রংশ। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

গ্রাফাইটিস—গুহ্যদ্বারে কণ্ডুয়ন, অর্শ রোগের সহিত গুহ্যভ্রংশ। গুহ্য দ্বার স্ফীত, আমাশয়ের সহিত রোগ। জ্বালা ও বিদারণ, রক্তপাত। গুহ্য পার্শ্বে খুস্কি উঠা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—মলদ্বারের শক্তি শূন্যতা হেতু গুহ্যভ্রংশ, বারম্বার বৃথা মল বেগ, কোষ্ঠবদ্ধ বা অপ্রচুর মলত্যাগ, মলদ্বারে চাপ, রক্ত নিঃসরণ, ও সঙ্কোচন অনুভব। বিবমিষা, বমন, উদরাধ্মান, শূল বেদনা, অর্শ রোগের সহিত গুহ্যভ্রংশ। এই ঔষধ অনেক অংশে ইগ্নেসিয়ার সদৃশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পডোফাইলম্—গুহ্যভ্রংশ রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীলোক ও বালকদের রোগে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী। মল শুভ্রবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও কর্দ্দমবৎ, মল নিঃসরণের পূর্ব্বেই গুহ্যভ্রংশ, মলদ্বারে অতিশয় ক্ষত বোধ, প্রাতঃকালীয় গুহ্যভ্রংশ। পুরাতন রোগে ৩০শ শক্তি প্রাতে ও রাত্রিতে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে, উদরাময়, প্রবল থাকিলে ৬ষ্ঠ শক্তি দিনে তিন চারিবার ব্যবস্থা করিবে।

মার্কুরিয়াস—অতিসারের সহিত গুহ্যভ্রংশ, আম ও রক্ত মিশ্রিত পাতলা মল, আতিসারিক মল। মলত্যাগের সময় ও পরে গুহ্যভ্রংশ। ২৯৫ পৃষ্ঠা দেখ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

রুটা—কঠিনতর আমাশয় রোগে মলত্যাগ কালিন দীর্ঘকাল কুন্থন হেতু গুহ্য পেশীর শক্তি হরণ করিয়া গুহ্যভ্রংশ হওয়া; মূত্রত্যাগ কালে সরলান্ত্রে বেদনা। বালকদের রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস—ভ্রষ্ট সরলান্ত্রে হাতুড়ী পিটনবৎ বেদনা, দুর্গন্ধময় দুরিত আম ও রক্তক্ষরণ, অর্শ রোগে গুহ্যভ্রংশ, ভ্রষ্ট অংশ পুনঃ স্থাপনে অসমর্থ হেতু বিগলনে পরিণত ও বর্ণ মালিন্য, প্রদাহের পরিণত অবস্থা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সরিনম্—পুরাতন অতিসারে গুহ্যভ্রংশ, বালকদের দীর্ঘকাল স্থায়ী আতিসারিক উদরাময়, ভ্রষ্ট সরলান্ত্রে জ্বালা ও উগ্র বেদনা, কোমল মল নিঃসরণেও যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—স্থায়ী রূপে রোগ আরোগ্য করনার্থ ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। গুহ্য ও মূত্রাশয়ে চাপ বোধ, মলদ্বারে কনকনি বেদনা, অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি, কঠিন মলত্যাগের সহিত গুহ্যভ্রংশ। দুই তিন দিন পরে এক মাত্রা সেবন করাইবে। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

সিপিয়া—মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, অর্শ। গুটিকাতে চুলকানি, বলি হইতে রক্তস্রাব। ৩০শ শক্তি।

হাইড্রাসটিস—মল কঠিন ও পিণ্ডাকার হেতু গুহ্যভ্রংশ, সামান্যরূপ ব্যাধি, গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিক বিদারণ ও খুস্কি উঠা, সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্ফীততা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্রলাপসস্ অব দি এনাস।

ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্ব্বাংশে উপরোক্ত রোগের ন্যায়।

উপরোক্ত দুইটী রোগে দেশীয় মুষ্টি যোগ।

১। কোমল পদ্ম পত্র শুষ্ক করতঃ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করাইলে গুহ্যভ্রংশ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। শিশুদিগকে এক আনি মাত্রায় দিবে।

২। বট ক্ষীর। বট পত্র ভাঙ্গিলে যে দুগ্ধবৎ রস ক্ষরিত হয়, তাহা দশ বিন্দু কিঞ্চিৎ চিনির সহিত প্রাতে এক মাত্রা সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অতিসার সংযুক্ত রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

৩। মহিষ দুগ্ধের ঘৃত ভ্রষ্ট স্থানে লাগাইলে কিছু দিনে উহা পুনঃ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে।

৪। আম্বুলি পত্রের রস এক এক বিন্দু চক্ষুদ্বয়ে প্রক্ষেপ করিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালি মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা গ্রন্থে আমরা এই মুষ্টিযোগ দেখিয়াছি। চক্ষে ঔষধ প্রক্ষেপ করিলে যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। অনেক প্রকার রোগ চক্ষে ঔষধ প্রয়োগ করাতে আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখ করিব। ঔষধের গুণ ও শরীরের ভাব এক রেখায় স্থাপিত হইলে উহা যে কোন আকারে শরীরস্থ করিলেই রোগ বিদূরিত হইবে।

অলসার অব্ দি রেক্টম্।

সরলান্ত্রের ক্ষত।

সরলান্ত্রের নিম্নভাগের মিউকস্ মিম্ব্রেন কুঞ্চিত আকারে স্ফিংটার এনাই নামক পেশীতে যুক্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। সচরাচর এই কুঞ্চিত অংশেই ক্ষত হইয়া থাকে। উদরস্থ কঠিন পিণ্ডাকার মল ও বাহ্য বস্তুর ঘর্ষণে এই ক্ষত জন্মিতে পারে। স্পেকিউলম যন্ত্র দ্বারা সরলান্ত্র প্রসারিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই ক্ষত গোলাকার বা দীর্ঘাকারে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু মল দ্বারের সঙ্কোচনাবস্থায় বাহির হইতে দেখিলে উহা কেবল ফিসরের ন্যায় অনুভূত হয়। সরলান্ত্রের নিম্নভাগে সর্ব্বত্রই ইহা জন্মিতে পারে। অধিকাংশ সময় পশ্চাৎ ভাগেই ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইলে সরলান্ত্রে অপরিসীম জ্বালা ও বেদনা জন্মে, মলত্যাগকালে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হয়। ভয়ে রোগী মল বেগ সম্বরণ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই। সরলান্ত্রে মলের চাপ পড়িলেই টাটরানি ও জ্বালা উপস্থিত হয়। রোগী বাধ্য হইয়া চিৎকারের সহিত মলত্যাগ করিয়া থাকে। মলের সহিত রক্ত ও পূঁয় নির্গত হয়। স্ত্রীলোকদের এই প্রকার ক্ষত হইলে বেদনা ওভেরি ও জরায়ু পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে। বেদনা মূত্রস্থলীতে গমন করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বেদনা কখন কখন ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইয়া সমস্ত উদর এবং অধোদিকে উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কোন কোন সময়ে মলত্যাগকালে প্রচণ্ড বেদনা হেতু স্ফিংটার পেশীর আক্ষেপ জন্মিয়া সম্পূর্ণরূপে মলাবরোধ জন্মে, তাহাতে রোগীর অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইয়া থাক।

চিকিৎসা।

ক্ষত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। মলত্যাগের পর প্রথমতঃ উষ্ণজলদ্বারা মলদ্বার ধৌত করিয়া পরে হাইড্রাসটিস লোশন, আর্ণিকা লোশন বা ক্যালাণ্ডিউলা লোশন দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিবে। তদনন্তর ক্যালাণ্ডিউলা মলম ক্ষত স্থানে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে।

সেবনার্থ ফিসর অধ্যায়ে লিখিত ঔষধের কোন একটী নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ষ্ট্রীক্‌চার অব দি রেক্‌টম্‌।

সরলান্ত্রের সংবৃতি।

যে কোন কারণে সরলান্ত্র সঙ্কোচিত হইলে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। উৎকট ডিসেণ্ট্রী রোগে সরলান্ত্রের ক্ষত শুষ্ক হওয়ার পর উহার মিউকস ও সবমিউকস্‌ টিশুর কাঠিন্য ও পুরাতন প্রদাহ বশতঃ সচরাচর এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ, সরলান্ত্রের বহুপ্রকার ক্ষত শুষ্ক হইয়াই ইহা জন্মে। স্ত্রীলোকদের দীর্ঘ কাল প্রসব বেদনা ভোগের পর সন্তান প্রসব হইলে কখন কখন এই পীড়া হইতে দেখা যায়। শিশুর মস্তকের চাপ অনেক সময় সরলান্ত্রের উপর পতিত হওয়াতে ঐ স্থানে প্রদাহ হইয়া ষ্ট্রীকৃচার উৎপাদন করিয়া থাকে। সচরাচর গুহ্যদ্বারের দুই ইঞ্চ উপরে এই বিসদৃশ ঘটনার উৎপত্তি হয়। ঐ স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে কঠিন ও অনমনীয় বোধ হয়। এই প্রকার ব্যাধি হইলে তাহাকে যান্ত্রিক ষ্ট্রীক্‌চার বলে, তদ্ভিন্ন আর একপ্রকার ষ্ট্রীকচার আছে, তাহাকে আক্ষেপিক ষ্ট্রীকৃচার কহে। হিষ্টিরিয়া রোগে এইরূপ ষ্ট্রীকচার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শূল বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, যন্ত্রণাদায়ক অর্শ রোগ, কোরিয়া, মৃগী, কৃচ্ছ্ররজঃ ইত্যাদি রোগের আনুষঙ্গিক উপদ্রবরূপেও কখন কখন আক্ষেপিক ষ্ট্রীকৃচার হইতে দেখা যায়।

এই রোগে মল কঠিন ও নিঃসরণে বাধা প্রযুক্ত অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। বহুক্ষণ বেগ দেওয়ার পর সরু নালীর মত মল কষ্টে নির্গত হয়। মলের গাত্রে ষ্ট্রীকচারের ঘর্ষণে লম্বা লম্বি নিম্নদাগ হইয়া থাকে। মলত্যাগকালে, কটিদেশে ও নিতম্বে বেদনা, উদরাধ্মান, মলের সহিত আম ক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত

হয়। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ষ্ট্রীকচার স্থানে মলের ঘর্ষণ হেতু রক্ত পাত ও প্রদাহের উৎপত্তি হইতে পারে। অনেক সময় জরায়ুর অর্ব্বুদ, অর্শ বলি ও গুহ্যস্থ পলিপস দ্বারা মলত্যাগের বাধা জন্মিতে পারে, সাবধানে ইহা নির্ণয় করিবে।

চিকিৎসা।

ইগ্নেসিয়া—সরলান্ত্রের আক্ষেপিক আকুঞ্চন। মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে চাপক ও তীক্ষ্ণ বেদনা। বৃথা মলবেগ, নিম্নোদরে শূল বেদনা, হিষ্টিরিয়া প্রবণ লোকদের ব্যাধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্ব এনিমেলিস—সরলান্ত্রের স্থল বিশেষে কঠিনতা থাকিলে তন্নিবারনার্থে ইহা বিশেষ উপযোগী। মলত্যাগকালে নিতম্বে বেদনা, উদরের স্ফীততা, উদর স্ফীত হইয়া বক্ষস্থল চাপিত হওয়া, সরলান্ত্রে জ্বালা, সরলান্ত্রের বেদনাপূর্ণ সঙ্কোচন, সরলান্ত্রে উগ্র বেদনা ও ক্ষত বোধ, গুহ্য দ্বার দিয়া রস ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস—মলত্যাগের উপক্রমে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগের প্রবল বেগ, তৎসঙ্গে সরলান্ত্রে চিন্‌চিনি বেদনা, মূত্রস্থলীতে চাপ, আম ও রক্তক্ষরণ, আমাশয়িকবেগ, সরলান্ত্র হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ, সরলান্ত্রে ক্ষত, ইহা কার্ব্বএনিমেলিসের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য রাখে এবং সরলান্ত্রের কঠিনতায় বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কোনায়ম্‌—কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময়, আমাশয়িক বেগ, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে জ্বালা ও শীত বোধ, মলত্যাগান্তে হৃৎকম্প ও দুর্ব্বলতা বোধ, প্রভূত বায়ু নিঃসরণ, গুহ্যদ্বারে উগ্রবেদনা, সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও উত্তাপ, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—সরলান্ত্রে প্রচণ্ড চাপ বোধ, সরলান্ত্রের আক্ষেপ, সরলান্ত্রে বিদ্ধকর বেদনা, মলত্যাগকালে তীরবিদ্ধ বেদনা, জ্বালা ও ক্ষত বোধ। এই ঔষধ উভয় প্রকার ষ্ট্রীকচারেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে, আক্ষেপিক রোগে

প্রচণ্ড বেদনা ও প্রবল সংকোচন এতদ্দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, এতদ্দ্বারা অর্গানিক ষ্ট্রীকচারের কঠিনতাও বিদূরিত হইতে সক্ষম। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

নক্সভমিকা—কোষ্ঠবদ্ধ, বারম্বার বৃথা মলবেগ, উদরে শূলবেদনা, রক্ত ক্ষরণ, মলদ্বার অবরুদ্ধ অনুভব, বেদনা পূর্ণ ও আক্ষেপিক ষ্ট্রীকচার, মলদ্বারের সঙ্কোচনতা হেতু মলনিঃসরণের ব্যাঘাত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—কোষ্ঠবদ্ধ, মল পিণ্ডাকার, মলদ্বারে চাপ বোধ, মল-ত্যাগের পূর্ব্বে বেদনাপূর্ণ চাপ বোধ, বৃথা মলবেগ। শূলবেদনা, হিষ্টিরিয়া প্রবণ লোকদের ব্যাধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সাইলিসিয়া—কোষ্ঠবদ্ধ অথবা পিণ্ডাকার মল নির্গমন, বারম্বার মল-ত্যাগের ইচ্ছা, রক্তাক্ত আম ক্ষরণ, সরলান্ত্রে ভারপূর্ণ বেদনা ও কর্ত্তনকর যন্ত্রণা, মলদ্বারের আকুঞ্চন ও জ্বালা। ষ্ট্রীকচারে ক্ষত। ৩০শ শক্তি, একদিন অন্তর একমাত্রা সেবন করাইবে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—নিরর্থক মলবেগ, তদনন্তর বমন ও ঔদরাময়িক মল নিঃসরণ, উদরাধ্মান, অন্য কোন ঔষধের বিশেষ লক্ষণ না দেখিলে প্রথমেই ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করিতে দেওয়া যায় এবং মূল টিংচার শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারিরূপেও ব্যবহার করা যায়।

হাইড্রাসটিস্—এই ঔষধ ব্যাহ্যপ্রয়োগ জন্যই অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষ্ট্রীকচার রোগে বিশেষতঃ ক্যানসারের উপক্রম দেখিলে ইহা ধাবন জন্য অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। মল কঠিন ও পিণ্ডাকার থাকিলে ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনার্থ বিধান করিবে।

পলিপস্ ইন্ দি রেক্টম্।

সরলান্ত্রের অর্ব্বুদ।

ইহা একপ্রকার অর্ব্বুদ বিশেষ, এই অর্ব্বুদ ফলিকিউলার ও ফাইব্রসটিস্যু দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার আকার গোল, একটী বদরিকা হইতে গাবের পরিমাণ হইতে পারে। মূলদেশ সরু ও অপরাংশ স্থূল, কোমল ও তলতলিয়া।

এই রোগ হইলে গুহ্য ও সরলান্ত্রে ভার বোধ, আকস্ আকস্ অনুভব, অবিরত মলত্যাগের ইচ্ছা, মলত্যাগকালে অর্ব্বুদের বাধাপ্রযুক্ত মল নিঃসরণে কষ্ট, শ্লেষ্মা ও হরিত রস ক্ষরণ, কখন বা অর্ব্বুদের মূলদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। মলত্যাগের প্রচণ্ড বেগ বশতঃ কখন কখন পলিপস বাহির হইয়া পড়ে, তখন উহা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করান কঠিন হইয়া উঠে, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া প্রবিষ্ট করিতে হয়।

চিকিৎসা। অস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার মূলদেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন, তাহাতে রোগ সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহাতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে। কেহ কেহ রেশম নির্ম্মিত লিগেচার দ্বারা মূলদেশ বন্ধন করিয়া দিতে উপদেশ দেন। ইহাতেও দুই তিন দিনে অর্ব্বুদ স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করাইয়া এই রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে; নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ ঔষধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, আর্স ও আইওডাই, উক্ত তিন প্রকার ক্যালকেরিয়াই এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া চিকিৎসক সমাজে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। মলদ্বার হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ, শৈত্য স্পর্শে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩০শ বা ২০০ শত শক্তির একমাত্রা সপ্তাহে একবার সেবন করাইবে। লিলিয়েন্থাল থিরাপিউটিক্সে ৬ সপ্তাহ পরে একবার সেবনের বিধান আছে। এতৎসঙ্গে টিংচারথুজা বিন্দু জল এক ৫ আউন্স মিশ্রিত করিয়া পলিপসের গাত্রে সংলগ্ন করাইবে।

ক্রিয়োজোট—বৃহৎ ও বেদনা পূর্ণ পলিপস, টাটকা রক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় রক্তস্রাব, সরলান্ত্রে জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

টিউক্রিয়ম—পলিপসে শুড়শুড়ি ও চুলকানি বোধ। গাঢ় পীতবর্ণের ক্লেদ ক্ষরণ, রক্তস্রাব। ১ম, ৩য় শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—অতিশয় মানসিক অবসাদ, অর্ব্বুদ হইতে ক্লেদ ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

থুজা—ইহার টিংচারের লোশন পলিপসের গাত্রে সংলগ্ন করিলে ইহা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে পারে। ইহার ৩০শ শক্তি সেবনার্থ বিধান করা যায়।

এই অধিকারে লাইকোপোডিয়ম, সেঙ্গুইনেরিয়া, কেলিবাইক্রোমিকম্, মার্কুরি, পলসেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সলফর, গ্রাফাইটিস, হিপার, হাইড্রাসটিস্ ইত্যাদি ঔষধ ও ব্যবহৃত হয়।

প্রুরাইটস্ এনাই।

গুহ্য কণ্ডুয়ন।

এইটী মারাত্মক রোগ নহে কিন্তু অতি কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি। ইহা হইলে গুহ্যদ্বারের চতুর্দ্দিকে, চুল্ চুল্ ও গুড় গুড় করিয়া চুলকাইতে থাকে, রাত্রিতে শয়ন করিলে শয্যার উত্তাপে চুলকানির বৃদ্ধি হয়, বহুক্ষণ চুলকাইলে গুহ্য চর্ম্ম বিদারিত ও উহা হইতে এক প্রকার ক্লেদ ক্ষরিত হইয়া থাকে। উৎকট রোগে গুহ্য বিদারণ রোগ জন্মে। গুহ্য পার্শ্বে কোন প্রকার চর্ম্ম রোগ, অর্শ, ক্রিমি বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমির উত্তেজনা, স্ত্রীলোকদের ঋতু অবরোধ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। আর্স, ইগ্নে, এ নাইট্রিক, এমো, এলু, কলিনসো, কষ্টি, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ক্যালকে, গ্রাফাটিউক্রি, ফিরম, মার্ক, রেটানি, লাইকো, সলফর, সিনা, সিপিয়া।

আর্সেনিকম—গুহ্যের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব, উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, পরিণামে জ্বালা ও জলীয় রসক্ষরণ। উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—উপদংশ ও সোরা বিষ শরীরে প্রবেশ হেতু গুহ্যের চতুষ্পার্শ্বে গুটিকার উদ্ভব, উহাতে চুলকানি, গুহ্য চর্ম্ম শুষ্ক ও বিদারিত, চুলকাইলে পর রক্তক্ষরণ, গুহ্য বিদারণ, গুহ্য কেশ পতন। ৬ষ্ঠ ৩০শ শক্তি।

এমোনিয়া কার্ব্ব—মলদ্বারে অতিশয় কণ্ডূয়ন তদনন্তর ভয়ানক জ্বালা, জ্বালার পর ব্লিষ্টারের মত চর্ম্মের অবস্থা, রাত্রিতে চুলকানি হেতু নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এলোজ—মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি, রাত্রিতে এই উপদ্রব হেতু নিদ্রার ব্যাঘাত। অর্শ রোগ হেতু চুলকানি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কলিনসোনিয়া—গুহ্য কণ্ডূয়ন, অর্শের সহিত রোগ। রজঃকৃচ্ছ্র ও গর্ভাবস্থায় প্রচণ্ড কোষ্ঠ কাঠিন্য, শীতল জল স্পর্শে চুলকানির উপশম। শীতল জল স্পর্শে বৃদ্ধি হইলে তথায় আর্সেনিক প্রযোজ্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম আর্স—বস্ত্রের ঘর্ষণে গুহ্য চর্ম্ম ছনছনি বোধ, গুহ্য পার্শ্বে যন্ত্রণা দায়ক চুলকানি, তদনন্তর রসক্ষরণ, গুহ্য চর্ম্ম চুলকাইলে ও ঘর্ষণ করিলে আরাম বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—গুহ্য পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল পূর্ণ গুটিকা জন্মিয়া অত্যন্ত চুলকানি ঋতুর পূর্ব্বে ভগ স্থানে বিষম চুলকানি, ঋতুর পরে চুলকাণি হইলে কোনায়ম দিবে। রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

টিউক্রিয়ম—সরলান্ত্রে ক্ষুদ্র ক্রিমির অবস্থান হেতু গুহ্য কণ্ডূয়ন। নিদ্রা কালে ক্রিমি নিঃসরণ। ১ম, ৩য় শক্তি।

ফিরম মেটালিকম—ইহার লক্ষণ অবিকল টিউক্রিয়মেরসদৃশ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকো পোডিয়ম—গুহ্যের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব, উহা স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ, দিবাভাগে উষ্ণতা যোগে কণ্ডূয়নের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—গুহ্য পার্শ্বে বেদনাকর চুলকানি, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, পুরাতন রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিনা—ক্রিমি হেতু গুহ্য কণ্ডূয়ন, গুহ্যদ্বারে ক্রিমির সঞ্চরণবৎ অনুভব। মলদ্বার দিয়া ক্ষুদ্র ক্রিমির অবতরণ। ১ম, ৩য় শক্তি।

গুহ্য কণ্ডূয়ন রোগে শ্বেতসার গ্লিসরিণে মর্দ্দন করিয়া তাহা বাহ্য প্রয়োগ

করা যায়। শ্বেত সার ১ ড্রাম ট্যানিক এসিড অৰ্দ্ধ ড্রাম, ও গ্লিসরিণ ৮ আউন্স মিশ্রিত করিয়া গুহ্যের চতুৰ্দ্দিকে মৰ্দ্দন করিলেও উপকার হয়।

পাকাশয়ের ব্যাধি।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।

পাককৃচ্ছ্র ও মন্দাগ্নি।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার প্রকৃত অর্থ পাককৃচ্ছ্র, কিন্তু সাধারণতঃ অগ্নি মান্দ্য, বিলম্বে পরিপাক হওয়া, ক্ষুধা মান্দ্য, উদরাধ্মান, উদরের স্তব্ধ ভাব, উদ্গার, মুখে জলোদ্‌গম, ইত্যাদি সৰ্ব্বপ্রকার ব্যাধিই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া অর্থ প্রতিপাদন করে। গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, গ্যাষ্ট্রাইটিস, অল্‌সার অবদি ষ্টমাক ইত্যাদি পাকাশয়ের অন্যান্য ব্যাধির সহিতও এই রোগ অল্প বা অধিক পরিমাণে বৰ্ত্তমান থাকে। এইটী অতি সাধারণ রোগ, সদ্য প্রসূত শিশু হইতে মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বয়স্ক ব্যক্তিই কোন না কোন সময় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই হেতু ইহার তত্ত্ব সকলেরই বিশদরূপে অবগত হওয়া কৰ্ত্তব্য।

পরিপাক কাৰ্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইলে ডিস্‌পেপসিয়ার উৎপত্তি হয় না, অতএব এই ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইবার পূৰ্ব্বে খাদ্য বস্তুর পরিপাক সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ন, ডাইল ও তরকারি আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য বস্তু, ইহাতে অধিক পরিমাণ শ্বেত সার অবস্থান করে। শ্বেত সার যুক্ত পদার্থ মুখ মধ্যে দন্ত দ্বারা পিষ্ট ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রাক্ষা শর্করায় পরিণত হয়। উহার অধিকাংশ মুখ গহ্বর ও গলকোষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা আচুষিত হয়। এই ক্রিয়াকে ম্যাষ্টিকেশন ক্রিয়া কহে। পরিপাক সম্বন্ধে এইটী প্রথম ক্রিয়া, ভোজ্য বস্তু চৰ্ব্বিত হইয়া উদরস্থ হইবার সময় উহার সহিত কতক পরিমাণ লালাও উদরগত হইয়া থাকে, এই লালা দ্বারা অবশিষ্ট শ্বেত সারযুক্ত পদার্থ যাহা মুখ মধ্যে জীর্ণ হয় নাই, তাহা পাকস্থলীতে আসিয়া জীর্ণ হয়। এইরূপে

শর্করা বস্তুও মুখগহ্বর এবং গলকোষেই আচুষিত হয়, পাকাশয়ে ইহা পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট শর্করা পাকাশয়ে গিয়া ল্যাক্‌টিক্ এসিডে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা মাংস পরিপাক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে আমাদের দেশীয় প্রাত্যাহিক খাদ্য বস্তু জীর্ণ করিতে লালাই প্রধান সহায়। অতএব আহার কালে খাদ্যদ্রব্য দন্ত দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করতঃ গলধঃকরণ করা উচিত। বৃদ্ধাবস্থায় দন্তহীনতা হেতু এবং প্রৌঢ়ে তাড়াতাড়ি গলধঃকরণ জন্য ম্যাষ্টিকেসন্ ক্রিয়া উত্তমরূপে হয় না, ইহার ফলস্বরূপ ডিস্‌পেপসিয়া সহজেই জন্মিতে সক্ষম। মাংসাদি জান্তব খাদ্য জীর্ণ করিতে অধিক পরিমাণে পাচকরসের প্রয়োজন, এজন্য ইহাদের পাক কার্য্য পাকস্থলীতেই নির্ব্বাহিত হয়। পাকাশয়ের রসে জল, লবণদ্রাবক, ল্যাক্‌টিক এসিড, লবণ ও পেপসিন নামক পদার্থ অবস্থান করে। এই মিশ্র পদার্থকে গ্যাষ্ট্রীক যুস্ বলে, এতদ্দ্বারা এলবিউমেন, ফাইব্রিন ও কেজিনবৎ পদার্থ দ্রব হইয়া থাকে। এই দ্রবীকৃত বস্তুর কতক অংশ পাকাশয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা আচুষিত হইয়া শরীরস্থ হয়। অবশিষ্ট অংশ পরিপাক জন্য ডিওডিনম ও জুজুনম নামক অন্ত্রের অংশে প্রেরিত হয়, তথায় পিত্তরস ও প্যাংক্রিয়েটিক রস দ্বারা জড়িত হইয়া জীর্ণ হয়। এই স্থানে তৈল, ঘৃত ও মেদময় পদার্থ পরিপাক হইয়া থাকে। এইরূপে পাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য বা ছাকা জিনিসগুলি গাদ বা মলরূপে সরলান্ত্রে গিয়া উপস্থিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, খাদ্যবস্তু পাক করিতে দন্ত, লালা গ্রন্থি, পাকাশয়, যকৃত, প্যাংক্রিয়স ও অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রগুলির সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। কোন কারণে ইহার কোন একটী যন্ত্র ক্রিয়া হীন হইলে খাদ্য বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হয় না, তখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কারণ—এই রোগটী বাল্য ও যৌবনকালে প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না, অথচ বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় লাগিয়াই থাকে, অতএব বয়োবৃদ্ধি ইহার একটি কারণ মধ্যে গণ্য। বৃদ্ধাবস্থায় স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা হেতু পাকযন্ত্র সমস্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণতেজ হইয়া পড়ে, দন্ত স্খলিত হয়, তখন চর্ব্বণ করিয়া আহার করিবার শক্তি থাকেনা, এজন্য সহজেই অপাক ও মন্দাগ্নি ঘটিয়া থাকে। স্নায়ুশক্তির দুর্ব্বলতা এই রোগের একটি প্রধান কারণ অতএব সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলকর

ব্যাধির পরিণামেই ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। অতিরিক্ত রতিক্রিয়া, অধিক রাত্রিজাগরণ, অনিয়মিত পরিশ্রম, দীর্ঘকাল অনাহারে কর্ত্তন ইত্যাদি ইহার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত। অনেক সময় অনুচিত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণেও এই পীড়া হইয়া থাকে যথা—অধিক পরিমাণ ফলমূল, অসিদ্ধ তণ্ডুল, ছোলা ও কলাই আহার, প্রচুর পরিমাণে ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পিষ্টক, পোলাও মাংস ইত্যাদি আহার হেতু পাকাশয়ের উত্তেজনা জন্মাইয়া এই রোগ ঘটাইতে পারে। একদিকে যেমন কদর্য্য আহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু দরিদ্র লোকদের এই ব্যধি জন্মে, অপর দিকে ধনী ও বিলাসী লোকদের একবারে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অলস ও অকর্ম্মণ্য শরীরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ হেতু ডিস্‌পেপসিয়া হইতে দেখা যায়। এই কারণ বশতঃ অধিকাংশ বিলাসী লোকের মুখেই আমরা মন্দাগ্নির অভিযোগ শুনিয়া থাকি। অচর্ব্বিত অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করা, তাড়াতাড়ি আহার করা, মাদক দ্রব্য অভ্যস্থ করা, সর্ব্বদা চা ও কাফি ইত্যাদি বস্তু পান করা, অতিরিক্ত মসলা ও পলাণ্ডু ভোজন করা, ইহার একটী প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত। পাকাশয় প্রদাহ, গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, পাকাশয়ে ক্ষত ও যকৃতের বহুপ্রকার ব্যাধি হেতু ডিস্পেপ্‌সিয়া সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল স্থায়ী ম্যালেরিয়া জ্বর, ক্ষয় কাস, যকৃত ও প্লীহার বিবৃদ্ধি, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর, বহুমূত্র ইত্যাদি দুর্ব্বলজনক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডিস্পেপ্‌সিয়া প্রায় লাগিয়াই থাকে।

কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উপরিউক্তরূপে ডিস্পেপসিয়ার কারণগুলি বর্ণন করেন। কিন্তু মফস্বলে উঁহাপেক্ষা আরও সহজ কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতি বর্ষ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর নর নারীই এই রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে দলিত হইতেছে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন, এইটী বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধি কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির গুণে সকল বয়সের নর নারীই এতদ্দ্বারায় আক্রান্ত হইতেছে। এই হেতু বঙ্গবাসী দিন দিনই দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে।[১] দেশের সর্ব্বসাধারণ নর নারীর ইহার প্রতি দৃষ্টি না পড়িলে আর মঙ্গল নাই।

পল্লিগ্রামে প্রায় শতকরা ৯৯ জন লোকের কেবল পানীয় জলের দোষেই

মন্দাগ্নি ঘটিয়া থাকে। মফস্বলে এমন লোক অতি বিরল, যাহারা সপ্তাহে একবার উদরের গোলযোগ না ঘটিয়া থাকে। যে বাঙ্গালী দেশে থাকিয়া দুই বেলা সমানে আহার করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া প্রচুর-পরিমাণে ডাল, রুটী ও বুটের ছাতু খাইয়া জীর্ণ করিতেছে, যাহারা বঙ্গদেশে থাকিয়া চক্ষু কোটরগত, হস্ত পদ কাঠীর মত শুষ্ক ও কেবল কঙ্কালমাত্র দেহে হিন্দুস্থান গিয়াছে, তাহারা অল্প দিন মধ্যেই সুগোল দেহ ও কান্তিযুক্ত কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গোদাবরিপুরী নামক পুরি সম্প্রদায়ের একটি শৈব সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, কথাপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জল বায়ুর বর্ণনা করিলেন। শেষে বঙ্গদেশের কথায় বলিলেন, "বাবু! বলিব কি? এমন কদর্য্য স্থান আর কোথাও দেখি নাই, এই অঞ্চলে আসিয়াছি পর আমার আর উত্তমরূপ ক্ষুধা হয় না। পূর্ব্বে আমি ডাইল-রুটী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতাম, তাহাতে কিছুমাত্র অসুখ বোধ হইত না, এক্ষণে তোমাদের দেশে আসিয়াছি পর, একদিন রুটী আহার করিলে তিন দিন পেটের গোলযোগ দূরীভূত হয় না।" সাধুজী সত্য কথাই বলিয়াছেন, আমরা যে জল পান করি, তাহা নরকের দূষিত জল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ষকালে বন্যার জলে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়, তখন ধান্য গাছ সমস্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাঠ আবৃত করিয়া ফেলে, ইহার মধ্যে গৃহস্থগণ কোষ্ঠা কর্ত্তন করিয়া পচন জন্য জলে নিক্ষেপ করে। এই ধানগাছ ও পচা কোষ্ঠার সংস্রবে পল্লিগ্রামের জলগুলি প্রায় দোয়াতের কালীর ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, তখন উহার উপর চর্ব্বির মত এক প্রকার বস্তু ভাসমান হইতে থাকে, উহা পচা কোষ্ঠার ঘনীভূত ক্লেদ সমষ্টিমাত্র। এই জল হইতে দিন রাত্রি সমানে দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, প্রথম প্রথম ঐ গন্ধ নাসিকা দিয়া প্রবিষ্ট হইলে পেট পাকাইয়া বমন হইবার উপক্রম হয়। কতক দিন পরে প্রকৃতির নিয়মে ইহা সহ্য হইয়া যায়। বর্ষার শেষভাগে মাঠের এই কদর্য্য জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দিয়া নদীপথে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু অধিবাসীদের সাম্বৎসরিক খরচস্বরূপ কতক পরিমাণ জল গ্রামস্থ পুষ্করণী ও বৃহৎজলাশয়াদিতে রাখিয়া যায়। পল্লিবাসীরা সমস্ত বৎসর ঐ জল পান করিয়া থাকে। কালে সূর্য্যের উত্তাপে ও ভূবায়ুর স্পর্শে ঐ জলের

মলিনতা কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয় বটে কিন্তু তখন অন্য একপ্রকারের ময়লা আসিয়া উহাতে যুক্ত হয়।

আমাদের দেশীয় পুষ্করণী ও জলাশয়গুলি এক একটী নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার জল পান ও ইহাতে অবগাহন করিলে কেবল নিজে নহে অধঃ ও উর্দ্ধ চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত জলাশয়ের জল পান করি, তাহাকে জলাশয় না বলিয়া মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিবাসিগণ উহার তীরে মল পরিত্যাগ করিয়া জল মধ্যে শৌচ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এতদ্দ্বারা প্রথমেই একবার জল মধ্যে বিষ্ঠা মিশ্রিত করা হয়, পরে তীরস্থ পরিত্যক্ত বিষ্ঠাও বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া জলাশয়েই আসিয়া পতিত হয়। আমাদের দেশে আর একটী রীতি আছে, অবগাহন করিয়া স্নান না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, এজন্য সকলেই জলে নামিয়া স্নান করিয়া থাকে। স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়া অনেকেই উহাতে মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে, যে তাহা না করে, তাহার গাত্রের ক্লেদগুলি অন্ততঃ পরিত্যাগ করিয়া আইসে। এইরূপে মল, মূত্র ও গাত্রের ক্লেদ মিশ্রিত হইয়া জলাশয়ের জলগুলি একটী কম্পাউণ্ড মিক্সচার হইয়া উঠে। এক গামলা জলে এক রত্তি মেজেণ্টার মিশ্রিত করিলে গামলার সমস্ত জলই রঞ্জিত হইয়া উঠে, ইহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গামলার জলস্থ প্রত্যেক পরমাণুতে মেজেণ্টার পরমাণু যুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে উপপন্ন হইতেছে যে, আমাদের দেশীয় জলাশয়ের জলস্থ প্রত্যেক পরমাণুতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের পরমাণু মিশ্রিত হইয়া আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সমস্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দুগণ এক বিন্দু মল বা মূত্র স্পর্শ করিলে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এইরূপ মল মূত্রের মিক্সচার পান, তাহাতে অবগাহন ও তদ্দ্বারা দেবতার পূজা করিতে কিছুমাত্র অশুচি জ্ঞান করেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মবাসী অসভ্য মগেরা আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহারা জাতিভেদ মানে না এবং আহারাদির বিচার করে না, কিন্তু জলের বিচার করিয়া থাকে। তাহাদের জলাশয়ে কেহ নামিতে পারে না কিম্বা জলাশয়ের জল কেহ মল মূত্রাদি দ্বারা অপবিত্র করিতে সক্ষম হয় না, করিলে তাহাকে সমাজ হইতে অত্যন্ত শাসন করা হয়। হায়! কবে

আমরা মগদের সমাজের স্থায় উচ্চ সমাজ পাইব। বাস্তবিক দেখা যায়, আমাদের দেশে পানীয় জলের দোষেই অধিকাংশ সময় ডিস্‌পেপসিয়া ঘটিয়া থাকে। এই রোগের আর একটী কারণ অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবন করা, আমাদের দেশের প্রায় সকলেই কোন না কোন উপায়ে তামাক খাইয়া থাকে। তামাকের বীর্য্য নাইকোটিন পাকযন্ত্রের উপর বিষ ক্রিয়া করিয়া উহার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়, ইহাতে সহজেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে।

লক্ষণ। এই ব্যাধির লক্ষণাদি সর্ব্বদা এক আকারে প্রকাশ পায় না এবং সমস্ত গুলি লক্ষণ একত্র বর্ত্তমানও দেখা যায় না। সাধারণতঃ ক্ষুধার অভাব, উদরে গোলযোগ, উদর ভার ও বেদনা যুক্ত, উদরে সাল্ সাল্ বিন্ধা, অক্ষুধায় আহার করিলেও তাহা পরিপাক হয় না, তদ্দ্বারা উদরের গোলযোগ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। উদ্গার এই রোগের একটী প্রধান উপদ্রব, দুই প্রহরে আহার করিলে সমস্ত অপরাহ্ণ কাল উদ্গার উঠিতে থাকে, উহাতে আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন শূন্য উদরেও উদ্গার উঠিতে দেখা যায়। উদরে গব্ গব্ ধ্বনি ও বায়ু সঞ্চরণ, উদরে উচ্ছলনবৎ অনুভব, বায়ুতে উদর স্ফীত, উদ্গার উঠিয়া গেলে আধ্মানের কথঞ্চিৎ উপশম, উদ্গার না উঠিলে আধ্মান জনিত যন্ত্রণা অধিকতর হইয়া থাকে। বিবমিষা ও বমন, বমনে আহার্য্য বস্তু ও পাকাশয়ের রস নিঃসৃত হয়। সর্ব্বদা সকল রোগীতে বমন চিহ্ন দেখা যায় না। অল্প বা অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ অথবা সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান। বুক জ্বালা, ওয়াটারব্রাস অর্থাৎ মুখে জলোদ্গম, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, মলের সহিত অজীর্ণ বস্তু পতন। অল্প পরিমাণে পাতলা মল বারম্বার নিঃসরণ। মলত্যাগান্তে রোগী আরাম বোধ করে না, মনে হয় আরও মল নির্গত হইলে ভাল হইত। জিহ্বা শুষ্ক ও লেপযুক্ত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, শিরঃ-পীড়া, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, অসুখ বোধ ইত্যাকার বহুবিধ সার্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, উদরে গোলযোগ ও পাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ইত্যাদি কয়েকটী লক্ষণই প্রধান এবং ইহা দেখিয়াই সচরাচর রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

আইরিস্‌ ভার্সিকিউলার—পাকাশয়ে প্রচণ্ড জ্বালা, এই জ্বালা ঊর্দ্ধ দিকে গলদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, জ্বালা নিবারণার্থ শীতল জল পান করিলে উহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিবমিষা ও বমন, বমনে অম্ল বা মিষ্ট জল উদ্গীরণ, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, পাকাশয় পূর্ণ ও ভার বোধ, উদ্গার, পাকস্থলীতে অত্যন্ত অম্ল বোধ, অম্ল জনিত ডিস্‌পেপসিয়া, পৈত্তিক উদরাময়। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইওডিয়ম—আহারান্তে বুক জ্বালা, ক্ষুধা হইলে বক্ষস্থলে বেদনা, উদরে আক্ষেপিক বেদনা, আহারান্তে বেদনার বৃদ্ধি। বারম্বার পিপাসা, ক্ষুধার সময় পাতলা মল নিঃসরণ, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম্—ইহা গ্যাষ্ট্রডিনিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু স্নায়বীয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতেও বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আহারান্তে উদরে বেদনা, লবণাক্ত বা স্বাদ শূন্য জল বমন, পাকাশয় পূর্ণ ও ভার বোধ, উদরাধ্মান, কখন কখন ঐ আধ্মান এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, উদর বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ হয়। উদ্গার উঠাইবার বৃথা প্রয়াস, অতি শব্দে উদ্গার, মুখে অতিরিক্ত জলোদ্গম, আঠাল শ্লেষ্মা বমন। তরল পদার্থ সেবনে উদরের গোল-যোগ বৃদ্ধি। উদরে শব্দ, মিষ্ট দ্রব্য আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—পাকস্থলী বায়ুতে পূর্ণ, তদ্দ্বারা বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড চাপিত হওয়া। পাকস্থলীতে কণ্টক বিদ্ধ বেদনা, আহারান্তে অস্থিরতা বোধ, বারু-দের গন্ধযুক্ত উদ্গার, প্রাতে মুখের আস্বাদ কদর্য্য, খাদ্য বস্তুতে অম্লত্ব বোধ, ক্ষুধার অভাব, আহারান্তে বিবমিষা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিক—পাকাশয়ে চাপ বোধ, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালা এবং আক্ষেপিক বেদনা, পাকাশয়ের বেদনা, চিনি মিশ্রিত দুগ্ধপানে উপশম, বুক জ্বালা, গলা দিয়া জ্বালাকর অম্ল রসের উদ্গম, বমন ও উদরাময়, শীতল জল পানে বৃদ্ধি, উষ্ণ জল পানে উপশম। জিহ্বায় খড়ের ন্যায় আস্বাদ, গলাভ্যন্তরে মিষ্ট ও অম্লাস্বাদ, খাদ্য দ্রব্য লবণে

পোড়া অনুভব, জিহ্বায় জ্বালা ও শুষ্কতা, তজ্জন্য বারম্বার শীতল জল পানের ইচ্ছা। জিহ্বার ধার অত্যন্ত আরক্ত, জিহ্বার স্থান বিশেষ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাওয়া বৎ অনুভব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইলাপ্‌স্‌—বরফ, কুল্‌পি, ও ঠাণ্ডা বস্তু উদরে সহ্য হয় না, উহা আহার করিলেই ডিস্‌পেপসিয়ার উৎপত্তি। পাকাশয়ের অম্লতা, বিবমিষা, মূর্চ্ছা ভাব, মিষ্ট দ্রব্য আহারে ইচ্ছা, পাকাশয়ে অকস্মাৎ বেদনার সঞ্চার, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—স্নায়বীয় বিকৃতি হেতু ডিস্‌পেপসিয়া, শক্তিক্ষয়, বিলাপ, শোক ও বিষাদের পর রোগ, বহুপ্রকার উত্তেজক মদিরা, তামাক, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্রব্য সেবন জনিত রোগ, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। অজীর্ণ রোগে অধ্যাপক হেম্পল ইহার নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করেন, জিহ্বার স্বাদহীনতা, আহার্য্য দ্রব্য বিশেষতঃ উষ্ণ দ্রব্যের আস্বাদ কদর্য্য, কষ্টকর বিবমিষা, কটু উদ্‌গার, আহারের পর হিক্কা, পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা বোধ, প্রবল ক্ষুধা, হঠাৎ বমন, আহারের পর পাকাশয় প্রদেশে ফিক বেদনা, নাভি প্রদেশে জ্বালা ও বেদনা, অপরাহ্নে পাকাশয় হইতে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত বেদনা চালিত হওয়া, বেদনার সময় উদ্‌গার থাকে না, আঠাল লালা নিঃসরণ, মুখে অম্ল আস্বাদ অনুভব, শূন্য উদ্‌গার, আহারান্তে তাহার নিবৃত্তি, অপরাহ্নের আহার্য্য বস্তু রাত্রিতে বমন হইয়া নির্গমন, পাকাশয়ের আক্ষেপিক বেদনা, আধ্মানিক শূল বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, রাত্রিতে হৃৎকম্পন। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—বালক ও গর্ভবতী স্ত্রী লোকদের অজীর্ণ রোগ, অপরিমিত মাংসাহার হেতু উদরে আক্ষেপিক বেদনা সহ ডিস্‌পেপসিয়া, দ্রুত ভোজী ও উদর পরায়ণ লোকদের অজীর্ণ রোগ, আহারের অনিয়ম, অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবন, গোমাংশ ভোজন, শৈত্য ভোগ ও স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু রোগ, অজীর্ণ রোগ, পাকাশয়িক লক্ষণ প্রবল থাকিলে ইহা প্রথমেই প্রয়োগ করা উচিত। কষ্টকর বিবমিষা, মুখে জল সঞ্চয়, অবিরত নিষ্ঠীবন ত্যাগ, উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে চালিত হওয়া, রোগী বোধ করে যেন

তাহার সমস্ত অন্ত্র নিষ্পেষিত করা হইতেছে। সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি, খাদ্য বস্তু বিশেষতঃ তৈলাক্ত বস্তুতে অত্যন্ত ঘৃণা, বমন, আহারের পরই বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইয়ুরেনিয়ম নাইট্রেট্—বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পুরাতন অজীর্ণ রোগ। বমন, শুভ্রবর্ণ তরল বস্তু ও রক্ত বমন, প্রবল পিপাসা কিন্তু ক্ষুধার অভাব, আস্বাদ শূন্য অথবা দূষিত উদ্গার উত্থান, পাকস্থলীতে সাময়িক বেদনা, সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব হইলেও রোগী কিছু আহার করিলে বিশেষ উপশম বোধ করে। ৩য় বিচূর্ণ।

এগারিকাস—আহারের অব্যবহিত পরেই পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা আরম্ভ হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া, উদর কঠিন, ভারপূর্ণ, বিবমিষা ও বমন, গলনালী সঙ্কোচিত বোধ, মধ্য উদর ও নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুখের আস্বাদ লবণাক্ত, লবণাক্ত ও তিক্ত জল বমন, প্রবল ক্ষুধা ও প্রচুর পরিমাণ আহার করা, আহারের পরও অতৃপ্ত বোধ, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, পাকাশয়ে জ্বালা আরম্ভ হইয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। কয়েকবার শূন্য উদ্গার উঠিয়া হিক্কার উদ্ভব। ছিন্নকর বেদনার সহিত উদরাধ্মান, আহারান্তে নিদ্রাতুরতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনিক্রুডম্—বালক, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধাদের পাকাশয়িক গোলযোগ, পাকস্থলী ভার ও বেদনাযুক্ত, পাককৃচ্ছ্র, ক্ষুধা লোপ, দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উত্থান, রোগোন্মত্ততা, ক্রমান্বয়ে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা, পিপাসা, মুখ-মধ্য শুষ্ক, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমনিটার্ট—স্নায়বীয় অবসাদনযুক্ত ডিস্পেপসিয়া, সর্ব্বদাই নিদ্রাতুরতা, চক্ষু দুইটী আফিংখোড় মনুষ্যের ন্যায় ঢুলুঢুলু করা, বিবমিষা ও বমন, বমনে প্রচণ্ড শব্দ কিন্তু কেবল জল ও শ্লেষ্মা মাত্র উদ্গীরণ, উদরাময়, উদ্গার, রাত্রিতে দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উত্থান, পাকাশয় প্রদেশে চাপ বোধ, আহারান্তে প্রবল কাসি, মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহ্বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এনাকার্ডিয়ম—আধ্মানিক ডিস্পেপ্‌সিয়া, স্নায়বীয় পতনাবস্থা, মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা হেতু রোগ। বারম্বার আহার গ্রহণের ইচ্ছা, আহারান্তে সাময়িক উপশম বোধ, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি

হয় না, এজন্য বারম্বার অল্প পরিমাণে আহার করা। পাকাশয়ে বেদনা, বেদনা উপস্থিত হইলেই রোগী কিছু আহার করিয়া বেদনার উপশমের কামনা করে। রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলেও রোগী দুই তিনবার উঠিয়া আহার করিয়া থাকে। পাকাশয় শূন্য হইলেই আধ্মান জন্মে, আস্বাদ শূন্য বা অম্ল উদ্গার উত্থান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এবিস্‌নাইগ্রা—গলনালীর নিম্নভাগে কোন প্রকার কঠিন বস্তু যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, প্রাতে ক্ষুধার অভাব, অপরাহ্ণে ক্ষুধা বোধ, রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধা, এজন্য রোগী উঠিয়া কিছু আহার করিয়া থাকে। কঠিন দ্রব্য আহার করিলে উদরে বেদনা বোধ। পাকাশয় মধ্যে কঠিন বস্তুর গিট্টুরি রহিয়াছে বলিয়া বোধ, উদ্গার, মুখে অম্ল জলোদ্গম, বমন, পাকাশয়ের যন্ত্রণা, সমস্ত খাদ্য বস্তু পাকাশয়ের উপর চাপ দিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ। রোগোন্মত্ততা, কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এব্রোটেনম্—পাকাশয়ে অম্লাধিক্যবৎ জ্বালা, পাকস্থলী তরল দ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। প্রবল ক্ষুধা, মুখশুষ্ক, মুখের আস্বাদ অম্লযুক্ত। স্ত্রীলোকদের রক্তহীনাবস্থায় অজীর্ণ রোগ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়াকার্ব্ব—পাকাশয়ে উত্তাপ বোধ, ঐ উত্তাপ অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, পাকাশয়ে বেদনা, মুখে জলোদ্গম। আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ, রাত্রিতে পরিধেয় বস্ত্রের বন্ধন কসিয়া ধরা বোধ। বুক জ্বালা, হিক্কা, উদ্গার। আহারান্তে অসুখ বোধ ও বিবমিষা, পিপাসা প্রবল কিন্তু ক্ষুধার অভাব, সামান্যমাত্র আহার্য্য গ্রহণেই তৃপ্তি বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়ামিউরিয়েট—বক্ষস্থলে বেদনার সহিত হিক্কা, শূন্য উদ্গার, তিক্ত ও খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার, আহারান্তে মুখে জলোদ্গম, পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও শূন্য এবং ক্ষুধার ন্যায় বোধ। পাকাশয়ে বেদনা ও ক্রিমির সঞ্চালনবৎ অনুভব। প্রাতঃকালে আঠাল তরল, মল নিঃসরণযুক্ত উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এম্ব্রা—আহারান্তে উদর ভার বোধ, আবদ্ধ আধ্মান, রাত্রি বারটার

পর আধ্মানিক শূল বেদনা, উষ্ণ জল বিশেষতঃ দুগ্ধ পানে পীড়ার বৃদ্ধি। অম্ল উদ্গার, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বের ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা। গলদেশ পর্য্যন্ত ভোজ্য বস্তু উলটিয়া আসিতে চেষ্টা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলিট্রিস্ ফেরিনোসা—পুরাতন অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীন স্ত্রীলোক ও গর্ভবতী রমণীদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে ইহা বিশেষ উপযোগী, সমস্ত প্রকার খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, আহার্য্য বস্তু দেখিলেই বিবমিষা, সামান্য মাত্র আহার্য্য গ্রহণেও উদরে যন্ত্রণা বোধ, ১ম, ৩য়, শক্তি।

এলিয়ম সেটাইভা—স্থূলকায় বৃদ্ধ মনুষ্য ও পেটুকদের ডিস্‌পেপসিয়া, পুরাতন অজীর্ণ রোগ, আহারান্তে প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসরণ ও বুক জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমিনা—পাকরসের অভাব হেতু মন্দাগ্নি ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, মুখের আস্বাদ লবণাক্ত, গলনলী সংকোচিত ও রুক্ষ বোধ, এজন্য গিলনকষ্ট, ক্ষুধা প্রচুর কিন্তু গলাধঃকরণে কষ্ট জন্য রোগী আহার করিতে ইচ্ছা করেনা। বুক জ্বালা, উদরে বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত ধাবমান। অম্লও তিক্ত উদ্গার, তামাকের ধুম পানে পীড়ার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসকিউলাস হিপো—পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় অনুভব, প্রত্যূষে উদর শূন্য বোধ এবং পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর বেদনা, উদ্গার, বমন, আহারান্তে পাকস্থলীতে বেদনা, পাকস্থলীতে জ্বালা, যকৃত প্রদেশ ভার ও বেদনাযুক্ত, মলদ্বারে বেদনা, অর্শ রোগ বর্ত্তমানে ডিস্‌পেপসিয়া, গুহ্য দ্বারে চুলকানি ও ক্ষত বোধ, নাভিদেশে শূল বেদনা, সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড এসেটিক—শরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক, কঙ্কালে পরিণত দেহ, মুখে ঘ্যাপথা ক্ষত, জিহ্বা লোহিত বর্ণ, ক্ষতযুক্ত ও জ্বালা বিশিষ্ট, পাকাশয়ে অতিশয় অম্লাধিক্য, চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ। এই অবস্থায় ডিস্‌পেপসিয়া হইলে এসিড এসিটিক অমোঘ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হেম্পল কৃত মেটেরিয়া মেডিকায় এতদ্দারা আরোগ্য কৃত একটী রোগীর বিবরণ বিবৃত আছে। তাহার ক্ষুধা প্রচুর ছিল কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরেই উদরে ভয়ানক অম্ল জন্মিয়া

বিবমিষা ও বমন হইত, বমনান্তে রোগী কথঞ্চিৎ আরাম বোধ করিত। অত্যন্ত শিরোবেদনা ও চক্ষু লোহিত বর্ণ ছিল, প্রচুর পরিমাণে সোডা সেবন করিয়া রোগী আশু যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইত বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার ভয়ানক অম্লরোগে আক্রান্ত হইত। ইহাকে প্রথম ও দ্বিতীয় শক্তির এসেটিক এসিড প্রাতে এবং অপরাহ্ণে সেবন করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে রোগী দুই মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। সচরাচর ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

এসিড কার্ব্বলিক—অন্ন পরিপাক কালে উদরে বেদনা, আহার্য্য দ্রব্য অসহ্য, লঘু আহার করিলেও বিবমিষা ও বমন, জিহ্বা আরক্তিম, পুরু ও মূল দেশ সামান্যরূপ আবরণে আবৃত, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়। বদন পাণ্ডুবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড নাইট্রিক—ক্ষুধার অভাব, প্রাতঃকালে প্রবল পিপাসা, ফুস্‌ফুসে টিউবার্কেলের পচন হেতু অজীর্ণতা, বদন পাণ্ডুর ও রুগ্ন, মুখের আস্বাদ অম্ল বা মিষ্ট ভাবাপন্ন, বিবমিষা, এজন্য রোগী আহার গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সময় সময় বমন হইয়া খাদ্য দ্রব্য নিঃসরণ। পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ ও উহা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। পাকাশয়ে বেদনা ও জ্বালা, বারম্বার হাইম উঠা। তিক্ত ও অম্ল পদার্থ এবং পীতবর্ণের শ্লেষ্মা বমন। উপদংশ পীড়িত এবং পারদের অপব্যবহার জনিত মন্দ ফল হেতু ডিস্‌পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড মিউরিয়েটিক—প্রত্যেক প্রকার খাদ্য বস্তুর আস্বাদ মিষ্ট, মুখের আস্বাদ কদর্য্য ও পচিত ডিম্বের সদৃশ। জিহ্বা ভারযুক্ত, অতিশয় লালা পতন, গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা, বক্ষস্থলে জ্বালা বোধ, প্রচুর ক্ষুধা ও পিপাসা। মধ্যাহ্ণ আহারের পূর্ব্বে ও পরে হিক্কা, জলপানে হিক্কার উপশম। উদরাময়, তিক্ত ও কদর্য্য উদ্‌গার উত্থান, পাকাশয়স্থ ভোজ্য বস্তু গলনলী দিয়া উদ্গম। সামান্যমাত্র আহার গ্রহণেই উদর পূর্ণ বোধ। যকৃতের পীড়া ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্লিষ্ট ব্যক্তির ডিস্‌পেপসিয়া। পাকাশয়স্থ গ্যাষ্ট্রীক রসের অভাব হেতু অজীর্ণ রোগ। মূত্রে ফস্‌ফেট ডিপজিট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডফস্ফরিক্—সমস্ত মুখাভ্যন্তরের শুষ্কতা অথচ পিপাসার অভাব, অক্ষুধা, সামান্যমাত্র আহার গ্রহণ করিলেও তাহাতে অম্ল জন্মিয়া উদ্গার উদ্ভব। আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উদরে আক্ষেপিক বেদনা, তৎসঙ্গে অম্ল উদ্গারজনিত যন্ত্রণা। উষ্ণ খাদ্য খাইতে ইচ্ছা, দুগ্ধ পানের ইচ্ছা, অম্ল দ্রব্য আহার করিলে তিক্ত উদ্গার উত্থান অথবা উদরাধ্মানের উৎপত্তি। কখন কখন প্রবল ক্ষুধা। পাকস্থলী উর্দ্ধ ও অধোদিকে আন্দোলিত হইতেছে বলিয়া বোধ। ভুক্তদ্রব্য অবিকৃত অবস্থায় মলের সহিত নির্গমন। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয় পরায়ণ লোকের মন্দাগ্নি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড স্যালিসিলিক—আধ্মানিক ডিস্পেপ্সিয়া, আহারান্তে পাকাশয়ের স্ফীততা, কটু উদ্গার উত্থান, পাকাশয়ের অম্লতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড সল্ফিউরিক—পাকাশয়ের অম্লতা নিবারণ করিতে এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অজীর্ণতা, পাককৃচ্ছ্র, মুখের আস্বাদ দূষিত ও কদর্য্য, জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বার আস্বাদন শক্তির অভাব, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, ঘ্যাপথা ক্ষতযুক্ত। অম্ল বস্তু বমন, প্রথমে জলীয় পদার্থ পরে খাদ্য বস্তু বমন। মদ্যপায়ীদের বমন রোগ। অতিশয় অম্লতা, পাকস্থলী শীতল বোধ, মুখে সর্ব্বদাই অম্ল আস্বাদন অনুভব, পাকাশয়ে অম্লরসের আধিক্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—পাকস্থলীর অম্লতা, বমন, মুখে জলোদ্গম, আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে নাভিদেশে বেদনা, ঐ স্থান অতিশয় স্পর্শদ্বেষযুক্ত। বমন, বিশেষতঃ অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, পিত্ত ও অজীর্ণ দ্রব্য বমন। নাভিদেশে জ্বালা, ঐ জ্বালা উর্দ্ধদিকে গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, পাকাশয় ও অন্ত্রের পুরাতন প্রদাহজনিত ডিস্পেপসিয়া। ৩য় শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—পাকাশয়ে পূর্ণতা বোধ, পাকস্থলীতে বায়ুর পুঞ্জীকরণ হেতু উদরাধ্মান। উদ্গারে বায়ুর উত্থান। জিহ্বার আস্বাদ খড়ের ন্যায়। লালাপতন। সকল প্রকার খাদ্যেই ঘৃণা, আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ। রসুনের গন্ধযুক্ত উদ্গার। উর্দ্ধপথেই বায়ু নির্গমন, অধঃপথে বায়ু নিঃসরণের অভাব। গলা দিয়া গোলাকার বস্তুর উত্থানবৎ অনুভব, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের ব্যাধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওলিয়েণ্ডার—প্রচণ্ড ক্ষুধা, ক্ষুধার সময় হস্ত কম্পন এবং খাদ্য বস্তুর রসাস্বাদন না করিয়া দ্রুত ভোজন। ভোজনকালে প্রবল বেগে শূন্য উদ্গার উত্থান। বমন, বমনান্তে ক্ষুধা বোধ, পাকাশয়ের উপর হার্টের স্পন্দন অনুভব। আহার করিলেও পাকস্থলী শূন্য বোধ। পাচকশক্তির ক্ষীণতা, অধিকক্ষণ পরে আহার করিলে তৎক্ষণাৎ বমন, খাদ্য বস্তুর আস্বাদ কদর্য্য বোধ। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ককুল্‌স—গল মধ্যে শুষ্কতা ও অগ্নি শিখাবৎ জ্বালা অনুভব। ঐ জ্বালা গল নলী দিয়া পাকাশয়ে অধোগমন। ইছাফেগছের পাক্ষাঘাতিক অবস্থা হেতু গিলন কষ্ট। উদ্গার হইয়া পাকস্থলীতে বেদনার উদ্ভব। শৈত্য স্পর্শে পাকাশয়ের অসুস্থতা উৎপাদন ও প্রচুর পরিমাণে লালা পতন। শিরঃ-পীড়া, আহারান্তে বিবমিষা ও উদ্গার-উত্থান। অতিরিক্ত অধ্যয়ন, চিন্তা ও তামাক সেবন জনিত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের আস্বাদ তিক্ত বোধ। জিহ্বাগ্রে জ্বালা বোধ, গল মধ্যে শুষ্কতা, প্রবল ক্ষুধা, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, কখন বা ক্ষুধার অভাব, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, সামান্য মাত্র পান আহারেই উদরাময়ের উদ্ভব। উদর পাকাইয়া বিবমিষা, বমন, পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা, প্রত্যেকবার আহারের পরই উদরে বেদনা, রাত্রিতে পাকস্থলীতে বেদনা, উদ্গার উত্থানে বেদনার উপশম। উদর ও বক্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেদনা, কঠিন চাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও হিষ্টিরিয়া রোগযুক্ত লোকদের স্নায়বীয় ডিস্‌পেপসিয়া। তামাকের ধূমপানে উপশমযুক্ত উদর বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম—জিহ্বার আস্বাদ হীনতা, অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু ক্ষুধার অভাব। অনেক প্রকার দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা কিন্তু খাদ্য বস্তু দর্শন ও তাহার গন্ধ গ্রহণেই ঘৃণা ও বিবমিষার উদ্ভব। ক্যাক্‌টাসেও এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তথায় রোগীকে ক্ষুধাতুর হইতে দেখা যায়। উদ্গার, বিবমিষা ও বমন। প্রচণ্ড ওয়াক্যার হইয়া সমস্ত খাদ্য বস্তু বমন। স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম বোধ। পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। বারম্বার প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ১২শ শক্তি।

কষ্টিকম্‌—গলমধ্যে শুষ্কতা, গল দেশে শ্লেষ্মা সঞ্চয়, রোগী তাহা তুলিয়া ফেলিতে অসমর্থ হেতু গিলিয়া ফেলে। শীতল জল পানেচ্ছাযুক্ত পিপাসা, আস্বাদ শূন্য বা ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ যুক্ত উদ্‌গার। পাকাশয়ে চাপ বোধ, আহার কালে ও আহারান্তে বিবমিষা, অম্ল বমন, অম্ল উদ্‌গার উত্থান। পাকাশয়ে জ্বালা, চূণ পোড়া ঢেকুর উঠা, মুখ শুষ্ক ও বারম্বার গিলন চেষ্টা, বোধ হয় যেন গল মধ্যে কিছু লাগিয়া রহিয়াছে। পাকাশয়ে বেদনা জন্মিয়া নিম্ন-দিকে ও উর্দ্ধে গমন। খাদ্য বস্তু পাকাশয়স্থ হইলেই গুরুত্ব বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ, রাত্রিতে কুন্থনের সহিত শ্বেতবর্ণের তরল মলস্রাব, উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কর্ণাস ফ্লোরিডা—বমন ও বিবমিষা, উদরে বেদনাসহ শিরঃপীড়া। মুখে অম্ল জলোদ্‌গম। বিলম্বে পাক কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া। পাতলা মল-ত্যাগ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, অরুচি, শূন্য উদ্‌গার, গলাভ্যন্তর ও পাকাশয়ে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব এনিমেলিস—পাককৃচ্ছ্‌ ও মন্দাগ্নি, পাকস্থলীতে গোলযোগ। মুখ তিক্ত ও কদর্য্য আস্বাদযুক্ত, আহারান্তে পাকস্থলীতে চাপ ও পূর্ণতা বোধ। উদ্‌গার, পাকাশয়ে গব্‌ গব্‌ শব্দ, উদর ভার, স্ফীত ও স্পর্শে ক্ষতের ন্যায় বোধ। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। দুরিত তরল মলক্ষরণ। ক্ষুধা প্রবল কিন্তু খাদ্য দ্রব্যে অরুচি থাকা হেতু রোগী কিছুই আহার করিতে পারে না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস—পাকাশয়িক বিকৃতিতে ইহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। অধিক পরিমাণ দুগ্ধ, নবনীত, চর্ব্বি, তৈলাক্ত দ্রব্য, মৎস্য, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, অম্ল, বরফ ও শীতল জল পান অথবা আহারের বৈলক্ষণ্য বশতঃ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অতিশয় অম্লাধিক্য, বুক জ্বালা, এসিড্‌ ডিসপেপ্‌সিয়া, বারম্বার তিক্ত ও অম্ল উদ্‌গার উত্থান, পাকাশয়ে বা সমস্ত উদরে বায়ু সঞ্চিত হইয়া স্ফীত হওয়া। উষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উর্দ্ধ এবং অধঃপথে নিঃসরণ, পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। উদরে হুড় হুড় শব্দ, বারম্বার অল্প পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ। আহারান্তে হৃৎকম্প ও আধ্মানিক শূল বেদনা, উদরে প্রচণ্ড আক্ষেপ, উদ্‌গার উঠিয়া গেলে তাহার উপশম। দুগ্ধপানে অম্লত্ব বৃদ্ধি, বৃদ্ধদের

পুরাতন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। জিহ্বা শুষ্ক, মুখের আস্বাদ তিক্ত বা লবণাক্ত, ক্ষুধার অভাব, দুই প্রহরে আহার করিলে সমস্ত দিন ক্ষুধা হয় না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কুপ্রম—মুখের আস্বাদ মিষ্ট বা মিষ্ট মিশ্রিত তামাটে, জিহ্বা লাল ও শুষ্ক, জল পান কালে ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ হওয়া, ক্ষুধার অভাব কিন্তু শীতল জলপানের প্রবল পিপাসা। বমন, শীতল জলপানে বমনের নিবৃত্তি। দুগ্ধ পান করিলে মুখে জলোদ্‌গম। হিক্কা হইয়া বমন, বারম্বার উদ্‌গার উত্থান। বারম্বার বিবমিষা ও পেট পাকাইয়া বমন। উদরে বল সদৃশ গোলাকার বস্তুর সঞ্চরণবৎ অনুভব। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু মণ্ডলের বিকৃতি বশতঃ বমন ও ডিস্‌পেপ্‌-সিয়া, ঋতু অবরুদ্ধ হইয়া পীড়ার উদ্ভব। উদরে আক্ষেপিক বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেমোমিলা—মুখ দুর্গন্ধযুক্ত, মুখাভ্যন্তর ও জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা। গলাভ্যন্তরে শেল বিদ্ধবৎ অনুভব। মুখের আস্বাদ ধাতব, ক্ষুধার অভাব এবং অরুচি, প্রবল পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপান। তিক্ত বস্তু ও পিত্ত বমন। অম্ল উদ্‌গার, দুরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদগার। উদরে বেদনা, ক্রুদ্ধ হইলে বেদনার বৃদ্ধি, পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ, সমস্ত উদরে বেদনা, উদরের অত্যন্ত স্ফীততা। উদ্‌গার উত্থানে বেদনার বৃদ্ধি, সবুজবর্ণের মলস্রাব যুক্ত উদরাময়। অতিরিক্ত মিষ্ট আহার, ক্রোধ, বিরক্তি, দুঃখ ও ঘর্ম্ম অব-রোধ হেতু পীড়ার উদ্ভব। স্বভাব ক্রুদ্ধ ও একগুঁয়ে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোনায়ম—পাকাশয়ে জ্বালা সহকারে অম্ল উদ্‌গার, ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধযুক্ত উদ্‌গার। কাল পদার্থ বমন, পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা, আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে ও রাত্রিতে বেদনা, কাইত হইয়া থাকিলে উপশম বোধ। অম্ল ও কটু দ্রব্য বমন। আহারান্তে উদ্‌গার, পাকাশয়ের নিম্ন দেশে স্ফীততা। বৃদ্ধদের পুরাতন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাক্‌টাসগ্রাণ্ড—হৃৎপিণ্ডের পীড়াযুক্ত ডিস্‌পেপসিয়া। গল নলীর আকুঞ্চনতা হেতু গিলন কষ্ট, পাকাশয়ের আকুঞ্চনতা, রোগী বোধ করে যেন পাকস্থলী দৃঢ় বন্ধনিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্বাস কষ্ট, হৃৎকম্পন, উদরে ডাক দিয়া হৃৎকম্পন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাডমিয়ম সলফ—পাকস্থলীর উপর হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। উদরে অত্যন্ত জ্বালা, লবণাক্ত ও কটু উদ্‌গার, পাকাশয়ে কর্ত্তনকর যাতনা। বিবমিষা, শীতল বস্তু বমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া, স্ক্রফিউলাগ্রস্ত লোকদের অজীর্ণ রোগ, মুখের আস্বাদ অম্লাক্ত, তিক্ত ও কদর্য্য, রাত্রিতে মুখের শুকতা, গলনলীর আক্ষেপিক সংকোচন। লবণাক্ত দ্রব্য ও মিষ্ট আহারের ইচ্ছা। দুগ্ধ পান করিলে বিবমিষা, উদ্‌গার ও জলোদ্‌গম্। মধ্যাহ্ন আহারের পর আধ্মান, বিবমিষা ও উদরে বেদনা। ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্‌গার, বুক জ্বালা, প্রাতঃকালে বিবমিষা, পাকাশয়ে প্রস্তর চাপিতের ন্যায় চাপক বেদনা, সঞ্চালনে যাতনার বৃদ্ধি, চিৎ হইয়া শয়নে উপশম বোধ। উদরোপরি চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ। আহারান্তে উদরে বেদনা, খাদ্যবস্তু বমন, ক্ষুধার অভাব, অবিরত পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ বা তিন চারি দিন অন্তর ঔদরামস্থিক মল ত্যাগ। কর্দ্দমবৎ মল. মূত্র নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা বোধ। স্বভাব ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালাডিয়ম—পাকাশয়ে গোলযোগ ও তাহাতে বিবমিষার উৎপত্তি। পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালা, শীতল জল পান করিলেও জ্বালার নিবৃত্তি হয় না। রোগীর উদরে জ্বালা সত্ত্বেও শীতল জল পানের ইচ্ছা করে না, উষ্ণ জল ভাল বাসে। বারম্বার উদ্‌গারের সহিত অল্প পরিমাণে বায়ু উদ্‌গীরণ। সার্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতা, অনবরত শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, উঠিতে মূর্চ্ছা বোধ। জনন যন্ত্রের শক্তি ক্ষীণতা। পাকস্থলী শুষ্ক খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। কটু ও অম্লজল বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাপসিকম—পাকাশয় শীতল বা জ্বালাযুক্ত ডিস্‌পেপসিয়া, বিশেষতঃ বৃদ্ধদের রোগ। মুখের আস্বাদ কদর্য্য, জিহ্বাগ্রে ব্লিষ্টারবৎ ক্ষুদ্র ক্ষত ও উহা স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। মুখ হইতে অতিশয় কদর্য্য গন্ধ নিঃসরণ। কখন প্রবল ক্ষুধা কখন বা একবারেই ক্ষুধার অভাব, বারম্বার পিপাসা, আহারান্তে শূন্য বোধ, উদর শূন্য হইলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। আহারান্তে পাকাশয়ে জ্বালা, উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পীড়ার বৃদ্ধি। আহারান্তে মুখ মণ্ডলের আরক্ততা ও রোগী তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ

করিতে গমন করে। মরিচের ঝাঁজযুক্ত উদ্গার। মলত্যাগকালে ও পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা। উদরে আধ্মানিক শূল বেদনা, গলাধঃকরণকালে কম্প উপস্থিত। স্বভাব ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাইক্রোমিকম—অপেক্ষাকৃত পুরাতন অজীর্ণ রোগ, প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, কিছু আহার করিলে উপশম বোধ। প্রাতে মুখের আস্বাদ তামাটে, তিক্ত, অম্লাক্ত ও কদর্য্য। জিহ্বা মূলে কেশযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। জিহ্বার বর্ণ পীত, ধার লোহিত বর্ণ, মুখ মধ্যে শুষ্কতা, এজন্য রোগী বারম্বার শীতল জল পান করিয়া মুখ আর্দ্র রাখিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুধার অভাব কিন্তু পিপাসা প্রবল। আহার্য্য বস্তু উদরে গিয়া গুরুতর চাপ প্রদান করে। উদ্গারে বায়ু নিঃসরণ, ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা, উদর স্ফীত, বারম্বার শূল বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা জ্বালা ও মোচড়ান যন্ত্রণার সহিত কঠিন মল ক্ষরণ। ক্রমান্বয়ে কঠিন ও কোমল মলত্যাগ। যকৃত ও প্লীহার অসুস্থতা জনিত পুরাতন ডিস্পেপসিয়া। পাকাশয়িক গোলযোগ হেতু ভ্রূর উপরে স্নায়ুশূল, শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য বস্তু জীর্ণ করিতে অসমর্থ। আহারান্তে সমস্ত খাদ্য বস্তু উদরে চাপ মারিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ক্ষুধা না থাকিলেও উদর শূন্য বোধ। পাকাশয় হইতে উষ্ণ শিখাবৎ উত্থিত বিশেষতঃ তৈলাক্ত বস্তু আহারের পর। উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—বৃদ্ধ, স্থূলকায় ও জীবনীশক্তি ক্ষয় শীল ব্যক্তির ডিস্পেপসিয়া, জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য, মুখ হইতে ক্ষারাক্ত গন্ধ নিঃসরণ, মুখ শুষ্ক, অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্য আহারের ইচ্ছা, ক্ষুধার অভাব এবং খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, বারম্বার পিপাসা। আহারান্তে পাকাশয় হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। অম্লোদ্গার, উদর বৃহৎ, বিবমিষা, পাকাশয়ে ফিক বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, পাকাশয় শূন্য বোধ, আহার করিলেও উহা বিদূরিত হয় না। পাকাশয়ে বেদনা ও উহা বক্ষ এবং সমস্ত অঙ্গে ব্যাপৃত হওয়া। মল শুষ্ক ও নির্গমনে কষ্ট। রাত্রিতে বারম্বার মূত্র নির্গমন। দক্ষিণ কর্ণ উষ্ণ, বাম কর্ণ শীতল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিমিউরিয়েটিকা—নিয়মিত আহার কালের পূর্ব্বেই দুর্জ্জয় ক্ষুধা

জিহ্বা শুভ্র বা ধূসর বর্ণ, সেদময় খাদ্যে ঘৃণা। পোর্টেল কঞ্জেশনবশতঃ অজীর্ণ রোগ। শুভ্রবর্ণের শ্লেষ্মা উদ্‌গম, কর্দ্দমাকার বা রক্তাক্ত বস্তু বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—অরুচি, আহারে অনিচ্ছা। আহার করিলেও সহ্য হয় না, সামান্য মাত্র বস্তু ভোজন করিলেই পাকাশয়ের গোলযোগ, অতিশয় বিবমিষা, উদরাভ্যন্তরে শীতলতা বোধ, উদরে বরফের তাল চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, কটিতে বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিতে অসুখ বোধ। পাকাশয়ের স্থান বিশেষে উগ্রবেদনা, জলের আস্বাদ তিক্ত, শৈত্য আহার অসহ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতা। সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ, নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের উপশম, বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিস্ নির্দ্দেশিত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাটিওলা—পাকস্থলী জলে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। পাকাশয় মধ্যে প্রস্তরখণ্ড চালিত হইতেছে বলিয়া অনুভব। বারম্বার উদ্গার ও বিবমিষা, পাকাশয়ের আক্ষেপিক বেদনা। জলীয় মল নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—মুখের আস্বাদ তিক্ত ও লবণাক্ত, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, মুখ হইতে গলিত ডিম্বের গন্ধ ক্ষরণ, প্রাতঃকালে মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, প্রবল ক্ষুধা বা ক্ষুধার অভাব, অত্যন্ত পিপাসা, ক্ষুধাতুর হইলে অতিশয় অসুখ বোধ, আহারান্তে হিক্কার উদ্ভব, অম্ল ও খাদ্যদ্রব্যের গন্ধযুক্ত উদ্গার, পাকাশয়ের উপর চাপ দিলে উপশম বোধ। মধ্যাহ্নে আহারের পর বুক জ্বালা। আহারের কিছুকাল পরে বমন হইবার উপক্রম, বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন। অম্ল দ্রব্য বমন, পাকাশয়ে বেদনা, পাকস্থলীতে আকুঞ্চক বেদনা, পাকাশয়িক আধ্মান। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, কঠিনতর কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও পিণ্ডাকার; চর্ম্ম বিদারিত, বহুপ্রকার উদ্ভেদশীল চর্ম্ম রোগ। রাত্রিতে শয়নকালে গলনালীর আক্ষেপ ও তজ্জন্য শ্বাসরোধক বাক্য উচ্চারণ, প্রশ্বাস বায়ু মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—অধিক পরিমাণে জান্তব রস ক্ষরণ, বা বহুপ্রকার পুরাতন পীড়ায় জান্তব রসের অভাব হেতু মন্দাগ্নি, প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল বা উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহার হেতু রোগ। দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট ব্যক্তির ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। মুখের আস্বাদ কদর্য্য, প্রাতঃকালে গলমধ্যে তিক্তাস্বাদ অনুভব। খাদ্যদ্রব্য তিক্ত বা অতিশয় লবণাক্ত বোধ, জিহ্বা শুভ্র বা পীতবর্ণ, জিহ্বাগ্রে মরিচের ঝালের

ন্যায় ঝাঁজ বোধ। লালা নিঃসরণ, গলনলীর সঙ্কোচন হেতু গিলন কষ্ট। প্রবল ক্ষুধা বা ক্ষুধার অভাব, সমস্ত প্রকার খাদ্যেই অশ্রদ্ধা, পিপাসা, বারম্বার জল পানের ইচ্ছা, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, অতিশয় শীর্ণতা, চক্ষু পীতবর্ণ। প্রাতঃকালে আহারের পর অসুখ বোধ। দুগ্ধ পানের পর অম্লোদ্গার, মৎস্য, ফল-মূল, উষ্ণজল ও তাম্রকুটের ধূম পানে পাকাশয়ের গোলযোগ। দুগ্ধ পানের পর বুক জ্বালা, বুক জ্বলিয়া অম্লোদগার, তিক্ত ও খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার, বারম্বার বমন; বমনে অম্ল, কাল বস্তু ও রক্ত উদ্গীরিত হওয়া। পাকাশয়ের উপর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব। সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও পাকাশয়ে চাপ বোধ। পাকাশয়ে শৈত্য বোধ। উদরপূর্ণ, আধ্মানযুক্ত, উদ্গার উঠিলেও আরাম বোধ হয় না। পাকক্রিয়ার ক্ষীণতা, অত্যন্ত রক্তপাত হেতু পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত। অম্লজনিত পাকাশয়িক বিকৃতি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

চিনিনম্‌সলফ—ইহার ক্রিয়া অনেক অংশে চায়নার সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্রও দ্রুত ক্রিয়াশীল। মুখমধ্যে শুষ্কতা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও বিদারিত। মুখের আস্বাদ কদর্য্য, অরুচি, উদরাধ্মান, বুক জ্বালা, বিবমিষা, পিত্ত বমন, পাকাশয় ও গলনালীতে জ্বালা। নিদ্রাতুরতা, আলস্য ও জড়তা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

চেলিডোনিয়ম—জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত, মুখে তিক্ত জল সঞ্চয়, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, ক্ষুধার অভাব, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, বিবমিষা। হিক্কা, পিত্ত উদ্গার, পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ হইয়া বিবমিষা, বুক জ্বালা, পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর বেদনা, আহারান্তে উপশম বোধ। উষ্ণ খাদ্য এবং পানীয়ে আরাম বোধ। উদরে গড়গড় শব্দ, শূল বেদনা, অন্ত্রে বেদনা, কোষ্টবদ্ধ, কামল, যকৃতে ও দক্ষিণ বাহুমূলে বেদনা। ২য়, ৩য় শক্তি।

জিঙ্কম—মুখের আস্বাদ মিষ্ট ও ধাতব। জিহ্বা শুষ্ক, তজ্জন্য বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা। মৎস্য, মিষ্ট দ্রব্য, রন্ধন করা ও উষ্ণ দ্রব্য আহারে অশ্রদ্ধা। প্রবল ক্ষুধা কিন্তু আহার করিতে অনিচ্ছা। মিষ্ট দ্রব্য আহারে পীড়ার বৃদ্ধি বিশেষতঃ বুক জ্বালা। গলা দিয়া মিষ্ট আস্বাদ উদ্গীরণ, উদ্গার। পাকাশয় পাকাইয়া বমন উদ্ভব, তিক্ত শ্লেষ্মা বমন; সামান্য মাত্র

সঞ্চালনেই নবীভূত বিবমিষার উদ্ভব। জলবিন্দু পান করিলেও বমন হইয়া উদগীরণ। পাকাশয়ে আক্ষেপ। পাকাশয়ে জ্বালা, উহা গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। পাকাশয় হইতে ক্রিমি গলনালী দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া বোধ। গলনলীতে আহার্য্য দ্রব্য সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে চাপক বেদনা। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ক্রিয়ার বিকৃতি হেতু ডিস্পেপ্সিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

জিঞ্জিবরিস—মদ্যপায়ীদের পুরাতন ডিস্পেপ্সিয়া। আহারান্তে মুখে খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ বর্ত্তমান, বিশেষতঃ রুটীর আস্বাদন। মুখ মধ্য ও তালুমূল শুষ্ক, পাকাশয়ের অসুস্থতা বশতঃ প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজেও উহা অনুভব করিতে সক্ষম। মুখ শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, ধূম্র পানে অনিচ্ছা। বিবমিষা, আঠাল দ্রব্য বমন, উদরে ডাক, মন্দাগ্নি, পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় ভার বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাবাকম্—কার্ডিয়েক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। পাকাশয়ের নিম্নপ্রান্তে আক্ষেপিক চাপ, বুকজ্বালা, পাকাশয়ে জ্বালা ও টাসধরা। উদরে ডাক, উদরাধ্মান, উদর বায়ুতে পূর্ণ থাকিলেও ক্ষুধা বোধ, আহার করিলে পীড়ার বৃদ্ধি। উদর পেশীর প্রচণ্ড সঙ্কোচন। বিবমিষা ও বমন, সঞ্চলনে বৃদ্ধি। অম্ল ও উষ্ণ উদ্‌গার, উদ্‌গারে ভোজ্য বস্তুর কণিকা উদ্‌গম। অত্যন্ত শব্দ পূর্ব্বক উদ্‌গার। শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। হৃৎকম্পন, হৃৎস্পন্দন পর্য্যায়যুক্ত, শিরোঘূর্ণন, সরলান্ত্র ও মূত্রস্থলী পক্ষাঘাত যুক্ত। ওলাউঠার ডিস্পেপ্সিয়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ডলকামারা—আহারে অরুচি, উদর ভার ও পূর্ণ বোধ। নিম্নোদরে শূন্যতা অনুভব। উদরে বেদনা, মুখের আস্বাদ তিক্ত, মুখ মধ্যে জল-সঞ্চয়, জিহ্বা শুষ্ক ও কর্কশ, বিবমিষা, বমন, আঠাল শ্লেষ্মা বমন। ক্ষুধার অভাব, উদরাধ্মান, উদ্গার, বুকজ্বালা, গলনলী চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। শৈত্য স্পর্শে ব্যাধি। শীতাগমের সময় ডিস্পেপ্সিয়া। ৩য়, ষষ্ঠ শক্তি।

ডায়াস্কোরিয়া—অম্ল বা তিক্ত উদ্গার, পাকাশয়ে উগ্রবেদনা, বেদনা ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে চালিত হওয়া, আহারান্তে বেদনার বৃদ্ধি, বহু পরিমাণ

উদ্গার উঠিয়া গেলে বেদনার উপশম। হিক্কা, অধোদিক দিয়া অধিক পরিমাণ বায়ু নির্গমন। পাকাশয়ে জ্বালা ও অসুখ বোধ। বারম্বার আগমনশীল উগ্রবেদনা, এজন্য রোগী কাপড় আঁটিয়া পরিধান করিতে অসমর্থ। প্রাতে জিহ্বা কপিশবর্ণ পুরু লেপে আবৃত, তখন মুখ তিক্ত এবং আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত থাকে। ১ম, ৩য় শক্তি।

ডিজিটেলিস—আহারান্তে পাকাশয়ে অসুখ বোধ, বমন, বিবমিষা, আহারান্তে মুখ গহ্বর উগ্র অম্ল জলে পরিপূর্ণ হওয়া, আহারের দুই তিন ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত পাকস্থলীতে বেদনা ও শূন্য বোধ। সামান্য মাত্র লঘু আহার করিলেও পাকাশয়ে অসুখ বোধ। নাড়ী চঞ্চল ও পর্য্যায়ক্রমিক, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অসম। মুখের আস্বাদ মিষ্ট, অধিক পরিমাণ লালাস্রাব। মৃত্যু তুল্য বিবমিষা, বমন হইলেও বিবমিষার নিবৃত্তি হয় না। প্রাতঃকালীয় বমন। ভুক্ত দ্রব্য বমন। পাকাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হইয়া গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। হৃৎপিণ্ডের ব্যাধিবশতঃ ডিস্‌পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

থুজা—উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, অক্ষুধা, উদ্গার, পিপাসা, উদরে শব্দ, উদরে জীবিত বস্তুর সঞ্চরণবৎ অনুভব। আহার্য্য বস্তুর আস্বাদ লবণ শূন্য বোধ। প্রাতে মুখের আস্বাদ পচিত ডিম্ব সদৃশ। আহারকালে বারম্বার উদ্গার। মেদময় বস্তু বমন। তরল বস্তু গলাধঃকরণকালে ঢক্‌ঢক্ শব্দ পূর্ব্বক উদরস্থ হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—ডিস্পেপ্সিয়ায় ইহার অতি বিস্তৃত অধিকার। নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার রোগেই ব্যবহৃত হয়। অধিক পরিমাণ শীতল জল পান, বরফ, কুল্পি, অম্ল দ্রব্য, মসল্যা ও ঝাঁসলে দ্রব্য ভোজন এবং অপরিমিত মদ্যপায়ী ও তাম্রকূট সেবীদের ডিস্‌পেপসিয়া, অতিরিক্ত অধ্যয়নকারীদের পুরাতন অজীর্ণ রোগে ইহার বিলক্ষণ অধিকার, আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা ও অসুখ বোধ, বুক জ্বালা, অম্লোদ্গার, বমন, ভুক্ত পদার্থ ও অম্ল দ্রব্য বমন। উদরাধ্মান। মুখের আস্বাদ তিক্ত, কদর্য্য ও অম্লাক্ত। অন্ত্রের ক্রিয়া বৈষম্য, অল্প অল্প মলত্যাগ বা নিরর্থক মলবেগ। সময় সময় চিনচিনি বেদনা, মধ্যাহ্নে আহারের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে মুখের আস্বাদ অম্লাক্ত, তিক্ত

ও কদর্য্য। জিহ্বা শুভ্র বা পীত আবরণে আবৃত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মুখ মধ্য শুষ্ক ও ঝলসিয়া যাওয়াবৎ অনুভব, অথচ পিপাসার অভাব। প্রবল ক্ষুধা বা অক্ষুধা। দুগ্ধ পান করিলে পাকাশয়ে গিয়া অম্লোৎপত্তি, আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ। রোগোন্মত্ত ভাব। মুখে জলোদ্‌গম, সচরাচর যে সমস্ত বস্তু আহার করা যায় তাহাতে অশ্রদ্ধা। উপযুক্তরূপ ক্ষুধা প্রায়ই হয় না, যদি কখনও প্রবল ক্ষুধা জন্মে তখন কয়েক গ্রাস আহার করিলেই আর খাইতে ইচ্ছা হয় না। আহারান্তে ক্ষুধা রহিয়া গেল বলিয়া বোধ। দুর্ব্বলতা, আলস্য, তন্দ্রা, জড়তা ও উৎসাহ হীনতা। উদ্‌গার, বিবমিষা ও বমন, উদ্‌গারে অম্ল জল উত্থান। প্রত্যূষে বিবমিষা ও বমন। আহারান্তে বমন। কেবল বিবমিষা বা ওয়াক। আহারান্তে উদ্‌গার হইয়া দুই একটী অন্ন উদ্‌গম্।

উদর বেদনা—থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, টাসধরা বেদনা, উদরে সাল-সাল বিন্ধা। পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় অনুভব। পাকস্থলী টাসিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া বোধ। পাকাশয় প্রদেশ স্ফীত ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত। চর্ম্মের নিম্ন-ভাগে স্ফোটক উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ। আহারান্তে পাকাশয়িক বেদনা বৃদ্ধি।

বমন—নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার বমনেই ইহা ফলপ্রদ। অনেক রোগীকে দেখা যায় যে, তাহারা বহুকাল যাবৎ আহারের পরই বমন করিয়া থাকে, তাহাদের বমন নিবারণ করিতে এই ঔষধ বিলক্ষণ সমর্থ। উদরে যন্ত্রণা, পাকস্থলী স্ফীত ও অজীর্ণ দোষে দূষিত, রক্তবমন ইত্যাদি লক্ষণে নক্সভমিকা কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় বমন—আক্ষেপিক বমন, প্রাতঃকালীয় বমন, উদর পাকা-ইয়া বমন, মুখে বহুপরিমাণ জলের পুঞ্জীকরণ, বিবমিষা, উদরাধ্মান, পাকা-শয়ের উর্দ্ধপ্রদেশে জ্বালা, সামান্যমাত্র আহার গ্রহণেই উদরের স্ফীতি, আহা-রান্তেও ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণজনিত গর্ভরোগে নক্সভমিকা ফলপ্রদ।

মূত্রযন্ত্র—কিডনি ও ব্লাডারে কর্ত্তনকর বেদনা। মলদ্বার ও পেরিনিয়মে বেদনা। উদরের পেশীতে থেতলান বেদনা। মলত্যাগ করিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। বারম্বার বৃথা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা।

স্নায়ুমণ্ডলে নক্সভমিকার বিলক্ষণ অধিকার আছে, এজন্য স্নায়বীয় অজীর্ণ

রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তকে বেদনা, মত্ততার ন্যায় অবস্থা, মস্তক হেঁট করিলে ও শিরঃসঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি, মানসিক পরিশ্রমের পর রোগ, কর্ণে গুন্‌গুন্‌ শব্দ, নাসামূলে বেদনা, প্রাতঃকালে, আহারের পর খোলা বাতাসে বেদনার বৃদ্ধি, ক্ষীণ দৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত অজীর্ণ রোগে নক্সভমিকা কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

নক্সভমিকায় পিপাসা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু রোগী অধিক জল পান করিতে পারে না, কতকপরিমাণ জল পান করিলেই পীত জল উল্টিয়া আসিতে চায়। উত্তর-পূর্ব্ব বাতাসে বর্দ্ধনশীল ডিস্পেপ্সিয়া, অর্শরোগযুক্ত পুরাতন অজীর্ণ রোগ ইত্যাদিতে ইহা অমোঘ ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—আধ্মানিক অজীর্ণ রোগ, পাকস্থলীর স্ফীততা, তদ্দ্বারা বক্ষযন্ত্র চাপিত হইয়া শ্বাসকষ্ট ও রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত। আহার্য্য বস্তু উদরস্থ হইয়া বায়ু জন্মায় বলিয়া অভিযোগ। অধিক মসল্যা জড়িত খাদ্যে বিশেষ অসুখ জন্মায় না। অজীর্ণ রোগে হিক্কা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকও হিষ্টিরিয়া ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের ডিস্পেপ্সিয়া, আর্দ্র ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম। আহারান্তে পাকাশয়ের স্ফীততা, খাদ্য বস্তু, তিক্ত জল ও অম্লাক্ত বস্তু বমন। পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ, ক্ষুধা, সামান্য আহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি। মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক কিন্তু জল পানে প্রবৃত্তি থাকে না। মুখে ধূনিত তুলার ন্যায় লালার উদ্ভব। বুকজ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌কার্ব্ব—সামান্যমাত্র আহারের অনিয়মেই ডিস্পেপ্সিয়ার উৎপত্তি লক্ষণযুক্ত রোগে হেনিমেন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। অবিরত ক্ষুধা, দুর্জ্জয় পিপাসা, শীতল পানীয় সেবনে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, অম্লোদগার, প্রাতে কষ্টকর বিবমিষা, আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ। পাকাশয়প্রদেশ হইতে জ্বালাকর বেদনা উপস্থিত হইয়া স্কাপুলা বা অংশ ফলকাস্থি পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। পাকাশয়ের আকুঞ্চন, আহারের অব্যবহিত পরেই শূল বেদনা, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শিথিলতা, প্রাতঃকালে উদ্‌গার, তখন গল নলী ও পাকস্থলীর সঙ্কোচন বোধ। প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও কোমল মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌মিউরিয়েটিকম্‌—আহার্য্য বস্তুতে ঘৃণা, লবণাক্ত খাদ্যে স্পৃহা, অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্তু কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না। গলনলী ও পাকাশয়ের মুখে কোন বাহ্যবস্তু যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ইথেসিয়া ও জিঙ্কে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জিহ্বায় চুল লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ। জিহ্বার স্বাদ শূন্যতা, মুখমধ্যের শুষ্কতা, আহারান্তে উদ্গার। বুকজ্বালা, বিবমিষা, পাকস্থলীতে আক্ষেপ, পাকাশয়ে শীতলতা বোধ। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের পুরাতন ডিস্পেপ্সিয়া, যকৃতের অসুস্থতা ও সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। পর্য্যায়ক্রমিক হৃৎস্পন্দন। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ন্যাট্রম সলফ—জিহ্বার আস্বাদ হীনতা, আহারান্তে মুখে অতিরিক্ত লালা সঞ্চয়, লালা গলাধঃকরণ কালে গলনলীর আকুঞ্চন, প্রবল পিপাসা কিন্তু ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব। অপরাহ্ণে ও আহারান্তে হিক্কা। বারম্বার গলা দিয়া অম্ল জল উদ্গম। বিবমিষা, বমন, প্রথমে অম্ল জল পরে তিক্ত জল উদ্গীরণ। পাকাশয়ে জ্বালা ও বেদনা, আহারান্তে উপশম বোধ। উদরাধ্মান। প্রাতঃকালীয় উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডোফাইলম—আহারান্তে বমন, ভুক্ত বস্তু উদ্গীরণ, বিবমিষা ও বমন, উত্তপ্ত ফেনিল শ্লেষ্মা বমন। বুক জ্বালা অম্লোদ্গার, ক্ষুধার অভাব বা অস্থিরতর ক্ষুধা। অম্ল দ্রব্য আহারের ইচ্ছা। মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়। প্রাতঃকালীয় উদরাময়। যকৃতের রোগবশতঃ ডিস্‌পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—পাচক শক্তির ক্ষীণতা, কয়েক দিন পূর্ব্বে যে খাদ্য আহার করা হইয়াছে তাহা বমন হইয়া নির্গমন। আহারের বহু সময় পরও মুখে পূর্ব্ব খাদ্যের আস্বাদ বর্ত্তমান। প্রাচীন ও তরুণ রোগ। জিহ্বা লেপাবৃত, জিহ্বার আস্বাদ হীনতা, মুখের আস্বাদ কদর্য্য বিশেষতঃ প্রত্যূষে। বমনোদ্রেক বিশেষতঃ পান আহারের পর, পিপাসার অভাব, মুখ মধ্য শুষ্ক কিন্তু তথাপি রোগী পিপাসা অনুভব করে না। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। মিষ্টাস্বাদ লালা পতন। প্রবল ক্ষুধা, প্রচুর পরিমাণ আহার করা, আহারান্তে বমন। খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত লবণাক্ত বোধ। দুগ্ধ, নবনীত ও তৈলাক্ত বস্তুতে ঘৃণা। পিপাসা

হীনতা প্লসেটিলার বিশেষ ধর্ম্ম হইলেও কোন কোন স্থলে অল্প অল্প পিপাসা হইতে দেখা যায় এবং রোগী কিছু কিছু জল পান করিয়া থাকে, জল পান করিলে বমনোদ্রেক, বুক জ্বালা, কচিৎ জলোদ্‌গম। বারম্বার হিকা, আহারান্তে উদরাধ্মান। উদরাময় বা কোমল মলত্যাগ। উদর বেদনা ও উদরনাদ, ঘ্রাণ শক্তির ক্ষীণতা, স্ত্রীলোকদের ঋতু সম্বন্ধীয় বহু প্রকার গোলযোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পিট্রোলিয়ম—মুখের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য, জিহ্বার মধ্য ভাগ শুভ্র বর্ণ, মুখ হইতে দুর্গন্ধক্ষরণ, প্রাতঃকালে মুখের অতিশয় শুষ্কতা ও পিপাসা। গিলিবার সময় গলমধ্যে বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। মলত্যাগের অব্যবহিত পরেই ক্ষুধা বোধ। অতিশয় ক্ষুধা। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, উষ্ণ বস্তু ও রন্ধন করা খাদ্যে ঘৃণা। প্রবল পিপাসা। অম্ল বা তিক্ত উদ্গার, বিবমিষা, তিক্ত ও সবুজ বর্ণের পদার্থ বমন। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীয় বমন। পাকাশয়ে বেদনা, আহার করিলে বেদনার উপশম। পাকাশয় পূর্ণ, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকাশয়ের বেদনা বক্ষ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। মুখে জলোদ্‌গম, পাকশক্তির অতিশয় ক্ষীণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পেপসিন—পাককৃচ্ছ্র ও মন্দাগ্নি, দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের ডিস্‌পেপসিয়া, অতিরিক্ত রস ক্ষরণ হেতু দুর্ব্বল ব্যক্তির রোগ, পুরাতন রোগের পরবর্ত্তী অগ্নিমান্দ্য। বিশুদ্ধ পেপসিন বা ১ম শক্তির বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় আহারের অব্যবহিত পরে সেবন করিতে দিবে।

প্লাণ্টাগো—বারম্বার শূন্যোদ্‌গার, মুখে গন্ধকের গন্ধ অনুভব, সামান্য রূপ লঘু আহার করিলেও উদরে ভার বোধ। পরিষ্কার বায়ুতে ভ্রমণ করিলে উদর ভারযুক্ত, বসিয়া থাকিলে আরাম বোধ। বিবমিষা কিন্তু বমন হয় না। ক্ষুধা অল্প, সামান্য আহারেই তৃপ্তি বোধ। আহারান্তে উদরে ডাক, উদরাধ্মান, তরল মল ও বায়ু নিঃসরণযুক্ত উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম—হস্ত পদের অনমনীয়তা, পাকাশয় মধ্যে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, অম্লাক্ত, সবুজ ও কাল বর্ণের পদার্থ বমন, বমন কালে উদরে জ্বালা ও বেদনা। ডিম্বের শুভ্রাংশবৎ বস্তু বমন। উষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার। জিহ্বা

পীতাভ শুভ্রবর্ণ ও বিদারণ যুক্ত। সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব। পাকাশয়ে জ্বালা ও দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। উদর প্রাচীর কঠিন ও সঙ্কোচিত বোধ, কঠিনতর কোষ্ঠ-বদ্ধ, বারম্বার বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা, কঠিন মল বহু খণ্ডযুক্ত হইয়া নির্গমন। আমজড়িত কঠিন মল, পীতবর্ণের জলীয় মলযুক্ত উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—তরুণ ও পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া, দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রাচীন মন্দাগ্নি। মুখের আস্বাদ তিক্ত, কদর্য্য ও অম্লাক্ত। জিহ্বা শুষ্ক মলিন আবরণে আবৃত। জিহ্বা মূলে ও জিহ্বায় ম্যাপ্‌থা ক্ষত। আহার্য্য গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু সামান্য মাত্র আহারেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। শীতল খাদ্য ও পানীয়ের ইচ্ছা, মিষ্ট দ্রব্যে ঘৃণা। পাকাশয়ে জ্বালা ও কর্ত্তনকর বেদনা। বিবমিষা ও বমন। উদর শূন্য বোধ, উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যে জ্বালা। রাত্রিতে গলাভ্যন্তর শুষ্ক, আহার্য্য বস্তু গলাধঃকরণকালে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম। উদরাধ্মান, উদর গর্জ্জন, বায়ু নিঃসরণে ক্ষণিক উপশম। উদরাভ্যন্তরে শীতলতা বোধ। বিনা কষ্টে কোমল ও জলীয় মল নিঃসরণ শীল উদরাময়। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, মস্তকের রক্তাধিক্য, হেক্‌টিক্‌ জ্বর, নৈশ ঘর্ম্ম। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরমমেটালিকম—মুখের আস্বাদ গলিত ডিম্বের ন্যায় কদর্য্য, মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক, ক্রমান্বয়ে ক্ষুধা ও অক্ষুধা, উদরাময়, অম্ল ও উষ্ণ দ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা। শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, আহারের অব্যবহিত পরেই বমন। অনৈচ্ছিক মল নিঃসরণযুক্ত উদরাময়। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল ক্ষরণ, অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, আধ্মানিক ডিস্‌পেপসিয়া। নীরক্তাবস্থায় অজীর্ণ রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিরমফস—স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদনযুক্ত ব্যক্তির পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া। আহারান্তে বিবমিষা ও বমন, বমিত পদার্থ এতদূর অম্লাক্ত যে তাহা স্পর্শে দন্ত অম্লাক্ত হইয়া যায়। পুরাতন উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ ও মলগত বহু প্রকার বৈষম্য। ক্ষণ ভঙ্গুর স্বপ্ন পূর্ণ নিদ্রা। প্রাতে গাত্রোত্থানের পর অতিশয় অবসাদন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফেলভলপিস—সমস্ত অন্ত্রের ক্ষীণতাজনিত ডিস্‌পেপসিয়া। উদরে অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের পুঞ্জীকরণ, উদরাধ্মান। কোষ্ঠবদ্ধ বা অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত উদরাময়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বারবেরিস—জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত, কখন বা অম্লাক্ত, মুখ হইতে ধাতব কদর্য্য গন্ধ ক্ষরণ, মুখ আঠাযুক্ত, পিপাসা, হিক্কা, উদ্‌গার, হাইম, বুক জ্বালা, প্রাতে আহারের পূর্ব্বে ও মধ্যাহ্নে আহারের পর বিবমিষা। পাকস্থলীতে চাপ বোধ। বিদ্ধকর বেদনা ও জ্বালা। আহারান্তে মুখে জলোদ্‌গম, অত্যন্ত পিপাসা অথচ জলের উপর ঘৃণা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বিসমথ—এলপ্যাথি চিকিৎসকদের মতে এইটী ডিস্‌পেপসিয়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সদৃশ চিকিৎসায়ও ইহা অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জিহ্বার আস্বাদ মিষ্ট, অম্ল ও ধাতব। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত। জল পানের ইচ্ছা কিন্তু শীত জল উদরস্থ হওয়া মাত্রই বমন হইয়া উদ্‌গীরণ, আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ। দুর্গন্ধ উদ্‌গার, আহার ও স্তন্য পানের পর বিবমিষা, বিনা কষ্টে পিত্ত বমন। এক দিন অন্তর পাকাশয়ের পূর্ণাবস্থায় বমন। পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, জ্বালা ও ভার বোধ। কোষ্ঠবদ্ধ বা দুর্দ্দমনীয় উদরাময়। হেনিমেন বিস্‌মথ প্রয়োগের নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করেন। "অল্প অল্প বিবমিষা, পাকস্থলীতে চাপ বোধ, সম্মুখ কপালে জ্বালাকর চাপক বেদনা, শিরোঘূর্ণন, কর্ণে গুন্ গুন্ শব্দ, কঞ্জাঙ্ক্‌টাইভা লোহিত বর্ণ, বমন ও উদরাময়, গল মধ্যে চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা। চর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বা মলাবৃত, আধ্মান। পৈত্তিক উদরাময়। বারম্বার জলবৎ মূত্র ক্ষরণ।" ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বেলাডনা—প্রাদাহিক ডিস্‌পেপসিয়া, মুখ আরক্ত, চক্ষু লাল, গলাভ্যন্তরে কদর্য্য আস্বাদ, বিশেষতঃ আহার ও পান কালে খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ ভাল বোধ। পাকাশয়ের উপর স্পন্দন ও কম্পন। পাকাশয় শূন্য বোধ, আহারান্তে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বোভিষ্টা—মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, গল মধ্যে জ্বালা, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর গল মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, জিহ্বা কাঠের মত অসাড় বোধ। প্রবল ক্ষুধা কিন্তু রন্ধন করা খাদ্যে অরুচি, মধ্যাহ্ন আহারের পর পূর্ব্বে ও পরে বিবমিষা, বারম্বার শূন্য উদ্‌গার। প্রাতঃকালীয় বিবমিষা কিন্তু জল মাত্র বমন, কিন্তু আহার করিলে বিবমিষার নিবৃত্তি। পাকাশয়ের উপর বরফ খণ্ড

চাপিতের ন্যায় বোধ। পাকাশয় পূর্ণ ও চাপযুক্ত। পাকস্থলীতে বেদনা। শঙ্খ দেশে আকুঞ্চক বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—টাইফয়েড ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। বিবিধ প্রকার আধ্মান ও অজীর্ণতা। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা, অম্লোদ্‌গার, তরল দুর্গন্ধযুক্ত মলক্ষরণ, উদর বেদনা, জিহ্বার মধ্যভাগ পীতবর্ণ, ধার লালবর্ণ ও উজ্জ্বল, জিহ্বা পুরু ও স্ফীত, জিহ্বায় হুল বেধবৎ যন্ত্রণা, রসাস্বাদনের অভাব, পাকাশয় প্রদেশে বেদনা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি, বিবমিষা, ক্ষুধার অভাব, বারম্বার পিপাসা, যকৃতে বেদনা, অতিশয় অবসাদন। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্যারাইটাকার্ব্ব—প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের পর মুখ মধ্যে শুষ্কতা, প্রবল ক্ষুধা কিন্তু আহার করিতে অক্ষম। পিপাসা কিন্তু জলপানে শান্তি বোধ হয় না। আহার কালে অকস্মাৎ বিবমিষা, আহারের পর পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ। বিবমিষা, প্রাতে আহারের পর বিবমিষার নিবৃত্তি। উষ্ণ খাদ্য আহারের পর কাসির উদ্রেক। শীতল খাদ্য আহারে উপশম বোধ। উদ্‌গার, উদ্‌গারে পাকাশয় হইতে বায়ুর চাপ উত্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ। আহারের কয়েক ঘণ্টা পর অম্ল বোধ। প্রত্যুষে বিবমিষা ও হৃৎকম্পন, মুখে জল সঞ্চয়। পাকাশয়ে ক্ষত বোধ। পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় অনুভূত হইলে ও কিছু আহার করিলে উহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালীয় পীড়া, তরুণ ডিস্‌পেপসিয়া। জিহ্বার আস্বাদ কদর্য্য, তিক্ত বা মিষ্ট। শীতল জলপানের পর আস্বাদ ভাল বোধ। খাদ্য বস্তুর প্রকৃত আস্বাদ ভাল বোধ। খাদ্য বস্তুর প্রকৃত আস্বাদনের অভাব। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও শুষ্ক। শূন্য অথবা তিক্ত উদ্‌গার, প্রবল ক্ষুধা, সামান্য আহারেই তৃপ্তি বোধ। খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করার পরই পুনরায় যাচ্ঞা, মিষ্ট দ্রব্য খাইবার প্রবল ইচ্ছা। অরুচি, প্রবল পিপাসা, প্রচুর পরিমাণ শীতল জল পান। উষ্ণ জল পানে আরাম বোধ। শীতল জল পানে মুখের কদর্য্য আস্বাদ দূরীভূত হওয়া। আহারের পর হিক্কা ও উদ্‌গার, উদর স্পর্শ দ্বেষযুক্ত। বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিতে অসমর্থ। উঠিতে ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বিবমিষা,

পাকাশয় অপেক্ষা অন্ত্র স্ফীত। আহারান্তে পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় অনুভব। মুখে জলোদ্‌গম। চর্ম্মের উপর চুলকানি যুক্ত গুটীকার উদ্ভব, কোষ্ঠবদ্ধ, আহারান্তে উদরাধ্মান। রাত্রিতে খাদ্য বস্তু বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এলবম্‌—পুরাতন বমন ও গর্ভাবস্থায় বমন, সঞ্চলনে বমনের বৃদ্ধি, প্রচণ্ড বমনে সবুজাভ জল উদ্‌গীরণ। মুখের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য। জিহ্বা শুষ্ক ও বিদারিত, শুভ্রবর্ণ, অগ্রভাগ ও ধার লালবর্ণ, মুখ মধ্যে জ্বালা। গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, জল দ্বারা গলা না ভিজাইলে কথা বলিতে অসমর্থ। ফল, রসাল দ্রব্য ও লবণাক্ত দ্রব্য আহারের ইচ্ছা। পাকাশয়ের উর্দ্ধ প্রদেশে গুরুতর বেদনা। শীতল জল পানের জন্য প্রবল পিপাসা। পাকাশয়ে জ্বালা, পাকস্থলীর পুরাতন দুর্ব্বলতা। কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত মন্দাগ্নি। মানসিক অবসাদন ও বিরক্তি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মস্কস্‌—হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত লোকদের পাক যন্ত্রস্থ অসুস্থতা। হৃৎকম্পন, শ্বাস কষ্ট ও অবসাদন, চলিতে কষ্ট বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—মুখের আস্বাদ কদর্য্য, তিক্ত, মিষ্ট বা লবণাক্ত। স্বাদ শূন্যতা। ক্ষুধার অভাব বা প্রবল ক্ষুধা। আহারান্তে পাকাশয় অত্যন্ত ভার বোধ। পাকাশয়ে জ্বালা, পাককৃচ্ছ্র, উদ্‌গার, বুক জ্বালা, বিবমিষা ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধ বা আমাশয়িক মলক্ষরণ যুক্ত উদরাময়। উদরাধ্মান, দুঃখিত চিত্ততা, যকৃতের পীড়া হেতু ডিস্‌পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরি কর—জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুভ্রবর্ণ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত ও শুষ্ক, মুখের আস্বাদ ধাতব ও লবণাক্ত। প্রবল পিপাসা। ক্ষুধার অভাব, অণ্ডলালিক পদার্থ ও পিত্ত বমন। উদরে অত্যন্ত স্পর্শ দ্বেষ, এজন্য বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিতে অসমর্থ। উষ্ণ দ্রব্য আহারে অনিচ্ছা, শীতল বস্তু আহারের প্রবল ইচ্ছা। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। যকৃতের পুরাতন রোগ। পুরাতন রক্তাতিসারের সহিত মন্দাগ্নি। বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মেজেরিয়ম—পাকাশয়ে জ্বালা ও অসুস্থতা, আহারে উপশম, চর্ব্বি ও তৈলাক্ত দ্রব্য আহারের ইচ্ছা, উদর বায়ুতে স্ফীত, উদরের অপরিমিত আধ্মান

হেতু আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ হইতে বাধা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, এজন্য কথা বলিতে অসমর্থ। মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন। মলিন ও কঠিন মলত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়াকার্ব্ব—অম্লজনিত ডিস্পেপসিয়া। মুখের আস্বাদ তিক্ত ও অম্লাক্ত, মুখ শুষ্ক বিশেষতঃ রাত্রি ও প্রাতে, গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে গোঁজ বিদ্ধবৎ অনুভব। প্রবল পিপাসা, বিশেষতঃ অপরাহ্ন ও রাত্রিতে। অম্লোদ্গার, অম্ল বমন। আহার কালে বিবমিষা ও শিরো ঘূর্ণন। আহারান্তে বমন। পাকাশয়ে বেদনা, চাপনে বেদনার বৃদ্ধি। উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণের অভাব যুক্ত আধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া মিউ—জিহ্বা দগ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ এবং জ্বালা ও শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত। মুখ ও গলার শুষ্কতা অথচ পিপাসার অভাব। পাকাশয় হইতে গোলার ন্যায় বস্তু গলা পর্য্যন্ত উত্থিত, উদ্গার উত্থানে উহার উপশম। প্রবল ক্ষুধা কিন্তু রোগী খাইতে ইচ্ছা করে না। মিষ্ট দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা, প্রবল পিপাসা। পলাণ্ডুর গন্ধ যুক্ত উদ্গার, মুখে অত্যন্ত জল সঞ্চয়। পাকাশয়ের স্পন্দন। পাকাশয়ে শীতলতা বোধ, গলা দিয়া জলোদ্গম, অত্যন্ত ক্ষুধা তদনন্তর বিবমিষা। প্রাতঃকালে প্রবল পিপাসা। পাকাশয়ে বেদনা, আহারান্তে বেদনার নিবৃত্তি। অন্ন পাক ক্রিয়া শেষ হইয়া আসিলে পুনরায় বেদনার উদ্ভব। মল কঠিন, পিণ্ডাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া মালার ন্যায় নির্গমন। মেষের বিষ্ঠার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে যুক্ত হইয়া নির্গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যান্গেনম্ এসিটিকম—প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর মুখ হইতে কর্দ্দমের ন্যায় গন্ধ নিঃসরণ। আহারে অনিচ্ছা, পিপাসার অভাব। আহার কালে পাকাশয়ে চাপ বোধ। আহারান্তে চাপাতে টাস ধরা ও সরলান্ত্রে বেদনা। পাকাশয়স্থ বস্তু বুক জ্বলিয়া উদ্গীরিত হইবার উপক্রম। পাকাশয়ে জ্বালা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তৎসঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা। অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যানসিনিলা—জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও অত্যন্ত তিক্তাস্বাদযুক্ত, মুখ মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, শীতল জলে ও তাহার নিবৃত্তি হয় না। শীতল জল পানের জন্য

অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা কিন্তু পাকাশয়ে জল প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ বোধ হওয়াতে পান করিতে অসমর্থ। মুখ মধ্যে ম্যাপথা ক্ষত ও জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির উদ্ভব, এজন্য কেবল তরল খাদ্য আহারে সমর্থ, কঠিন দ্রব্য গলাধঃ করণ করিতে অপারগ। জল পান করিলে পাকাশয়ে বেদনার উদ্ভব। অসম্পূর্ণ উদ্‌গার, বিবমিষা, অম্লাক্ত ও ঘাসের বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন। বমিত পদার্থ ঘাসের বর্ণযুক্ত হইলেও পরে জমাট চর্ব্বির ন্যায় শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। পাকাশয় হইতে অগ্নিশিখা উত্থিতের ন্যায় বোধ। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স্‌—প্রাতে ও আহারের পর মুখের আস্বাদ কদর্য্য ও ধাতব। খাদ্যবস্তুর আস্বাদ তিক্ত। জিহ্বা লাল, শুষ্ক ও বিদারিত। মুখ মধ্য শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা। প্রবল ক্ষুধা কিন্তু আহারে অরুচি, উদ্‌গার, বিবমিষা, হঠাৎ বমন। অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও বমন। রাত্রিতে ও আহারের পর উপদ্রব বৃদ্ধি। আহারান্তে পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ। শীতল জল পানের পর পাকাশয়ে বেদনা ও বিবমিষা। সর্ব্বদাই উদরাময়ের ভাব। জেলির ন্যায় মলত্যাগ। বিষাদ ও ক্ষুব্ধ চিন্তিতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ২০শ শক্তি।

রিয়ম—উদরে কামড়ান বেদনা, শিশুরা উদরের বেদনায় সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিয়া থাকে। অতিশয় মলবেগ, পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা সহকারে প্রবল ক্ষুধা কিন্তু মুখের অরুচি হেতু রোগী কিছুই আহার করিতে সমর্থ হয় না। পাকস্থলীতে সঙ্কোচন অনুভব। বিবমিষা, শিরঃপীড়া, বুক জ্বালা, পাককৃচ্ছ্র, যকৃতের ক্রিয়া বিপর্য্যয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

র‍্যাটানিয়া—পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া, মুখ কদর্য্য, মুখে আস্বাদ শূন্য জল সঞ্চয়। ক্ষুধার অভাব কিন্তু বারম্বার খাইতে ইচ্ছা। মধ্যাহ্নে আহারের পর উদ্‌গার, শূন্যোদ্‌গার, জল বমন। বমনান্তে অত্যন্ত অরুচি, পাকশয় স্ফীত, বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ। পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা, উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, উদ্‌গার উঠিলে উপশম বোধ। বারম্বার মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা। অনেকক্ষণ কুন্থনের পর কঠিন মল নির্গমন। পীতবর্ণের ঔদরাময়িক মলত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রুমেক্স—প্রাতে মুখের আস্বাদ তিক্ত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বা দগ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, আহারান্তে উদরাধ্মান, পাকাশয়ে চাপ ও

বিস্তৃতি বোধ, রাত্রিতে বিবমিষা, পাকাশয়ে বিদ্ধকর বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাকাশয় হইতে গলনালী পর্য্যন্ত স্থানে চাপ বোধ। আহারান্তে পাকস্থলী ভার ও চাপিত বোধ। পাকাশয় ও অন্ত্রে বেদনা, নিশ্বাস গ্রহণ কালে অন্ত্র বেদনার বৃদ্ধি, উদরাধ্মান, ডাক ও উদর বেদনা, প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণ মল ও বায়ু ক্ষরণ। নাভি প্রদেশে আধ্মানিক শূল বেদনা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

রুটা—প্রত্যেকবার আহারের পর শিরোবেদনা, সমস্ত শরীরে কণ্ডুয়ন, পাকাশয় ও অন্ত্রে খোঁচা মারা ও চর্ব্বনকর বেদনা, শীতল জল পানের প্রচুর পিপাসা। প্রচুর পরিমাণে জল পান। ক্ষুধা স্বাভাবিক কিন্তু আহার করিতে বসিলে কিছুই খাইতে পারে না। আহারের সময় বিবমিষা কখন বা বমন। অতিকষ্টে বৃহদাকার মল নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রোবিনিয়া—আহার করা মাত্রই ভুক্ত দ্রব্য অম্লে পরিণত হওয়া, পাকাশয় ভার, পূর্ণ ও আকুঞ্চিত বোধ। উদ্‌গারে অম্ল জল উত্থান। বমনে অম্ল পদার্থ নির্গমন। পাকাশয়ে ও অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্য স্থানে জ্বালাকর বেদনা। পিপাসা, রাত্রির পীত জল প্রাতে অম্লাক্ত ও সবুজবর্ণ ধারণ করিয়া বমনে নির্গমন। পাকাশয়ে অতিশয় অম্লতা। পাকাশয়ের অম্ল জল দাঁতে লাগিয়া দাঁত অম্লাক্ত হওয়া। পাকাশয় ও অন্ত্রের আধ্মানিক স্ফীততা, বালকদের অম্ল বমন, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে অম্ল গন্ধ, (রিয়ম) মলত্যাগের চেষ্টায় কেবল বায়ু মাত্র নির্গমন, কোষ্ঠবদ্ধ। মস্তক ভার ও শিরো বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া, দুর্ব্বলব্যক্তি, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, অর্শ, যক্ষ্মা, স্ক্রফিউলা, যকৃত বিবৃদ্ধি:ও পাণ্ডু রোগীর ডিস্‌পেপসিয়া। জিহ্বা শুষ্ক অথচ পিপাসার অভাব। জিহ্বা অম্লাক্ত ও তিক্ত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা। তামাক, রন্ধন করা দ্রব্য ও উষ্ণ খাদ্য খাইতে ঘৃণা। প্রবল ক্ষুধা ও অপর্য্যাপ্ত আহার করা, ক্ষুধার সময় না খাইলে শিরোবেদনার উদ্ভব। কখন বা প্রবল ক্ষুধা হইলেও রোগী আহার করিতে পারে না কয়েক গ্রাস আহার করিলেই তৃপ্তি

বোধ হয়। পিপাসা, কিন্তু জল পানের ইচ্ছা থাকে না, রাত্রিতে অল্প অল্প জল পান। সম্পূর্ণরূপে পিপাসার অভাব। অন্ত্র বিশেষতঃ নিম্নান্ত্রের আধ্মান। উদর ঘুটঘুট করা, পাকাশয় ও যকৃত প্রদেশে ভার, সঞ্চালনে ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে যন্ত্রণা বোধ। আহারান্তে উদরাধ্মান, অম্লোদ্‌গার, উদ্‌গারে আহার্য্য বস্তু পাকাশয় হইতে উত্থিত। বিবমিষা, বক্ষে চাপ বোধ। উদরে গব্‌ গব্‌ শব্দ। অন্ত্রে বেদনা, উদর স্ফীত ও আধ্মানযুক্ত। চাপক শূল বেদনা। চাপ দিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। বায়ু নিঃসরণের সহিত ঔদরাময়িক মল ক্ষরণ। কোষ্ঠ-বদ্ধ, অল্প পরিমাণ কঠিন মল কষ্টে নির্গমন। মলত্যাগকালে জ্বালা অনুভব। মুখে জলোদ্‌গম। উদ্‌গার উঠিলে আধ্মানের উপশম। মুখে অম্লাস্বাদ, হৃৎ-কম্পন। নিদ্রাতুরতা কিন্তু গভীর নিদ্রার অভাব। মূত্রে লিথিক এসিডযুক্ত পাথরিকণা বর্ত্তমান। পাকাশয় দেশে চর্ব্বণকর বেদনা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লিথিয়মকার্ব্ব—পাকাশয়ের অম্লতা, বিবমিষার সহিত পাকাশয়ে চর্ব্বনকর বেদনা। টেম্পল দেশের পূর্ণতা ও বেদনা। পাকাশয়ে চর্ব্বনকর বেদনা, এজন্য বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিতে অসমর্থ। আহার করিলে বেদনার উপশম। আহারান্তে পাকাশয় ভার ও অম্লযুক্ত হওয়া। পিপাসা, মূত্র নিঃস-রণে কষ্ট, হৃৎ প্রদেশে চাপ বোধ। মূত্রত্যাগের পরও বেগ বর্ত্তমান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লেপটেণ্ড্রা—যকৃতের পুরাতন এট্রফি হেতু ডিস্‌পেপসিয়া। বিবমিষা, বমন, উদরস্থ পদার্থ উদ্‌গীরণে মৃত্যু প্রায় যন্ত্রণা। পিত্ত ও কাল বস্তু বমন। আলকাতরার ন্যায় কাল বস্তু ভেদ, জিহ্বা পীতবর্ণ, যকৃত দেশে বিদ্ধকর বেদনা। পাকাশয় দেশে ক্ষীণতা বোধ, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে যন্ত্রণা, উহাতে মল বেগের উৎপত্তি। পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা, জল পানে উহার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবিলিয়া—গলমধ্যে জ্বালা ও শুষ্কতা, জল পানেও উহার নিবৃত্তি হয় না। গলমধ্যে পিণ্ডাকার বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব, উহাতে খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণের ব্যাঘাৎ, গলনলী আকুঞ্চিত বোধ। বক্ষে চাপ, বুকজ্বালা, বারম্বার শ্বাসকৃচ্ছ্র, সামান্য সঞ্চালনেই শ্বাস রুদ্ধতা, অক্ষুধা, ইপিগ্যাষ্ট্রীক দেশপূর্ণ

ও ভার যুক্ত, অম্লতা, বুকজ্বালা, বমন, বমনান্তে সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, ঘর্ম্মান্তে চর্ম্মোপরি সূঁচ বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ। অধিক পরিমাণে তামাক ও চা পান হেতু পাকাশয়ের পুরাতন দুর্ব্বলতা। প্রচণ্ড বিবমিষা, মুখে প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয়, গর্ভাবস্থায় বিবমিষা ও বমন, তৎসঙ্গে মুখে অপর্য্যাপ্ত জল সঞ্চয়। প্রাতঃকালীয় বমন। যক্ষ্মা রোগের পরিণামে প্রচণ্ড বিবমিষা, রাত্রিতে ও নিদ্রান্তে বিবমিষার বৃদ্ধি। সামান্যরূপ পান আহারে বিবমিষার নিবৃত্তি। পুরাতন বমন রোগ, পাকাশয়ে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ, পাকাশয়ে কঠিন বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। পাকাশয়ে টাস্‌ধরা বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্‌—মদ্যপায়ীদের পুরাতন অজীর্ণ রোগ। প্রসিদ্ধ থিরাপিউটিক্‌কার লিলিয়াস্থাল বলেন; ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদের ডিস্পেপ্সিয়াতে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী। জিহ্বার আস্বাদ অম্লাক্ত, খাদ্যবস্তু উদরস্থ হওয়ামাত্রই অম্লে পরিণত হওয়া। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, গলমধ্যে পিণ্ডাকার বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব, উহা সময় সময় নিম্নস্থ হয় বটে কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, এজন্য রোগী নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া জলদ্বারা গলা ভিজাইয়া থাকে। ক্ষুধার অভাব, অরুচি, পিপাসা কিন্তু জল পানে অনিচ্ছা। পাকাশয়ে চর্ব্বনকর বেদনা, আহারান্তে বেদনার নিবৃত্তি, কয়েক ঘণ্টা পরই পুনরায় বেদনার উৎপত্তি। উদ্গার, বুকজ্বালা, জল পানের পর বিবমিষা, হৃৎকম্পন। খাদ্যবস্তু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়ের উপর হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাক ক্রিয়ার ক্ষীণতা বিশেষতঃ পারদ সেবনের পর। অধিক পরিমাণ উদ্গার, বারম্বার গলাধঃকরণের ইচ্ছা কিন্তু গলমধ্যে গোলাবৎ বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব হওয়াতে গিলন কার্য্যের ব্যাঘাত। পাকাশয় বৃহৎ ও কঠিন বোধ, আধ্মানিক শূল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও নীল, শিরোঘূর্ণন। কোষ্ঠবদ্ধ। রাত্রিতে কঠিন মল নির্গমন। অম্লাক্ত দ্রব্য অসহ্য, উহাতে উদরাময়ের উৎপত্তি বা ডিস্পেপসিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পাকাশয়ে কম্পন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সরিণম্‌—মুখ শুষ্ক, আস্বাদ শূন্যতা, তিক্ত আস্বাদ, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্র বর্ণ। লালার আস্বাদ, বিবমিষাজনক। দন্ত সমস্ত আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। ক্ষুধা স্বাভাবিক, রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রবল ক্ষুধা, উদ্গারের গন্ধ গলিত ডিম্বের

ছায় ও কদর্য্য। প্রাতঃকালে অম্লাক্ত শ্লেষ্মা বমন। অন্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা। মুখে জলোদ্গম, উদরাধ্মান। রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মলক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—পুরাতন অজীর্ণ রোগ। জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত, অম্লাক্ত ও মিষ্ট। জিহ্বার বর্ণ শুভ্র, অগ্রভাগ ও ধার লালবর্ণ। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ বিশেষতঃ আহারের পর। মুখে য়্যাপথা ক্ষত। প্রবল ক্ষুধা ও অপর্য্যাপ্ত আহারের ইচ্ছা। পিপাসা, কিন্তু অল্প পরিমাণ জল পান, দুগ্ধে ঘৃণা, উহা পান করিলেও অম্ল বৃদ্ধি করে। হিক্কা, শূন্যোদ্গার বা ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্‌গার উত্থান। ভুক্ত দ্রব্য বমন বিশেষতঃ প্রাতে ও অপরাহ্নে। পাকাশয়দেশস্পর্শে যন্ত্রণা বোধ। পুরাতন অজীর্ণ রোগ; আহারান্তে উদরভার ও উদরাময়ের উৎপত্তি। খাদ্য দ্রব্য লবণাক্ত ও খড়ের ন্যায় আস্বাদযুক্ত। মিষ্ট দ্রব্য খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু তাহা খাইলে উদরে বেদনা জন্মায়, হিষ্টিরিয়া জনিত বমন, অর্শ রোগ ও পুরাতন যকৃৎ বিবৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ডিস্পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—মুখের আস্বাদ কদর্য্য, প্রাতে তিক্ত আস্বাদ, মুখের আস্বাদ হীনতা। জিহ্বাগ্রে কেশ সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। জিহ্বা ধূসরবর্ণ শ্লেষ্মায় জড়িত। মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালাক্ষরণ। প্রবল ক্ষুধা, উত্তেজিত স্নায়ুশক্তি লোকদের মন্দাগ্নি ও অজীর্ণতা। অরুচি, প্রবল পিপাসা, উষ্ণ খাদ্য ও রন্ধন করা বস্তুতে ঘৃণা। শীতল খাদ্য খাইতে ইচ্ছা। উদ্‌গার, বিবমিষা বুকজ্বালা, হার্টের প্রবল কম্পন। পাকাশয়ে জ্বালা ও কম্পন, প্রাতে বিবমিষা ও বমন। মল কঠিন, কোষ্ঠবদ্ধ, আভ্যাসিক পদঘর্ম্ম। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সার্সাপেরিলা—খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ তিক্ত। প্রাতে মুখের আস্বাদ তিক্ত। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত। ক্ষুধা ও পিপাসার অভাব, বারম্বার অল্প অল্প আহার করা। পাকাশয় শূন্য বোধ। রোগী বোধ করে যে, সে কিছুই আহার করে নাই। বিবমিষা ও উদরে কর্ত্তনকর বেদনা। উদরে ডাক ও জ্বালা, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, মলত্যাগকালে অধিক পরিমাণে বায়ুক্ষরণ, শূল বেদনার সহিত পৃষ্ঠে বেদনা বিশেষতঃ কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণের পর। বসিয়া প্রস্রাব করিতে বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ, দণ্ডায়মান হইলে ধারে মূত্র নিঃসরণ। মূত্রের নীচে বালুকা কণার ন্যায় বস্তুর অধঃপতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিড্রন—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে তিক্ত উদ্‌গার উত্থান। পাকাশয়ে প্রস্তর চাপের ন্যায় বোধ। বিবমিষা, মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক, শক্তির হ্রাস ও অস্থিরতা। পান ও আহারে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা—জিহ্বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ, মুখে আঠাল লালার সঞ্চয়, বহু প্রকার বস্তু খাইতে ইচ্ছা। আহারান্তেই পুনরায় ক্ষুধা বোধ, পিপাসা। নিদ্রাকালে হিক্কা, শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়ে চর্ব্বণকর বেদনা, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধের ন্যায় অনুভব। জল পানের পর উদরাময়। শ্লেষ্মা বমন, তাহাতে মস্তক দুর্ব্বল ও শূন্য বোধ। নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

সিনাপিজম—মুখ মধ্যে জ্বালা, ঐ জ্বালা গলনলী দিয়া পাকাশয়ে বিস্তৃত হওয়া। জিহ্বা ক্ষতযুক্ত, মুখে অপরিমিত জল সঞ্চয় এজন্য বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ। আহারান্তে প্রচণ্ড বুক জ্বালা। বুকাস্থিতে সামান্য চাপ দিলেও বেদনা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়া, পোর্টেল শিরার অবরোধ, জরায়ুর পীড়া হেতু পুরাতন অজীর্ণ রোগ। জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত, কদর্য্য ও লবণাক্ত। খাদ্য বস্তু অত্যন্ত লবণাক্ত বোধ। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে বেদনা। প্রবল ক্ষুধা বা সম্পূর্ণ অক্ষুধা। খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা। পিপাসা হীনতা বা প্রাতঃকালে প্রবল পিপাসা। উদরে বেদনা পান ও আহার করা মাত্রই বেদনা নবীভূত হওয়া। আহারান্তে উদ্‌গার, তিক্ত উদ্‌গার, হিক্কা। বিবমিষা, আহারের কথা মনে হইলেই বিবমিষার উদ্রেক। বুক জ্বালা, পাকাশয় হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া গলনলী পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। আহারান্তে ও খাদ্যের গন্ধে বিবমিষা। প্রাতঃকালে খাদ্য বস্তু ও পিত্ত বমন। দুগ্ধবৎ বস্তু বমন। গর্ভাবস্থায় বমন। পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকস্থলী ও উদর শূন্য বোধ। পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় ভার বোধ। পাকাশয়ে কঠিন গোলার অবস্থানবৎ অনুভব। পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হইয়া উদরে বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। আহারান্তে উদরে ডাক। সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও উদরে বেদনার উদ্ভব। পাকাশয়ে টাস ধরা। পাকাশয়ের স্পন্দন। মলদ্বারে ভার বোধ, মলত্যাগেও তাহা দূরীভূত হয় না। অপ্রচুর মলত্যাগ।

মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল নির্গমন। আহারান্তে হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন। মূত্র আবিল ও দুর্গন্ধযুক্ত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

স্যাবেডিলা—মুখে কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্য সহ্য হয় না। জিহ্বার স্বাদ শূন্যতা বা তিক্ত ও মিষ্ট আস্বাদ। জিহ্বা পীতবর্ণ, মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ, মুখে উষ্ণ জলের উদ্গম। বিবমিষা ও বমন। মুখে মিষ্ট লালার সঞ্চয়। গলমধ্যে চাঁচিয়া যাওয়া বোধ এজন্য গলাধঃকরণে কষ্ট। বুক জ্বালা, প্রবল ক্ষুধা কিন্তু আহারে অনিচ্ছা। পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপান। পাকাশয়ে শীতলতা অনুভব। পাকাশয়ে জ্বালা হইয়া গলা পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়া, ক্ষণকাল পরে ঐ জ্বালা এতদূর বৃদ্ধি হয় যে তথায় একটী জ্বলন্ত অঙ্গার অবস্থান করিতেছে বলিয়া বোধ। ভ্রমণ কালে পাকাশয় হইতে গলনলী পর্য্যন্ত স্থানে অগ্নিশিখার অবস্থানবৎ অনুভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সেলিনিয়ম—লবণাক্ত খাদ্যে ঘৃণা, রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধা, আহারান্তে উদরে গোলযোগ। মল কঠিন ও বাহ্যিক সহায়তায় নির্গত করিতে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যানিকিউলা—আহারের এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মুখে ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ অনুভব। অম্ল ও জ্বালাকর উদ্গার। সামান্য মাত্র আহারেও উদর পূর্ণ ও স্ফীত বোধ। আহারান্তে বিবমিষা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় প্রাচীন মন্দাগ্নি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—স্বাদ হীনতা, জিহ্বায় জ্বালা, মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বোধ। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, গলমধ্যে জ্বালা বিশেষতঃ মিষ্ট দ্রব্য আহারের পর। খাইতে ইচ্ছা কিন্তু কি খাইলে তৃপ্তি হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মিষ্ট দ্রব্য আহারে পীড়ার বৃদ্ধি। উদ্গার, বমন ভাব। বুক জ্বালা, শিরো বেদনা হইয়া বমন। বমনে তিক্ত জল, অম্ল ও কটু বস্তু উদ্গীরণ। পাকাশয়ে বেদনা ও চাপ বোধ। আহারে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। পাকাশয়ে জ্বালা। ক্ষুধা হীনতা, অগ্নি মান্দ্য, যকৃতে বেদনা হইয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারণ। উদরাধ্মান। মুখে ও পাকস্থলীতে উত্তাপ অনুভব। আহারের অব্যবহিত পরেই পাকাশয় শূন্য বোধও মুখে জলোদ্গম। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যানম্‌—জল ব্যতীত সমুদয় বস্তুর আস্বাদ তিক্ত বোধ। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, গলাধঃকরণ কালে গলনলী ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ, প্রবল ক্ষুধা কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার গ্রহণে অসমর্থ। আহারান্তে বিবমিষা, তৎপর পিত্ত ও অজীর্ণ বস্তু বমন। বুকে বেদনা, ক্রমান্বয়ে বেদনার আগমন ও তিরোধান। নাভির দিকে বেদনার প্রসারণ। গভীর চাপে ও ভ্রমণে উপশম বোধ। কোমল মল নিঃসরণ, রন্ধন করা বস্তুর গন্ধে বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—খাদ্য বস্তুর আস্বাদ তিক্ত ও বিকৃত। মুখাভ্যন্তর ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার উদ্ভব। বারম্বার মুখে জল সঞ্চয়। গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে শুষ্ক বোধ। খাদ্য বস্তু আহারে পূর্ণ থাকিলেও পাকাশয় শূন্য বোধ। রুটি ও দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা। তরল আহার্য্যে রুচি, পিপাসার অভাব। উদ্‌গার উত্থান গলনলী চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। অম্ল বস্তু আহারের পর তিক্ত উদ্‌গার। মুখে জলোদ্‌গম। পাকাশয় শিথিল ও ঝুলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ। উষ্ণ অপান বায়ু নিঃসরণ, তাহার গন্ধ দূরিত ডিম্ব সদৃশ। মল বদ্ধ, কোমল মল সহজে নির্গমন। বায়ুর চাপ বশতঃ মল নির্গমনের ব্যাঘাত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রাস্‌টিস্‌—মুখের আস্বাদ কদর্য্য, মুখ হইতে অধিক পরিমাণ কদর্য্য আঠাল শ্লেষ্মা ক্ষরণ। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ অজীর্ণ রোগ। রুটি ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য আহারে অম্লের উৎপত্তি, পাকাশয়ে বিদীর্ণকর বেদনা। পাকস্থলী ভার, হৃৎকম্পন, অম্লাধিক্য, বিবমিষা, উদ্গারে অধিক পরিমাণে বায়ু উত্থান, অপরাহ্নে উদর বেদনা, উদ্গার উঠিলে বেদনার উপশম, কোষ্ঠবদ্ধ, পাকাশয় শূন্য বোধ, আহার গ্রহণেও উহা দূর হয় না। পাকাশয়ের উপর দপ্‌দপ্‌ করা। অর্শ ও ফিশ্চুলা এনাইর সহিত অজীর্ণ রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সল্‌ফর—মুখের আস্বাদ তিক্ত, কদর্য্য ও ধাতব। জিহ্বাগ্রে বেদনা, গলাধঃকরণ কালে গল মধ্য চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। অম্ল ও ঝাল দ্রব্য আহারে ইচ্ছা। অপরাহ্নে অস্বাভাবিক ক্ষুধা, প্রবল পিপাসা। নিয়মিতরূপ

আহার করিলেও পাকাশয় ভারি ও চাপিত বোধ, অম্লবমন, গলমধ্যে জ্বালা ও শূল বেদনা, গন্ধ ও স্বাদ শূন্য উদ্গার। বারম্বার গলা দিয়া অম্ল জল উত্থান, রোগী বোধ করে যেন অপর্য্যাপ্ত অন্ন আহার করা হইয়াছে। বুক জ্বালা, বারম্বার ক্ষণস্থায়ী বিবমিষা। বমন হইয়া কেবল লালা নিঃসরণ। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বমন। বারম্বার সহজেই পাকাশয়ের গোলযোগ। পাকাশয় দেশ স্ফীত ও চাপিত। পাকাশয়ে জ্বালা, শূল বেদনা, পারদের অপব্যবহার জনিত বিবিধ প্রকার পাককৃচ্ছ্র। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেলোনিয়াস—মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহ্বা ও জিহ্বামূল শুষ্ক। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের লালা ক্ষরণ। ক্ষুধার অভাব, উদ্গার, পাকাশয়ে খিল ধরা বেদনা, উদরাধ্মান। পাকাশয়ে জ্বালা, সার্ব্বাঙ্গীন শোথ রোগে পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা। উদরে ডাক, ক্ষুধার অভাব, পাকাশয়ের উষ্ণতা ও জ্বালা, উদরে শূল বেদনা। মানসিক অবসাদন, মূত্র উৎপাদনের ব্যাঘাত, য়্যালবিউমেন যুক্ত মূত্রক্ষরণ, পুরাতন শোথ রোগীর মন্দাগ্নি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য এবং পানীয় জল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই রোগ অধিকাংশ সময় পথ্য ও পানীয়ের দোষে ঘটিয়া থাকে। অতএব ডিস্‌পেপসিয়া রোগীর পান আহারের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। অনেক স্থলে রীতিমত চিকিৎসা হইলেও কেবল এই দোষেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে না। আমরা অনেক স্থলে কেবল আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়াই রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই রোগের চিকিৎসা প্রকরণে দেখান হইয়াছে যে, এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার দ্রব্য আহারে রোগ জন্মিয়া থাকে বা রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকে ঐ সমস্ত দ্রব্য কখনই আহার করিতে দিবে না। আমাদের দেশে শাক, সব্জী ও ডাইল, তরকারী অধিকাংশ লোক আহার করিয়া থাকে, ঐ সমস্ত অসার বা অল্প সারযুক্ত পদার্থ এবং কাঁচা ফল-মূল খাইয়া প্রায়ই ডিস্‌পেপসিয়া হইতে দেখা যায়, অতএব মন্দাগ্নিগ্রস্ত লোককে কখনই উহা আহার করিতে দিবে না। এমত স্থলে মাংসের যুস্‌, মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পথ্য বিবেচনা

করিবে। বিধবা ও নিরামিষ ভোজী লোককে মুগের যুস্ বা আলু, পটল ইত্যাদি তরকারির যুস ব্যবস্থা করিবে। পাতলা দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে, কখন কখন দুগ্ধ উদরে সহ্য হয় না তথায় ৪৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত রীতি অনুসারে দুগ্ধ পেপটোনাইজড্ করিয়া পান করিতে দিবে। সুসিদ্ধ সরু চাউলের অন্ন, সুজি, বার্লি ইত্যাদি বেশ লঘুপাক পথ্য, আবশ্যক মত প্রথম বেলায় অন্ন এবং অপরাহ্ণে সুজির মণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। মুড়ি, চিড়া, ভাজা ছোলা ও রুটি ইত্যাদি দ্রব্য কখনই খাইতে দিবে না। একেবারে অধিক পরিমাণ ভোজন করিতে না দিয়া অল্প পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য দুই তিন বারে খাইতে দিবে।

তাম্বুল ও তাম্রকূট সেবনে অনেক সময় ডিস্‌পেপসিয়া জন্মায়, আমাদের দেশে তাম্রকুট দুই আকারে সেবন করার রীতি আছে, এক ধূমরূপে হুকায় টানিয়া খাওয়া, আর তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া আহার করা, দুই উপায়েই পাকাশয়ের শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শেষোক্ত উপায়েই অধিক পরিমাণে পাকশক্তি হ্রাস হয়। এজন্য ডিস্‌পেপসিয়া-রোগীকে সর্ব্বতোভাবে তামাক পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা দিবে। অধিক পরিমাণে তাম্বুল সেবন করাতে অনেকের ক্ষুধা কমিয়া যাইতে দেখা যায়, অতএব উহারও পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দিবে।

এই গ্রন্থের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় আমাদের দেশের পানীয় জলের যে চিত্র বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাকে এক প্রকার বিষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, একে ম্যালেরিয়া বিষে দেশ পরিপূর্ণ, তাহাতেই অধিবাসীদের পাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে, তাহার পর ঐরূপ বিষ পান করিলে যে, সহজেই অজীর্ণ রোগ জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইচ্ছা করিলে সহজেই জল পরিষ্কৃত করিয়া পান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জল অগ্নির তাপে ফুটিত করিয়া শীতল হইতে দিবে, তদনন্তর ঐ জল ১৫৯ পৃষ্ঠার লিখিত উপায়ে বালি ও কয়লার যোগে পরিষ্কার করিয়া লইলেই বিশুদ্ধ পানীয় প্রস্তুত হয়। পানকারীর ইচ্ছা থাকিলে এই কার্য্য সহজেই হইতে পারে।

শরীর রক্ষার জন্য রীতিমত শারীরিক পরিশ্রমের দরকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ সঙ্গতিপন্ন হইলেই শারীরিক পরিশ্রম করাকে অতি অপমান জনক কার্য্য মনে করেন, এইটীই আমাদের

শরীর নাশের একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইয়ুরোপে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়, তথাকার ধনী লোকেরা নানা উপায়ে শরীর সঞ্চালন করিয়া থাকেন। মহাজ্ঞানী গ্লাডষ্টোনের বৃদ্ধ বয়সেও স্বহস্তে কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ বিদারণ করার প্রস্তাব শুনা গিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, পৃথিবীর মধ্যে একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তি, তথাপি এইরূপ কার্য্য করাকে নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন না, আর আমাদের দেশের একজন সামান্য বেতনের নায়েবও কুঠার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, উহা স্পর্শ করিলেও মান হানি হইল বলিয়া মনে করেন। ইহাতে দেশের লোক যে ক্রমশঃ অল্পাহারী ও ক্ষীণজীবী হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। প্রাতে ও অপরাহ্নে পরিষ্কার স্থানে ভ্রমণ, অশ্বারোহন, ডন, কুস্তি, মুদ্গর ভাঁজন, কোদাল ও কুঠার দ্বারা কাজ করা ইত্যাদি নানা উপায়ে শারীরিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে, যাহার যাহাতে সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া কেবল ঔষধ সেবনে কেহ ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমাদের দেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবী লোকদের কেমন প্রবল ক্ষুধা, তাহারা কেমন প্রচুর পরিমাণ আহার করে, তাহাদের শরীর কেমন নিরোগ, আর ধনী লোকেরা কেমন অল্পাহারী, রুগ্ন ও দুর্ব্বল, ইহা দেখিলেই শারীরিক পরিশ্রমের উপযোগীতা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ঔষধ নির্ব্বাচন।

দেহ ভেদে ঔষধ।

দেহ গৌরবর্ণ—পলসেটিলা, ইপিকা।

" বালকদের—পলস, ক্যামো, ইপিকা, এণ্টিক্রুড্, ক্যালকে, হাইও, আইও, লাইকো, মার্ক, নক্সভ, সলফর।

" বৃদ্ধদের—কার্ব্বভেজ, চায়না, কোনা, এমোকার্ব্ব, এণ্টিক্রুড্, বারবে, কার্ব্বভেজ, চায়না, কেলিকার্ব্ব, নক্স।

দেহ অর্শরোগীর—ইস্কিউ, কষ্টি, কলিনসো।
,, হাইপোকণ্ড্রিয়াযুক্ত ব্যক্তির—ব্রাইও, ক্যালকে, চায়না, কোনা, ল্যাকে, ন্যাট্রমি, নক্স, ষ্টেফে, সলফর, ভিরাট।
,, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির—ইগ্নে, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কোনা, হাইওসা, ল্যাকে, মার্ক, নক্স, ফস, পলস, সিপি, সলফর, ভিরাট।

কারণ ভেদে বৃদ্ধি ও উৎপত্তি।

আহার অনিয়মিত সময়ে—ইপিকা, নক্স, মার্ক, হিপার।
,, অপরিমিত—নক্স, পলস, ইপিকা, চায়না, এণ্টিক্রুড্, ফস্, রস্।
,, অম্লাক্ত বস্ত—একো, এণ্টিক্রুড্, আর্স, ফিরম, কার্ব্বভেজ, হিপার, ল্যাকে, ন্যাট্রম, নক্স, ফস, একো, সলফর, এ সলফ্, জিঙ্ক, ব্রাইও।
,, অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ করিয়া—ইপিকা, নক্স।
,, উদ্ভিজ্জ বস্তু আহারজনিত—সলফর, আর্স, কার্ব্বভেজ, পলস, ব্রাইও, লাইকো, পডো, হাইড্রাস, ম্যাগনিসিমিউ।
,, চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ—কার্ব্বভেজ, পলস, চায়না, সিপিয়া, এসিডসলফ, আর্স, ব্রাইও, হেলি, কলচি, ড্রসি, ফিরম, ম্যাগনিমিউ।
,, তৈলাক্ত দ্রব্য—কার্ব্বভেজ, পলস, চায়না।
,, পিষ্টক—লাইকো, কার্ব্বভেজ, পলস, ব্রাইও, কেলিবাইক্রোম।
,, ফল—আর্স, ব্রাইও, ইলাপস্, ইপিকা, ম্যাগনিমিউ, মার্ক, ন্যাট্রমকার্ব্ব, সিপি, ভিরাট্রম।
,, ভাত ও রুটি—পলস, কেলিবাই, ব্রাই, লাইকো, পডো।
,, মৎস্য—কার্ব্বভেজ, কেলিবাই, নক্স।
,, ,, দূষিত—পলস কার্ব্বভেজ, চায়না, ক্রিয়োজোট।
,, ডিম্ব—কলচি, ফিরম, পলস।
,, ঝাল ও মরিচ—নক্স, চায়না।
,, মাংস—ক্যালকে, কষ্টি, ফিরম, মার্ক, পলস, রুটা, সিপি, সাইলি, সলফর, ইপি।

আহার মাংস গরুর—ইপিকা।

,, দুরিত—কার্ব্বভেজ, পলস, চায়না।

,, শীতল খাদ্য—আর্জেণ্টনাই, ইলাপস, ক্রিয়ো, নক্স, পলস, কার্ব্বভেজ, এ সলফ।

,, ,, ফল—পলস, আর্স, কার্ব্বভেজ।

,, উষ্ণ খাদ্য—এমোনিয়াকার্ব্ব, গ্রাফা।

,, কুল্পি—ইলাপস্, ইপিকা।

,, তরমুজ—জিঙ্ক।

,, লঙ্কামরিচ—আর্স, চায়না, সিনা, নক্সভ।

,, মিষ্ট দ্রব্য—একো, ক্যামো, এ ফ্লোরিক, গ্রাফা, ইগ্নে, ইপিকা, মার্ক, জিঙ্ক

পান, কাফি—নক্স, পলস, কার্ব্বভেজ, কষ্টি।

,, চা—চায়না, হাইও, জেল্সি, আর্স, হিপার, ল্যাকে, একো, ভিরাট

,, তামাক—নক্স, ককু, ইগ্নে, ইপিকা, চায়না।

,, জল—অরম, লেপটেণ্ড্রা, রস, আর্স, ক্যাপসি, ক্যামো, মার্ক, নক্স।

,, অম্লাক্ত জল—আর্স।

,, শীতল জল—আর্স, ইলাপস্, লাইকো, পলস্, চায়না।

,, উষ্ণ জল—এম্ব্রা।

,, শীতল বাতাস—নক্সভ, ব্রাইও, একো।

,, দুগ্ধ—ইথিউ, এম্ব্রা, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, চায়না, কোনায়ম, কুপ্রম, ইগ্নে, কেলিকার্ব্ব, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, ন্যাট্রম কার্ব্ব, ন্যাট্রম মিউ, নক্সভ, ফস্, পলস, রস, এ সলফ।

,, ,, শীতল—নক্স, পলস।

,, মদিরা—এণ্টিক্রুড্, আর্স, বেল, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, বেলেডো, চায়না, ককু, কফিয়া, হেলিবো, হাইও, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রমকার্ব্ব ও মিউ, নক্সভ, নক্সম, ওপি, পলস, রস, সাইলি, সলফর, ভিরাট।

,, বরফ জল—নক্স, কার্ব্বভেজ, পলস, আর্স।

অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু—আর্নি, ক্যালকে, ল্যাকে, নক্সভ, পলস, সলফর, ভিরাট, এলিট্রিস্, কক্কু, ইপিকা।
„ ইন্দ্রিয় সেবা হেতু—ক্যালকে, মার্ক, নক্সভ, এ ফস, ষ্ট্যাফেসি।
„ জাগরণ হেতু—আর্নি, কার্ব্বভেজ, কক্কু, নক্সভ, পলস, ভিরাট।
„ অবসাদন হেতু—ব্রাইও, ইগ্নে, চায়না, কেলিবাই।
„ ক্রুদ্ধ হওয়াতে—ব্রাইও, ক্যামো, নক্সভ।
„ দুর্ব্বলতা হেতু—নক্স, আর্স, চায়না, হেলো, হাইড্রাস্‌টিস।
„ শৈত্য সংলগ্নে—একো, ডলকা, ভিরাটভি, মার্ক, পলস, ক্যামো, ইপিকা।
অজীর্ণবোধ হেতু—একো, ভিরাট ভি, মার্ক, ক্যামো।
ম্যালেরিয়া হেতু—চায়না, আর্স, কর্ণাস্‌ফ্লো, পলস, কার্ব্বভেজ।
আভ্যাসিক অলসতা হেতু—এমোনিকার্ব্ব, এনাকার্ডি, ব্রাইও, ক্যালকে, নক্সভ, সিপি, সলফর।

উদরগত লক্ষণ।

অন্ত্রে বেদনা—ডায়াস্ক, ক্যামো, আইরিস, জেলস্, মার্ক, কলসিন্থ।
„ জ্বালা—আর্স, এ হাইড্রো, সার্সা।
„ শীতলতা—সার্সা।
„ ভেকের ডাকের ন্যায় শব্দ—আর্জ্জেণ্টমনাই, ক্যামো।
„ গোলযোগ—নক্স, ইগ্নে, লাইকো, কার্ব্বভেজ।
উদর বৃহৎ—এব্রো, ইস্কিউ, এমোনিমিউ, আর্নি, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, ডলকামা, গ্রাফা, গ্রাটি, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, মেজিরি, এ নাইট্রিক, নক্সম, রোবি, সলফর।
„ স্পর্শে ক্ষত বোধ—এ হাইড্রো, কেলিকার্ব্ব, সার্সা।
„ আধ্মানযুক্ত—নক্সভ, ইস্কিউ, কার্ব্বভেজ, ব্রাইও, কেলিবাই, এ সলফ, চায়না, লাইকো।
„ „ নিম্নদিকে—লাইকো, রস, নক্সম।
„ আধ্মান সামান্য আহার গ্রহণে—কলসিন্থ, লাইকো, সলফর।

উদর আধ্মান বায়ু নিঃসরণে উপশম—কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, লাইকো।
„ „ কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে—ইগ্নে।
„ „ ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা সহকারে—নক্স।
„ „ ঊর্দ্ধদিকে—নক্স, ইগ্নে।
„ নিম্নদিক ঢাকের মত স্ফীত—ক্যামো।
„ নিম্নভাগে ডাক—ইস্কিউ, হেলো, নক্স, ক্যামো, আইরিস।

রুচি ও অরুচি।

আহারের ইচ্ছা অম্লদ্রব্য—ব্রাইও, ভিরাট, এণ্টিক্রুড, আর্স, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, ফস, পডো, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো।
„ রুটি ও ভাত—এমোনিকার্ব্ব, আর্স, গ্রাটি, ন্যাট্রমমিউ, প্লম্বম, পলস, ষ্ট্যাফে।
„ শীতল জল—এমোনিকার্ব্ব, এণ্টিমটার্ট, আর্স, বিস্মথ, বোভি, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, সিড্রন, চায়না, থুজা।
„ উষ্ণ জল—ক্যালাডি, ক্যাসকে, চেলি, ক্রিয়ো।
„ মৎস্য—ন্যাট্রমমিউ।
„ শীতল খাদ্য—এমোনিকার্ব্ব, ক্যালকে, কুপ্রম, মার্ককর, ফস, সাইলি, থুজা, ভিরাট।
লবণাক্ত দ্রব্য—ক্যালকে, ফস, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ন্যাট্রমমিউ, এ নাইট্রিক, ফস, থুজা, ভিরাট।
„ উষ্ণ খাদ্য—চেলি, কুপ্রম, ফিরম, এফস।
„ ফল—ভিরাট এ, এলু, এলোজ, এণ্টিমটার্ট, চায়না, ইগ্নে, হিপার, ম্যাগনিকার্ব্ব, ফস।
„ চুণ—এ নাইট্রিক।
„ দুগ্ধ—আর্স, অরম, ব্যাপটি, ব্রাইও, ক্যালকে, চেলি, ল্যাকে, মার্ক, ফস, এফস, রস, স্যাবেডি, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর।
„ মসলাযুক্ত দ্রব্য—চায়না, এ ফ্লোরিক, হিপার।

" লবণাক্ত মিষ্টদ্রব্য—এমোনিকার্ব্ব, আর্জ্জেণ্ট, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, চায়না, ইপিকা, কেলিকা, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রম-কার্ব্ব, রিয়ম, রস, সলফর।

" চর্ব্বিযুক্ত বস্তু—নক্স, এ নাইট্রিক।

" মৃত্তিকা—এ নাইট্রিক।

" চক—এনাইট্রিক।

আহারে ঘৃণা বা অরুচি ভাত ও রুটিতে—নক্স, পলস্, লাইকো, এগারি, কোনা, কেলিকার্ব্ব, ল্যাকে, ন্যাট্রমমিউ, এ নাইট্রিক, এ ফস, রস, সলফর।

" " জলে—বারবে, ক্যালাডি, এ নাইট্রিক।

" " খাদ্যবস্তু মাত্রেই—কার্ব্বভেজ, ব্রাইও, ইপিকা, এণ্টিক্রুড, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ককু, কলচি, গ্রাটি, হেলি, ইগ্নে, কেলিবাই, কেলিকার্ব্ব, মার্ক, ন্যাট্রম-মিউ, নক্স, পলস, রস।

" " লবণাক্ত খাদ্যে—গ্রাফাইটিস্।

" " উষ্ণ খাদ্যে—ক্যালকে, চায়না, ফিরম, মার্ক, পিট্র, সাইলি, ভিরাট।

" " দুগ্ধে—কার্ব্বভেজ, এমোনিকার্ব্ব, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, সিনা, ফিরম, ইগ্নে, ন্যাট্রমকার্ব্ব, নক্স, পলস, সলফর।

" " অম্লাক্ত বস্তুতে—বেল, ফিরম, ইগ্নে, নক্স, এফস, স্যাবেডিলা, সলফর।

" " মিষ্টদ্রব্যে—আর্সে, কষ্টি, গ্রাফা, ল্যাককে, মার্ক, এ নাইট্রিক, ফস, সলফর, জিঙ্ক।

" " তামাকে—এণ্টিটার্ট, আর্ণি, ব্রোম, ক্যালকে, কার্ব্বএনি, ককু, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্সভ, পলস, স্পাইজি, ট্যারাক্স।

আহারে ঘৃণা চর্ব্বিতে—কার্ব্বভেজ, পলস, ইপিকা।
„ „ তৈলাক্ত বস্তুতে—ঐ
„ „ পিষ্টকে—ইপিকা।
„ „ ব্যঞ্জনে—কলচিকম।
„ „ চিনিতে—লাইকো, সলফর।
„ বীত রাগ—নক্সভ, ক্যামো, গ্রাফা, সিমিসিফি।
খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ ন্যূনতা—নক্সভমিকা।
খাদ্য বস্তু উলটিয়া আসিতে চায়—ক্যামো, বেল।
আহার করিলে ভাল বোধ—আইরিস, কেলিবাই।

উদ্‌গার।

এই অধিকারে—এলু, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, আসে, বারবেরিস, ক্যালাডি, কার্ব্ব-এনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, চায়না কুপ্রম, ডায়াস্কো, ডল্কা, গ্রাফা, হিপার, ইগ্নে, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনিসিমিউ, মার্ক, মেজে, এমিউ, ন্যাট্রমকার্ব্ব, এ নাইট্রিক, নক্স, ফস, পলস, র‍্যাটা, রোবি, স্যাবে, সিপি, ষ্টেফে, সলফ, টেবে, থুজা। এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

উদ্‌গার তিক্ত—এলোজ, এমোনিকার্ব্ব, এমোনিমিউ, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, আর্সে অরম, ব্যাপটি, বিসমথ, ক্যালকে, চায়না, ডায়াস্কো, গ্রাটি, হিপার, ম্যাগনিসিউ, মার্ক, নক্স, এফস, পলস, সিপি, থুজা, ভেরাট্রম এ, ভারবেরিস।
„ দুরিত—বিসমথ, প্লম্বম, সরিনম, পলস, সিপি, সলফর, থুজা।
„ কটু—য়্যাসা, কার্ব্বভেজ, মার্ক, সিকেলি, থুজা।
„ লবণাক্ত—সিপি, ষ্টেফে।
„ অম্লাক্ত—এবিস্, এম্ব্রা, আর্সে, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, কোনায়ম, হাইড্রাস, কেলিবাই, কেলিকার্ব্ব, লেপটেণ্ড্রা, লোবি, লাইকো, ম্যাগনি-কার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, ফস, এফস, পডো, পলস, সিপি, এসলফ, জিঙ্ক।

উদ্গার আস্বাদ শূন্য—একো, ইস্কু, এমোনিমিউ, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ব্রাইও, ক্যালাড়ি, কষ্টি, কলচি, কলসিন্থ, কোনায়ম, ডায়াস্কো, হেলোনি, আইরিস, কেলিবাই ও মিউ, ল্যাককেনম, ল্যাকে, লোবি, লাইকো, ম্যাগনিসিসলফ, মেজি, ন্যাট্রমমিউ, ফস, প্লম্বম, পডো, পলস, রস, রুটা, স্যাবেডি, স্যাবাইনা, সলফর

„ বারম্বার—কার্ব্বভেজ।

„ বেদনাযুক্ত—পলস, গ্রাফা।

„ ত্বরিত ডিম্বেরন্যায়—আর্ণি, ক্রিয়ো, সিপিয়া, সলফর।

পাকাশয়িক লক্ষণ।

পাকাশয়ে শূন্যতা বোধ—নক্সভ, ইস্কিউ, ক্যামো, গ্রাফা, এলিট্রিস, সলফর, জেলস, পডো।

„ জ্বালা—এগারি, এমোনিকার্ব্ব, আর্ণি, আর্সে, ব্যাপটি, বিস, ক্যালাড়ি, ক্যাপসি, কলচি, কোনা, ডায়াস্কো, হিপার, আইরিস, ন্যাট্রমকার্ব্ব, ফস, প্লম্বম, রোবিনি, স্যাবাডি।

„ শীতলতা—ক্যাম্ফ, চায়না, কলচি, ইলাপস, কেলিবাই, ল্যাকে, ন্যাট্রমমিউ এ ফস, এ সলফ, ভিরাট।

„ শূন্যতা—এগরি, এলু, এম্ব্রা, এণ্টিক্রুড, এণ্টিটার্ট, ব্যাপটি, ব্রাইও, ক্যালাড়ি, ক্যালকেফস, কার্ব্বএনি, ক্রোটন, ডিজি, গ্রাটি, হাইড্রাস, ইগ্নে, ইপি, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগনিসিমিউ, পডো, সলফর।

„ চর্ব্বণবৎ বেদনা—ইস্কিউ, আইরিস।

„ টাসধরা—ক্যামো, নক্স, ককিউ।

„ যন্ত্রণা—ডায়াস্কো।

„ দুর্ব্বলতা—হাইড্রাস, আর্সে, ভিরাট এ।

„ গুরুতর বেদনা—সাইলিসিয়া।

„ চাপ—হেলোনিয়াস, আর্সে।

„ হুলবিদ্ধতা—আর্জ্জেণ্টনাই।

পাকাশয় আকারে বৃহৎ—লাইকো, সলফর।

স্পর্শে যন্ত্রণা—ব্রাইও, ক্যালকে, লাইকো, থুজা, মার্ক, বে লিকার্ব্ব।

মুখের আস্বাদ।

মুখের আস্বাদ তিক্ত—একো, এমোনিয়ামিউ, এণ্টি, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্ব-এনি ও ভেজ, ক্যামো, চেলি, চায়না, কলসি, ডিজি, গ্রাফা, গ্রাটি, হিপার, ইগ্নে, আইরিস, কেলিকার্ব্ব, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনিসিমিউ, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, ফস, পলস, রস, স্যাবেডি, সলফ।

" গলিত ডিম্বের ন্যায়—এণ্টিটার্ট, আর্ণি, ফিরম, এমিউ, থুজা।

" কদর্য্য—ক্যালকে, গ্রাফা, হিপার, মার্ক, এ মিউ, পডো, পলস, সিপি, ভিরাট।

" ধাতব—বিসমথ, চেলি, কুপ্রম, হিপার, কেলিবাই, ল্যাকে, মার্ক, রস, জিঙ্ক।

" লবণাক্ত—আর্স, কার্ব্বভেজ, চায়না, কুপ্রম, গ্রাফা, কেলিবাই, মার্ক, ন্যাট্রমকার্ব্ব, নক্সভ, ফস, পলস, সিপিয়া, সলফর, ভিরাট, জিঙ্ক।

" অম্লযুক্ত—আর্স, বেল, ক্যালকে, কার্ব্বএনি, চায়না, ককু, গ্রাফা, হিপার, কেলিবাই, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, নক্স, ফস, পলস, সিপি, সাইলি।

" মিষ্ট—ক্রোটন, কেলিআইও, ম্যাগনি, সলফ, ব্রাইও, নক্স, এ নাইট্রিক, সলফর।

" গন্ধকের ন্যায়—নক্স, সলফর।

" খড়ের ন্যায়—আর্জ্জেণ্টনাই।

" গলিত ডিম্ববৎ—আর্ণি।

" গলিত শববৎ—নক্স, ব্যাপটি, ব্রাই, ভিরাট।

" আহারের সময় তিক্ত—ক্যামো।

" তামাটে—আর্জ্জেণ্টনাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণ।

মুখে জলোদ্গম—ইস্কিউ, ব্রাইও, ক্যাপসি, এ হাইড্রো, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, ন্যাট্রম-কার্ব্ব, নক্‌সভ, পিট্রু, সরিনম, রোবিনিয়া, সলফর।

পিপাসা—একো, এমোনিয়াকার্ব্ব, এনাকার্ড, এণ্টি, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, চায়না, হিপার, আইও, ম্যাগনিসিমিউ, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্‌স, ফস, স্যাবে, ভিরাট।

লালাপতন—ক্যালকেকার্ব্ব, আইরিস, সলফর।

মুখ শুষ্ক—এণ্টিক্রুড্, ব্রাইও, কষ্টি, সিড্রন, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ, নক্‌সম, পডো।

বুকজ্বালা—ইস্কিউ, এলিউ, এম্ব্রা, এমোনিকার্ব্ব, আর্জ্জেণ্টনাই, বারবে, ক্যালকে ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ডলকা, গ্রাফা, আইও, ল্যাকে, লোবি, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্‌স, ফস, পলস, স্যাবেডিলা, স্যাঙ্গু, সিপি, সাইলি, এ সলফ, জিঙ্ক।

মলবদ্ধ—এগারি, এলু, য়্যাসা, বিসমথ, ব্রাইও, ক্যালকে, চেলি, ককিউ, কলিন, গ্রাফা, হিপার, হাইড্রাস, কেলিকার্ব্ব, নক্‌স, প্লম্বম, পডো, সাইলি।

প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত—কার্ব্বভেজ, ক্রিয়ো, এ সল্‌ফ, জেলসি, পডো।

„ অম্ল গন্ধযুক্ত—পডো।

„ কষ্টকর—কার্ব্বভেজ, নক্‌স।

মস্তকগত লক্ষণ।

মস্তকে বেদনা—নক্‌স, ইস্কিউ, ইপিকা, ব্রাইও, ক্যামো, মার্ক, পডো।

„ „ দংশনকর—ক্যামো।

„ „ থেৎলান—আর্ণি, ইস্কিই, ইপিকা।

„ „ অগ্র কপালে—বেল, সিমিসি, ডায়াস্কো।

„ প্রেক বিদ্ধবৎ—নক্‌স, ইগ্নে, সিমিসিফি।

„ বিদীর্ণকর—নক্‌স, ইগ্নে।

„ সূচী বিদ্ধবৎ—বেল, সিমিসিফি।

„ গোলযোগ—নক্‌স, ইস্কিউ।

মস্তকে ঘূর্ণন বোধ—বেল, ভিরাটভি, সিমিসি, আইরিস।
„ জড়তা—আর্জ্জেণ্টনাই, রস, ব্যাপটি।
„ মত্ততার ন্যায় বোধ—নক্স, জেলস।

নিদ্রা।

নিদ্রা অসম্পূর্ণ—পডো, নক্স।
„ স্বপ্নপূর্ণ—নক্স।
„ অশান্তিজনক—নক্স, ক্যামো।
„ কষ্টকর—পডো, ভিরাটভি।
„ অসম্পূর্ণ—নক্স, ম্যাক।
নিদ্রাতুরতা—এণ্টিটার্ট, এলিট্রিস, আইরিস্।
„ অপরাহ্ণে—আর্জেণ্টনাই।
„ প্রাতে—নক্সভ।
„ সর্ব্বদা—এলিট্রিস্, আইরিস্, ওপি।

ঘৃণা।

ঘৃণা সিদ্ধকরা খাদ্যে—এ নাইট্রিক, কলচি।
„ ভাত ও রুটি———ঐ
„ ব্যঞ্জনে—সাইলি, কলচি।
„ মৎস্যে—গ্রাফা।
„ সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে—ইপিকা, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ।
„ মাংসে—গ্রাফা, সলফর, সাইলি; সিপি।
„ দুগ্ধে—গ্রাফা, পলস।
„ মিষ্টদ্রব্যে—আর্স, মার্ক, এনাইট্রিক।
„ জান্তব খাদ্যে—কার্ব্বভেজ, সাইলি।
„ তৈলাক্ত বস্তুতে—কার্ব্বভেজ, পলস।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পরিশিষ্ট।

সর্ব্বপ্রকার পাককৃচ্ছ্র, মন্দাগ্নি, অপাক, আধ্মান, রুচি ও অরুচি ইত্যাদির বিস্তারিত লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী উপরে উল্লিখিত হইল। উহার কোন কোন লক্ষণ সময় বিশেষে এতদূর ভয়ানক হইয়া উঠে যে, তাহাতে রোগীর যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি সময় বিশেষে মৃত্যুও সংঘটিত হইতে পারে। এজন্য ঐ সমস্ত লক্ষণের বিশদ বিবরণ ও চিকিৎসা এই স্থলে বিবৃত করা হইল।

টিম্পেনাইটিস্।

উদরাধ্মান।

পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইয়া আধ্মানের উৎপত্তি হয়। উহাতে সমস্ত উদর বা উদরের অংশ বিশেষে স্ফীততা জন্মে। স্থলবিশেষে আধ্মান এতদূর বৃদ্ধি হইয়া উঠে যে, সমস্ত উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে, ক্রমে হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া মৃত্যু আনীত হয়।

কারণ। উদরস্থ য়্যালবিউমেনিয়াস বস্তু দূষিত হইয়া সলফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাসের উৎপত্তি হয় এবং তাহা প্রচুর পরিমাণ উদরে সঞ্চিত হইয়া এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। বহুপ্রকার কদর্য্য আহার ও পানীয়ের দোষে এই ভয়াবহ পীড়া জন্মিতে পারে। অনেক সময় দূষিত অন্ন-ব্যঞ্জন, মৎস্য ও মাংস, শটিত ফলমূল আহার এবং শীতল বা উষ্ণ জল ও দূষিত দুগ্ধ পান হেতু উদরাধ্মান জন্মিয়া থাকে। ওলাউঠা, মেলিনা ও অতিসার রোগে কখন কখন অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া আধ্মান জন্মিতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন অন্ত্র, পেরিটোনিয়ম্, জরায়ু ও অণ্ডাশয় প্রভৃতি যন্ত্র প্রদাহিত হইয়া তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ উদরাধ্মান হইতে পারে। ফলতঃ যেরূপেই হউক উদরে প্রচুর পরিমাণ বায়ু সঞ্চিত হইয়া এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ। প্রথমতঃ উদর অল্প অল্প স্ফীত ও ভারযুক্ত হয়, তখন রোগী অধিক কষ্ট বোধ করে না, ক্রমশঃ উদরে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চিত হইয়া

স্ফীততা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কটির বন্ধন কসিয়া পড়ে, বস্ত্র আঁটিয়া ধরে, ক্রমশঃ অধ ও ঊর্দ্ধ উদর অপরিমিত স্ফীত হইয়া উঠে, তখন বায়ুর চাপে বক্ষ যন্ত্র চাপিত হইয়া শ্বাস কষ্ট ও উফর ফাঁফর করিতে থাকে। উদরে ডাক, বেদনা, ভুট্‌ভাট শব্দ, উদরে সঞ্চলন ও উচ্ছলন অনুভব, উদ্গার ও অপান বায়ু নিঃসরণ, কখন বা সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান ঘটিয়া থাকে, তখন ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়াই বায়ু নিঃসৃত হয় না, এমত স্থলে রোগ শীঘ্রই অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। কখন কখন উদরাময়, দুর্গন্ধ যুক্ত অল্প অল্প পাতলা মল ক্ষরণ, বিবমিষা ও বমন হইয়া থাকে। আধ্মান অতি ভয়ানকরূপে ঘটিলে এবং সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান হইয়া দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইলে তথায় লক্ষণ সকল অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে। অন্ত্রের পেরিষ্টলটিক্ ক্রিয়া অধঃদিকে হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধ দিকে বিপরীত ক্রমে হইতে থাকে, তখন বিষম বমন ক্রিয়া আরম্ভ হয়, বমনে প্রথমতঃ পাকাশয়স্থ ভুক্ত দ্রব্য ও জল নির্গত হইয়া পরে আন্ত্রিক পদার্থ অর্থাৎ বিষ্ঠা বমন হইতে থাকে। এইটী অতি ভয়াবহ লক্ষণ, এইরূপ হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। এই সময় শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, জ্ঞানের জড়তা, শক্তি ক্ষয়, মোহ, প্রলাপ, আবল্য, অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নাড়ী লোপ, হস্ত পদ শীতল হইয়া উঠে। অবশেষে বিষম বদন ব্যাদান করিয়া রোগী শেষ প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফেলে।

উদরাধ্মান হইলে উদরোপরি অঙ্গুলির আঘাত করিলে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। আধ্মানের তারতম্যানুসারে এই শব্দের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পাকস্থলী, অন্ত্র বা অন্ত্রের অংশ বিশেষে বায়ু আবদ্ধ হইয়া সীমাবদ্ধ রূপে আধ্মান জন্মাইতে পারে। বহুদর্শী চিকিৎসক অঙ্গুলির আঘাত দ্বারা আধ্মানিত স্থান সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন। বাম হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি উদরোপরি স্থাপন করতঃ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দুইটী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা উদরোপরি স্থাপিত মধ্যমা অঙ্গুলীর উপর আঘাত করিলে, আধ্মানিত উদরে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। একটী কার্পাস পূর্ণ কোমল উপাধানে ঐরূপে অঙ্গুলী স্থাপন করতঃ আঘাত করিলে যে শব্দ উৎপন্ন

হয়, উহা আধ্মানিত উদরের শব্দের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। শিক্ষার্থী যুবক প্রথমতঃ উপাধানে আঘাত করিয়া এই শব্দের পরিচয় করিয়া লইবেন। নতুবা প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা অনেক সময় কোন কোন চিকিৎসককে এইরূপ ভ্রমযুক্ত হইতে দেখিয়াছি, এজন্য এ কথাটী বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দিলাম।

চিকিৎসা।

এই রোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা একবার ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে এই স্থানে বিস্তারিত চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা হইল।

আর্ণিকা—উদরোপরি কোন প্রকার বাহ্যিক আঘাত প্রযুক্ত অন্ত্র ও পেরিটোনিয়ম আহত ও তজ্জন্য আধ্মানের উৎপত্তি। টাইফয়েড জ্বরের পরিণামে অন্ত্রের বিকৃত অবস্থা হেতু আধ্মান, বারম্বার অল্প পরিমাণে দুরিত মল ক্ষরণ, উদরে বেদনা, স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কাঠিন্য ও স্ফীততা, নিম্নোদরের স্ফীততা, উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার শক্তি ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক—উদরে কণ্টক বিদ্ধ বেদনা সহ আধ্মান, উদরে জ্বালা, গাত্র দাহ, অস্থিরতা, অতিশয় পিপাসা, বারম্বার ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যাওয়া। বমন, কাঠ বমন, বিবমিষা, উদরাময়, বারম্বার অল্প পরিমাণ শীতল জল পান কিন্তু তাহাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—কোষ্ঠবদ্ধ বা বারম্বার বৃথা মল বেগ সহকারে উদরাধ্মান, পাকাশয়িক আধ্মান, পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব, পাকস্থলীতে সাময়িক বেদনা, সামান্য আহারেই উদরের পূর্ণতা অনুভব, নাভিপ্রদেশে খেঁচিয়া ধরা ও নখাঘাতের ন্যায় বেদনা বোধ, উদরে গড় গড় শব্দ, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির উদরাধ্মান। এই ঔষধের সহিত নক্সভমিকার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে এবং একটির পরিবর্ত্তে অন্যটী ব্যবহৃত হইতে পারে। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ওপিয়ম—আধ্মানের সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থা, উদর ফাঁপিয়া ঢাকের মত হওয়া, অন্ত্রের পক্ষাঘাত বা স্তব্ধভাব, সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান, ঊর্দ্ধ বা অধঃ উভয় দিকেই বায়ু নিঃসরণের সম্পূর্ণ অভাব। উদর বায়ুর চাপে কঠিন ও স্ফীত হইয়া

উঠা। অন্ত্রের পেরিষ্টলটিক ক্রিয়া বিপরীত দিকে অর্থাৎ উৰ্দ্ধদিকে হওয়া, তজ্জন্য অবিরত বমন ও মল বমন, অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, তথাপি বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, বৃথা মল বেগ, মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক, বারম্বার পিপাসা, মস্তিষ্কের জড়তা, নিদ্রালুতা, অস্থিরতা বা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ককিউলাস—জরায়ু ও ওভেরির প্রদাহ হেতু উদরাধ্মান, এজন্য গর্ভপাত, সূতিকাজ্বর ও বিবিধ প্রকার জরায়ু ঘটিত রোগের পরবর্ত্তী উদরাধ্মান। হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্ত্রীলোকদের ব্যাধি। নাভিমূলে আক্ষেপযুক্ত আধ্মানিক শূল বেদনা, বোধ হয় যেন প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ স্থান তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তর ফলক দ্বারা চাপিত হইতেছে, বেদনা হেতু শ্বাস রোধের উপক্রম, উদ্গারে উপশম কিন্তু নিম্নপথে বায়ু নিঃসরণ হইলে কিছুই উপশম বোধ হয় না। মল অবরুদ্ধ এবং সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থা। কাসিলে নাভিমূলের বেদনা বৃদ্ধি, ফুসফুসের আক্ষেপিক আকুঞ্চনতা, শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম—উদরে বায়ু সঞ্চিত হইয়া অপরিমিত স্ফীত হওয়া, অপরিমিত আহার করার ন্যায় বোধ। উদরোপরি অঙ্গুলীর আঘাত করিলে গুম্ গুম্ শব্দ উদ্ভব। উদরে কোন প্রকার বেদনা থাকেনা কিন্তু স্পর্শে আক্ষেপিক সঙ্কোচন অনুভূত হওয়া, গরম বোধ, শ্বাস কষ্ট, উদ্ভিজ্জ আহার জনিত এবং আর্দ্র বায়ু স্পর্শে রোগের উৎপত্তি। গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদরাধ্মান। বালকদের পৈত্তিক উদরাময়ের সহিত অপর্য্যাপ্ত আধ্মান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—উদরাধ্মানের সহিত উদরে ছিন্নকর, বিদ্ধকর ও মোচড়ান শূল বেদনা, বাম ও দক্ষিণ উদরে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা, উদরে ভেক-নিনাদ ধ্বনি, ধূমপানে বেদনার উপশম, বায়ু নিঃসরণে নবীভূত বেদনার সঞ্চার, চাপনে বেদনার উপশম। উগ্র ডিসেণ্ট্রীতে উদরাধ্মান। পান ও আহারে স্ফীততার বৃদ্ধি। রোগীর প্রকৃতি ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস—উদরাধ্মানে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকাশয় বা সমস্ত উদরের আধ্মানেই ইহা বিশেষ উপযোগী। এই অধিকারে নক্সভমিকা ইহার পরবর্ত্তী ঔষধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনেক শঙ্কটাপন্ন

রোগীকে এতদ্দ্বারা আরোগ্য করিতে সমর্থ হওয়া গিয়াছে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের আধ্মান, সমস্ত উদরের অপরিমিত স্ফীততা, অন্ত্রের ক্রিয়া লোপ, অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের পুঞ্জীকরণ হেতু উদর ঢক্কার ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠা। উদর মধ্যে বায়ুর সঞ্চলন হেতু উদরে হুড় হুড়, গুড় গুড় শব্দ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ পথে বায়ু নির্গমন, বারম্বার অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মল ক্ষরণ। সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান। উদরে চিমটিকাটা বেদনা। ভুক্ত দ্রব্য বিকৃত হইয়া উদরে বায়ু সঞ্চয়। গুহ্যপথে বায়ু নির্গমনকালে উষ্ণ বোধ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন, গলা জ্বলিয়া উদ্গার উত্থান। গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্গার। উদরের দূষিত মল ও বায়ু সংশোধনার্থ ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্ভবতঃ এই অধিকারে ল্যাকেসিস্ ইহার পরবর্ত্তী ঔষধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ৩০শ, ২০০শত শক্তি। রোগের কঠিনতর অবস্থায় সুগার অব মিল্কের সহিত চূর্ণাকারে প্রয়োগ করিবে।

ক্যামোমিলা—স্নায়ু প্রধান ধাতুর লোক ও দুগ্ধপোষ্য বালকদের উদরাধ্মান। অতিরিক্ত আধ্মান হেতু উদর গোল ও স্ফীত হইয়া উঠা। অল্প অল্প বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু তাহাতে রোগী উপশম বোধ করে না। উদরে সাময়িক শূল বেদনা, পঞ্জরাস্থির নিম্নে বায়ু সঞ্চিত হইয়া বক্ষের দিকে চাপ বোধ, তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বেদনার প্রসারণ। শিশুগণ সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া অতিবাহিত করে, তাহারা চিৎকার ও আবদার করিয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—উষ্ণ জল, দুগ্ধ, চা ও কঠিন অজীর্ণ দ্রব্য আহার হেতু উদরাধ্মান। অধিক পরিমাণ রক্তস্রাবের পরবর্ত্তী রোগ, বারম্বার বিরেচক ঔষধ সেবন হেতু অন্ত্রের দুর্ব্বলতা জন্মিয়া উদরাধ্মান। ক্রমে উদর স্ফীত হইয়া তানপুরার খোলের মত হওয়া, পিপাসা ও গাত্র জ্বালা, কাণে তালা লাগা ও কান সম্ সম্ করা, আবদ্ধ আধ্মান বা অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত জলীয় মল অল্প পরিমাণে ক্ষরণ। উদরে নখাঘাতের ন্যায় বেদনা, উদ্গার উঠিয়া বায়ু নির্গমন কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। আধ্মানযুক্ত উদরের উপর চাপ দিলে বুকাস্থির নিম্নে প্রস্তর চাপের ন্যায় বোধ। দুর্গন্ধযুক্ত অপাণ বায়ু ক্ষরণ কিন্তু তাহাতে আধ্মানের কিছুই হ্রাস হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বরের পরবর্ত্তী আধ্মান,

এবং ম্যালেরিয়া স্থানে বাস হেতু আধ্মানে ইহা বিশেষ উপযোগী। ওলাউঠা ও ম্যালিনার অবসন্নাবস্থায় উদরাধ্মান হইলে প্রথমে প্রথম শক্তির কয়েক মাত্রা চায়না প্রয়োগ করিয়া তদনন্তর লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সচরাচর ইহার ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

টেরিবিন্থিনা—টাইফয়েড ও সূতিকা জ্বরের পরিণামে ভয়ানক উদরাধ্মান, ওলাউঠার মূত্র রোধ অবস্থায় উদরাধ্মান, ক্রিমিজনিত আধ্মান। উদর স্ফীত ও উচ্চ হইয়া উঠা, উদরে গোলযোগ, বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রদ্বারে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—পাকস্থলীর আধ্মান, উদর-বেদনা, বেদনায় পাকাশয় টাসিয়া ধরা, আধ্মান হেতু পাকাশয়ে চাপ বোধ। বায়ুর চাপে বক্ষ যন্ত্র উর্দ্ধ দিকে চাপিত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র, উদ্গার, বিবমিষা ও বমন। অতিরিক্ত আধ্মান হেতু উদর টন্ টন্ করা, উর্দ্ধ ও অধঃ উদরের আধ্মান, আবদ্ধ আধ্মান, বারম্বার বৃথা মলত্যাগের ইচ্ছা। যকৃতের পুরাতন রোগ বশতঃ আধ্মান, মদ্যপায়ী ও উত্তেজক দ্রব্য আহারকারীদের উদরাধ্মান। পাকাশয়ের আধ্মানেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নিম্নোদরের আধ্মানে ইহাপেক্ষা লাইকোপোডিয়ম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—অধিক পরিমাণ তৈলাক্ত দ্রব্য, দুগ্ধ ও নবনীত আহার জনিত আধ্মান। উদর স্ফীত ও থেথলান বেদনাযুক্ত, উদরে গব্ গব্ ধ্বনি, উদরে বায়ু সঞ্চরণজনিত শব্দ, আহারান্তে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। তিক্ত উদ্গার, উর্দ্ধ উদরের স্ফীততা, মুখ শুষ্ক কিন্তু তাহাতে রোগী পিপাসা বোধ করে না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

র‍্যাফেনাস্—আধ্মানজনিত উদরের স্ফীততা। উদরে মোচড়ান বেদনা, উদরে বায়ুর কঠিন চাপ পড়া হেতু মলত্যাগের বেগ উপস্থিত হইলেও মল নিঃসৃত হয় না। চাপ প্রদানে উদরে যন্ত্রণা বোধ। উর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিয়াই বায়ু নিঃসৃত হয় না, সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান। উত্তাপ বোধ বিশেষতঃ নাভিদেশে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—এইটী সচরাচর নিম্নোদরের আধ্মানে ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। নাভিদেশে উচ্ছলনবৎ অনুভব। নিম্নোদরে হস্তের চাপ দিলে ঘুট মুট শব্দ অনুভব। উদরের বাম দিকে গব্ গব্ শব্দ। উদরে বেদনা, অন্ত্রের অংশ বিশেষে বায়ু আবদ্ধ হওয়াতে উদরের স্থানে স্থানে স্ফীত হইয়া উঠা। উদ্গার ও অপান বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ বা অল্প অল্প মল নিঃসরণ। সরলান্ত্র ও মূত্রস্থলীতে চাপ বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—টাইফয়েড জ্বর, সূতিকাজ্বর, পুরাতন অতিসার ও মেলিনা ইত্যাদি রোগে অন্ত্রে দূরিত মলের অবস্থানজনিত আধ্মানে ইহা বিশেষ উপযোগী। উদর স্ফীত ও আধ্মানিত। পাকস্থলীর উপর চাপ বা স্পর্শ করা অসহ্য বোধ, উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ। অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধ যুক্ত জলীয় মলক্ষরণ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন। নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—উদরাধ্মান, উদর প্রসারিত, উদরে ডাক ও বেদনা, উদ্গার ও অপান বায়ু নিঃসরণে আরাম বোধ। চর্ম্ম রোগের হঠাৎ অন্তর্ধান হেতু আধ্মানের উৎপত্তি। পুরাতন রোগের আনুষঙ্গিক উদরাধ্মান। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফেট অব এনিলিন—অত্যন্ত আধ্মান, আহারে বীতরোগ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, কোষ্ঠবদ্ধ। ডাইল ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য আহারের পর উদরাধ্মান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—পিত্ত নিঃসরণের অভাব জনিত উদরাধ্মান। লঘু আহার করিলেও আধ্মানের উৎপত্তি, শয়ন করিলে উদরে ডাক, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। স্ত্রীলোকদের জরায়ুর পুরাতন ক্যাটার হেতু উদরাধ্মান। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্য—উদরাধ্মান ঘটিলে কোন প্রকার পথ্য দেওয়া সঙ্গত নহে। তবে আধ্মান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে একবারে পথ্য বন্ধ করিয়া রাখা যায় না, তাহাতে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন অল্প পরিমাণে মাংসের যুস, অন্ন মণ্ড, এরোরুটের মণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ বলকারক পথ্য

হইলেও সময় সময় এতদ্দারা আধ্মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব দুগ্ধ দিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দিবে। অন্ন, মুড়ি, বিস্কুট ইত্যাদি কঠিন দ্রব্য কখনই আহার করিতে দিবে না। উদর প্রচণ্ডরূপে আধ্মানযুক্ত হইলে কোন প্রকার পথ্যই আহার করিতে দিবে না। দিলে তাহার ফল মন্দতর হইয়া থাকে। পিপাসা দমন জন্য অল্প অল্প শীতল জল, বরফের খণ্ড ও লেমনেড্ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

উদরাধ্মানে ঔষধ নির্ব্বাচন।

কারণ ভেদে আধ্মানের উৎপত্তি।

আহার কদর্য্য বস্তু—চায়না, ব্রাইও, লাইকো, পিট্, ক্যালকে, পলস, সিপি, ভিরাট।

„ কাঁচা ফল মূল—চায়না, এর্কো, আর্স।

„ মদ্য—নক্সভ, চায়না, ককিউ, ফিরম, ভিরাট।

„ চর্ব্বি, ঘৃত, তৈল—চায়না, কলচি, পলস, কার্ব্বভেজ, ন্যাট্রমমিউ।

উদরে অজীর্ণ বস্তুর অবস্থান হেতু—কার্ব্বভেজ, কষ্টি, সিপি, চায়না, সিষ্টাস, কোনায়, গ্রাফা, হিপার, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, সাইলি, সলফর।

আধ্মানের প্রকার ও আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

আধ্মান অতি গুরুতর—ইস্কিউ, এগারি, কার্ব্বভেজ, চায়না, গ্রাফাই, ল্যাকে, লাইকো, নক্সভ, ইগ্নে, টেরিবিন্থ।

„ পাকাশয়ে—নক্সভ, ইগ্নে, কার্ব্বভেজ, চায়না।

„ অন্ত্রে—পলস, সলফর, লাইকো, নক্স, কার্ব্বভেজ।

„ অন্ত্রের স্থান বিশেষে—লাইকো।

আধ্মানের সহিত উদরে ডাক—এগারি, এণ্টি, আর্ণি, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, ক্যাম্বা, কষ্টি, চায়না, জেলস, ইগ্নে, আইরি, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, এফস, পলস, সার্সা, সিপি, সলফর, ভিরাট্রম এ।

আধ্মানে অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণ—কাম্বা, কষ্টি, কার্ব্বভেজ, চায়না, কর্ণাস, জেলস, গ্রাফা, লাইকো, ম্যাগনিকার্ব্ব, ফস, এ নাইট্রিক।

„ দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ুক্ষরণ—আর্ণি, আর্সে, য়্যাসা, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, চায়না কর্ণাস, গ্রাফা, আইরি, ফাইটো, পলস, সেঙ্গুই, সাইলি, সলফর।

„ গন্ধ শূন্য বায়ু ক্ষরণ—য়্যাব্রো, বেল, চায়না, লাইকো।

„ অল্প গন্ধযুক্ত বায়ু ক্ষরণ—আর্ণি, আর্সে, কার্ব্বভেজ, ইগ্নে, আইরি, পলস,

„ গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ—এণ্টি, আর্ণি, ক্যামো, কফিয়া, টিউক্রি।

„ রম্বনের গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ—এগারি, য়্যাসা, মস্কস, ফস।

„ অম্লগন্ধ যুক্ত নিঃসরণ—আর্ণি, ক্যালকে, হিপার, ম্যাগনিকার্ব্ব, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, সিপি, সলফর।

„ উষ্ণ বায়ু নির্গমন—একো, এলোজ, ক্যামো, ফস, জিঙ্ক, কার্ব্বভেজ, চায়না।

„ শীতল বায়ু নিঃসরণ – কোনায়ম।

„ উচ্চ শব্দে বায়ু নিঃসরণ—কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, সিলা, টিউক্রি, জিঙ্ক।

„ বায়ু নিঃসরণের সম্পূর্ণ অভাব—ওপিয়ম।

লস্ অব্ এপিটাইট ও এনোরেক্সিয়া।

ক্ষুধা হীনতা ও অরুচি।

ক্ষুধার অভাব অনেক কারণেই ঘটিয়া থাকে, সচরাচর বহু প্রকার দুর্ব্বল জনক রোগের পরিণামে এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে সে সমস্ত বর্ণনীয় নহে। কখন কখন বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত কেবল পাকযন্ত্রের ক্ষীণতা হেতু উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; তাহাই এই স্থলে বর্ণন করা যাইবে।

কারণ—আহারের অনিয়ম, অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ, তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ,

পুনঃ পুনঃ আহার করা বা দীর্ঘকাল অনাহারে থাকা, অধিক পরিমাণ লৌহ বা অন্য কোন ধাতু ঘটিত ঔষধ সেবন করা। অলস স্বভাব, একবারে শারীরিক পরিশ্রম না করা, আবদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, অপরিষ্কার জল ও বায়ু সেবন। কৃত্রিম খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করা, সর্ব্বদা অধিক পরিমাণ চা, তাম্রকুট ও তাম্বুল সেবন। আহারের সময় অপর্য্যাপ্ত জল পান করা, আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া, অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া আহার করা, অধিক পরিমাণ মদিরা বা উত্তেজক পানীয় সর্ব্বদা পান করা। অধিক পরিমাণ শীতল জল পান, অধিক বেলায় শয্যাত্যাগ করা, অতিরিক্ত নিদ্রা, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত রতিক্রিয়া, বৃদ্ধ বয়স ইত্যাদি বহুবিধ কারণে ক্ষুধা হীনতা জন্মিয়া থাকে। যে সমস্ত কারণে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ঘটে, ইহাও সেই কারণে ঘটিয়া থাকে।

লক্ষণ—ক্ষুধা হীনতা ও অরুচি সকলেই কোন না কোন সময় নিজজীবনে উপভোগ করিয়াছেন, অতএব তাহার লক্ষণাদি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, এই অবস্থায় ক্ষুধা প্রায়ই থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে রুচিও তিরোহিত হয়। আহার করিতে বসিলে দুই চারি গ্রাস মাত্র আহার করিয়াই তৃপ্তি বোধ হয়, বহু প্রকার উপকরণ নিকটে থাকিলেও তাহার দিকে মন আকৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ডাইল দিয়া প্রচুর পরিমাণ অন্ন আহার করিতে সমর্থ হইত, সে এক্ষণে বহু সামগ্রী দিয়াও উপযুক্তরূপ আহার করিতে সমর্থ হয় না। মধ্যাহ্নে আহার করিলে রাত্রিতে আহারের ইচ্ছা থাকে না, অক্ষুধায় কষ্টের সহিত আহার করিলেও তাহা জীর্ণ হয় না তদ্দ্বারা ডিস্‌পেপসিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অল্পাহার বশতঃ শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সামান্য রোগেই দেহের পতন হয়।

চিকিৎসা।

আইরিস—পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর বেদনা ও জ্বালা, শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আহারে উপশম, অক্ষুধা, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া অল্প:পরিমাণ ক্ষুধা বা ক্ষণস্থায়ী ক্ষুধা, সামান্য আহারেই ক্ষুধার

নিবৃত্তি, আহারে অপ্রবৃত্তি, আহারান্তে মুখে তিক্তজল ও ভুক্তদ্রব্য উদ্গম। অম্ল ও দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা, উষ্ণ খাদ্যে অতৃপ্তি, নিদ্রাকালে লালাপতন। স্বপ্ন-দর্শন। মনে নানাপ্রকার চিন্তার উদয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকা—বিবমিষা ও বমন, মুখে জল সঞ্চয়, বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, আহার্য্য দ্রব্যে ঘৃণা, জিহ্বার আস্বাদ বিকৃত না ঘটিলেও আহারে অরুচি। ধূমপানের পর বিবমিষা, আহারান্তে বমন, আহার্য্য বস্তু দেখিয়াই অশ্রদ্ধা, বালকদের ক্ষুধা হীনতা ও অরুচিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমণিক্রুডম—ক্ষুধার অভাব, জিহ্বার আস্বাদ কদর্য্য, বিবমিষা ও বমন, উদর আহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বোধ, মুখের শুষ্কতা, পিপাসা, রাত্রিতে পিপাসার বৃদ্ধি, গলাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকা ও তাহা উঠাইবার জন্য বারম্বার চেষ্টা। আহারের অব্যবহিত পরেই ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ, পাকা-শয়ে বেদনা ও অসুস্থতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এলিট্রিস্—সমস্ত প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই ঘৃণা বোধ, বিবমিষা কিন্তু বমনাভাব, কোষ্ঠবদ্ধ, মূর্চ্ছা, শিরো ঘূর্ণন, অনিদ্রা, সামান্যরূপ আহার করিলেও পাকাশয়ে যন্ত্রণা উপস্থিত। অতিরিক্ত অধ্যয়ন জনিত অগ্নিমান্দ্য। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

এসিড সলফিউরিক—ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক রক্ত-রসাদির অভাব হেতু ও অতিরিক্ত অধ্যয়ন জনিত ক্ষুধামান্দ্য, মুখের আস্বাদ অম্ল বা দূরিত, জিহ্বা শুষ্ক, গলমধ্যে সূচী বিদ্ধবৎ যাতনা ও জ্বালা। বুকজ্বালা, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, গলনলীতে খোঁচা মারা যন্ত্রণা, রাত্রিতে ও নিদ্রাকালে উপদ্রবের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলি—পাকাশয়িক আধ্মান, উদ্গার দ্বারা ঐ বায়ু উঠাইবার চেষ্টা, বুকজ্বালা, আধ্মান হেতু পাকাশয়ের পূর্ণতা বোধ ও তজ্জন্য আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখের আস্বাদ অম্ল ও তিক্ত, পূর্ব্বে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মুখে ভাল লাগিত তাহা দেখিয়া এক্ষণে ঘৃণা বোধ। তৈলাক্ত দ্রব্য ও দুগ্ধে ঘৃণা। মিষ্ট ও লবণাক্ত দ্রব্যে স্পৃহা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ক্যামোমিলা—অক্ষুধা, অরুচি, উদরে বেদনা, শিশুদের রোগ। ক্ষণ

ভঙ্গুর নিদ্রা, মস্তক পূর্ণ ও ভার, মুখ উষ্ণ ও আরক্ত, জিহ্বা শুষ্ক ও বিদারিত। মুখের আস্বাদ তিক্ত, এজন্ম কোন দ্রব্যই ভাল লাগে না। পিত্ত বমন, সবুজ বর্ণের ভেদ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—সম্পূর্ণ ক্ষুধা হীনতা, তথাপি রোগী বারম্বার আহার করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কিছুই আহার করিতে পারে না। আহার্য্য বস্তু দেখিয়াই তৃপ্ত হয় বা দুই চারি গ্রাস আহার করিয়া হাত তুলিয়া বইসে। যে সামান্য মাত্র আহার করে তাহাতেও অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—ম্যালেরিয়া বিষজনিত ক্ষুধাহীনতা, বর্ষাকালীয় ব্যাধি। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অরুচি, স্বাভাবিক পিপাসার অভাব। জিহ্বা বিদারণযুক্ত, ভার ও পীতবর্ণ, পাকাশয় পূর্ণ বোধ। সামান্য রূপ আহার করিলেও অপরিমিত বোধ এবং উদ্গার উদ্ভব। সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা, আলস্য, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

জ্যাম্বোজাইলম্—ইহা অত্যন্ত আগ্নেয় ও স্নায়বীয় বলকারক। অক্ষুধা, পাকাশয়ের শক্তি লোপ, মুখাভ্যন্তরে উষ্ণতা অনুভব, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, বিবমিষাও উদ্গার, প্রচুর পরিমাণে লালা পতন, মস্তক ভার, কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, প্রকৃতি উগ্র। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—মদ্যপায়ী ও অলস স্বভাবের লোকদের ক্ষুধা হীনতা, মানসিক শ্রমশীল ব্যক্তি ও সর্ব্বদা অধ্যয়ন পরায়ণ লোকদের ব্যাধি, জ্বর বা অন্য কোন দুর্ব্বলতা জনক ব্যাধির পর ক্ষুধা হীনতা, মুখের শুষ্কতা, জিহ্বা সাদা আবরণে আবৃত ও বিদারণ যুক্ত, জিহ্বার স্বাদ হীনতা, খাদ্য বস্তু বিস্বাদ যুক্ত, বুকজ্বালা, মুখে লালার সঞ্চয়, কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তক ভার, মত্ততার ন্যায় অনুভব, স্মৃতি শক্তির বিলোপ, মনঃসংযোগ করিতে কষ্টবোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—মুখের আস্বাদ কদর্য্য, বারম্বার ফেনিল নিষ্ঠীবন ত্যাগ। তিক্ত উদ্গার, মুখে জলোদ্গম। অম্লাক্ত ও লবণময় বস্তু বমন। উষ্ণ খাদ্যে ঘৃণা। জিহ্বার স্বাদ শূন্যতা, উদর ভারযুক্ত, উদরে ডাক, কষ্টে মল নির্গমন। অসম্পূর্ণ চর্ব্বণজনিত ব্যাধি। অতিরিক্ত তামাকপায়ীদের মন্দাগ্নি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

প্লম্বম্—ক্ষুধা হীনতা, সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, খাদ্যে বীতরাগ, বমন, পিপাসা শূন্যতা, অক্ষুধা, পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা, শরীরের বর্ণ মলিন। জিহ্বার আস্বাদ কদর্য্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—ক্ষুধার অভাব, পিপাসা, রাত্রিতে পিপাসার বৃদ্ধি, গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা, জিহ্বা পীত অথবা শুভ্রবর্ণ ও বিদারণযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, বর্ষাকালীয় রোগ, পূর্ব্ব দিকের বাতাস চলিলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইড্রাস্টিস্—পাকাশয় শূন্য বোধ, বিবমিষা, উদ্গার, দীর্ঘকাল স্থায়ী উচ্চ হৃৎস্পন্দন, অম্লোদ্গার, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা, সপ্তাহে দুই একবার মল নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—পুরাতন ক্ষুধামান্দ্য, সামান্য কারণেই অজীর্ণতার উদ্ভব, বিবমিষা ও বমন, প্রাতঃকালে বিবমিষা ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত শূল বেদনা, পারদের অপব্যবহারজনিত মন্দাগ্নি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

এই রোগে ক্ষুধা থাকে না বলিলেই হয়। অতএব অধিক আহার করা উচিত নহে, সামান্যরূপ আহার করিবে, যাহা খাইবে তাহা যেন শরীরের বল রক্ষা করিতে সমর্থ হয় এমত বিবেচনা করিয়া লইবে। অক্ষুধায় প্রচুর পরিমাণে আহার করিলে অজীর্ণতার উৎপাদন করিতে পারে, এজন্য তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মিতাচারী হইয়া চলিবে। রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিমাণে নিদ্রা, অলস হইয়া বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত রতিক্রিয়া, অপর্য্যাপ্ত ধূমপান বা তাম্বুল সেবন ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিবে। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ কিছুকাল ভ্রমণ করিবে, তদনন্তর সংসারের অন্যান্য কাজে প্রবৃত্ত হইবে। মধ্যাহ্নে আহার করিয়া শয়ন করিবে না, দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। অপরাহ্নে আবার কিছুকাল ভ্রমণ করিবে। সাধ্যমত শারীরিক পরিশ্রম করিবে। অশ্বারোহণ, ভ্রমণ, ডন, কুস্তি, কোদাল

ও কুঠার পরিচালন ইত্যাদিরূপে শরীর পরিচালন করিবে, নতুবা ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হইবার আশা করা যায় না।

ক্ষুধা হীনতা ও অরুচি রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

অরুচি, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে গোলযোগ—এণ্টিক্রুড্, ক্যাক্‌ট, সাইক্লি, সলফ, চায়না, আইরি, নক্সভ, পলস, রস, সিপি, সাইলি।

" " অত্যন্ত ক্ষুধা—ক্যাক্‌ট, চায়না, সিমিসিফি, ইয়ুপে, হেলো, ন্যাট্রম মি, রস, ব্রাইও, ক্যালকে, ইগ্নে, নক্সভ, ওপি, সাইলি, আর্স, ডলকা, ব্যারা, ম্যাগনিমিউ, এ সলফ।

" " আহারে অনিচ্ছা—ইপিকা, পলস, রস, ককিউ, আর্নি, চায়না, ইগ্নে, নক্স, একো, আর্স, কলচি, ক্যাম্ফা, বেল, ল্যাকে, লোবি, এ মিউ, ওপি, ক্যামো, সিপি, সাইলি, ব্রাইও, সিকেলি।

" রন্ধন করা খাদ্যে—কলচি, গ্রাফা, পিট্রো, ইগ্নে।

" গরম সিদ্ধ করা খাদ্যে—লাইকো, পিট্রো, সাইলি।

" গরম খাদ্য ও পানীয়ে—ব্রাইও, কলচি।

" খাদ্য বস্তুর দর্শনে ও ঘ্রাণে—কলচি।

" ফলাদিতে—বেরাইটা কার্ব্ব।

" জলে—বেল, চায়না, নক্সভ, ষ্ট্রামো, হাইড্রোফো, পলস।

" দুগ্ধে—বেল, ব্রাইও, এণ্টিটার্ট, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, সিনা, ইগ্নে, ন্যাট্রম কা, পলস, সিপি, সাইলি, সলফ, ম্যাগনিকা।

" মাতৃ দুগ্ধে—সাইলি।

" তরল পদার্থ মাত্রেই—বেল, ক্যাম্ফা, হাইও, নক্সভ, ষ্ট্র্যামো, ককিউ, ন্যাম্ব, ল্যাকে, ন্যাট্রমমিউ।

" রুটিতে—কোনা, এ নাইট্রিক, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, এ ফস, কেলিকার্ব্ব, পলস, সিক্লিমে, লাইকো।

অরুচি মাখনে—কার্ব্বভেজ, চায়না, মার্ক।

„ চর্ব্বিযুক্ত আহারে—ব্রাইও, কার্ব্ব এনি, কার্ব্বভেজ, সিকেলি, সাইক্লি, হিপারস, ন্যাট্রমমি, পলস, পিট্রো।

„ মাংস এবং মাংসের যুসে—মার্ক, এ মিউ, এনাইট্রি, পলস, ইগ্নে, ফিরম, পিট্রো, সিকেলি, সাইলি, সলফর।

„ মৎস্যে—গ্রাফা।

„ শাক ও তরকারিতে—হেলো, ম্যাগনিকার্ব্ব।

„ রন্ধন করা দ্রব্য গরম খাইতে—ক্যালকে কার্ব্ব, গ্রাফা, ইগ্নে, ম্যাগনি-কার্ব্ব, সাইলি।

„ অম্ল বস্তুতে—বেল, ককিউ, ফিরম, স্যাবাডি, সলফর।

„ মিষ্ট দ্রব্যে—আর্স, কষ্টি, মার্ক, এনাইট্রিক, ফস, সলফর, জিঙ্ক, গ্রাফা, ব্যারাইটাকার্ব্ব।

„ লবণাক্ত পদার্থে—গ্রাফা।

„ তামাকে—ইগ্নে, লাইকো, নক্সভ, গ্রাটি।

এক্সেসিব্ হাঙ্গার।

অতিরিক্ত ক্ষুধা।

ওলাউঠা ও জ্বর বিকার ইত্যাদি রোগে অনেক সময় রোগীকে অতিরিক্ত ক্ষুধায় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; খাওয়ার জন্য রোগী উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠে, উহা ঐ রোগের একটী আনুষঙ্গিক লক্ষণ, স্বতন্ত্র একটী পীড়া নহে। তদ্ভিন্ন কোন কোন রোগীকে স্বাভাবিক শরীরেই প্রচণ্ড ক্ষুধাতুর হইতে দেখা যায়। ইহা কখন কখন এমন ভয়াবহ হইয়া উঠে যে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়, এজন্য এইটীকে স্বতন্ত্র একটী পীড়া বলিয়া উল্লেখ করা হইল। উপযুক্তরূপ ক্ষুধা ও আহারীয় বস্তু ভোজন করা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহার হ্রাস হইলে তাহাকে মন্দাগ্নি এবং বৃদ্ধি হইলে অতিরিক্ত ক্ষুধা বলে। শেষোক্ত পীড়ায় রোগী ক্ষুধায় অধীর হইয়া পড়ে, বারম্বার আহার ও মাত্রাধিক আহার করা, আহার করিতে না দিলে কান্দিয়া আকুল হওয়া, আহার করিয়া উঠিয়াই

পুনরায় আহার্য্য বস্তু যাচ্ঞা করা, আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে খাদ্য বস্তু অপহরণ করিয়া আহার করা, নিজের বাড়ীতে খাদ্য পাইবার সুবিধা না থাকিলে প্রতিবাসীদের বাড়ী হইতে যাচ্ঞা করিয়া আহার করা, ইত্যাদি লক্ষণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আহার করাতে শরীর বিশেষ পুষ্ট হয় না বা উদরেরও কোন অসুখ জন্মেনা। গত ১২৯৫ সনের ৭ই ভাদ্র দাপনাজোড় নিবাসী নছিমুদ্দিন সেখ নামক একব্যক্তি অতিরিক্ত ক্ষুধা রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল। ইহার বয়স বাইস বৎসর। বহু দিন দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করিয়া ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া ছিল, এক্ষণে জর হয় না বটে কিন্তু শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল। বর্ণ পাণ্ডুর, দেহে বল নাই, চক্ষু কোটর গত, এই ক্ষীণ দেহে বারম্বার প্রবল ক্ষুধা, আহার করিবার ক্ষণকাল পরেই পুনরায় প্রচণ্ড ক্ষুধা, এক একবারে প্রচুর পরিমাণে আহার করা, খাদ্য বস্তু দিতে বিলম্ব হইলে কান্দিয়া আ হওয়া, নিজের বাড়ীতে খাদ্যবস্তু পাইতে বিলম্ব হইলে প্রতিবাসীদের বাড়ী গিয়া উপদ্রব করতঃ আহার্য্য বস্তু জোটাইয়া আহার করা। দিনের মধ্যে দুই তিন বার করিয়া মলত্যাগ করিত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ও মূত্র নিঃসরণ হইত। মুখ, পাকাশয় ও উদরে জ্বালা, আহারে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই জ্বালার বৃদ্ধি, উদরে টাস ধরার ন্যায় বোধ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। ইহাকে আর্সেনিক ৬দিনে তিনবার করিয়া সেবন করিতে দেওয়াতে কিছু দিনে রোগ লক্ষণ দূরীভূত হইয়াছিল।

চিকিৎসা।

ক্ষুধা অত্যন্ত—বেরাকার্ব্ব, ক্যালকেকার্ব্ব, কলচি, আইও, লাইকো, মার্কভি, ন্যাট্রমমি, ওলিয়েণ্ড, এ ফস, সরি, স্যাবেডি, সার্সা, সাইলি, ষ্ট্যানম, ষ্ট্যাফি, সলফ, ভিরাট, সিনা।

" " ১০।১১টা পর্য্যন্ত—সলফ, জিঙ্ক।

" বমনের পর—ওলিয়েণ্ডার।

" কুইনাইন সেবনের পর—আর্স, নক্স, ফস, ইত্যাদি।

ক্ষুধা আহারের পরও বর্ত্তমান—আর্স, এণ্টিক্রুড্।

" ও অক্ষুধা—সিনা।

" একবার বমন হইতে অন্যবার বমন পর্য্যন্ত—ভিরাট।

" সর্ব্বদাই খাইতে ইচ্ছা—আর্স, সিনা, কার্ব্বএনি, পিট্রো, ভিরাট, কালকে কা, চায়না, আইও, লাইকো, নক্স, সাইলি।

" খাইতে অনিচ্ছা—বেরাইটা কার্ব্ব।

" আহার না করিলে মস্তকে বেদনা—লাইকো।

আহারের অনিবার্য্য ইচ্ছা অম্ল পদার্থ—এলম, এণ্টিটার্ট, ব্রাই, ম্যাগনিকা, কোনায়, ডিজি।

" " সুখাদ্য বস্তু—ইপিকা।

" " চর্ব্বি—এ নাইট্রিক।

" " চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য—নক্স।

" " মাংস—ক্যাল্ক, ম্যাগনিকার্ব্ব।

" " দুগ্ধ—এপিস, চেলিডো।

" " লবণ—কেলিকার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ।

" " মিষ্ট দ্রব্য—ইপিকা, লাইকো, ম্যাগনিমিউ, সলফর।

" " তিক্ত পদার্থ—ন্যাট্রমমিউ।

এক্রেসিয়াস্ এপিটাইট।

বিকৃত রুচি, অখাদ্য বস্তু খাইতে ইচ্ছা।

পৃথিবীর এক এক দেশে এক এক প্রকার কদর্য্য বস্তু আহারের রীতি আছে, এক দেশের লোক যাহাকে ঘৃণিত বস্তু বলিয়া পরিত্যাগ করে, অন্য দেশের লোক তাহাকেই আবার আদরের সহিত আহার করিতেছে, যেমন ইংলণ্ডের লোকেরা সদ্য মাংস বস্ত্রখণ্ডে পুটলি বান্ধিয়া পায়খানার বাক্সে আবদ্ধ করতঃ দুর্গন্ধ গ্যাস সংযোগে গলিত করিয়া অতি উপাদেয় খাদ্য জ্ঞানে আহার করে। চীনের লোকেরা পায়খানার কীট ধৌত করতঃ সুখাদ্য বস্তু রূপে অতি আদরের সহিত ভোজন করে। ব্রহ্মবাসী মগেরা জীবের মাংস একটী পাত্রে

৫।৭ দিন পুরিয়া বিগলিত করতঃ ঐ দুর্গন্ধ ও ঘৃণাকারজনক মাংস অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে আহার করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক হইলেও ব্যাধি বলিয়া গণ্য হয় না এবং তৎসমস্ত এই প্রবন্ধে বর্ণনীয় নহে। সময় বিশেষে ও ব্যাধি বিশেষে কাহার কাহার রুচি বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। যেমন স্ত্রীলোক-দের গর্ভাবস্থায় ও হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা প্রকার অখাদ্য বস্তু খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যথা পোড়া মাটি, খড়ি মাটি, পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড, কয়লা ইত্যাদি। কখন কখন এইরূপ কদর্য্য রুচির লক্ষণাদি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন ইহার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এতকাল এই সমস্ত লক্ষণ কোন একটী ব্যাধি বলিয়া মনুষ্যের জানা ছিল না ; কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ দেখিলেন, ঐ সমস্ত বিকৃত লক্ষণ স্নায়ু বিশেষের অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হেতু ঘটিয়া থাকে অতএব অবশ্যই ইহার চিকিৎসা হইতে পারে। তাঁহারা আরও দেখাইলেন যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের সূক্ষ্ম পরমাণু সকল বিকৃত স্নায়ুমূলে ক্রিয়া করিয়া ঐ সমস্ত অস্বাভাবিক ভাব দূর করিতে সমর্থ। তদবধি ইহা ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে এবং উহার চিকিৎসা প্রণালীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চিকিৎসা।

আহারে ইচ্ছা তিক্ত দ্রব্য – ডিজি, ন্যাট্রমমিউ।
„ „ চা খড়ি—এ নাইট্রিক, নক্সভ।
„ „ অঙ্গার—এলুমি, সিকিউটা।
„ „ মৃত্তিকা—এলুমি, এ নাইট্রিক।
„ „ গুগলি—ল্যাকে, ন্যাট্রমমিউ, রস।
„ „ ঝিনুক—লাইকো।
„ „ ভাজা তণ্ডুল—এলুমিনা।
„ „ লোনা দ্রব্য—ক্যালকেকার্ব্ব, ও ফস, কোনা, ন্যাট্রমমিউ।
„ „ পলাণ্ডু—আর্জ্জেণ্টনাই, কেলিকার্ব্ব।
„ „ খাইতে ইচ্ছা অনেক দ্রব্য কিন্তু খায় না কিছুই—ব্রাইও।

বিবমিষা ও বমন।

বিবমিষা ও বমন অনেক কারণেই ঘটিয়া থাকে, ক্রিমি, বহু প্রকার জ্বর, ওলাউঠা, পাকাশয় প্রদাহ ইত্যাদি রোগে বমন ক্রিয়া সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তৎসমস্ত ঐ রোগের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতেও কখন কখন উক্ত লক্ষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে অতএব বিবমিষা ও বমনের একটী বিস্তৃত রিপার্টরী এই স্থানে বিবৃত হইল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বমন রোগের চিকিৎসাই সহজ-সাধ্য হইবে।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়।

একো, ব্রাইও, ইথিউ, এণ্টি, আর্ণি, আর্স, ব্যাপটি, ক্যামো, বেল, ক্যাম্ফ, কার্ব্বভেজ, সিকিউটা, ক্যাকটা, ককিউ, কলসিন্থ, কোপে, কুপ্রম, ডায়াস্কো, ইলাটি, ফিরম, গমিগটি, আইও, ইপিকা, আইরি, জ্যালাপ, কেলিবাই, ক্রিয়ো, মার্কভি, লাইকো, এমিউ, ন্যাট্রমমিউ, পিট্র, নক্‌সভ, প্লম্বম, লেপটে, জ্যাবো, স্যাবেডি, সিনা, সার্সা, সিকে, সিপি, সাইলি, সলফ, ভিরাট, পলস, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ইয়ুপে, ড্রসে।

বমনে নির্গমন রক্ত—একো, আর্ণি, আর্স, ফিরম, হাইও, ইপিকা, নক্‌স, বেল, ব্রাইও, ক্যান্থ, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, মেজি, প্লম্বম, পলস্, সিকেলি, ফস, সলফ, ভিরাট, ক্যাকট, হেমিমে, রুমেক্‌স, সেঙ্গুই।

" " চাপ চাপ রক্ত—আর্ণি, কষ্টি।

" " বিষ্ঠা—এপো মার্ফিন, বেল, নক্‌স, প্লম্বম, ওপি, সলফ, একো, ব্রাইও, থুজা।

" " কাল বিকৃত রক্ত—এলু, আর্স, ক্যালকে, চায়না, ভিরাট, হেলো, ইপিকা, নক্‌স, সলফ, লেপটেণ্ড্রা।

" " অজীর্ণ বস্তু—ইয়ুপে, ইপি, পলস, ক্যামো, চায়না, এণ্টিক্রুড্, সলফ, ভিরাট, আর্স, একো, ক্রোটন, কলসিন্থ,

নক্সভ, আইরিস, কেলিবাই, সাইলি, বেল, ব্রাইও, এণ্টিটার্ট, ক্যালকেকা, সিনা, ইগ্নে, কুপ্রম, ড্রসে, গ্রাফা, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ন্যাট্রমমি, ফস, রস, সিপি, ষ্ট্যানম।

বমনে নির্গমন আহারের অব্যবহিত পর—আর্স, ইপি, সিকে।

„ „ আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য অম্ল হইয়া—ক্যালকেকার্ব্ব, হিপার, রোবি, কেলিবাই, ওলিয়ে, পডো, পলস, সলফর।

„ „ আহারের কয়েক ঘণ্টা পর—ক্রিয়ো।

„ „ চকচকে তরল পদার্থ—কেলিবাই।

„ „ পানীয় জল উদরে গিয়া উষ্ণ হওয়ার পর—ফস।

„ „ „ পান মাত্র—আর্স, বিসমথ, ক্রোটন, জিঙ্ক, ইয়ুপে।

„ „ পিত্ত ও তিক্ত বস্তু—এণ্টিক্রুড, ক্যামো, নক্সভ, একো, এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইও, ইপিকা, কেলিকার্ব্ব, মার্ক, ফস, সিনা, সিপি, ভিরাট, আর্ণি, চায়না, ইয়ুপে, কলসিন্থ, কুপ্রম, ডিজি, ড্রসে, ইগ্নে, জাট্রফা, ন্যাট্রমমিউ, কেলিবাই, ল্যাকে, লাইকো, পডো, পিট্রু, পলস, র্যাফে, সিকে, ষ্ট্রামো, সলফ, ভিরাট, থুজা।

„ „ শ্লেষ্মা—আর্স, পলস, ইয়ুফর, ইপিকা, বেল, ড্রসে, নক্সভ, সলফ, একো, এণ্টিক্রুড, ক্যালকে, ডলকা, কেলিবাই, সিকেলি, ক্যামো, চায়না, সিনা, হিপার, ইগ্নে, মার্ক, ভিরাট, আইরিস।

„ „ জলীয় পদার্থ—আর্স, বেল, ব্রাইও, ইপিকা, বিসমথ, চায়না, ক্রোটন, ইয়ুফর, গ্রাটি, ওলিয়ে, ট্যাবাক, এণ্টি-টার্ট, নক্স, পলস।

„ „ জলীয় পদার্থে চর্ব্বির ন্যায় খণ্ড খণ্ড বস্তু ভাসমান—হিপোমে।

„ „ ফেনিল দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ—ইথিউ।

বমনে নির্গমন পীতবর্ণ পদার্থ—গ্রাটি।
" " ঈষৎ হরিৎবর্ণ পদার্থ—ইথিউ, এণ্টিক্রুড্, আর্জ্জেণ্টনা, কল-
সিন্থ, ডিজি, হিপার, জ্যাট্রফা, ওলিয়েণ্ডা,
সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, এণ্টিটার্ট।
" " দুগ্ধ—ইথিউ, আর্জ্জেণ্টনাই, ক্যালকে ফস, আর্ণি।
" " দুগ্ধ দধির ন্যায় হইয়া—ইথিউ, এণ্টিক্রুড্, ক্যালকেকার্ব্ব।
" " দুগ্ধের বড় বড় চাপ—ইথিউ।
" " দুগ্ধ অম্ল হইয়া—ক্যালকে কার্ব্ব।
" " শ্লেষ্মা অণ্ডলালের ন্যায় হইয়া—জ্যাট্রফা।
" " দুর্গন্ধময় বস্তু—ইপিকা, সিকেলি।
" " ফেনিল বস্তু—পডো, এণ্টিটার্ট।
" " আঠাল বস্তু—আর্জ্জেণ্টনাই, কেলিবাই, ডলকা।
" " তৈলবৎ বস্তু—ইথিউ, নক্স।
" " ভুক্ত বস্তুর কঠিন অংশ, জলীয় অংশ নহে—ব্যাপটিসিয়া।
" " ভুক্ত জলীয় অংশ, কঠিন অংশ নহে—বিসমথ।
" " প্রথমে শ্লেষ্মা পরে পিত্ত—ভিরাট।
" " " " পরে ভুক্ত পদার্থ—আর্স, ওলিয়েণ্ডার।
" " " ভুক্ত বস্তু পরে শ্লেষ্মা—ড্রসে, নক্সভ।
" " " " জলীয় পদার্থ—ফিরম, পলস।
" " পিত্ত ও লবণাক্ত বস্তু—সাইলি।
" " পিত্ত ও অম্লাক্ত বস্তু—এণ্টিটার্ট, ইপিকা, পলস।
" " কেবল তরল পদার্থ—আর্স, ডলকা, মার্ককর, সাইলি।
" " কেবল কঠিন পদার্থ—আর্স, ব্রাইও, কুপ্রম, ফস, পলস, সলফ,
ভিরাট।
" " লবণাক্ত পদার্থ—আইও, ম্যাগ্নে, পলস, সিপি, সাইলি, সলফ।
" " মিষ্ট পদার্থ—ক্যালকে, ক্রিয়ো, প্লম্বম্।

অবস্থা ও সময় ভেদে বমন।

বমন—ঘোড়া, গাড়ী ও নৌকা ইত্যাদিতে ভ্রমণ হেতু—আর্স, কলচি, হাইও, পিট্রো, এপোমর্ফি, বেল, ক্রোকাস, নক্সম, সিকেলি, স্যাইলি, ষ্ট্যাফি, ট্যাবা।

„ মত্ততাবস্থায়—আর্স, ল্যাকে, নক্সভ, ওপি, ক্যালকে, সলফ্।

„ গর্ভাবস্থায়—এ কার্ব্বলিক, ইপিকা, নক্সভ, সল্ফ, ফিরম, পলস, সিপি, একো, আর্স, ক্রিয়ো, ল্যাকে, ম্যাগনিকার্ব্ব, ন্যাট্রম মি, নক্সম, ফস্, ভিরাট।

„ ক্রিমি থাকাহেতু—একো, সিনা, ইগিকা, মার্ক, নক্স, পলস, সলফ, বেল, কার্ব্বভেজ, চায়না, ল্যাকে।

„ সূর্য্যোত্তাপে তাপিত হওয়া হেতু—গ্লোনইন।

„ শরীর সঞ্চালন করিলে—আর্স, ব্রাইও, নক্স, পিট্রো, ভিরাট।

„ আহারান্তে—আর্স, ফিরম, ইপিকা, ক্রিয়ো, নক্সভ, পলস, সলফর, ভিরাট, একো, আর্ণি, হাইও, ন্যাট্রম মিউ।

„ প্রত্যহ প্রাতে—ড্রসে, আর্স, নক্সভ, ভিরাট, হিপার, লাইকো, ন্যাট্রম-মিউ, সাইলি।

„ রাত্রিতে—আর্স, চায়না, ফিরম, নক্সভ, সাইলি, সলফ।

„ মদ্য পানের পর—আর্স, চায়না, ভিরাট, একো, আর্ণি, ব্রাইও, ক্যামো,

„ নক্সভ, পলস, সাইলি।

„ মস্তক উত্তোলন করিলেই—সিকিউটা।

„ আহারের কথা মনে হইলেই—সিপি, ড্রসেরা।

„ খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাত্র—কলচিকম।

বিবমিষা।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্জ্জেণ্ট নাই, আর্স, কলচি, কলসিস্থ, চায়না, ক্রোটন, ইপিকা, রস, ন্যাবাডি, সিকেলি, সলফর, এণ্টিটার্ট, ইয়ুপে, ভিরাট, জিঙ্ক, এপিস, আর্ণি, ইগ্নে, ব্যাপটি, বেল,

বিসমথ, কার্ব্বভেজ, ডিজি, ডলকা, গ্রাটি, গমিগটি, হিপার, আইরিস, জেবোরাণ্ডি, জ্যালাপ, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, মার্কভি, এ মিউ, ন্যাট্রমমিউ, এ নাইট্রিক, নক্সভ, ওপি, পলস, প্লম্বম্, ফস, পডো, সার্সা, সাইলি, সিনা, সিপি।

বিবমিষা জলপানের পর—আর্স, আর্ণি, ইযুপে।

" জলপানে নিবারিত—লোবি।

" কালে গলা চাপিয়া ধরা—বিসমথ, কলচি, আর্স, ক্রোটন, বেল, ইগ্নে জেবরাণ্ডি, ক্রিয়ো, ইপিকা, পডো, সিকেলি, এণ্টিটার্ট।

" মন্ত মাংস আহারের পর—কষ্টি।

" উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলে—এ পিক্রিক, ব্রাইও।

" খাদ্যবস্তু দেখিবা মাত্র—আর্স, কলচি।

" স্বীয় মুখের নিষ্টীবনের গন্ধে—কলচি।

ইরাক টেশন।

উদ্গার।

পাকাশয়ে অযথা বায়ু সঞ্চিত হইলে তাহা নির্গমনার্থে এই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে ইহা প্রায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, পাকযন্ত্রে অজীর্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া এই ব্যাধি সচরাচর জন্মায়, অম্লাধিক রোগীগণের উদ্‌গার প্রায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। ইহার গন্ধ ও আস্বাদ ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এজন্য অম্ল, ঝাল, কটু ও দুর্গন্ধযুক্ত উদ্‌গার উঠিতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়—এলু, এম্ব্রা, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, আর্স, বারবেরিস, ক্যালাডি, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, চায়না, কুপ্রম, ডায়াস্কো, ডলকা, গ্রাফা, হিপার, ইগ্নে, আইরিস, কেলিকার্ব্ব, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনিকার্ব্ব ও মিউ, মার্ক, মেজে, এমিউ, ন্যাট্রম কার্ব্ব, এ নাইট্রিক নক্স, ফস, পলস, র‍্যাটানি, স্যাবেডি, সিপি, ষ্ট্যাফে, সলফ, ট্যাবা, থুজা।

উদ্‌গার বারম্বার—আর্ণি, বেল, ব্রাইও, কার্ব্বভে, কষ্টি, ককিউ, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রম মিউ, নক্সভ, ফস, পলস, রস, ভিরাট, সলফ।

উদ্গার উঠিতে বেদনা বোধ—ককিউ, নক্সভ, পিট্রু, ফস, স্যাবাডি, সিপি।

„ উঠাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা—এম্ব্রা, আর্জেণ্টনাই, কার্ব্ব এনি, কষ্টি, ককিউ, কোনায়, গ্রাফা, হাইও, ইগ্নে, কেলিকার্ব্ব, ম্যাগ্নেকার্ব্ব, নক্সম, নক্সভ, ফস, প্লম্বম্, পলস, রস, সলফ, জিঙ্ক।

„ উচ্চ শব্দে—আর্জেণ্টনাই, কার্ব্বভেজ।

„ উঠিতে বুক জ্বালা—এমোনিমিউ, ক্যালকে কা, চায়না, ক্রোকাস, ন্যাট্রম-মিউ, লাইকো, নক্সভ, সলফ, ক্যাপসি, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ডলকা, গ্রাফা, হিপার, ইগ্নে, আইও, মার্ক, এনাইট্রিক, ফস, পলস, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, আইরিস, পডো।

„ „ মুখ দিয়া জল উঠা—ঐ ঐ

„ সহিত মুখ জলে পরিপূর্ণ—আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে কা, কার্ব্বভে, লাইকো, মেজি, ন্যাট্রম কার্ব্ব ও মিউ, নক্সভ, পিট্রু, ফস, রস, সাবেডি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফ্।

„ „ অম্ল জল উত্থান—নিকোলম।

„ অম্লাক্ত—আর্ণি, হিপার, কেলিকার্ব্ব, ন্যাট্রমকার্ব্ব, ন্যাট্রমস, এপিক্রিক, পডো, স্যাবাডি, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক, আর্স, এম্ব্রা, ব্রাইও, কার্ব্বভে, হাইড্রাস, কেলিবাই, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, ম্যাগনি-কার্ব্ব, ফস।

„ ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদযুক্ত—এম্ব্রা, এমোনিকার্ব্ব, কষ্টি, এণ্টিক্রুড, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, চায়না।

উদ্গার তৎসঙ্গে গলা দিয়া ভুক্ত দ্রব্য উঠা—ব্রাইও, ক্যামো, ইগ্নে, ল্যাকে, ফস, এমোনিমিউ, ক্যাম্ফ, ম্যাগনিসি-মিউ, মেজি, সলফর।

উদ্গার তিক্ত—এলো, এম্ব্রা, এমোনিকার্ব্ব, এমোনিমিউ, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, আর্স, অরম, ব্যাপটি, বারবে, বিস, ক্যালকে, চায়না, ডায়াস্কো, গ্রাটি, হিপার, ম্যাগনিমিউ, মার্ক, নক্স, ফস, এ ফস, পলস, সিপি, সাইলি, থুজা, এ সলফ, ভিরাট।

„ শূন্য—একো, ইস্কিউ, এগারি, এমোনিমিউ, আর্জেণ্টনাই, আর্স, ব্রাইও, কষ্টি, কলচি, কলসিন্থ, ডায়াস্কো, হেলো, আইরিস, কেলিবাই, কেলিমিউ, ল্যাকে, লোবি, লাইকো, ম্যাগনিসিসলফ, ন্যাট্রমমিউ, ফস, পডো, পলস, রুমেক্স, রুটা, স্যাবাডি, স্যাবাই, সলফ, ভিরাট।

„ দুর্গন্ধযুক্ত—বিসমথ, প্লম্বম, সরি, য়্যাসাফি, কার্ব্বভেজ, সিপি, এণ্টিটার্ট।

„ ঝাঁসালে—য়্যাসা, কার্ব্বভেজ, মার্ক, সিকেলি, থুজা।

„ লবণাক্ত—সিপি, সলফ।

„ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম—আর্জেণ্টনাই।

„ পচা তৈলের গন্ধযুক্ত—য়্যাসাফি, কার্ব্বভেজ, গ্রাফা, স্যাবাডি।

„ পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত—আর্ণি, সরি, এণ্টিটার্ট।

„ ও হিক্কা—ইথিউ, কার্ব্বভেজ, নক্সভ।

—*○*—

গ্যাষ্ট্রালজিয়া।

পাকাশয়-শূল।

প্রতিসংজ্ঞা—গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, কার্ডালজিয়া, নিউরোসিস্ অব্ দি ষ্টমাক। গ্যাষ্ট্রীককলিক।

রোগ নির্ব্বাচন—পাকাশয়স্থ স্নায়ুর উদ্দীপনা হেতু, পাকাশয়ের স্পর্শাতিসহ্যতা, শূলবেদনা, বমন, বিবমিষা, বুকজ্বালা, মুখে জলোদ্‌গম ও পাককৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণের সহিত পাকাশয়ের এক প্রকার বিশেষ অসুস্থাবস্থা।

কারণ—রজঃকৃচ্ছ্র, অতি রজঃ, রজোভাব, ইত্যাদি বহু প্রকার জরায়ু ঘটিত পীড়া হেতু জরায়ুর উত্তেজনা পাকাশয়ে নীত হইয়া সহজেই পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। মেরুমজ্জার উত্তেজনা হইলে স্পাইনেল নর্ব্ব দ্বারা ঐ উত্তেজনা পাকস্থলীতে গমন করিয়া এই ব্যাধি জন্মিতে পারে। ডাক্তার বাড্

বলেন দীর্ঘকাল সুরাপান হেতু এই পীড়া ঘটিতে সক্ষম। বহু পরিমাণ তাম্র-কুট, উগ্র মসলা, গাঁজা ও সিদ্ধি অধিক পরিমাণ অম্ল ও লঙ্কামরিচ অযথা আহার, অত্যন্ত উত্তেজনার পর প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান, কাফি ও উষ্ণ চা ইত্যাদি পান, পাকস্থলীর পুরাতন সর্দ্দি, পাকাশয়ের বহু প্রকার ক্ষত, নানা প্রকার মানসিক চিন্তা। উদ্বেগ, ভয়, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, রাত্রি জাগরণ, দীর্ঘ-কাল অনশন ব্রত অবলম্বন বা দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হওয়া, বহুদিন ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ, হিষ্টিরিয়া রোগ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে।

লক্ষণ। পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা, অনবরত বেদনা, পর্য্যায় ক্রমিক বা ক্ষণস্থায়ী বেদনা, পান আহারে বেদনার বৃদ্ধি। খাদ্য বস্তু উদরস্থ হইলে বেদনা জন্মাইয়া বমন। কখন বা ইহার বিপরীত অর্থাৎ আহার করিলে বেদনার নিবৃত্তি। প্রথমাবস্থায় পাকাশয়ে অল্প অল্প চিন্ চিনি বেদনা জন্মিয়া ক্রমশঃ তীব্র বেদনায় পরিণত হওয়া, তখন রোগী বেদনার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়ে, চীৎকার করে। শরীর ঘর্ম্মাক্ত, হস্ত পদ শীতল ও মূর্চ্ছা উৎ-পাদন হয়। বেদনা পাকাশয় হইতে যকৃত, প্লীহা, ক্লোম ও অন্ত্রে নীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ফুস্ফুসে চালিত হইয়া শ্বাস-কষ্ট, হৃৎপিণ্ডে গিয়া হৃৎ ক্রিয়া মৃদু ও অবসন্ন, গলনলীতে নীত হইয়া গিলন কষ্ট ইত্যাকার বহু প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাস্তবিক বেদনাই এই পীড়ার প্রধান ও সুপরিচিত লক্ষণ। বেদনার প্রকৃতি সময় বিশেষে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কখন চাপনে উপশম বোধ কখন বা চাপ অসহ্য, তখন উদরোপরি বস্ত্রের চাপও অসহনীয় হইয়া উঠে। বেদনার সময় শরীর কখন উত্তপ্ত, কখন বা শীতল ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া থাকে। বারম্বার উদ্গার, তৎসঙ্গে প্রভূত পরিমাণ দূরিত বাষ্প উত্থান, উদরাধ্মান, মুখে জলোদ্গম, অম্ল বা ক্ষারাক্ত জল উত্থান, উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ। কখন বা স্নায়ুক্রিয়ার বিকৃতি বশতঃ পাকাশয় হইতে উর্দ্ধদিকে গোলাকার বলের ন্যায় বস্তু কণ্ঠনলী পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া বোধ, এই লক্ষণ জন্মিলে পীড়াটী গ্লোবস হিষ্টিরিকাসের সহিত ভ্রমযুক্ত হইয়া পড়ে। কখন বা এতৎসঙ্গে সিম্পাথিটিক নর্ব্বের ক্রিয়া বিপর্য্যয় ঘটিয়া হাসি, কান্না বা যৌনভাব আনীত হয়। কখন বা মস্তিষ্ক ও

মেরু মজ্জার বিকার জন্মাইয়া মূর্চ্ছা, আক্ষেপ, ভ্রম, তন্দ্রা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত লক্ষণ হিষ্টিরিয়াতেও দেখিতে পাওয়া যায়, বহুদর্শী চিকিৎসক বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিবেন।

বমন, এই পীড়ার আর একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, যদিও সচরাচর বেদনার সহিতই বমন হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন বেদনা ব্যতীতও বমন হইতে দেখা যায়। ঐ বমন পাকাশয়ের প্রদাহজনিত বমন সদৃশ অবিরত বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। দুই চারিবার বমন ও ওয়াক হইয়া নিবৃত্তি পড়ে। কখন বা রোগীকে দুই চারিদিন একবারও বমন করিতে দেখা যায় না, তখন আহার্য্য বস্তু উদরে বিলক্ষণ সহ্য হয় এবং রোগী ইচ্ছা মত আহার করিয়া থাকে, কিন্তু আবার বমন হইয়া রোগীকে পীড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পীড়া নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বেদনা ও বমন লক্ষণ থাকিয়াই যায়।

ভাবিফল—এই পীড়ায় সহজে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও সহজেই অন্য রোগে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ডাক্তার লিলিয়ান্থাল এই ব্যাধিতে ব্যবহৃত ঔষধ সমস্ত তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী। আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, চায়না, ক্যাক্ট্, ইগ্নে, লেপ্‌টেণ্ড্রা, লোবিলি, নক্সভ, পলস, সেঙ্গুই, সলফর।

দ্বিতীয় শ্রেণী। বিস, কার্ব্বএনি, কষ্টি, ডায়াস্কো, গ্রাফা, গ্রাটি, জেলস, আইরিস, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ্নেকার্ব্ব, ফস, সাইলি, ষ্ট্যানম, ষ্ট্রনসি, ভিরাট ভি।

তৃতীয় শ্রেণী। ইস্কিউ, হিপার, এমোনি, এণ্টি, ক্যালকে, সিমিসি, কফি, কলসিন্থ, ক্রোকাস, কুপ্রম, ইয়ুফর, ক্রিয়ো, ন্যাট্রম, নক্সম, প্লম্বম, রুমেক্স, সিকেলি, সিপি।

আইরিস—পাকাশয়ে প্রবল জ্বালা ও থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, বেদনা

নাভি-দিকে বিস্তৃত, জ্বালা ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত। বিবমিষা ও বমন, খাদ্য বস্তু উদরে প্রবেশান্তর অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়া উদ্গীরণ। উদ্গারে প্রচুর পরিমাণ বায়ু উত্থান। প্যাং ক্রিয়সে জ্বালা, মিষ্ট পদার্থ বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্জ্জেন্টম্ নাইট্রিকম্—প্রত্যহ মধ্য রাত্রিতে পাকাশয়ে বেদনা, বেদনার সময় সামান্য চাপও অসহ্য, পাকস্থলী হইতে বেদনা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত। পাকাশয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চর্ব্বণকর ও ক্ষতবৎ বেদনা, বেদনা বশতঃ ন্যুব্জ হইয়া থাকা, সামান্য সঞ্চালনে ও আহার গ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি। ক্রমান্বয়ে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস। বেদনা হইলে বমন, গুরুতর আহারান্তে মৃগীবৎ আক্ষেপ, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। উদ্গার উত্থানে আধ্মানের হ্রাস, হৃৎকম্পের সহিত মূর্চ্ছাজনক বিবমিষা। গলাধঃকরণ কালে গলনলী কঠিন বস্তু দ্বারা চাপিতবৎ অনুভব। মিষ্ট দ্রব্য আহারের ইচ্ছা, উহা আহার করিলে বেদনার বৃদ্ধি। জিহ্বাগ্র লালবর্ণ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

আর্ণিকা—পাকাশয়ে বিদ্ধকর ও আক্ষেপিক বেদনা, এতৎসঙ্গে ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৈষম্য। আহারের সময় ও পরে বিবমিষা, বেদনার সময় পাকাশয় মেরুদণ্ডের বিপরীত দিকে চাপিত হইতেছে বলিয়া বোধ। উদরে ও পার্শ্ব উদরে শূল বেদনা, উদ্গারে গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত বায়ু উত্থান, প্রাতে উদ্গারের বৃদ্ধি। পাকাশয় ভার ও বায়ুতে পূর্ণ। বমনে কঠিন বস্তু নির্গমন। কৃচ্ছ্রকর কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—পাকাশয়ে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ, বেদনা ও টাস ধরা যন্ত্রণা, প্রস্তর চাপিতের ন্যায় ভার বোধ, চাপনে কষ্ট অনুভব। পান ও আহারের পর বমন। খাদ্য বস্তু ও পাকাশয়স্থ জলীয় পদার্থ উদ্গীরণ। মিষ্ট দুগ্ধ পানে বেদনার নিবৃত্তি। উদরের বেদনা হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। অস্থিরতা, পিপাসা ও মুখ শোষ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা বোধ, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, আহারকালে বেদনার বৃদ্ধি। বায়ু ও মল নিঃসরণে এবং আহারান্তে বেদনার হ্রাস। বুকাস্থির নীচে চাপ বোধ, উদ্গার, অপরাহ্নের ভুক্ত বস্তু রাত্রিতে বমন, প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ। স্নায়ু

প্রধান ধাতুস্থ ব্যক্তি ও হিষ্টিরিয়া ভাবাপন্ন লোকের গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। সময় সময় পাকস্থলীতে টাস ধরিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত, বিশেষতঃ রাত্রিতে, তখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে যাতনা আরও বৃদ্ধি বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইথিউজা—পাকাশয়ে অত্যন্ত সংকোচক বেদনা, উহা এত দূর কষ্ট-দায়ক হইয়া উঠে যে, রোগী বমন করিয়া উপশম বোধ করিতে চেষ্টা করে। পাকাশয়ে বিদীর্ণকর বেদনা, উহা গলনলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বক্ষস্থলে জ্বালা, দুগ্ধ পান অসহ্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইলাপস—শীতল দ্রব্য ও ফল মূল আহার করিলে পাকাশয় মধ্যে শৈত্যের চাপবৎ অনুভব। আহারান্তে পাকাশয় ভার বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—পাকাশয় দেশে গুরুতর বস্তু চাপিতের ন্যায় বোধ, কয়েকবার বমনের পর ঐ স্থান বরফ খণ্ড চাপিতের ন্যায় অনুভব। পাকাশয়ে জ্বালা আরম্ভ হইয়া ইছাফেগছ দিয়া মুখ মধ্যে গমন। পাকাশয়ে গুরুতর বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এগারিকাস—আহারান্তে বেদনা উপস্থিত হইয়া তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হওয়া। পাকাশয় মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোধ। বোধ হয় যেন কোন বাহ্য বস্তু পাকাশয়ে অবস্থান করিয়া যন্ত্রণা ঘটাইতেছে। বিবমিষা, পাকাশয় ভার বোধ। হরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্গার, অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্তু অরুচি বশতঃ আহার করিতে অসমর্থ, বমন হইয়া মূর্চ্ছার ভাব উৎপাদন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এনাকার্ডিয়ম—শ্বাস গ্রহণ কালে পাকাশয়ে চিনচিনি বেদনা বোধ, ভ্রমণের প্রারম্ভে বুক্কাস্থির নিম্নে বেদনা, বারম্বার আহার গ্রহণের ইচ্ছা ও আহারান্তে বেদনার উপশম বোধ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এবিসনাইগ্রা—পাকাশয়ে স্থায়ীরূপ যাতনা, রোগী বোধ করে যেন পাকস্থলীতে কোন বস্তু গিট বান্ধিয়া রহিয়াছে। পাকাশয়ে অপাচ্য বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। বক্ষাভ্যন্তরে কোন গুরুতর বস্তু ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ, কাস দিয়া ঐ বস্তু উত্তোলন করিবার ইচ্ছা, আহারান্তে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এব্রোটেনম—পাকাশয়ে, কর্ত্তন কর, চর্ব্বণবৎ ও জ্বালাকর বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি, পাকাশয়ে জ্বালা, পাকস্থলী জলে ভাসমানবৎ অনুভব, সর্ব্বদাই অল্প বা অধিক পরিমাণ বেদনা বর্ত্তমান, অর্শ ও গাউট রোগ তিরোধানের পর গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনি ব্রোমাইডম্—কড়ার নিম্নে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, ভ্রমণ কালে থ্রোট ও ফুসফুসে উষ্ণতা বোধ, এজন্য রোগী মুখব্যাদান করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা, উদ্গারে যন্ত্রণার হ্রাস, ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

এরানিয়া—সামান্যমাত্র আহার করিলেও পাকাশয়ে ভয়ানক আক্ষেপিক বেদনা, বিবমিষা, বক্ষস্থলে চাপ বোধ, হাইতোলা, তদনন্তর আক্ষেপ, সমস্ত শরীর কম্পন, আহারের পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরে পাকাশয়ে বেদনা হইয়া পুনরায় আহার করা পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া, পাকাশয়ে শূল ও জ্বালাকর বেদনা, অস্থিরতা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসাফিটিডা—পাকাশয়ে চাপক, কর্ত্তনকর ও হুলবিদ্ধ বেদনা, কষ্টকর উদ্গার, পাকাশয় শূন্য বোধ, আহারান্তে পাকাশয়ের স্পন্দন। আহারের পর রোগ লক্ষণের হ্রাস, শূন্যোদরে পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় পীড়ার বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড অক্জ্যালিক—পাকাশয়ে ও গল মধ্যে জ্বালা, পাকাশয়ের চাপক বেদনা হেতু রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠা। বেদনার বিরামকালে রোগী বোধ করে যেন কোন একটী গুরুতর চাপ পাকাশয়ের উপর একবার আসিতেছে ও যাইতেছে। বায়ু নিঃসরণে আরাম বোধ, পাকস্থলী অত্যন্ত স্পর্শ উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড এসেটিক—পাকাশয়ে প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা, বেদনার পর পদদ্বয় ও শরীর শীতল ঘর্ম্মে আবৃত। চিৎ হইয়া শয়নে উদরের জ্বালা বৃদ্ধি। উদরে সামান্য চাপও অসহ্য, অত্যন্ত অম্লতা। অতিশয় শীর্ণতা, আহারান্তে বমন। ২য়, ৩য় শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—পাকাশয়ে ফিক বেদনা ও জ্বালা, আহার কালে

পাকাশয়ের ঊর্দ্ধ অন্তে বেদনা। লঘু পাক দ্রব্য আহার করিলে ক্ষণকাল বেদনা নিবারিত হইয়া পুনরায় বেদনার উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—শূন্যোদরে বেদনার উৎপত্তি, আহারান্তে উপশম, পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা, শরীরস্থ পেশীর শক্তি ক্ষয়। এই ঔষধের ক্রিয়া অল্পকাল স্থায়ী, উপকার হইলে শীঘ্রই হয়, শীঘ্র উপশম বোধ না হইলে এই লক্ষণযুক্ত অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৩য় শক্তি।

কফিউলাস—জরায়ুর বহু প্রকার পীড়া হেতু গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। উদরে উগ্র বেদনা, পাকাশয়ে প্রচণ্ড আক্ষেপিক বেদনা, পাকাশয়ের আধ্মান ও লালা নিঃসরণ। পাকস্থলীতে ভারযুক্ত বেদনা, দিবার প্রথম ভাগে বেদনার বৃদ্ধি, অপরাহ্নে হ্রাস। বহুকাল অনাহারে থাকাবৎ পাকাশয়ের শূন্যতা বোধ। পান ও আহারের পর মস্তকে বেদনা। অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্তু খাদ্য বস্তুর গন্ধেই ঘৃণার উদ্রেক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কফিয়া—পাকাশয়ের আক্ষেপিক বেদনা, আহারান্তে উদর টাসিয়া ধরা বোধ, বিনা কষ্টে বমন। অনিদ্রা, মনে বহুপ্রকার কাল্পনিক চিন্তার উদয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—পাকাশয়ে তীব্র বেদনা, প্রত্যেকবার আহারের পর উদরে মোচড়ান বেদনা, অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি। রাত্রিতে পাকাশয়ে টাস-ধরা বেদনা, উদ্গার উত্থানে উপশম বোধ। পাকাশয় দেশে হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকস্থলীতে প্রচণ্ড কর্ত্তনকর ও বিদীর্ণকর বেদনা, চাপ প্রদানে বেদনার উপশম বোধ। পাকাশয়স্থ বেদনা উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধাবিত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম্—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা ও চাপবোধ। গভীর নিশ্বাস গ্রহণে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে পাকস্থলীতে বেদনা, সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি, বিশ্রাম ও শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম। আহার গ্রহণ কালে ও পরে বিবমিষা। পাকস্থলীতে অম্লবোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব এনিমেলিস—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক খিলধরা বেদনা, ভ্রমণ

কালে পাকাশয়ে চাপবোধ, পাকস্থলীতে চাপক ও নখাঘাতবৎ জ্বালাকর বেদনা, সামান্যরূপ আহার করিলেও পাকাশয় পূর্ণ এবং শীতল বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস্—পাকাশয়ে উগ্রশূল বেদনা ও জ্বালা, বেদনা নিম্ন দিকে নিতম্ব ও উর্দ্ধ দিকে বাহুমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, রাত্রিতে টাসধরা, বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, বেদনা হেতু ন্যুব্জ হইয়া থাকিতে হয়। বুকজ্বালা, বিবমিষা, উদ্গার। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

কুপ্রম—এন্সিফরম্ কার্টিলেজের নিম্নে বেদনা, ভেগস্ নর্ব্বের শূল-বেদনা, পাকাশয়ে চাপবোধ, বিবমিষা, উদ্গার, উদরে ডাক, পঞ্জরাস্থির নিম্নে গোলাকার বলবৎ বস্তু সঞ্চরিত হইতেছে বলিয়া বোধ, তরল দ্রব্য আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, কটিতে বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিলে এবং স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম বোধ। পাকাশয় দেশে জ্বালা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা, শীতকালে ও শেষ রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, তখন রোগী সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ। পাকস্থলী প্রদেশ স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, বেদনার তাড়নায় রাত্রি দুইটার সময় জাগরিত, হওয়া, বেদনা বক্ষ, পৃষ্ঠ ও হস্তপদে গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম্—পাকাশয় পূর্ণ ও চাপযুক্ত, তথায় বস্ত্রের বন্ধন ও অসহ্য, পাকাশয় দেশে উষ্ণতা বোধ, বুক্কাস্থির বামদিকে ক্ষত ও অসুস্থতা বোধ। পাকস্থলীতে বেদনা ও অসুস্থতা, পাকাশয় ও অন্ত্রে শীতলতা বোধ, পাকস্থলীতে স্থায়ী বেদনা, মুখের রুচি ভাল থাকে, এজন্য রোগী প্রচুর পরিমাণ আহার করিতে পারে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোনায়ম—আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে বিশেষতঃ রাত্রিতে পাকা-শয়ে রীতিমত প্রচণ্ড বেদনা, হামাগুড়ি দিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে কখন কখন উপশম বোধ, পাকাশয়ে চাপক ও জ্বালাকর বেদনা জন্মিয়া পৃষ্ঠ ও বাহুমূলে ধাবিত হওয়া। গলনলী সংকোচিত বোধ, হিষ্টিরিয়া রোগ যুক্ত ব্যক্তির গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাপসিকম্—পাকাশয়ে শৈত্য বোধ, তদনন্তর জ্বালা ও কম্পন, উদ্গার, পাকাশয়ে উগ্র বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, আহারান্তে জ্বালার বৃদ্ধি, বুকজ্বালা, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—পাকাশয়ে ও পার্শ্বে চাপক বেদনা, বেদনা হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, উদরে হুলবিদ্ধ বেদনা। টানিয়া কষ্টের সহিত শ্বাস কার্য্য করা, আহারান্তে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ন্যুব্জ হইয়া থাকিলে উপশম বোধ। রোগীর প্রকৃতি ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত। ইহা কফিয়ার সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে সময় সময় আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইতে দেখা যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—পাকাশয়ে চাপক বেদনা, যেন প্রস্তর চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। সঞ্চলনে বৃদ্ধি, নীরবে চিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম বোধ। পাকস্থলী স্ফীত হইয়া রিকাবের মত হইয়া উঠা। পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা বিশেষতঃ আহারের পর। বেদনার সময় খাদ্য বস্তু বমন। পাকাশয়ের বেদনা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া হাইপোফস্—পাকাশয় আহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ থাকিলে কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না, নতুবা বিষম শূল বেদনার উদ্ভব হয়। এজন্য রোগী বারম্বার অল্প পরিমাণ আহার করিয়া উদর পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। পাকাশয় প্রদেশে চাপ ও যন্ত্রণা বোধ, বেদনা ঊর্দ্ধদিকে গমন, দুগ্ধপানে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালাডিয়ম—পাকাশয়ে জ্বালা, অম্ল আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, জলপানে উপশম। পাকাশয়ে কোন চরিষ্ণু জীবের সঞ্চরণবৎ অনুভব, বিবমিষা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাষ্টোরিয়ম—পাকাশয় ও অন্ত্রে শূল বেদনা, ঐ বেদনা পার্শ্বে ও পৃষ্ঠ দেশে সঞ্চালিত। মধ্যাহ্নে আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি। উষ্ণতা প্রয়োগে ও সঞ্চালনে উপশম বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—পাকস্থলীতে আঁটিয়া ধরার মত যন্ত্রণা, এজন্য বস্ত্র পরিধান করিতে অসমর্থ। পাকাশয়ে বা বাম পার্শ্বে বিন্দু পরিমাণ স্থানে বিষম যাতনা। প্রাতঃকালে ও সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে বমন হইয়া সমস্ত নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাটিওলা—পাকাশয়ে বেদনা উপস্থিত হইয়া সমস্ত উদর, পৃষ্ঠ দেশ ও কিডনিতে বিস্তৃত হওয়া। পাকাশয়ে চাপ বোধ, উদরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর খণ্ড সঙ্কলিত হইতেছে বলিয়া বোধ। বমনেচ্ছা, উদগার, আহারান্তে বেদনার বৃদ্ধি। পাকাশয় শূন্য বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—সাময়িক গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, তখন আহার করা মাত্রই বমন। পাকাশয়ে বেদনা ও চাপ বোধ, বিশেষতঃ রাত্রিতে ও প্রাতে। পাকাশয়ে গুরু বস্তু অবস্থানবৎ অনুভব। বেদনা হেতু রোগী আহার করিতে বাধ্য হয়, উষ্ণ দুগ্ধপানে উপশম বোধ, শীতল জলপানে বৃদ্ধি। রাত্রিতে উদর মধ্যে চিমটি কাটা বেদনা, উদর আধ্মানিত হইয়া বেদনা যুক্ত। শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার উপশম, গাত্রোত্থান করিলে ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি। রোগী বোধ করে যেন পাকাশয় মধ্যে দুইটি মুদ্গরের আঘাত হইতেছে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—পতনাবস্থার পর গাষ্ট্রডিনিয়া, শরীরস্থ রক্ত রসাদির অযথা বহিষ্করণ হেতু রোগোৎপত্তি। পাকাশয়ের স্পন্দন, সামান্য মাত্র আহারে ও পাকাশয়ে চাপ বোধ। পাকস্থলীতে শীতলতা বোধ। পাকাশয়ে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা, এজন্য উদরোপরি হস্তার্পণে যাতনার উৎপত্তি। ১ম, ৩য় শক্তি।

চেলিডোনিয়ম—পাকাশয়ে চর্ব্বণকর ও মোচড়ান বেদনা, আহারান্তে উপশম। পাকস্থলী আঁটিয়া ধরা ও চাপিয়া রাখার ন্যায় বোধ। পাকাশয়ে ক্রমান্বয়ে উষ্ণতা ও শীতলতা অনুভব। বেদনার সময় গরম জল ও খাদ্য বস্তু খাইতে ইচ্ছা। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম—পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা ও জ্বালা, বেদনা উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও পৃষ্ঠে গমন। পাকাশয় হইতে গলনলীতে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ অনুভব। গলনলী সঙ্কোচিত বোধ। মিষ্ট দ্রব্য আহারে ভয়ানক বুক জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেলসিমিয়ম—পাকস্থলীতে টাসিয়া ধরা বেদনা, সোজা হইয়া বসিলে উপশম বোধ। পাকাশয় ও অন্ত্র শূন্য বোধ। পাকাশয়ে চাপ বোধ, বস্ত্র কসিয়া পরিলে যাতনার বৃদ্ধি। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

টেরিবিন্থিনা—পাকাশয়ে অত্যন্ত গুরুতর বস্তু অবস্থানবৎ অনুভব। রোগী বোধ করে যেন সে সীসকের গোলা আহার করিয়াছে। উদরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা, সঞ্চালনে ও শয়নে উপশম বোধ। পাকাশয়ে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাবাকম—পাকাশয়ের অধো দেশে আক্ষেপিক চাপ, পাকস্থলী মোচড়াইতেছে বলিয়া অনুভব। পাকাশয়ে জ্বালা ও টাঁস ধরা যন্ত্রণা। বিবমিষা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডায়োস্কোরিয়া—পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা, প্রাতঃকালে জ্বালা বোধ ও বেদনা, পাকাশয়ের পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড আক্ষেপিক বেদনা, প্রচুর পরিমাণে উদ্গার ও অপান নিঃসরণ। চাপনে বেদনার বৃদ্ধি, হস্ত পদ বিস্তার করিয়া শয়নে উপশম বোধ। ১ম, ৩য় শক্তি।

নক্সভমিকা—পাকস্থলীতে জ্বালা ও বেদনা, নখাঘাতবৎ ও আক্ষেপিক বেদনা, অংশফলকাস্থি দ্বয়ের মধ্যে চাপ ও টাঁসিয়া ধরা। উদরের বেদনা ঊর্দ্ধ দিকে বক্ষে ও অধঃ দিকে পৃষ্ঠ দিয়া গুহ্যে গমন। তখন মলবেগ উপস্থিত। আহারান্তে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণ জল পানে উপশম, প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। উদর প্রস্তর চাপিতের ন্যায় ভার বোধ, শেষ রাত্রিতে বেদনা উপস্থিত হইয়া কিছু কাল স্থায়ী হওয়া, উদ্গার ও বমন হইলে আরাম বোধ। সঞ্চালনে বেদনার হ্রাস। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্স মস্কেটা—পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ। পাকাশয়ে টাঁস ধরা বেদনা, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত লোকদের পীড়া, অধিক পরিমাণে উত্তেজক মসলা সেবন হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্কার্ব্ব—পাকাশয়ে চর্ব্বণকর বেদনা, আহার করিলে উপশম বোধ, কথা বলিতে ও পাকাশয়ের উপর হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ। উদরের স্থানে স্থানে বায়ুর সঞ্চরণ ও তাহাতে বেদনার উৎপত্তি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্মিউ—পাকস্থলীতে জ্বালাকর ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিলে ও আহারান্তে উপশম বোধ। মুখে জলোদ্গম, বুকজ্বালা,

হৃৎকম্পন। উদরের চর্ম্মে ক্ষতবৎ যাতনা। কথা বলিতে পাকাশয়ের শূন্যতা ও দুর্ব্বলতা বোধ। উদরের চর্ম্মোপরি লাল দাগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্ সলফ্—পাকস্থলীতে বেদনা ও জ্বালা, প্রাতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, কিছু আহার করিলে উপশম বোধ। পাকাশয়ে কর্ত্তনকর বেদনা ও বিবমিষা, পাকস্থলীতে ছিদ্রকর বেদনা। বিবমিষা ও বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পলসেটিলা—শ্বাস গ্রহণ কালে পাকাশয় দেশে বেদনা, উদরোপরি প্রস্তর চাপবৎ অনুভব, প্রত্যেকবার আহারের পর পাকস্থলীতে চাপ বোধ। ভুক্ত দ্রব্য বমন। উদরে শূল বেদনা ও বিবমিষা। প্রাতে আহারের পূর্ব্বে ও মধ্যাহ্নে আহারের পর উগ্র বেদনা, পাকস্থলী শূন্য হইলে চর্ব্বণকর বেদনা, আহারান্তে চাপ ও বিদ্ধকর বেদনা। পাকাশয়িক আধ্মান। পাকস্থলীর স্পন্দন। বুকাভ্যন্তরে বাহ্য বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পিটলিয়ম—পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা, আহার গ্রহণে বেদনার নিবৃত্তি, গলনলী হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত স্থান চাঁচিয়া যাওয়া বোধ। বারম্বার ক্ষুধা ও প্রচুর পরিমাণে আহার করা। গলাধঃকরণকালে গলনলীতে কণ্টক বিদ্ধবৎ অনুভব। মুখে জলোদ্গম, উষ্ণ উদ্গার। উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, অত্যন্ত অলসতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম—পাকাশয়ে চাপক বেদনা, সঞ্চলনে উপশম বোধ, বেদনা হেতু রোগী সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে বা পৃষ্ঠের দিকে ধনুকের মত বাঁক ধরিয়া উঠে। গলাধঃকরণ কালে গলনলী সঙ্কোচিত বোধ। বেদনার সময় হস্ত-পদে শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—আহারান্তে পাকস্থলীতে গুরুতর চাপ বোধ, পাকাশয়ে জ্বালা ও আক্ষেপিক বেদনা, বেদনা বক্ষ পর্য্যন্ত চালিত হওয়া, অতিশয় পিপাসা, আহারান্তেই পুনরায় ক্ষুধা, অম্লোদগার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম—পাকাশয়ে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ, প্লীহা দেশে ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপিক বেদনা। পাকাশয় দেশে গুরুতর চাপ, পাকস্থলীতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়া গলনলী পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া, তখন শ্বাস রুদ্ধের ন্যায় বোধ। সার্ব্বাঙ্গীন রক্ত শূন্যতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বিস্মথ—হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকদের পীড়া, পাকাশয়ের স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা, পাকাশয়ে চাপ বোধ, পাকস্থলীর কোন এক স্থানে গুরু বস্তু চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা। ক্রমান্বয়ে জ্বালা ও চাপ বোধ, মেরুদণ্ডে চুঁপি বোধ এজন্য পৃষ্ঠের দিকে বাঁক ধরিয়া অবস্থান করিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই বমন, পাকাশয়ে তরল পদার্থ গমন মাত্রই বমন। শীতল জল পানে বেদনার নিবৃত্তি, কিন্তু বমন হইয়া থাকে। অপরাহ্নে ও শ্রান্ত হওয়ার পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেরাইটাকার্ব্ব—ভ্রমণে পাকস্থলীতে বেদনা, পাকাশয়ে চাপ বোধ বিশেষতঃ আহারের পর। পাকাশয়ে ক্ষত বোধ, পাকাশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ, উদ্গার উঠিলে উপশম। মধ্যাহ্ন আহারের কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত পাকাশয়ে অম্ল বোধ। স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—পাকাশয়ে চর্ব্বণকর, আক্ষেপিক ও জ্বালাকর বেদনা, সঞ্চলনে, চাপ প্রদানে ও আহারান্তে বেদনা বৃদ্ধি। পাকাশয়ে আক্ষেপিক খিলধরা, বিদ্ধকর বেদনা, ভ্রমণকালে উদরোপরি চাপক বেদনা, এজন্য রোগী ধীরে চলিতে বাধ্য হয়। পাকাশয়ের বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এজন্য রোগী বাঁক দিয়া অবস্থান করে। বারম্বার শূন্যোদ্গার, পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। ভুক্ত দ্রব্য বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—অপরাহ্নে পাকাশয়ে টাসধরা যন্ত্রণা, পাকাশয় ভাঙ্গিয়া নেওয়া বোধ, উদরে জ্বালা, নাভিদেশে উগ্র শূল বেদনা, উদরে ডাক, গলনলী অত্যন্ত সঙ্কোচিত বোধ, এজন্য রোগী তরল পদার্থ অল্প পরিমাণে গলধঃকরণ করিতে সমর্থ, কঠিন দ্রব্য আহারের কথা মনে হইলেও ভয়ের সঞ্চার। ১ম, ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—আহারের দুই এক ঘণ্টা পরে পাকাশয়ে বেদনা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ তিরোহিত হওয়া। পাকাশয় দেশে উগ্র বেদনা, সঞ্চলনে বেদনা বৃদ্ধি, উদর বৃহৎ ও কঠিন, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকশয় প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ। বারম্বার ক্ষুধা, কিন্তু আহার করিলে বমন। হিক্কা, উদ্গার। বিশ্রামে অবস্থান করিলে ও উদ্গার উঠিলে বেদনার উপশম।

উদরাভ্যন্তর ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ। কাসিবার সময় উদরোপরি ক্ষতের ন্যায় বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এলবম—পাকাশয়ে ক্রমশঃ বেদনা উপস্থিত হইয়া উগ্র আকারে পরিণত হওয়া, ঐ বেদনা ঊর্দ্ধ ও পার্শ্বদিকে গমন, পৃষ্ঠদিকে গমন করিয়া স্কাপুলা অস্থির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ধাবমান। তৎপর ক্রমশঃ বেদনার নিবৃত্তি। বেদনার সূত্রপাতে কপালে ঘর্ম্ম, ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত বা কেবল মস্তক ও কপালই ঘর্ম্মাবৃত। উদ্গার উঠিলে বেদনার উপশম, অতিশয় পিপাসা ও ক্ষুধা। অম্ল, মিষ্ট ও শীতল জলপানের ইচ্ছা। বিবমিষাও বমন। পাকাশয়ের আধ্মানিক স্ফীততা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভেলিরিয়েনা—পাকাশয় হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ উঠিয়া, ঊর্দ্ধদিকে বক্ষস্থলে গমন, তখন শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, উদ্গার, মুখে ত্বরিত জলোদ্গম। গলমধ্যে সূত্র গুচ্ছ দুলিত বৎ অনুভব। অধিক পরিমাণে লালা পতন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়াকার্ব্ব—পাকাশয়ে আকুঞ্চক ও ক্ষতকর বেদনা, চাপ প্রদানে অত্যন্ত যাতনা। বিবমিষা ও বমন। প্রথমে তরল পদার্থ নির্গত হইয়া পরে কঠিন দ্রব্য নির্গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়ামিউ—রাত্রিতে পাকাশয়ে বেদনা হইয়া উভয় পার্শ্বে গমন, সামান্য কিছু আহার করিলে বেদনার নিবৃত্তি। হৃৎকম্পন, স্থিরভাবে অবস্থান করিলে বেদনার নিবৃত্তি। ক্ষুধা বোধ কিন্তু আহারে অনিচ্ছা। পাকস্থলী হইতে গোলকবৎ বস্তু উত্থিত হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন, উদ্গার উত্থানে তাহার উপশম। মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া ফস—পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, উদ্গার উত্থান, উত্তাপ সংযোগ ও চাপনে বেদনার উপশম। উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

রুমেক্স—পাকাশয় দেশে বিদ্ধকর তীব্র বেদনা, অল্প পরিমাণে বিবমিষা, পাকস্থলী দেশে উগ্র বেদনা। বুকাস্থির উভয় পার্শ্বে বেদনা। আহারান্তে পাকাশয়ে গুরুতর চাপ বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—পাকাশয়ে চর্ব্বণকর ও মোচড়ান বেদনা, উভয়

পার্শ্ব হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া পাকস্থলী চাপিত হওয়া। অতিশয় ক্ষুধা ও বারম্বার অপর্য্যাপ্ত আহার করা। জ্বলনশীল উদ্গার, হিক্কা, বমন, অপরাহ্নে সামান্য মাত্র আহার করিলেও উদরাধ্মান। শীতল জল পানে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণ জল পানে উপশম। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লেপটেণ্ড্রা—মধ্য উদরে জ্বলনশীল বেদনা, জ্বালা নিবারণ জন্য রোগী শীতল জল পান করে কিন্তু তাহাতে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাকাশয় ভাঙ্গিয়া নেওয়া বোধ। পাকাশয় ও ক্ষুদ্র অন্ত্রে অতিশয় যাতনা, যাতনা হেতু রোগী মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবেলিয়া—পাকাশয়ে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ, পাকস্থলীতে কঠিন বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। কড়ার নীচে বেদনা ও চাপ বোধ। বেদনার সময় সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাবৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—পাকাশয়ে উগ্র শূল বেদনা, বেদনা হেতু প্রায় সমস্ত ভূক্ত দ্রব্য বমন হইয়া নির্গমন। পাকস্থলীর পশ্চাৎদেশ টাসিয়া ধরা। উদ্গার ও বমন। দীর্ঘকাল বমনে ক্লিষ্ট হইয়া শরীর কঙ্কালে পরিণত। উদর কঠিন ও বেদনাযুক্ত। পাকস্থলীতে কতক সময় স্থায়ী বেদনা। বৃথা মল বেগ। মুখের আস্বাদ শুষ্ক তৃণের ন্যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—পাকস্থলীতে সূচী বিদ্ধ বেদনা ও জ্বালা, পাকাশয়ে চাপ বোধ, বিশেষতঃ আহারের পর। পাকাশয় ভাঙ্গিয়া নেওয়া বোধ। উদরোপরি বস্ত্রের বন্ধন অসহ্য। অর্শগ্রস্ত লোকের গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—পাকাশয় দেশে জ্বালা ও স্পন্দন, চাপন অসহ্য, পাকস্থলীতে খিলধরা বেদনা। আহারান্তে উদরে চিমটিকাটা বেদনা ও ভার বোধ। অম্লোদ্গার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিনা—বারম্বার ক্ষুধা, আহারান্তেই আবার ক্ষুধা বোধ, ক্ষুধার তাড়নায় উদরে দংশনকর বেদনা। প্রাতঃকালে প্রথম ভ্রমণের সময় ও দুই প্রহরে আহারের পূর্ব্বে বেদনার বৃদ্ধি। আহারান্তে ক্ষণকাল উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিমিসিফিউগা—জরায়ুর ক্রিয়া বিকারজনিত গ্যাষ্ট্রডিনিয়া। পাকাশয়ে গুরুতর বেদনা, নাভিদেশে বেদনা, বেদনা পাকাশয় হইতে পশুকা দেশে

ও পৃষ্ঠে গমন। বেদনার প্রবলাবস্থায় মূর্চ্ছা, বিবমিষা ও বমন। চাপনে বেদনার উপশম। প্রশ্বসিত বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—সামান্য মাত্র আহারেও পাকাশয়ে বেদনার উদ্ভব। পাকাশয়ের আক্ষেপিক টাস, পাকাশয়ে শূল ও জ্বালা। পাকাশয়ের উপরে স্পন্দন। পাকাশয় হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন। অতিশয় ক্ষুধা, খাদ্য দ্রব্য লবণে পোড়া বলিয়া বোধ। অম্লাক্ত ও দুরিত উদ্গার। আহারের পূর্ব্বে বিবমিষা কিন্তু আহার করিলে নিবৃত্তি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়েমস্—পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকস্থলীতে টাস ধরা। বমন ও আক্ষেপ, বমনান্তে আক্ষেপের নিবৃত্তি। পাকাশয়ে জ্বালা, অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প পরিমাণ জল পান করা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্যাষ্ট্রোডিনিয়াতে ঔষধ নির্ব্বাচন।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, চায়না, ক্যাকট, ইগ্নে, লেপটেণ্ড্রা, লোবে, নক্স, পল্স্, স্যাঙ্গুই, সলফর, বিস, কার্ব্বএনি, কষ্টি, ডায়াস্কো, গ্রাফা, গ্রাটি জেল্স, আইরিস, ল্যাকে, ম্যাগনি, ফস, সাইলি, ষ্ট্যানম, ষ্ট্রনসি, ভিরাট, ইস্কু, হিপার এ°টি, প্লম্বম, রুমেক্স, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, হাইও।

ঔষধের বিশেষ অধিকার।

বেদনা।

পাকাশয়ে তীব্র বেদনা—ইস্কিউ, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ক্যামো, ডিজি, ডলকা, ফিরম, গ্রাফা, হিপার ল্যাকে, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, ষ্ট্যাফে, সলফর।

" জ্বালাযুক্ত বেদনা—এব্রোটে, এ এসিটিক, এগারি, ব্যাপটি, বিসম, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, চেলি, সিকু, কোনা, ডিজি, ডলকা, হাইও, ল্যাকে, লেপটেণ্ড্রা, ম্যাগনি, মার্ক, মেজে, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, এ অকজ্যালিক, ফস, সিপি, সাইলি, সলফর, জিঙ্ক, আর্স।

পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা—এবিস, এব্রো, ইথু, এলু, ক্যালকে, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, চেলি, চায়না, কুপ্রম, ডিজি, লাইকো, ফস, মার্ক, ন্যাট্রমমি, রস, প্লম্বম, সিপি, সলফর।

„ আক্ষেপিক—এরানিয়া, বেল, গ্রাফা, নক্স, ষ্ট্র্যামো, হাইও, এসা, রস, আর্ণি, ইগ্নে, ককিউ, কষ্টি, কার্ব্বএ, জিঙ্ক, বিসমথ।

„ কর্ত্তনকর—এব্রো, ইস্কু, এসা, ইগ্নে, কেলিকার্ব্ব, লেপটেণ্ড্রা।

„ চর্ব্বণবৎ—এব্রো, এলু, এমোনিমিউ, আর্জ্জেণ্ট, আর্স, বেল, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, চেলি, জেলস, গ্রাফা, হিপার, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লাইকো, এ-নাইট্রিক, ফস, প্লাটি, পলস, রডো, রুটা, সাইলি, সলফর।

„ হুল বিদ্ধবৎ—এব্রো, এলু, আর্ণি, এসা, বেরাইটা, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যাম্ফা, কার্ব্বএনি, কষ্টি, চেলি, চায়না, কলচি, কুপ্রম, ডিজি, গ্রাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, ন্যাট্রমমি, ফস, পলস, সিপি, সলফর।

„ স্থায়ী—এবিস্‌নাইগ্রা, এব্রোটেনম।

বেদনার গতি।

বেদনা পাকাশয়ে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত—আর্জ্জেণ্ট, কলসিন্থ, ক্যাষ্টোরিয়ম, প্লাটি, জিঙ্ক, নক্স, ভিরাট, সিমিসিফি।

„ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া পাকাশয়ে সংগ্রহ—লাইকো।

„ পাকাশয় হইতে বক্ষের দিকে—কুপ্রম, নক্সভ, সলফর।

„ বক্ষ ও গলায়—রুমেক্স।

„ সর্ব্বদাই উর্দ্ধদিকে কখনই অধঃদিকে নহে—এসা, ক্যালকে, হাইপো, ফস্।

„ উভয় পার্শ্বে—সিমিসিফি, ম্যাগনিমিউ।

„ উদর, পৃষ্ঠ ও কিডনিতে—প্লাটিও।

বেদনা নিতম্বে—কার্ব্বভেজ, নক্স।

„ কড়ার নীচে—এমোনিব্রোমাইড।

„ ও উষ্ণতা থ্রোট ও ফুসফুসে, ভ্রমণ কালে—এমোনিব্রোমাইড।

„ হেতু পাকস্থলী রিকাবের মত স্ফীত হইয়া উঠা—ক্যালকেকার্ব্ব।

„ হেতু বক্ষাভ্যন্তরে গুরু বস্তু ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ—এবিস্‌নাইগ্রা।

পাকাশয়ের বোধ শক্তি।

পাকাশয়ে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব—একো, আর্স, এসা, বেল, বিস্‌মথ, ব্রাই, ক্যালকে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিকিউ, কোনায়, কুপ্রম, ইলাপস, ফিরম, জেলস, গ্রাফা, গ্রাটি, কেলিবাই, ল্যাকে, লোবে, নক্সভ, এঅকজ্যালিক, প্লম্বম, পলস, সলফর, টেরিবিন্থ।

„ চরিষ্ণু বস্তুর সঞ্চরণবৎ অনুভব—ক্যানাডি।

„ গোলার মত বস্তু সঞ্চলিত হইতেছে বলিয়া বোধ—এসা, কুপ্রম, ম্যাগনিমিউ।

„ জ্বালা বোধ—আইরিস, টেরিবিন্থ, নক্স, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ক্যাপসি, ক্যালাডি, চেলিডো, একো, এ নাইট্রিক, এ এসিটিক, কার্ব্বএনি।

„ শীতলতা বোধ—কেলিবাই, ক্যাপসি, চায়না, চেলি, এব্রো, এলু, ক্যাপসি, কার্ব্বএনি, কলচি, কোনা, গ্রাটি, লরো, ফস, রস, সলফর, স্পঞ্জি, জিঙ্ক।

„ শূন্য বোধ—এসা, জেলস, হাইপোমেন, এঅক্‌জ্যা, সেঙ্গুই।

„ পূর্ণ বোধ—একো, আর্নি, এসা, চায়না, ডিজি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মেজি, নক্সম, নক্সভ, পিট্রো, ফস, ষ্ট্যাফি।

„ জলে ভাসমান বোধ—এব্রো, ষ্ট্যাফি।

„ ক্ষুধার ন্যায় বোধ—সিনা।

„ অগ্নিশিখাবৎ গলনলী দিয়া উঠা—ভেলিরিয়েনা।

পাকাশয়ে তপ্ত অঙ্গার অবস্থান অনুভব—ভিরাট।
„ হইতে গলনলী পর্য্যন্ত স্থানে পিপীলিকা সঞ্চালনবৎ অনুভব—জিঙ্ক।
„ তুইটী মুদ্গর আঘাতিত হইতেছে বলিয়া বোধ—গ্রাফাইটিস্।
„ জ্বালা আহারান্তে—ক্যাপসিকম্।
„ শৈত্যের চাপবৎ অনুভব—ইলাপস্, একো।
„ স্পন্দন আহারান্তে—এসাফিটিডা।
„ সংকোচন অনুভব—ব্যাপটি, প্লম্বম্।

বেদনার বৃদ্ধি।

বৃদ্ধি প্রাতে এগারটার সময়—এসাফিটিডা।
„ দিবার প্রথম ভাগে—ককিউ, কষ্টি, ক্রিয়ো, ডায়াস্কো, নক্স, ন্যাট্রমসলফ।
„ অপরাহ্নে—বিসমথ, ক্যালকেকার্ব্ব, লাইকো, ফস্, পলস, সিপি, এসলফ, থুজা।
„ মধ্য রাত্রির পর—কেলিকার্ব্ব, আর্জ্জেণ্টনাই।
„ রাত্রিতে—এব্রো, ক্যামো, কোনায়, ইগ্নে, ম্যাগনিমিউ, নক্সভ, এ অক-জ্যালিক।
„ আহারের ৫।৬ ঘণ্টা পরে—এরানিয়া।
„ জল পানের পর—আর্সে, বেল, চায়না, ফস্।
„ শীতল জল পানের পর—এ এসিটিক, লাইকো, লেপটেণ্ড্রা।
„ আহারান্তে—এবিস, এগারি, এনাকার্ড, আর্ণি, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, বিসমথ, ক্যামো, ডায়াস্কো, ফিরম, ফস, গ্রাটি, ইগ্নে, নক্সভ, পলসে, সিপি, ষ্ট্রনসি, সলফর, ক্যাষ্টোরিয়ম।
„ আহার কালে—ইগ্নে, বার্ব্বে, এনাইট্রিক, সিপি।
„ সামান্য আহার গ্রহণেও—এরানিয়া।
„ পাকাশয় শূন্য হইলে—ক্যালকে, হাইপোফস, গ্রাফা, এহাইড্রো, ল্যাকে, পলস, জিঙ্ক।
„ শারীরিক পরিশ্রমের পর—কষ্টিকম।
„ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে—স্যাঙ্গুই।

বৃদ্ধি সঞ্চলনে—ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্ব, কষ্টি, কুপ্রম, ইগ্নে, ক্রিয়ো, নক্সভ।
„ কথা বলিলে—ন্যাট্রমকার্ব্ব।
„ বেড়াইলে—বেল, পলস।
„ শীতকালে—কেলিকার্ব্ব।
„ গ্রীষ্মকালে—সিপি।
„ শ্বাস গ্রহণকালে—এনাকার্ড।
„ দুগ্ধপানে—ইথিউ।

হ্রাস।

হ্রাস জোরে বন্ধন করিলে—কুপ্রম।
„ পশ্চাৎ দিকে বক্র হইলে—বিসমথ, কুপ্রম।
„ সম্মুখদিকে বক্র হইলে—ক্যাষ্টো, ক্যামো, ম্যাগনিসিমিউ, ফস্, নক্সভ, প্লম্বম।
„ শীতল জল পানে—ফস, বিসমথ।
„ শৈত্যস্পর্শে—নক্স, প্লম্বম।
„ আহারান্তে—আর্স, এনাকার্ড, চেলি, সিনা, এ হাইড্রো, ল্যাকে, ম্যাগনিমিউ, এ নাইট্রিক, পিট্রো, সলফর, ইগ্নে, এসাফি, ন্যাট্রমকার্ব্ব, ন্যাট্রম্মিউ।
„ উদ্‌গার উঠিলে—ব্যারাইটাকার্ব্ব, ব্রাইও, এমোনিব্রোমাইড, কলসিন্থ।
„ অপরাহ্ণে—ককু।
„ বায়ু নিঃসরণে—এঅকজ্যালিক।
„ উষ্ণ খাদ্য আহারে—গ্রাফা।
„ উষ্ণ পানীয় পানে—চেলি, গ্রাফা, লাইকো।
„ দুগ্ধ পানে—আর্স, ক্যালকে, হাইপোফস, চেলি, গ্রাফা।
„ চাপনে—ক্যান্থারিয়ম, ষ্ট্যানম, কলসিন্থ।
„ বিশ্রামে—ব্রাইও কষ্টি, ক্যামো, ফস।
„ বমন করিলে—সাইক্লে, হাইও, নক্সভ।

হ্রাস ভ্রমণ করিলে—ডায়োস্কো, ম্যাগনিমিউ, ষ্ট্যানম।
গভীর নিশ্বাস গ্রহণে—কষ্টিকম।

অন্যান্য লক্ষণ।

উদ্গার—এ এসিটিক, এগারি, আর্জ্জেণ্টনাই, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, চেলি, সিমিসিফি, কোনায়, কুপ্রম, ফিরম, গ্রাটি, ইগ্নে, ফস, ষ্ট্র্যামো।

বুকজ্বালা—এগারি, এনাকার্ড, আর্জ্জেণ্টনাই, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, সিপা, চায়না, কোনায়, নক্সভ, সেঙ্গুই, সিপি, জিঙ্ক।

বিবমিষা—আর্ণি, আর্জ্জেণ্টনাই, চেলি, সিমিসিফি, কোনায়, কুপ্রম, ম্যাগনিমিউ, গ্রাট্রমসলফ, নক্সভ, সলফর, জিঙ্ক।

পিপাসা—এ এসিটিক, ফিরম, সেঙ্গুই।

মুখে জলোদ্গম—এ এসিটিক, এসা, বিসমথ, ক্যাপসি, সিকু, লাইকো, নক্সভ, পিট্রো, সলফর।

অপরাহ্নের ভুক্তদ্রব্য রাত্রিতে বমন—ইগ্নে।

জরায়ুর পীড়াহেতু রোগ—ককিউ, কোনায়, সিমিসিফি।

হিষ্টিরিয়া হেতু রোগ—ইগ্নে, কোনায়, নক্সম, বিসমথ।

গ্যাষ্ট্রাইটিস্, ক্যাটার অব্ দি ষ্টমাক।

পাকাশয়-প্রদাহ।

নির্ব্বাচন—পাকস্থলী প্রদাহিত হইলে এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর পাকাশয়ের মিউকস্‌মেম্ব্রেনেই প্রদাহ হইয়া থাকে, কিন্তু পীড়ার, গুরুতর অবস্থায় অন্যান্য বিধানে ও প্রদাহ সংক্রমিত হয়। ইহা দুই প্রকার প্রথম একিউট বা তরুণ, দ্বিতীয়, ক্রনিক বা পুরাতন।

প্রথম। একিউট গ্যাষ্ট্রাইটিস বা পাকাশয়ের তরুণ প্রদাহ।

কারণ—আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের উত্তেজনা হেতু সচরাচর এই ব্যাধি ঘটিয়া থাকে, উগ্র ও কঠিন দ্রব্য আহার, কাঁচ খণ্ড বা মৎস্যের কণ্টক ইত্যাদি

উদরস্থ হইলে তাহা পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিদ্ধ হইয়া প্রদাহ জন্মাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আর্সেনিক, তাম্র ইত্যাদি উগ্র বিষ দ্রব্য উদরস্থ হইলে তাহার উত্তেজনা হেতু অতি সহজেই এই পীড়া জন্মিতে পারে। অতিরিক্ত লঙ্কা মরিচ, উগ্র মসলা, শুষ্ক মৎস্য ও মাংস আহার, অত্যুষ্ণ বা অতি শীতল জলপান, নির্জ্জল উগ্র মদিরা সেবন, দুর্ভিক্ষ সময়ে দীর্ঘকাল অনশনে থাকার পর এক কালে অধিক পরিমাণে ভোজ্য বস্তু আহার করা, হিন্দুদের মধ্যে নব রাত্রি উপবাসের পর এককালে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা, অত্যন্ত অম্ল দ্রব্য বা মিনারেল এসিড সেবন, বহুপ্রকার প্রাদাহিক পীড়া যথা, পীত জ্বর, রেমিটেণ্টফিবার, সূতিকা জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, ডিপ্থেরিয়া, নিউমোনিয়া, বাত ও গাউট ইত্যাদি পীড়া ভোগ হেতু গ্যাষ্ট্রাইটিস্ জন্মিতে পারে। প্রখর রৌদ্র তাপে বা অগ্নির সন্তাপে তাপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অধিক পরিমাণ শীতল জলপান করিলে কখন কখন এই পীড়া জন্মিতে পারে। উদরোপরি ঘুসি, লগুড়াঘাত, ভূমিতে উপুড় হইয়া পতন ইত্যাদি বহুপ্রকার আঘাত হেতু একিউট গ্যাষ্ট্রাইটিস উৎপন্ন হইতে সক্ষম। বিগত ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বজন পূজনীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শকটারোহণে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পাথ মধ্যে হঠাৎ শকট বিচলিত হওয়াতে তিনি পতিত হইয়া পাকাশয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার তরুণ গ্যাষ্ট্রাইটিস রোগ জন্মে, চিকিৎসায় পীড়া কথঞ্চিত নিবারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু অবশিষ্ট জীবনে পাকস্থলীর অসুস্থতা বর্ত্তমান ছিল এবং বহু বৎসর পরে ১৮৯২ খৃঃ অব্দে এই রোগের রূপান্তরিত অবস্থা হেতুই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। আঘাত হেতু গ্যাষ্টাইটিস্ হইতে প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত শৈত্য স্পর্শে যেমন অঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রদাহ হইতে পারে, তেমনি পাকাশয় ও প্রদাহিত হইতে সক্ষম। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, শোক, দুঃখ, ভয়, বিষাদ ও বিরহ হেতু এই পীড়া জন্মিতে পারে। অনেক সময় যকৃত প্লীহা ক্লোম, অন্ত্র, গলনলী ইত্যাদি নিকটবর্ত্তী যন্ত্র প্রদাহিত হইলে ঐ প্রদাহ পাকাশয়ে নীত হইয়া গ্যাষ্ট্রাইটিস জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—এই রোগে পাকস্থলীতে বেদনা একটী প্রধান নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ,

সকল রোগীতেই এই লক্ষণটী অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। বেদনা দংশনবৎ, বিদ্ধকর ও দাহক ইত্যাদি বহু আকারে প্রকাশ পায়। স্থায়ী আকারে বেদনা থাকিলেও আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। উদরোপরি হস্তার্পণে ও চাপনে যন্ত্রণা বোধ, সঞ্চলনে ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি এবং উদরে কাঁটা কাঁটা বিন্ধা, কাসিতে, হাস্য করিতে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে ও মলত্যাগ কালে বেগ দিতে যাতনার বৃদ্ধি হয়। নীরবে চিৎ হইয়া পদদ্বয় উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে কথঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়। উদরোপরি কোন প্রকার ভার ও চাপ সহ্য হয় না, এজন্য রোগী পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া অবস্থান করে। বিবমিষা ও বমন এই রোগের আর একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, দিন রাত্রিতে অনেক সময় বমন হইয়া থাকে, কিন্তু আহারান্তেই অধিকতর বমন ঘটে, সামান্য কিছু আহার করিলেও উদরে বেদনা জন্মে, তদনন্তর ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়, প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য উদ্‌গীরিত হইয়া পরে পাকাশয়স্থ রস, জলীয় পদার্থ, পিত্ত ও শ্লেষ্মা উদ্গীর্ণ হয়। বমন হইবার আশঙ্কায় রোগী ক্ষুধাতুর হইলেও ভয়ে কিছু আহার করে না। উদরে জ্বালা, আহারান্তে জ্বালার বৃদ্ধি, উদ্গার, পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান, জল পানান্তে বমন, বুকজ্বালা, পাকস্থলীতে চাপ বোধ, বায়ুতে পাকাশয় স্ফীত, উদরাময়, হিক্কা, হাইতোলা, জ্বর বোধ, তখন নাড়ী চঞ্চল ও দ্রুতগামী, চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, মূত্রের পরিমাণ হ্রাস, ক্রমে অনাহারে ও যন্ত্রণায় দুর্ব্বলতা ও অবসাদন আনীত হয়। তখন গাত্রচর্ম্ম শীতল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, শক্তিক্ষয়, অজ্ঞানতা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, হিক্কা প্রভৃতি দুরূহ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া মৃত্যু দশা উপস্থিত হয়। শীঘ্র মৃত্যু না হইলে কিংবা রোগী রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কিছুদিন জীবিত থাকিলে রোগ ক্রমশঃ পুরাতন আকারে পরিণত হয়। এরূপ হইলে রোগী কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারে। ঐরূপ রোগকে ক্রনিক গ্যাষ্ট্রাইটিস বলে।

ক্রণিক গ্যাষ্ট্রাইটিস।

পাকাশয়ের পুরাতন প্রদাহ।

সচরাচর এই আকারের রোগই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথমতঃ রোগীর বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না এবং উগ্র আকারের কোন প্রকার

যন্ত্রণা ও অনুভূত হয় না, কিন্তু পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পাকনলীর প্রাচীর স্থূল কঠিন, পাকাশয়ে ক্ষত, পাকাশয়ের সঙ্কোচন, গ্যাষ্ট্রীকটিউব হইতে রস-ক্ষরণের অভাব, তজ্জন্য মন্দাগ্নি, অক্ষুধা বা ও শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

কারণ—তরুণ পীড়া পুরাতনে পরিণত হইয়া এই ব্যাধি জন্মিতে পারে। তদ্ভিন্ন অমিত আহার, পুনঃ পুনঃ ভোজন, আভ্যাসিক সুরাপান, দীর্ঘকাল গাঁজা বা তামাক সেবন, পুনঃ পুনঃ উপবাস, অল্প আহার, কদর্য্য দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি কারণে সচরাচর এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় হিন্দু বিধবাগণ যাঁহারা সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে একবার মাত্র আহার করেন এবং প্রায়ই উপবাস করিয়া ব্রত নিয়মাদি পালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সময় এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ দীর্ঘকাল পাকাশয় শূন্য রাখিয়া অল্প পরিমাণ আহার বা অযথা আহার করিলে যে পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস জন্মিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমান পাওয়া যায়। একবার কয়েকটী কুকুরকে বন্ধন অবস্থায় রাখিয়া প্রায়ই আহার দেওয়া হইত না, সমস্ত দিন অন্তর বা এক দিন পরে সামান্য কিছু খাইতে দেওয়া হইত, ইহাতে কুকুরগুলি শীঘ্রই শীর্ণ হইয়া মৃত্যু কবলিত হয়। ইহাদের মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাকাশয় পরীক্ষা করাতে সকলগুলিরই পাকস্থলীতে পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিসের লক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল। গত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক ব্যক্তির অনশনে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আমি ঐ সময় বর্দ্ধমান চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত ছিলাম, তখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের মৃত দেহ পরীক্ষা করাতে পাকাশয়ে পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিসের লক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন যক্ষ্মাকাশ, এলবিউমেনরিয়া, নিফ্রাইটিস, পুরাতন অতিসার, ম্যালেরিয়া জ্বর, বাত ও গাউট ইত্যাদি রোগ দীর্ঘকাল ভোগ করিলে এই পীড়া প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। পোর্টেল শিরার অবষ্ট্রাকশন্ ও যকৃতের বহু প্রকার পীড়া হেতু পাকাশয়ে রীতিমত পিত্ত সমাগত হইতে পারে না; ইহাতে কিছু দিন পরে পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—পাকাশয় ও উপবুকাস্থির নিম্নে স্থায়ীরূপে মৃদু বেদনা জন্মে, রোগী সর্ব্বদাই এই বেদনা হেতু ক্লিষ্ট থাকে। আহারান্তে বেদনার বৃদ্ধি,

বিবমিষা ও বমন, ক্ষুধা মান্দ্য, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, মুখে জলোদ্গম্, ভুক্ত দ্রব্য, শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন, রক্তভেদ, দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তি হীনতা, ক্রমশঃ শীর্ণ ও শয্যাগত অবস্থা ঘটে, তখন মৃদু জ্বর, পাকাশয়ে ক্ষত চিহ্ন প্রকাশ, অন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, কখন উদরাময়, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ, পাকরসের অভাব হেতু অপরিপক্ব ভুক্তদ্রব্যযুক্ত ঔদরাময়িক মল ক্ষরণ, জিহ্বা পুরু ও লেপযুক্ত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ ইহাতেও তরুণ গ্যাষ্ট্রাইটিসের ন্যায় অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম উগ্র কিন্তু দুরূহ আকারের হইয়া থাকে।

মৃতদেহ পরীক্ষা—তরুণ প্রদাহ বশতঃ রোগীর মৃত্যু হইলে পাকস্থলীর অভ্যন্তর স্তর ঘোর রক্তবর্ণ, কোমল ও বিগলিত হইয়া থাকে। আর্সেনিক প্রভৃতি উগ্র ও প্রাদাহিক বিষ সেবন হেতু রোগোৎপত্তি হইলে পাকাশয় প্রাচীর ছিদ্রযুক্ত ও হইয়া থাকে। পুরাতন প্রদাহ বশতঃ মৃত্যু হইলে পাকাশয়ের স্তর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ না হইয়া বেগুণি ছাট রক্তবর্ণের হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পাকস্থলী আয়তনে ক্ষুদ্র ও উহার প্রাচীর দৃঢ় আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা।

আইরিস্—নূতন ও পুরাতন রোগ, পাকাশয়ে অগ্নিশিখাবৎ জ্বালা অনুভব, জ্বালা নিবারণ জন্য রোগী প্রচুর পরিমাণ শীতল জল পান করে কিন্তু তাহা উদরে থাকে না, বমনে নির্গত হইয়া যায়। মুখাভ্যন্তর, গলনলী, অন্ত্র ও গুহ্য দ্বারে জ্বালা। পাকাশয়ে শূল বেদনা, বিবমিষা, বমন, উদ্গার, উদরাময়, উদরে তীব্র মোচড়ান বেদনা, বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ, ক্ষুধার অভাব, অরুচি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস, পাকাশয়ের প্রাচীর ছিদ্রযুক্ত, অবিরত খাদ্যদ্রব্য বমন, অম্ল বস্তু বমন, স্নায়বীয় অবসাদন, জিহ্বা মসৃণ, উজ্জ্বল ও শুষ্ক, পাকাশয়ের বাম পার্শ্বে বেদনা, ঐ স্থানে হস্তার্পণ করিলেও নিঃশ্বাস গ্রহণকালে বেদনার বৃদ্ধি। আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা। পাকাশয়ের আধ্মানিক স্ফীততা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—বাহ্যিক আঘাত হেতু রোগ জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ টিংচার আর্ণিকা এক মিনিম মাত্রায় কয়েক বার সেবন করাইবে। বহু দিন পূর্ব্বে আঘাৎ লাগিয়া থাকিলেও ইহার উচ্চ শক্তি বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সংযত রক্ত বমন, পান ও আহারান্তে নবীভূত বমন। পাকস্থলীতে সাময়িক চিমটিকাটা বেদনা, মুখের গন্ধ দূষিত, অতিশয় পিপাসা, অথচ জল পানে বমন। গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্‌গার, মস্তক উষ্ণ অথচ শরীর শীতল। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—নূতন ও পুরাতন আকারের ব্যাধি, পাকাশয় প্রদাহ হইয়া ক্রমে ক্ষতে পরিণত। সম্পূর্ণ ক্ষত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কেলিবাইক্রোমিকম ও ইয়ুরেনিয়ম নাইট্রেট উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকাশয়ে সাময়িক বেদনা ও প্রস্তর চাপবৎ গুরুত্ব অনুভব। অম্লাক্ত ও উগ্রবস্তু বমন, সামান্যরূপ পান আহারেই বমন-বৃদ্ধি, মুখ শুষ্ক, পিপাসা বোধ, জলপান, পানান্তে পুনরায় বমন। অস্থিরতা, গাত্রজ্বালা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ বা আরক্ত, অতিশয় বুকজ্বালা, গাত্রজ্বালা, পাখার বাতাস পাইবার কামনা। উদরাময়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, রক্ত ও আম মিশ্রিত ভেদ; অত্যন্ত অবসাদন। অতিরিক্ত বরফ, মদিরা ও তাম্রকূট সেবন হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া করোলেটা—অকস্মাৎ বিবমিষা ও বমন, বরফ, কুল্পি ও অপাচ্য ফল আহার হেতু রোগ। জলীয় ভেদ, পাকাশয়ে যন্ত্রণা ও শূন্যবোধ, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাবৃত ও শীতল, জঙ্ঘায় ও পদে আক্ষেপ, মূর্চ্ছা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—পাকাশয়ে অতিশয় বেদনা, বেদনা বাম পার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠদেশে ও বক্ষে গমন। সর্ব্বদা বিবমিষা, সহজে বমন। মুখে অত্যন্ত জল সঞ্চয়, সবুজ বর্ণের তরল ভেদ, শূন্য উদ্‌গার, অপক্ব অম্লাক্ত ফল ভোজন হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

একোনাইট—প্রদাহের প্রথমাবস্থা, পাকস্থলীতে বিদ্ধকর, চাপক ও জ্বালাজনক বেদনা, আহার ও পান করার পর বেদনার বৃদ্ধি, শৈত্য ভোগ হেতু পীড়ার বৃদ্ধি। জ্বর বোধ, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী, পিপাসা ও মানসিক যন্ত্রণা, মৃত্যুভয়, পাকাশয় ও উদরের পার্শ্বে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব ১ম, ৩য় শক্তি।

এণ্টিমণিক্রুডম—পাকস্থলীতেজ্বালা ও আক্ষেপিক বেদনা, ভুক্ত-দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, বিবমিষা, অক্ষুধা, জিহ্বা পীতবর্ণ বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, পিপাসা, রাত্রিতে পিপাসার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণিটার্ট—সম্পূর্ণ পিপাসা হীনতা, পুরাতন পীড়া, শূন্যোদ্গার, রাত্রিতে দূষিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্গার, বিবমিষা ও বমন বিশেষতঃ আহারান্তে অতি কষ্টকর বমন, সামান্যরূপ কিছু আহার করিলেও অতি কষ্টে তাহা উদ্গীরণ করা। রক্ত, শ্লেষ্মা ও জল বমন, বমনান্তে নিদ্রাতুরতা, উদরে দপ্ দপ্ কর স্পন্দন অনুভব। উদরে জ্বালা, পাকাশয় দেশ বন্ধনীতে আবদ্ধবৎ অনুভব। খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ হীনতা, উদ্গার, খাদ্যবস্তুতে ঘৃণা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এপিস্—পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা, সূচিবিদ্ধ বেদনা, অতিশয় পিপাসা, বারম্বার অল্প পরিমাণ জলপান। পীতবর্ণের তরল মলস্রাব, ক্ষুধার অভাব, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদযুক্ত উদ্গার। উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কলসিন্থ—তরুণপ্রদাহ, পাকস্থলীতে তীব্রবেদনা, চাপনে বেদনার হ্রাস, বেদনা পাকাশয় হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন। পাকাশয়ে জ্বালা, বিবমিষা ব্যতিত বমন। প্রবল জ্বর, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, পিপাসা, উদরে বেদনাসহ বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, জলীয় মলত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য তিক্ত আস্বাদযুক্ত, সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও বেদনার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—পাকাশয়ে জ্বালা ও চাপবোধ, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, অম্লাক্ত ও দূষিত উদ্গার, সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও উদরে যন্ত্রণা বোধ, দুগ্ধপানে উদরাধ্মান, বায়ুতে পাকস্থলী স্ফীত, বরফ সেবনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, তালুতে তিক্ত আস্বাদ অনুভব। জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা, গাত্রজ্বালা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কুপ্রম—তরুণ ও পুরাতন রোগ। পাকস্থলীতে আক্ষেপিক শূল বেদনা

বিবমিষা ও বমন, প্রবল বেগে বমন, কাঠ বমন, অবিরত উদ্‌গার, মুখে ধাতব-কষায় আস্বাদ, হিক্কা, পঞ্জরাস্থির নিম্নে কোন একটী গোলক সদৃশ বস্তু সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া বোধ। কটিতে বস্ত্র কসিয়া বন্ধন করিলে যন্ত্রণার হ্রাস। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—পাকাশয়ে দপদপকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, অম্ল উদ্‌গার যকৃৎদেশে জ্বালা ও সূচীবিদ্ধ বেদনা, পাকস্থলী শূন্য বোধ, অতিশয় বায়ুক্ষরণ। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম্—পাকাশয়ে জ্বালা, উত্তাপ ও বেদনা। বমন, বমনে রক্ত, অম্ল জল, শ্লেষ্মা ও তিক্ত আস্বাদযুক্ত পিত্ত উদ্‌গীরণ, আঠাল শ্লেষ্মা বমন। পাকাশয়ে ক্ষত হওয়ার পর বমন, পান আহার মাত্রই বমন। মদ্যপায়ীদের বমন, অকস্মাৎ বিবমিষা, আহারান্তে পাকাশয়ে গুরুতর চাপ বোধ। ক্ষুধার অভাব, পাকস্থলীর স্ফীততা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাপসিকম—পাকাশয়, গলনলী ও অন্ত্রে বিষম জ্বালা, পান ও আহারে জ্বালার বৃদ্ধি, পাকাশয়ে ক্ষত বোধ, নাসিকাতে সুড়সুড়ি ও চুলকানি, নাসাগ্র লোহিতবর্ণ, উদরে জ্বালাকর বেদনা, উদরাধ্মান, মলত্যাগকালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—পাকস্থলীতে মৃদু বেদনা, চাপনে বা সঞ্চলনে বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। উদ্গার উঠিলে বেদনার বৃদ্ধি। আহারে অনিচ্ছা, শীতল জলপানের ইচ্ছা, মুখের আস্বাদ তিক্ত। বিবমিষা, পিত্ত ও অম্ল দ্রব্য বমন, অম্ল ও দূরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্‌গার। অতিশয় ক্রুদ্ধ ও অধীর স্বভাব, শয়ন করিলে শিরো ঘূর্ণন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—পাকাশয়ে প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা, অত্যন্ত জ্বালাকর পিপাসা, সর্ব্বপ্রকার পানীয় দ্রব্যে ঘৃণা, জলপানের সময় গলনলী সঙ্কোচিত হইয়া পান-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, বিবমিষাও প্রবল বেগে বমন। বমনকালে অত্যন্ত শূল বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বালাকর মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস্। পাকশক্তির ক্ষীণতা, উদ্গার, আহা-

রাস্তে তিক্ত উদ্গার, অম্ল জল শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন। পাকস্থলীর স্পন্দন, উদরে ক্ষত বোধ, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, উদরের বাম পার্শ্বে বেদনা, প্রাচীন জ্বর ও দুর্ব্বলতা। পুরাতন উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

টিটেনাস—পাকস্থলীতে অতি প্রচণ্ড বেদনা, বেদনার সময় বারম্বার উদ্গার উত্থান। বমন, পাকাশয়স্থ জলীয় পদার্থ ও শ্লেষ্মা বমন। বমনান্তে বেদনার উপশম। অত্যন্ত শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—পাকাশয়ে নখরাঘাতের ন্যায় ও খিল ধরা বেদনা। থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, পাকস্থলীর উপর চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ। অমিতাচার ও মদ্যপান হেতু রোগ। তিক্ত ও অম্লোদ্গার, মুখে তিক্ত জলোদ্গম। অম্ল গন্ধ যুক্ত শ্লেষ্মা, পিত্ত ও জমাট রক্ত বমন। কোষ্ঠবদ্ধ বা অল্প পরিমাণ মল নিঃসরণ। পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চয় জনিত আধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডোফাইলম—অতি বেগে পাকাশয়ের সঙ্কোচনতা, পাকস্থলী বেগে টাসিয়া ধরা হেতু যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ও তজ্জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার করা। বমন, বমনে, ভুক্ত দ্রব্য, গাঢ় পিত্ত, রক্ত মিশ্রিত জলীয় বস্তু ও উত্তপ্ত শ্লেষ্মা বমন। বুক জ্বালা, অম্লোদ্গার, উষ্ণ বায়ু উদগীরণ, অত্যন্ত অম্লতা, আহারের অব্যবহিত পরেই ভুক্ত দ্রব্য অম্লে পরিণত হওয়া। ক্ষুধার অভাব, অধিক পরিমাণ শীতল জল পানেচ্ছা সহকারে পিপাসা। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর বেদনা, আহারান্তে চিমটিকাটা বেদনা, শ্বাস গ্রহণ কালে কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা, পাকাশয় দেশ চাপনে যন্ত্রণা বোধ। কুল্পি, চর্ব্বি ও ফল আহার হেতু রোগ। পাকস্থলীতে স্পন্দন, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, বমনেচ্ছা, পিপাসা হীনতা, ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ ও গলিত মাংসের গন্ধযুক্ত উদ্গার, মুখে তিক্ত জলোদ্গম। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস্—আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য অম্লাক্ত হইয়া বমন, রক্ত বমন, আহারান্তে পাকস্থলীতে প্রস্তর চাপবৎ গুরুত্ব অনুভব। গলনলী, পাকাশয় ও অন্ত্রে জ্বালা, পাকস্থলীতে কর্ত্তণকর বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, অতিশয়

পিপাসা, হস্তপদ শীতল কিন্তু শরীর অতিশয় উষ্ণ, জীবনী শক্তির অবসন্নতা। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

বিসমথ—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা, ক্রমান্বয়ে জ্বালা ও চাপ বোধ, বারম্বার শূন্য উদ্গার। তরল পদার্থ বমন। আহারান্তে পাকস্থলীতে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব, আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ মাত্র বমন। শীতল জলপানে উপশম বোধ। উদরাধ্মান, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডোনা—পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর, বিদারণবৎ এবং জ্বালাজনক বেদনা, বেদনা বক্ষস্থল ও বাহুমূলে ধাবিতহওয়া। পাকাসয়দেশ স্ফীত, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণাবোধ। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, মস্তকে রক্তাধিক্য, শিরো বেদনা, মুখ আরক্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জলপানে পিপাসার বৃদ্ধি। বিবমিষা, বমন, হিক্কা, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যরাইটা কার্ব্ব—পাকাশয়ে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, মুখে জলোদ্গম, প্রতিবার পদবিক্ষেপেই যন্ত্রণাবোধ, পাকস্থলীতে ক্ষতবৎ যাতনা, ভুক্তবস্তু ক্ষত স্থানের উপর দিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ। আহারান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। বৃদ্ধ ও ক্ষীণ স্নায়ুশক্তি ব্যক্তিদের ব্যাধি, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—পাকাশয়ে চিনচিনি বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সঞ্চলনে বেদনার বৃদ্ধি। অনিয়মিত ক্ষুধা ও বারম্বার আহার করা। আহারান্তে পাকস্থলীতে প্রস্তর চাপবৎ গুরুত্ব অনুভব। ভোজনান্তে বমন, হিক্কা ও ও তিক্ত উদ্গার, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, শুষ্ক ও কদর্য্য আস্বাদযুক্ত, অতিশয় পিপাসা ও অধিক পরিমাণে জল পান। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এল্‌বম্—পাকস্থলীর তরুণ প্রদাহ, পাকাশয়ের বেদনা ও স্ফীততা, প্রবল পিপাসা, অবিরত বহু পরিমাণ জল পান, বিবমিষা, বমন ও উদ্গার। অতিশয় অবসাদন, সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, জলপান ও সঞ্চলনে বেদনা বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ১২ শক্তি।

রুমেক্স—পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আহারান্তে ঊর্দ্ধ উদরে গুরুত্ব অনুভব। গলাধঃকরণ কালে ভোজ্য বস্তু উল্‌টিয়া আসিবার উপক্রম। উদরাধ্মান, উদ্গার। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লাইকো পোডিয়ম—পাকাশয়ের আক্ষেপিক আকুঞ্চন, অম্লোদ্গার পাককৃচ্ছ্র, আহারান্তে পাকস্থলীতে চাপ বোধ, পাকাশয়িক আধ্মান। অতি-শয় ক্ষুধা কিন্তু সামান্য আহারেই পূর্ণতা অনুভব। জ্বালাকর অসম্পূর্ণ উদ্গার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিপিয়া—পাকাশয়ের উপর স্পর্শ দ্বেষ, অতিশয় ক্ষুধা, কিন্তু আহারে অপ্রবৃত্তি। অম্ল, তিক্ত ও গলিত ডিম্ববৎ উদ্গার, জিহ্বা ময়লায় আবৃত, জিহ্বার অগ্রভাগ ফোস্কাযুক্ত, মুখে অম্ল গন্ধ, জ্বর বোধ, নিদ্রাতুরতা, প্রাতঃ-কালে বিবমিষা, আহারান্তে উপশম, আহারান্তে উদরে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব। পাকস্থলীতে স্পন্দন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সেঙ্গুইনেরিয়া—অল্লক্ষণ অন্তর বিবমিষা, শিরঃপীড়া, ক্রমান্বয়ে শীত ও উত্তাপ, তিক্ত ও কটু জল বমন। ঊর্দ্ধ উদরে স্পর্শ দ্বেষ, উদরে জ্বালা, পিপাসা, জিহ্বা ও ওষ্ঠ লালবর্ণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রাসটিস—গল দেশ ও পাকস্থলীতে বেদনা, পাকাশয় শূন্য বোধ। অম্লাধিক্য, আধ্মানিক শূল, কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন। ক্ষুধার অভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইও সায়েমস্—পাকাশয়ে শূল বেদনা, জ্বালা ও প্রদাহ, বমনান্তে উপশম বোধ, রক্ত বমন, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। অত্যন্ত পিপাসা, অল্প অল্প জলপান। প্রদাহের পরিণামে জ্ঞানের জড়তা। ১ম, ৩য় শক্তি।

গ্যাষ্ট্রাইটিস রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

পাকাশয়িক লক্ষণ।

পাকাশয়ে জ্বালা—আইরিস, আর্স, একো, এপিস, ইস্কিউ, কলসিন্থ, কার্ব্বভেজ, কেলিবাই, ক্যাপসি, ফস, বিসমথ, বেল।

„ „ পান আহারে বৃদ্ধি—ক্যাপসিকম।

„ আক্ষেপিক বেদনা—বিসমথ, কুপ্রম, লরো, হাইও।

পাকাশয়ে চর্ব্বণকর বেদনা—পলস, নক্স।

„ শূল বেদনা—আইরিস আর্স, ইপিকা, একো, ইস্কিউ, কুপ্রম, কেলি-বাই, টিটেনাস, বেল।

„ তীব্র বেদনা—আইরিস, কলসিন্থ, হাইড্রাস।

„ বাম দিকে বেদনা—আর্জ্জেণ্ট, ইপিকা।

„ সাময়িক বেদনা—আর্ণি, আর্স, নক্স।

„ চাপ দিলে বেদনা—নক্সভ।

„ বস্ত্রের চাপনে বেদনা—বেল, ফস, আর্ণি, আর্স।

„ বেদনা হইয়া বক্ষ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন—ইপিকা, ফস, বেল, ব্রাই, রুমেক্স, ডায়াস্কো।

„ বেদনা হইয়া যকৃতে গমন—এপিস, কেলিকার্ব্ব।

„ „ চাপ দিলে উপশম বোধ—কলসিন্থ, কুপ্রম।

„ „ „ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না—কার্ব্বভেজ, চায়না, ক্যাপসি, লাইকো, সলফর।

„ বেদনা কিন্তু বমনান্তে হ্রাস—টিটেনাস, হাইও।

„ „ „ কটিতে বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিলে হ্রাস—কুপ্রম।

„ „ আহারান্তে বৃদ্ধি ব্যারাকার্ব্ব, একো, কলসিন্থ।

„ প্রস্তর চাপবৎ অনুভব—ইস্কিউ, কার্ব্বভেজ, সিপিয়া।

„ „ আহারান্তে—কেলিবাই, ফস, বিসমথ, ব্রাইও, রুমেক্স লাইকো।

„ আধ্মান—কার্ব্বভেজ কেলিবাই, ক্যাপসি, ভিরাট লাইকো, আর্জ্জেণ্ট একো, নক্স।

„ প্রবল বেগে সঙ্কোচন অনুভব—পডো, লাইকো।

„ গোলা সঞ্চলনবৎ অনুভব—কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, এসাফিটিডা।

„ র উপর স্পর্শ দ্বেষ—আর্জ্জেণ্ট, এপিস, কার্ব্বভেজ, সিপিয়া, বেল, হাইও।

„ র প্রাচীর ক্ষত যুক্ত—আর্জ্জেণ্ট, আর্স, কেলিবাই, ইয়ুরেনিয়ম নাই, ক্যাপসি।

„ দপ্ দপ্ কর স্পন্দন—এণ্টিটার্ট, কেলিকার্ব্ব, পলস, সিপিয়া।

„ পিত্ত সঞ্চয় হেতু মুখের স্বাদ তিক্ত ও পিত্ত বমন—ক্যামো, পলস, আর্স, ইপিকা, নক্স, ভিরাট।

„ রস-দুর্ব্বলতা হেতু গৌণে পাক ক্রিয়া—নক্স, ইগ্নে, ফস, চায়না।

„ ক্ষুধা কিন্তু আহারে অপ্রবৃত্তি—ন্যাট্রমমিউ, আর্স।

বমন ও বিবমিষা।

কেবল বমন—আইরিস, আর্জ্জেণ্ট, একো, ইথিউ, ইপিকা, নক্স, আর্স, এণ্টিটার্ট, কুপ্রম, ক্যামো, বিস্মথ, ভিরাট।

বমন ও বিবমিষা—আইরিস, ইয়ুফরবিয়া, ইপিকা, একো, এণ্টিটার্ট, কুপ্রম।

„ জল পানান্তে—আইরিস, আর্ণি, আর্স, ফস।

„ কষ্টকর—এণ্টিটার্ট।

„ পান আহারে দ্রবীভূত—আর্ণি, আর্স, কেলিবাই, ফস, বিসমথ, ভিরাট।

„ রক্ত—আর্ণি, এণ্টিটার্ট, কেলিবাই, নক্স।

„ অম্লাক্ত বস্তু—আর্স, ক্যামো, কেলিকার্ব্ব, নক্স, চায়না, ফস।

„ ভুক্ত দ্রব্য ও তরল শ্লেষ্মা—ইপিকা, একো, এণ্টিটার্ট।

„ উত্তপ্ত শ্লেষ্মা—পডো।

„ মদ্যপায়ীদের—কেলিবাই।

„ বিবমিষা ব্যতীত—কলসিন্থ।

„ শীতল জল পানে নিবারণ—বিস্মথ।

„ আহারান্তে নিবারণ—সিপিয়া।

উদ্গার।

উদ্গার ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধযুক্ত—একো, এণ্টিটার্ট, এপিস, পলস।

„ অম্লাক্ত—কার্ব্বভেজ, কেলিকার্ব্ব, নক্স, পডো, লাইকো, সিপিয়া।

„ অবিরত—কার্ব্বভেজ, কুপ্রম।

„ পাকাশয়ে বেদনাকালে—টিটেনাস।

„ গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত—আর্ণি, এণ্টিটার্ট, ক্যামো, সিপিয়া।

„ গন্ধ ও স্বাদশূন্য—ইপিকা, এণ্টিটার্ট, বিস্মথ।

উদ্গার হইয়া উক্ত বায়ু নিঃসরণ—পডো।

„ হইলে আরাম বোধ—ল্যাকে, কার্ব্বভেজ, ইগ্নে, লাইকো, এণ্টিটার্ট, নক্স।

কারণ ভেদে গ্যাষ্ট্রাইটিস।

গ্যাষ্ট্রাইটিস-মদিরা পান হেতু—নক্স, আর্স।

„ তাম্রকূট পত্র চর্ব্বণ করিয়া আহার হেতু—আর্স।

„ অতিরিক্ত বরফ ও কুল্পি পান হেতু—আর্স, ইয়ুফরবিয়া, পলস।

„ অপক্ক অম্লাক্ত ফল আহার হেতু—ইপিকা।

„ শৈত্য স্পর্শ হেতু—একো, কলসিন্থ।

„ চর্ব্বি ও ঘৃত পক্ক দ্রব্য আহার হেতু—পলস।

„ আহারান্তে বৃদ্ধি—নক্স, ক্যালকে, লাইকো, ফস, ন্যাট্রম, সিপিয়া, সলফর।

„ উদরে বায়ু সঞ্চিত হইলে বৃদ্ধি—নক্স, কার্ব্বভেজ, পলস, ইগ্নে, ন্যাট্রম-মিউ, ফস, আর্ণি, চায়না ক্যামো, কেলি-কার্ব্ব, কলসিন্থ।

পিপাসা।

পিপাসা অতিশয়—আইরিস, আর্ণি, আর্স, একো, এপিস, ভিরাট।

„ হীনতা—এণ্টিটার্ট, ইপিকা, পলস।

পিপাসা জল পানে বৃদ্ধি—বেল।

জল পানে উদরের জ্বালা বৃদ্ধি—ক্যাপসিকম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মল।

অনিয়মিত ক্ষুধা ও বারম্বার আহার করা—ব্রাইও।

মুখে জলোদ্গম—পলস, ব্যারাইটাকার্ব্ব।

যকৃতে জ্বালা ও সূচীবিদ্ধ বেদনা—কেলিকার্ব্ব।

অতিশয় বায়ু নিঃসরণ—কেলিকার্ব্ব।

বায়ু নিঃসরণে যন্ত্রণার উপশম—আইরিস।

আহারান্তে অম্ল বৃদ্ধি—নক্স, কেলিকার্ব্ব, ন্যাট্রম, সলফর, সিপিয়া।

আহারান্তে বায়ু নিঃসরণে আরাম বোধ—নক্স, কার্ব্বভেজ, পলস, চায়না, ক্যামো, লাইকো।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য।

পাকাশয়ে আর্সেনিক ও কাচ কণা প্রভৃতি উগ্র ও দাহক পদার্থ পতিত হইয়া পীড়ার উদ্ভব হইলে বমন কারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া বা ষ্টমাক পম্প নামক যন্ত্র দ্বারা তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে, নতুবা মূল পীড়া কখনই নিবারিত হইবে না। রোগীকে সর্ব্বদাই স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে, উদর যন্ত্রে চাপ না লাগিতে পারে এমত ভাবে শিথিল বস্ত্র পরিধান করাইয়া রাখিবে। চলাচল করিলে বা শয্যায় অনবরত উলট পালট করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পথ্যের জন্য সর্ব্বদাই জলীয় আকারের লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। এজন্য জলে সিদ্ধ করা বালি ও এরোরুট অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। ইহা অল্প পরিমাণ দিন রাত্রিতে দুই তিনবার দেওয়া যাইতে পারে। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শক্তি রক্ষার্থ ইহার সহিত অল্প পরিমাণ মাংসের যুস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ দেওয়া সঙ্গত নহে, তাহাতে অম্ল বৃদ্ধি করিয়া মূল পীড়া দুরূহ করিয়া তুলিতে পারে। পীড়া আরোগ্য হইয়া আসিলে ক্রমে সুজির মণ্ড, অন্ন-মণ্ড, খইয়ের মণ্ড ও সুসিদ্ধ অন্ন আহার করিতে দিবে। রুটি, বিস্কুট, মুড়ি, খই ও কাঁচা ফল মূল ইত্যাদি দ্রব্য পীড়া আরোগ্য হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত খাইতে দিবে না, এতদ্দ্বারা আরোগ্য প্রায় রোগীকে পুনরায় পীড়াক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। উদরে জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে উদরোপরি শৈত্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কখন কখন ছেক দিলে উদরের শূল বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। পিপাসা নিবারণ জন্য অল্প পরিমাণ শীতল জল পান ও বরফের খণ্ড গলাধঃকরণ জন্য দেওয়া যাইতে পারে। একবারে অধিক পরিমাণ জল পান করিতে দিবে না।

অলসার অব্ দি ষ্টমাক্।

পাকাশয়ের ক্ষত।

এই পীড়া অতি বিরল, কদাচিৎ কোন কোন ব্যক্তির পাকস্থলীতে ক্ষত হইতে দেখা যায়। এই ক্ষত গোলাকার, সিকি বা অৰ্দ্ধ মুদ্রার আয়তন বিশিষ্ট, কখন বা বৃত্তাভাস সদৃশ হইয়া থাকে। পাকাশয়ের পশ্চাদ্দেশেই প্রায় ক্ষত প্রকাশিত হয়, ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য না হইলে ক্রমে পাকাশয় প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত বাহির হইয়া পড়িতে পারে। এরূপ হইলে তাহার লক্ষণাদি অতি গুরুতর আকার ধারণ করে।

কারণ—ডাক্তর ব্রিন্টন ও চেম্বার্স এই ব্যাধির কারণ ও নিদান সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা ও মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় এই রোগ উৎপন্ন হয়, বাল্যকালে হয় না। দরিদ্র লোকের মধ্যেই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। মানসিক কষ্ট, কদর্য্য বস্তু আহার, উপযুক্তরূপ উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করা। বহু প্রকার উত্তেজক মদিরা পান, গাত্রে অযথা শৈত্য স্পর্শ হওয়া, বহুপ্রকার ক্ষয়কর রোগে সার্ব্বাঙ্গিন শীর্ণতা, স্ত্রীলোকদের রজো বৈষম্য, টুবারকুলোসিস ধাতুর লোক, পাকাশয়ে টুবার্কেল সঞ্চয়, উপদংশ রোগের চরম ফল, অর্শ, বহু প্রকার যকৃত রোগ ইত্যাদি কারণে সচরাচর পাকাশয়ে ক্ষত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির চর্ম্ম ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইলেও পাকাশয়ে ক্ষত হইতে পারে। উপরোক্ত কারণে পাকস্থলীর স্থান বিশেষের আচুষক শিরা নিৰ্জ্জীব ও মৃতপ্রায় হইতে পারে, ক্রমে পাকাশয়স্থ অম্লরসে ঐ স্থান ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষত প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ—বেদনা এই রোগের একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। বুক্কাস্থির নিম্নভাগে বিষম বেদনা, এই বেদনা পাকাশয়, পৃষ্ঠদেশ ও পৃষ্ঠের নিম্নভাগে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পাকাশয় শূন্য থাকিলে বেদনা বড় অনুভব করা যায় না কিন্তু কিছু আহার করিলেই ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হয়। রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইলেও চিৎকার করিয়া মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হয় না।

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা চিৎকারও রোদন করিলে বেদনা আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য রোগী নিরবে রোদন করিতে বাধ্য হয়। উদরে কোন প্রকার চাপন সহ্য হয় না, চাপ দিলে বেদনা দ্বিগুণতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। কতক সময় বেদনা ভোগের পর বমন উপস্থিত হয়, বমনে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া গেলে বেদনার কথঞ্চিৎ উপশম হয়। ক্ষত স্থানে আহার্য্য দ্রব্যের ঘর্ষণ, লবণ, ঝাল ও অম্ল রসের সংযোগ হেতু এইরূপ বেদনার উৎপত্তি হয়। বেদনা না থাকাকালেও উদরোপরি চাপ দিলে বিষম যন্ত্রণা বোধ হয়। আহারের পর বমন হওয়া এই রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ, বমনে প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য নিঃসৃত হইয়া পরে পাকাশয়ের রস, পিত্ত ও জল উদ্গীরিত হয়। এইরূপে পাকস্থলী শূন্য হইলেও কিছুকাল শূন্য ওয়াক হইয়া পরে বমনের নিবৃত্তি হয়। বমনকালে কখন কখন রক্তকণা, জলীয় রক্ত ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি নির্গত হইতে দেখা যায়। কখন বা বমনের বেগে ক্ষত স্থান হইতে অপরিমিত রক্তস্রাব হয়। কখন কখন রক্ত পাকরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া কালির ন্যায় বর্ণ ধারণ করতঃ মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়। এই রোগে ক্ষুধা প্রায়ই থাকেনা, কখন ক্ষুধা বোধ হইলেও রোগী বমন হওয়ার আশঙ্কায় আহার করিতে সম্মত হয় না। বাস্তবিক আহার করিলে রোগীর যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় উহা চক্ষে দেখিলে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। ক্রমে অনাহারে শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরিণামে হিক্কা, উদ্গার, নিয়ত বিবমিষা ও বমন, শরীর শীতল, নাড়ীর অভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া মৃত্যু আনীত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী সাবধান হইয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় নতুবা ক্রমশঃ ক্ষত বিস্তৃত হইয়া পাকাশয় প্রাচীর ভেদ করত মৃত্যু আনয়ন করে।

পাকাশয় প্রাচীর ছিদ্র হইয়া ক্ষত বাহির হইলে তাহার লক্ষণাদি অতি গুরুতর আকারে প্রকাশ পায়। তখন সমস্ত উদরে ভয়ানক বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, উদরাধ্মান, পেরিটোনাইটিস ও সম্পূর্ণ পতনাবস্থা আনীত হয়। এই সময় রোগী হস্ত দুই খানি প্রসারণ করতঃ জানুদ্বয় উত্তোলন করিয়া চিৎভাবে শায়িত থাকে। মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ও কালিমা

ছিদ্র, সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয়, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ী লোপ, হিক্কা, উদ্‌গার, জৃম্ভণ, আলস্য, তন্দ্রা, চক্ষে আঁধার দেখা ও অবশেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে গমন করিয়া সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে।

শীঘ্র মৃত্যু না হইলে পাকাশয়স্থ ছিদ্রের নিকট এফিউশন সঞ্চিত হইয়া পুরাতন স্ফোটকের আকার ধারণ করে। এই স্ফোটক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পূঁয়যুক্ত হয়, কালে পূঁয় বক্ষ বা উদর গহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে, কিম্বা শারীরিক স্বাভাবিক আচূষণ শক্তির প্রভাবে পূঁয় শোষিত হইয়া আরোগ্য সাধনও হইতে পরে।

রোগনির্ণয়—গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, গ্যাষ্ট্রাইটিস ও পাকস্থলীর ক্যানসার হইতে এই রোগকে কখন কখন পৃথক করিতে হয়। পাকাশয়ে ক্ষত হইলে পাক-স্থলীর এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদনা হইয়া তথা হইতে পৃষ্ঠে গমন করে। আহা-রান্তে বমন, রক্ত বমন, কাল রক্ত ভেদ ও ক্ষতস্থান চাপনে যন্ত্রণা বোধ, এই গুলি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। গ্যাষ্ট্রডিনিয়া ও গ্যাষ্ট্রাইটীসে ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ থাকেনা। পাকস্থলীতে ক্যানসার হইলে দেহের অন্যান্য স্থানেও তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পাকাশয়ে ক্যানসার হইলে উদর চাপনে হস্তের নীচে ক্যানসারস্ টিউমার কঠিন অনুভূত হয়।

চিকিৎসা।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ও প্রথম ঔষধ। এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণও ইহা অতি আদরের সহিত ব্যবহার করেন। পাকা-শয়ে এক বা একাধিক ক্ষত। পাকাশয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কষ্টকর বেদনা, বুক্কাস্থির নিম্নে বেদনা, বেদনা পৃষ্ঠদেশে গমন, চাপনে বৃদ্ধি, অন্ত্র, পাকাশয় ও গলনলীতে আক্ষেপ, শিরোবেদনা, সন্ধ্যার সময় পাকস্থলীতে বেদনা উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ, প্রাতঃকালে ক্ষুধা বোধের সহিত যন্ত্রণার হ্রাস। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকম্—উদরে জ্বলনশীল বেদনা, কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বমন, আল-

কাতরার ন্যায় রক্ত ভেদ, সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও পাকাশয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং উহা উদ্গীরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বমন। অতি কষ্টকর বমন, উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, জিহ্বা ও মুখ শুষ্ক, বারম্বার জল পানের ইচ্ছা, গাত্র জ্বালা ও অস্থিরতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইয়ুরেনিয়ম্ নাইট্রেট্—কয়েকটী সুস্থকায় কুকুরকে কয়েক দিন এই ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল, তাহাতে কুকুরগুলির পাকাশয়ে ক্ষত চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া মৃত্যু আনীত হয়। মৃত্যুর পর উহাদের পাকস্থলী ব্যবচ্ছেদ করাতে ক্ষত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। এই হেতু পাকস্থলীর ক্ষত রোগে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ডাক্তার ড্রিস্‌ডেল্ এতদ্দ্বারা মনুষ্যের পাকাশয়স্থ ক্ষত আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অম্লজল ও রক্ত বমন, পাকস্থলীতে জ্বালা ও চর্ব্বণকর বেদনা, অতিশয় পিপাসা, বারম্বার জল পান ও বমন, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তির বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

এট্রোপিয়া—ক্ষতের পরিণতাবস্থা, ক্ষত পাকাশয় প্রাচীর ভেদ করিয়া বহির্গমন। উদরোপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পেরিটোনাইটিস্, বমন, হিক্কা, অবসাদন, শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ, হস্ত পদ বরফবৎ শীতল, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—অত্যন্ত বিস্তৃত ক্ষত হেতু পাকাশয় হইতে ত্বরিত রক্ত ও দুর্গন্ধ যুক্ত জলীয় পদার্থ উদ্গীরণ, উদর ভার, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। শরীর ঘর্ম্মাক্ত, বর্ণ পাণ্ডুর, অতিশয় পতনাবস্থা। ৩০শ শক্তি।

কেলিবাইক্রোমিকম—পাকাশয়ে ক্ষত ও বেদনা, চাপনে বেদনার বৃদ্ধি, বমন, বমনে তালবান্ধা শ্লেষ্মা নির্গমন। রক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য ও অম্ল জল বমন। আহারান্তে পাকস্থলীতে চাপবোধ। পাকাশয়ে জ্বালা, হস্ত পদে শীতল ঘর্ম্ম ক্ষরণ। মুখ মণ্ডল উষ্ণ, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া হেতু রোগ প্রকাশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—পাকস্থলীতে প্রচণ্ড জ্বালা, বেদনা, সমস্ত অন্ত্র পথ ও মূত্রনলীতে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বালা নিবারণ জন্য পুনঃ পুনঃ জল পান ও বমন, জল, শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন। অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফসফরাস—আহারান্তে উদর ফাফর বোধ, উদ্গার, তদনন্তর বমন, পানীয় জল পাকাশয়ে গিয়া উষ্ণ হওনান্তর বমন। খাদ্য দ্রব্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন, স্পর্শে ও বিচরণে পাকাশয়ে বেদনা বোধ, আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ বোধ, উর্দ্ধ উদরে জ্বালা, সমস্ত পাকস্থলীতে চর্ব্বণকর বেদনা। শীতল জল পানে উপশম বোধ। হস্ত-পদ শীতল, উভয় ফলকাস্থির মধ্যস্থানে জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বিসমথ—পাকস্থলীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষে গুরুতর চাপ বোধ, আহারান্তে পাকস্থলীতে গুরুত্ব অনুভব। বমন, জলীয় বস্তু পাকাশয়ে যাওয়া মাত্র বমন, পাকাশয়ে বিষম যাতনা ও তজ্জন্য মুখের আক্ষেপিক অবরোধ। ক্রমান্বয়ে পাকাশয়ে জ্বালা ও চাপ বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কিকর—ক্ষতের পরিণত অবস্থা, বিবমিষা ও বমন, দুর্গন্ধ জল, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, রক্তে রঞ্জিত জল বমন, উদরে চর্ব্বণকর বেদনা, মুখে ধাতব আস্বাদ, জিহ্বা পীতবর্ণ ও আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মেজেরিয়ম—আহারান্তে এমন কি সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেও পাকাশয়ে বেদনা ও চাপ বোধ। আহারান্তে দুই ঘণ্টা কাল স্থায়ী উদ্গার উত্থান, অবশেষে ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া বেদনার নিবৃত্তি। কোষ্ঠবদ্ধ, চর্ম্ম শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগামী, ক্রমান্বয়ে শীত ও উষ্ণতা। পাকাশয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে জ্বালা অনুভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—পাকস্থলীতে বেদনা, পাকাশয়োপরি চাপনে যাতনা বোধ। রাত্রিতে শয়ন করিলে শয্যার উত্তাপে বেদনার নিবৃত্তি। নত হইয়া উপবেশন করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। বদনের দৃশ্য অতিশয় রুগ্ন ও মৃত্তিকার বর্ণ সদৃশ। উদরাধ্মান, অম্লোদ্গার, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেমিমেলিস—পাকাশয়ে ক্ষত হেতু রক্তস্রাব, মলিন রক্ত বমন ও রক্ত ভেদ, পাকাশয়ে বেদনা, চাপনে যন্ত্রণা বোধ। ১ম, ৩য় শক্তি।

পাকস্থলীর ক্ষত রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। আর্জ্জেণ্ট, আর্স, এট্রো, বেল্, ব্রাইও, ক্যাম্বা, এসিড্ সলফ, এসিড্ এসিটিক, কার্ব্বভেজ, কোনায়ম, ক্রোটেলাস, ফিরম, কেলিবাই, লাইকো, মার্ক, মেজিরিয়ম, নক্স ভ, ফস্, সিপি, সাইলি, সলফর, ইয়ুরেনিয়ম নাইট্রেট।

পাকস্থলীর উপর চাপনে যন্ত্রণা বোধ—আর্স, বেল, ব্রাইও, কেলিবাই, ফস্।

অতিশয় অম্লাধিক্য—ক্যালকে কার্ব্ব, নক্সভ, ফস্, সলফর।

উদরাধ্মান--কার্ব্বভেজ, চায়না, নক্স, ফস্।

ক্ষুধার অভাব—আর্স, নক্স।

ক্যানসার অব দি ষ্টমাক।

পাকস্থলীর কর্ক্কট রোগ।

শরীরের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পাকস্থলীতেও ক্যানসার হইতে দেখা যায়। এই পীড়া অতি বিরল, কিন্তু ভয়ানক সাংঘাতিক। পাকাশয়ে তিন প্রকার ক্যানসার উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম স্কিরস বা কঠিন, দ্বিতীয় মিডেলারি বা কোমল। তৃতীয় কোলয়েড ক্যানসার।

কারণ—এই রোগের কারণ অনেক সময় স্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায় না। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্যানসার হইতে যেমন সার্ব্বাঙ্গিন ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন হয়, পাকাশয়ের ক্যানসার ও সেইরূপ দৈহিক প্রকৃতির অস্বাবিক পরিবর্ত্তন হেতু উৎপন্ন হয়। সচরাচর কৌলিক দেহ স্বভাব বশতঃ পিতা মাতার দেহ হইতে সন্তানগণ এইরূপ ধাতু প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিকৃত ধাতুর লোকেরা অতিরিক্ত মদ্য, গাঁজা, কাফি পান ও তাম্রকুট চর্ব্বণ করিয়া আহার, অযোগ্য ও কদর্য্য বস্তু ভোজন, রৌগ, শোক, দরিদ্রতা ইত্যাদি কারণের সংযোগ হইলে সচরাচর এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—পীড়ার প্রথমাবস্থায় বিশেষ কোন অসুখ অনুভব হয় না। ক্রমে অগ্নি মান্দ্য ও ডিস্পেপ্সিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। দিন দিন রোগের

ভীষণ লক্ষণ সমস্ত একটীর পর আর একটী দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই পীড়ায় পাকস্থলীতে ভয়ানক জ্বালা ও বেদনা জন্মে, চর্ব্বণকর, বিদ্ধকর, ছেদক, জ্বালাজনক ও আকুঞ্চক বেদনা হয়, উদ্গার, দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু-উত্থান, বিবমিষা ও বমন, রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় পদার্থ, অজীর্ণ দ্রব্য, তার বাঁন্ধা শ্লেষ্মা ও কাল রক্ত উদ্গীরিত হইয়া থাকে। উদর চাপনে বিষম যন্ত্রণা বোধ, উদরাধ্মান, পাকাশয় দেশে সর্ব্বপ্রকার চাপ অসহ্য, পাকস্থলীর উপর গভীর চাপ প্রদান করিলে হস্তের নীচে ক্যানসারের কঠিন টিউমার চাকার মত অনুভূত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, কাল রক্ত ভেদ, অগ্নি মান্দ্য, আহারে অরুচি, ক্রমে শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা আনীত হয়, তখন শরীরের চর্ম্ম ও পেশী শুষ্ক হইয়া দেহ কঙ্কালে পরিণত হয়। শয্যা ত্যাগে অসমর্থ হেতু রোগী সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। স্থায়ী জ্বর, নাড়ী প্রথমে চঞ্চল, পরে ক্ষীণ ও অননুভবনীয় হইয়া উঠে। ক্রমে অনাহারে ও রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যু আনীত হয়। এই রোগে শীঘ্র মৃত্যু সংঘটিত হয় না। রোগী বহুদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

ক্ষত পাকাশয়ের কোন্ স্থানে জন্মিয়াছে, তাহা জীবদ্দশায় ও অনুভব করা যাইতে পারে। পাকস্থলীর কার্ডিয়েক এণ্ড বা উর্দ্ধ মুখে ক্ষত হইলে আহার গ্রহণ কালে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, বেদনা ও জ্বালা অনুভূত হয়। কিন্তু পাইলোরিক এণ্ড বা অধো অন্তে ক্ষত হইলে আহার গ্রহণ কালে বিশেষ কোন অসুখ বোধ হয় না, কিন্তু আহারান্তে অন্ন পরিপাক হইয়া ডিওডিনমে প্রবেশ কালে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী সমান ভাবে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। পাকাশয় গহ্বরে ক্ষত হইলে আহার করার পর পরিপাক কালে বিষম যন্ত্রণা বোধ, সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয় হইতে চলিয়া গেলে যাতনার নিবৃত্তি। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ক্ষতের স্থান নির্ণীত হয়।

রোগ নির্ণয়—এই রোগের সহিত গ্যাষ্ট্রডিনিয়া, গ্যাষ্ট্রাইটিস ও পাকাশয়ের সাধারণ ক্ষতের সহিত কখন কখন ভ্রম জন্মে, এজন্য এই রোগের পার্থক্য চিকিৎসক মাত্রেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যদিও ক্যানসার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হউক কিন্তু ঐ সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কোন সময় ঐ সমস্ত পীড়া গ্রস্ত রোগীকে ক্যানসার আক্রান্ত রোগী জ্ঞানে বিদায় করিয়া

না দেওয়া হয় এজন্য ক্যানসারের নির্ণয় তত্ত্ব অবগত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্যানসার রোগে পাকস্থলী শূন্য অবস্থায় পাকাশয়োপরি চাপ দিলে টিউমারের স্বত্ত্বা স্পষ্ট অনুভূত হয়। পাকাশয়ের অন্য কোন রোগে এই লক্ষণটী দেখা যায় না। টিউমারের উপর পার্কশন করিলে স্পষ্ট ডাল শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। কৌলিক দেহ স্বভাব, অনবরত উদর বেদনা, ত্বরিত রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন, ক্রমশঃ শরীর নাশ ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া এইটী নির্ণীত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। আর্স, আর্স আইও, বেল, বিসমথ, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, কোনায়, হাইড্রাস, ক্রিয়ো, ল্যাকে, মেজেরি, ফস, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফিসি, সলফর।

আর্সেনিক—ইহা এই রোগের অতি নির্দ্দিষ্ট ও প্রধান ঔষধ। পাকাশয়ের ক্যানসারে আর্সেনিকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। পাকাশয়ে জ্বালা, বেদনা, কণ্টক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, বমন, রক্ত ভেদ, গাত্র জ্বালা, দেহের শীর্ণতা, অবসন্নতা ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ৩০শ বা ২০০ শত শক্তির আর্সেনিক সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিতে দিবে।

আর্সেনিকম্ আইওডেটম—এতদ্দারা ক্যানসারস ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া নিরাময় অবস্থা আনীত হইতে পারে। অর্ব্বুদের পরিমাণ হ্রাস করণ উদরের জ্বালা ও বেদনা, সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা, পিপাসা ও গাত্র দাহ। ইত্যাদি নিবারণ জন্য সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হয়। ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডম্ এসিটিকম্—পাকাশয়ে উচ্ছলনবৎ অনুভব, পাকস্থলীতে জ্বালা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, চর্ম্ম শীতল, কপালে ঘর্ম্ম। অত্যন্ত অম্লাধিক্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব এনিমেলিস—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক যাতনা, দংশনকর ও কর্ত্তনকর বেদনা। সামান্য কিছু আহারেই পাকাশয়ে শীতলতা বোধ। মুখে লবণাক্ত জলোদ্গম। উদ্গার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—পাকাশয়ে জ্বালা, ঐ জ্বালা অধোদিকে নিতম্বে ও ঊর্দ্ধে বাহুমূল পর্য্যন্ত গমন। রাত্রিতে পাকাশয়ে আকুঞ্চক বেদনা হইয়া বক্ষ পর্য্যন্ত ধাবমান। উদরাধ্মান, পাকাশয়ে অম্লত্ব বোধ, রক্ত বমন, শরীর বরফবৎ শীতল, প্রশ্বাস বায়ু শীতল, জলপানে উদরে বেদনা। ৩০শ শক্তি।

কোনায়ম—বৃদ্ধদের পীড়া, আহারের পর রাত্রিতে পাকাশয়ে প্রচণ্ড বেদনা, বেদনা পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপুড় হইয়া শয়নে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—পাকাশয়ের বাম দিকে ক্যানসার, উদরে বেদনা ও জ্বালা, বিবমিষা, জলীয় পদার্থ ও ভুক্ত দ্রব্য বমন। মুখের আস্বাদ তিক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্—স্পর্শে ও ভ্রমণে পাকাশয়ে যন্ত্রণা বোধ, পাকাশয় গহ্বরে গুরু বস্তুর চাপবৎ অনুভব, বিশেষতঃ আহারান্তে, বিবমিষা, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন জলীয় পদার্থ বমন, জলপানান্তে বমন, উদরে ডাক ও জ্বালা। তিক্ত উদ্গার, ক্ষুধার অভাব, অতিশয় পিপাসা, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা হইয়া যকৃত পর্য্যন্ত গমন। পাকাশয়ে গল্ গল্ শব্দ, রক্ত বমন ও রক্ত ভেদ, শরীর পাণ্ডু-বর্ণ, স্নায়বীয় অবসাদন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বিসমথ—পাকস্থলীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তর চাপবৎ গুরুত্ব অনুভব। পাকাশয়ে ক্রমান্বয়ে জ্বালা ও আক্ষেপিক বেদনা। অতিশয় অবসাদন, জিহ্বা লাল বা শুভ্রবর্ণ, রক্ত বমন, পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি। পাকাশয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্যান্‌সারস্ টিউমার, আধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—পাকাশয়ে জ্বালা, কর্ত্তনকর ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, সঞ্চলনে ও চাপনে বেদনা বোধ। জল পানান্তে যন্ত্রণা বৃদ্ধি। রক্ত বমন, কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, গণ্ডস্থল রক্ত বর্ণ, পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—উদরে বিষম গোলযোগ, ত্বরিত মল নিঃসরণ, পাকাশয়ে জ্বালা ও দংশনকর বেদনা, আহারান্তে উপশম বোধ। পাকাশয় শূন্য হইলে পুনরায় নবীভূত বেদনা। অতিসার ও বমন সমানে বর্ত্তমান। মস্ত

পান হেতু পীড়ার উৎপত্তি। পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। স্থায়ীরূপে ডিস্‌পেপসিয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—পাকস্থলীতে জ্বালা, পাকাশয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ। বারম্বার হিক্কা, গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—পুরাতন পীড়া, পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ। পাকাশয় শূন্য বোধ, মৃদু প্রকৃতির পুরাতন অর্ব্বুদ শোষনার্থ ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩০শ শক্তি, সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করিবে।

সাইলিসিয়া—পাকাশয়ে জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত জলীয় পদার্থ বমন। পাকাশয়ের অধঃ অন্ত্রের ক্যানসার হেতু ঐ স্থানের কাঠিন্য ও সংকোচন। পাকাশয় চাপনে যন্ত্রণা বোধ। পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা। ৩০শ শক্তি।

সিপিয়া—সামান্য মাত্র আহার গ্রহণেই পাকাশয়ে বেদনা, তদনন্তর বমন, বমনান্তে পাকাশয়ে বেদনা হইয়া পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ পর্য্যন্ত গমন। পাকাশয়োপরি হস্তার্পণে যন্ত্রণা বোধ, পাকাশয়ে বেদনাপূর্ণ শূন্যতা বোধ, পাকস্থলী প্রস্তর চাপিতের ন্যায় বোধ, বিশেষতঃ আহারান্তে। ৩০শ শক্তি।

হাইড্রাসটিস—পাকস্থলী ভাঙ্গিয়া নেওয়াবৎ যন্ত্রণা, প্রচণ্ড হৃৎকম্পন, পাকাশয়ে কর্ত্তনকর বেদনা। শরীরের অতিশয় শীর্ণতা, অল্প পরিমাণ পাতলা দুগ্ধ ব্যতীত সমস্ত প্রকার খাদ্য বস্তুই বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য। এই রোগে রোগী কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিতে অসমর্থ, এজন্য সর্ব্বদাই লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে দিবে। এই উদ্দেশ্যে পাতলা দুগ্ধ, মাংসের যুস, অন্ন মণ্ড, সাগু ও বার্লি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পথ্য।

মুখ গহ্বরের ব্যাধি।

জিহ্বার রোগ।

গ্লসাইটিস্।

জিহ্বা-প্রদাহ।

এই পীড়া কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায়ই অন্য পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে প্রকাশ পায়। গ্লসাইটিস্ দুই প্রকার একিউট ও ক্রনিক।

প্রথম। একিউট গ্লসাইটিস্ বা তরুণ জিহ্বা প্রদাহ। অবিবেচনা হেতু অধিক পরিমাণ পারদ সেবন করিলে অতি সহজেই এই পীড়ার উদ্ভব হইতে পারে। বহু প্রকার বাহ্যিক আঘাত হেতুও জিহ্বার তরুণ প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। জিহ্বাতে কোন উপায়ে মধুমক্ষিকার হুল বিদ্ধ হইলে তাহার উত্তেজনা হেতু এই পীড়া জন্মিতে সক্ষম। এতদ্ভিন্ন রসনাতে কার্ব্বলিক এসিড বা উগ্র মিনারেল এসিড যুক্ত হইলে, অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণ জল, উষ্ণ দুগ্ধ ইত্যাদি পান, জিহ্বার স্ফোটক ইত্যাদি কারণে এই ব্যাধি জন্মিতে পারে।

লক্ষণ, এই পীড়াতে—জিহ্বা স্ফীত, বেদনাযুক্ত, আরক্ত ও উষ্ণ বোধ হয়, জিহ্বা সঞ্চালনে, বাক্য উচ্চারণে ও গলাধঃকরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়া থাকে। জিহ্বা স্থূল ও বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট, কখন কখন জিহ্বার আয়তন এত বৃহৎ হয় যে, মুখ মধ্যে উহার সমাবেশ হয় না, দন্তপাটীর বাহিরে আসিয়া ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বার রসাস্বাদন শক্তি প্রায়ই থাকেনা, জিহ্বার বর্ণ রক্তিমাকার এবং উহার প্যাপিলিগুলি উচ্চ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, প্রবল প্রদাহে বাক্য উচ্চারণ, গলাধঃকরণ এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তখন প্রদাহ ল্যারিংস ও গ্লটিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কখন কখন প্রদাহ মস্তিষ্কে নীত হইয়া প্রলাপ, তন্দ্রা, মোহ প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া মৃত্যু উৎপন্ন হইতে পারে। প্রদাহের পরিণামে জিহ্বা বিগলিত হইতেও পারে।

দ্বিতীয়। ক্রণিক গ্লসাইটিস বা পুরাতন জিহ্বা প্রদাহ। তরুণ প্রদাহ কালক্রমে পুরাতন প্রদাহে পরিণত হইতে পারে। কখন কখন পীড়া প্রথম হইতেই

পুরাতন আকারে প্রকাশ পায়। এইরূপ পাড়ার প্রদাহ অপেক্ষাকৃত কম উগ্র। ইহাতে রোগীর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ন্যায় যন্ত্রণা অধিক হয় না, অল্প পরিমাণে প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে এবং পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহাতে তরুণ প্রদাহের ন্যায় ভয়ানক লক্ষণ দেখা যায় না।

চিকিৎসা।

আর্ণিকা—কোন প্রকার আঘাত হেতু জিহ্বায় প্রদাহ হইলে প্রথমেই ইহা প্রয়োগ করা উচিত। কুল্য ও সেবন উভয় আকারেই প্রয়োগ করিবে। জিহ্বা শুভ্র আবরণে আবৃত ও শুষ্ক। জিহ্বার আস্বাদ কদর্য্য, গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত। জিহ্বায় বেদনা ও জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনার্থ দিবে, টিংচার জল মিশ্রিত করিয়া কুল্য ব্যবস্থা করিবে।

আর্সেনিকম—জিহ্বায় প্রচণ্ড জ্বালা, উহাতে উত্তপ্ত অঙ্গার অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। জিহ্বার মূলদেশ পর্য্যন্ত স্ফীত, জিহ্বা আরক্ত, পার্শ্বদেশ ময়লাযুক্ত ও শুষ্ক। প্রদাহের পরিণামে জিহ্বা বিগলিত হইবার উপক্রম। তখন জিহ্বা অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ, শিশুদের মারাত্মক ম্যাপথি ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

একোনাইট—জিহ্বা প্রদাহিত হইয়া স্ফীত, জল ব্যতীত সমস্ত বস্তুর আস্বাদ কদর্য্য, বিবমিষা, জিহ্বায় জ্বালা ও খোঁচান বেদনা, শুভ্র বা পীতাভ শুভ্র আবরণে আবৃত জিহ্বা। জ্বর, পিপাসা, শিরোবেদনা, মুখ আরক্ত, নাড়ী দ্রুত, ভ্রম ও প্রলাপ। প্রদাহ মস্তিষ্কে ধাবিত। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস—জিহ্বা সঞ্চালন ও বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। জিহ্বা শুষ্ক, বেদনাযুক্ত জিহ্বায় জ্বালা ও হুল বিদ্ধ বেদনা, জিহ্বার মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থান ফোস্কাযুক্ত। জিহ্বাগ্র অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ও স্ফীত, জিহ্বা উজ্জ্বল, বিদারিত, ক্ষতযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ দানায় আবৃত, শুভ্র আবরণে আবৃত, পিপাসার অভাব বা প্রবল পিপাসা। জিহ্বার স্ফীততা হেতু গলাধঃকরণে অসমর্থ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ বেন্‌জোইক—জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য, জিহ্বার প্রবল ক্ষত, খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ কালে জিহ্বামূলে অত্যন্ত ক্ষত বোধ। জিহ্বার উপর ছত্রকবৎ ক্ষত। বাম মোলার দন্তের মূলে ক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম—জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য, বাক্যের জড়তা, জিহ্বাগ্রে বেদনাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার উদ্ভব। জিহ্বার উভয় পার্শ্ব শুভ্রবর্ণ ময়লায় জড়িত, মধ্যভাগ লালবর্ণ। জিহ্বামূলে বেদনা ও স্ফীততা। লালা পতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কান্থারিস—জিহ্বার আস্বাদ তিক্ত বা আস্বাদ হীনতা, জিহ্বা বিদারিত, অগ্রভাগ লাল, স্ফীত, পুরু আবরণে আবৃত। জিহ্বার কতক অংশ ছেলনা উঠিয়া যাওয়া ও কতক অংশ ফোস্কাযুক্ত, জিহ্বা প্রদাহিত হইয়া ক্ষতযুক্ত, জিহ্বাগ্রে জ্বালাকর গুটীকার উদ্ভব। জিহ্বার বেদনা হেতু জল ও খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণে অসমর্থ। মুখের শুষ্কতা ও উহা নাসামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জিহ্বা জ্বালাযুক্ত ও আরক্ত। মুখমধ্যে অত্যন্ত জ্বালা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, রাত্রিতে জিহ্বা শুষ্ক, মুখমধ্যে জ্বালা, জিহ্বাগ্রে অত্যন্ত জ্বালা, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে জ্বালার বৃদ্ধি। জিহ্বাগ্রে ও পার্শ্বে ক্ষত, তজ্জন্য আহার করিতে অসমর্থ। ৩০শ শক্তি।

নাইট্রিক এসিড্—অতিরিক্ত পারদ সেবন বা উপদংশ হেতু জিহ্বা প্রদাহিত হইয়া ক্ষতযুক্ত হওয়া। অধিক পরিমাণে লালা ও দুরিত ক্লেদ ক্ষরণ জিহ্বা অতিশয় স্পর্শদ্বেশযুক্ত, কোমল খাদ্য গ্রহণ কালেও জিহ্বায় সংলগ্ন হেতু অত্যন্ত জ্বালা বোধ। জিহ্বার পার্শ্বে গভীর ক্ষত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—জিহ্বা প্রদাহিত হইয়া অত্যন্ত স্ফীত। প্যাপিলি সমস্ত ঘোর লালবর্ণ, অগ্রভাগ পার্শ্ব আরক্তিম। জিহ্বাগ্রে বেদনা পূর্ণ গুটীকার সঞ্চার বলিয়া অনুভব, উহা স্পর্শে অত্যন্ত যাতনা। জিহ্বার মধ্যভাগে শুভ্রবর্ণ পার্শ্ব-দেশ আরক্ত। জিহ্বায় উষ্ণতা বোধ, বেদনা, স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। প্রদাহ হেতু মলমূত্র অবরুদ্ধ। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরি—প্রদাহের পরিণত অবস্থা, জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক, পীতবর্ণ, পার্শ্ব-দেশ দন্তের ছাপযুক্ত। জিহ্বা মলিন, আরক্ত, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। জিহ্বা

অত্যন্ত প্রদাহিত হইয়া পুঁয়োৎপত্তির উপক্রম। জিহ্বার ধারে ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ অত্যন্ত লালা পতন, মুখ খুলিতে অসমর্থ, গিলন কষ্ট। এই রোগে মার্কুরিসিনা বেরিস ও বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি। পূর্ব্বে মার্কুরি ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে ইহা দিবে।

ল্যাকেসিস্—জিহ্বায় ক্যানসার, জিহ্বায় প্রদাহ হইয়া বিগলনে পরিণত, তখন স্ফীততা বশতঃ শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। জিহ্বমূলের শুড়শুড়ি হেতু বারম্বার কাসির উদ্রেক ও নিস্ফল গিলন ক্রিয়া। অপরাহ্নে ও নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। জিহ্বা অত্যন্ত ভারি, এজন্য মুখের বাহির করিতে অসমর্থ। জিহ্বা চিত্রিত, সমস্ত জিহ্বা ব্লিষ্টারের ক্ষত আবৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সাইলিসিয়া—জিহ্বা ধূসরবর্ণ শ্লেষ্মায় জড়িত। জিহ্বার এক পার্শ্ব স্ফীত, জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্ব ক্ষতযুক্ত, উহা হইতে অধিক পরিমাণ পুঁয় ক্ষরণ। অত্যন্ত গিলন কষ্ট। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হিপার সলফর—অধিক মাত্রায় পারদ সেবন হেতু জিহ্বা প্রদাহিত হইয়া ক্ষতযুক্ত হওয়া। ক্ষতস্থান হইতে দুরিত ক্লেদ ক্ষরণ, প্রভূত লালা পতন। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গমন। জিহ্বা বিগলনে পরিণত। ৩০শ শক্তি।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—এই রোগে রোগী জিহ্বার অসুস্থতা বশতঃ কঠিন দ্রব্য গলাধঃ করিতে সমর্থ হয় না অতএব লঘুপার্ক তরল দ্রব্য আহার করিতে দিবে। এজন্য জলে সিদ্ধ বার্লি বা এরোরুটের সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিশ্রি মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ক্রমে দুধ সুজি, অন্ন, সাগু, মোহনভোগ, ও মাংসের যুস ব্যবস্থা করিবে। সর্ব্বদা মুখাভ্যন্তর পরিষ্কার রাখিবে, বিশেষতঃ পারদ সেবন হেতু রোগ হইলে বা প্রদাহের পরিণামে জিহ্বা বিগলনে পরিণত হইলে মুখ হইতে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়, তথায় কার্ব্বলিক এসিডের কুল্য ও ক্যালাণ্ডিউলার কুল্য বিশেষ উপযোগী।

য়্যাপথাস্ ক্ষত।

য়্যাপথি।

মুখ মধ্যে এই জাতীয় নানাপ্রকার ক্ষত দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা সাধারণতঃ জিহ্বাই আক্রান্ত হইতে দেখা যায় কিন্তু পীড়া কেবল জিহ্বাতে আবদ্ধ থাকে

না, ওষ্ঠ, গাল, তালু, গলনালী এমন কি পাকাশয় পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, এই ব্যাধি নানা জাতিতে বিভক্ত তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল।

প্রথম—ক্রূপস্ অলসার বা সাধারণ য়্যাপথি। এইরূপ পীড়া জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তরের উপরিস্থ সূক্ষ্ম পর্দ্দায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যাধি স্থান শ্বেত বা পীতবর্ণে চিহ্নিত হয়, ক্রমে পীড়া বিস্তৃত হইলে সমস্ত জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর ক্ষতযুক্ত হইয়া রক্তিমাকার ধারণ করে। জিহ্বা মসৃণ ও চটচটে লালায় জড়ীত, লালা পতন, জিহ্বার স্বাদ রাহিত্য, অন্ন বা রুটি মুখে দিলে খড়ের ন্যায় খস্‌খসে বোধ, লবণ, ঝাল, অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য জিহ্বায় দিলে বিশেষ ঝাঁজবোধ ও যন্ত্রণার উদ্রেক, শীতল জল ও মুখে অসহ্য বোধ, শিশুগণ স্তন্য পানে অসমর্থ, তাহারা স্তন্য চোষণ করিয়া দুগ্ধ পানে সক্ষম হয় না, চামচ বা ঝিনুক দিয়া অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিলে ধীরে ধীরে পান করিতে সমর্থ হয়। সচরাচর শিশুগণই এতদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। শীতের সময় এই পীড়া অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই পীড়ার সহিত কখন কখন উদরাময়, অতিসার, বমন ও ডিস্‌পেপসিয়া রোগ বর্ত্তমান থাকে, বিশেষতঃ শিশুদের পীড়ায়। প্রবল পীড়ায় জ্বর বোধ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—থ্রূস্ বা ফাঙ্গাস ক্ষত। ইহা প্রথমোক্ত পীড়া অপেক্ষা কঠিন ও ভয়াবহ। এতদ্দ্বারা কোন কোন শিশুর জীবন বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই ক্ষত প্রথমে মুখের কোণে শুভ্রবর্ণ পর্দ্দার আকারে দেখা দেয়, ক্রমে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সমস্ত ঊর্দ্ধ ও নিম্নোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ, মাড়ি, গাল, জিহ্বা, তালু, গলনলী ও পাকাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্ষত স্থান প্রথমতঃ শুভ্রবর্ণ তালির আকার ধারণ করে, ক্রমে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পীড়া সঞ্চরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্থান লোহিতবর্ণ ও চাকচক্য শীল হইয়া উঠে। কখন কখন সমস্ত জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর একবারে শুভ্রবর্ণ পুরু পর্দ্দায় জড়িত হইয়া থাকে, ক্রমে, ঐ শুভ্রবর্ণ ফাঙ্গাস উঠিয়া গিয়া স্থানে স্থানে লোহিতবর্ণের ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন জিহ্বা খানি দেখিতে শ্বেত ও রক্তবর্ণে বিচিত্র পটের ন্যায় দেখায়। এই শ্বেতবর্ণ পদার্থ ইপিথিলিয়ম ও মেদময় বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। শিশুগণ সময় সময় এতদ্দ্বারা অতি গুরুতররূপে আক্রান্ত হয়। তখন তাহারা

সর্ব্বদা ক্রন্দন করে, দুগ্ধপান করিতে পারে না, উদরাময়, উদরাধ্মান, মন্দাগ্নি প্রবল জ্বর, ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া মৃত্যু কবলিত হয়।

কোন কোন পরিবারে এই পীড়া ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। গত ১৮৯০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে করটীয়াতে ব্যাকুল ব্যাপারির তিন মাস বয়স্ক একটী পুত্রের থ্রস্ রোগের চিকিৎসার্থ আমি আহুত হইয়াছিলাম। ইতি পূর্ব্বে তাহার দুইটী বালক এই বয়সে এই পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এ বালকটীরও সেই পীড়া হইয়াছে, এই কথা বলিয়া বালকের অভিভাবকগণ আমার নিকট কান্দিয়া অধীর হইল। আমি বলিলাম এই বালক নষ্ট হইবে না, ইহাকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করা হইবে। বাস্তবিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ অনেক সময় এইরূপ জোর পূর্ব্বক কথা বলিতে সক্ষম। তাই আমিও বলিয়াছিলাম। সর্ব্বদর্শী ভগবান আমার মান রক্ষা করিলেন। বালকটী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল। তাহার পরবর্ত্তী সন্তানগণের আর এই পীড়া হয় নাই।

তৃতীয়। অল্সারেটিব বা ডিপথিরেটিক ইন্ফ্লামেশন। এই শ্রেণীস্থ ব্যাধি প্রথমোক্ত দুই প্রকার ব্যাধি হইতে ভীষণ ও সময় সময় বহুব্যাপী আকারে প্রকাশ পায়। এই ক্ষত উৎপন্ন হইয়া শীঘ্রই বিস্তৃত ও দূষিত আকারে পরিণত হয়। ইহা প্রথমে নিম্নমাড়ির সম্মুখভাগে প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত মাড়ি, গলাভ্যন্তর, জিহ্বা ও গলকোষ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে।

প্রথমে আক্রান্ত স্থান স্ফীত, রক্তবর্ণ ও প্রদাহিত হয়, সামান্য সঞ্চালনেই রক্তস্রাব ঘটে। ক্রমে আরক্ত চিহ্ন বিস্তৃত হইতে থাকে ও উহার মধ্যে শুভ্রবর্ণ একটী করিয়া আবরণ যুক্ত হওয়াতে সমস্ত মুখ গহ্বর চিত্র-বিচিত্র নয়ন গোচর হয়। দুই এক দিন পরে শুভ্রবর্ণ ঝিল্লিবৎ স্থানগুলি ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং তখনই প্রকৃত ডিপথেরিটিক রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। স্থানে স্থানে অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত ক্ষত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ লালা পতন, রক্তপাত, বেদনা, সমস্ত মুখাভ্যন্তর স্ফীত এজন্য গলাধঃকরণে ও বাক্য উচ্চারণে অসমর্থ, দুর্গন্ধযুক্ত প্রশ্বাস ত্যাগ, ক্রমশ শরীর দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও শক্তি হীনতা আনীত হয়, কখন কখন এই অবস্থায় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। মৃত্যু

না হইয়া রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, ক্রমশঃ দন্ত স্খলিত, কালে মাড়ির অস্থি ক্ষতযুক্ত হইয়া পতিত হয়। সুচিকিৎসা হইলে শীঘ্রই পীড়ার শান্তি হইতে পারে।

চিকিৎসা।

আইওডম্—সমস্ত মুখাভ্যন্তরে য়্যাপথি ক্ষত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। জিহ্বা পুরু আবরণে আবৃত। প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসরণ, অথবা মুখাভ্যন্তর শুষ্ক। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকম—জিহ্বা আরক্ত, রোগের পরিণামে কৃষ্ণবর্ণ। জিহ্বায় প্রচণ্ড জ্বালা, জিহ্বা মূল স্ফীত, স্ফীত জিহ্বার ধারে দন্তের ছাপ। জিহ্বার বিগলন, জিহ্বাগ্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। অতিশয় অবসাদন। থ্রস ও ডিপথিরেটিক ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইথিউজা—জিহ্বা ও গলাভ্যন্তরে য়্যাপথি হইয়া স্ফীত হওয়া। জিহ্বা অত্যন্ত দীর্ঘবোধ। মুখাভ্যন্তরের উষ্ণতা, এজন্য গলাধঃকরণে কষ্ট ও হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস—জিহ্বায় জ্বালা ও হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা, সমস্ত জিহ্বা ফোস্কা দ্বারা আবৃত। জিহ্বাগ্র লোহিতবর্ণ, বিদারিত, ক্ষত যুক্ত, শুভ্র আবরণে আবৃত। গলাভ্যন্তর ঘোর আরক্ত। জিহ্বার ধার দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ। অল্প পরিমাণ পিপাসা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—জিহ্বায় পীতবর্ণের ত্বরিত ক্ষত, ওষ্ঠে ফোস্কার উৎপাদন, মাড়িতে ক্ষত, জিহ্বায় কোন বস্তুর স্পর্শ অসহ্য, কোমল খাদ্য স্পর্শেও জিহ্বায় জ্বালা অনুভব। জিহ্বা বিদারিত, লালা পতন। জিহ্বার স্থানে স্থানে গভীর ক্ষত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড মিউরিয়েটিক্—স্তন্যপায়ী শিশুর য়্যাপথি ক্ষত, জিহ্বার দক্ষিণ ধারে ক্ষত, ঐ ক্ষত স্থান শুভ্রবর্ণ তালিবৎ, জিহ্বা সীসফলকবৎ ভারী বোধ, জিহ্বা ক্ষত যুক্ত হইয়া নীলবর্ণ ধারণ। গভীর ক্ষত। জিহ্বা মূল কালবর্ণ।

ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া শীর্ণ হওয়া। জিহ্বা আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড সলফিউরিক—জিহ্বা ও মাড়িতে পীতবর্ণের য়্যাপথি ক্ষত। মুখ মধ্যে অত্যন্ত বেদনা। শুভ্রবর্ণের গভীর ক্ষত, লালা পতন, মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। অম্লাক্ত শ্লেষ্মা ও জল বমন। পীতবর্ণের মল ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড স্যালিসিলিক—জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে আবৃত। জিহ্বায় জ্বালা ও অগ্নিতে দগ্ধবৎ অনুভব, জিহ্বাগ্রে ক্ষত, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধ যুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—জিহ্বা মলিন সীস ফলকবৎ, কাল, শুষ্ক, বিদারিত, মুখ মধ্যে উষ্ণ বোধ। মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, রক্তাক্ত লালা স্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম—জিহ্বায় বেদনা পূর্ণ ক্ষত, জিহ্বা মূল পাতম্বয়লায় আবৃত, পাকাশয় প্রদাহ। জিহ্বা শুষ্ক ও বিদারিত। জিহ্বাগ্রের পার্শ্বে গভীর ক্ষত, হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা, গল মধ্যে আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। নাসিকার সর্দ্দি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিব্রোমেটম্—জিহ্বা বেদনাযুক্ত, মাড়ি স্পঞ্জবৎ কোমল। বাক্য উচ্চারণে কষ্ট, নিদ্রাতুরতা। শিশুদের শূল বেদনা ও তাহাদের উদরে বলের মত বস্তু সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া বোধ। মুখমধ্যে উষ্ণতা। তরল বস্তু গলাধঃকরণকালে গলায় আটকিয়া যাওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিমিউ—জিহ্বার বিগলন অবস্থা, উপদংশ জনিত জিহ্বা ক্ষত। প্রভূত পরিমাণ লালা পতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কান্থারিস্—জিহ্বা পুরুলেপে আবৃত, ঝলসিয়া যাওয়া, ফোস্কায় আবৃত, গাল ও তালুর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাকার উদ্ভব। মুখমধ্যে জ্বালা। ঐ জ্বালা গলনলী দিয়া পাকাশয়ে গমন, লালা পতন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাপসিকম—জিহ্বায় জ্বালাযুক্ত ক্ষুদ্র ফোস্কার উদ্ভব। জিহ্বায় ও ওষ্ঠে ক্ষত। পাকাশয়ে জ্বালা, পান ও আহারে জ্বালার বৃদ্ধি। মুখ আরক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—মুখমধ্যে ও জিহ্বাগ্রে জ্বালা, উষ্ণজল ও খাদ্য আহারে জ্বালার বৃদ্ধি। জিহ্বার উপরে, পার্শ্বে ও তলায় ক্ষত হেতু বাক্য উচ্চারণে ও গলাধঃকরণে কষ্ট। ৩০শ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, মাড়ি কোমল। জিহ্বা শুষ্ক। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম্—জিহ্বা শুষ্ক, ধূসরবর্ণ, বিদারিত, পীত অথবা সবুজবর্ণ ময়লায় আবৃত। জিহ্বা প্রদাহিত ও স্ফীত, মলিন ক্ষতে জড়িত। মিষ্ট ও ফেনিল লালা পতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফাইটোলেক্কা—উভয় গালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, অত্যন্ত বেদনা, প্রভূত লালা পতন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বোরাক্স—জিহ্বায় য়্যাপথি ক্ষত, লোহিত বর্ণের ব্লিষ্টার উদ্ভব। জিহ্বায় অত্যন্ত যাতনা, কথা বলিতে কষ্ট, জিহ্বায় লবণ স্পর্শে ও কোন প্রকার খাদ্য বস্তুর ঘর্ষণে অতিশয় যাতনা। শিশুদের ওলাউঠার পরে জিহ্বায় থ্রস রোগ। তাহারা স্তন্যপানের প্রয়াসী হইয়া চুচুকের নিকট মুখ দেয়, কিন্তু ক্ষতের যাতনা হেতু স্তন্য পানে সমর্থ হয় না। মুখমধ্যে উষ্ণতা। তালুর মিউকস মিম্ব্রেণ কুঞ্চিত। লালা পতন, সবুজ বর্ণের মল ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—জিহ্বা শুষ্ক, বিদারিত, ধূসরবর্ণ, ক্ষতযুক্ত। মাড়ি মলিন ও রক্ত ক্ষরণ শীল, প্রচুর পরিমাণ লালা পতন। টাইফয়েড অবস্থা, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন মল ত্যাগ। ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও বিদারিত, জিহ্বাগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টারের উদ্ভব। পিপাসা, শিশুগণ মুখের শুষ্কতা হেতু প্রথমে স্তন্য পানে অসমর্থ, পরে মুখ আর্দ্র করিয়া দিলে পান করিতে সমর্থ হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াসসল্—এই রোগে মার্ক আইওডাইড এবং করসাইবসও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। জিহ্বায় ক্ষত, প্রদাহ, ভোকেল ক্যাবিটিতে ক্ষত, প্রভূত লালা পতন, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের দাগ। গলাধঃকরণে কষ্ট। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—জিহ্বার উপরে ও নীচে ক্ষত, জিহ্বাগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব। জিহ্বা স্পর্শে রক্ত ক্ষরণ। জিহ্বা কঠিন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—জিহ্বায় ত্বরিত ক্ষত, বেগুনী বর্ণের ক্ষত, নাসাপথে ত্বরিত জলীয় পদার্থ ক্ষরণ। মুখে ও গলায় স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বোধ, জিহ্বা চিত্রিত। জিহ্বাগ্রে ফোস্কার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—মাড়িতে ক্ষত, মাড়ি কোমল, শুভ্রবর্ণ, সহজেই রক্ত ক্ষরণ শীল, মুখমধ্য ও জিহ্বায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টারের উদ্ভব। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—শিশুদের পুরাতন য়্যাপথি, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মাড়ি দিয়া রক্তপাত, জিহ্বায় ব্লিষ্টার। রক্ত মিশ্রিত লালা পতন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত, জিহ্বার বিদারণ, পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয়, রক্ত ও লালা পতন। ক্ষতের চতুর্দ্দিক কঠিন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিকেলি—জিহ্বার বিগলন, সমস্ত শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, মুখমধ্যে জ্বালা পিপাসা, মাড়ি হইতে রক্তপাত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রাসটিস—জিহ্বা স্ফীত ও দন্তের চিহ্নযুক্ত, জিহ্বায় অত্যন্ত জ্বালা। মুখ হইতে আঠাল লালা পতন। জিহ্বা লোহিত বর্ণ ও ব্লিষ্টারযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপারসলফর—জিহ্বায়, ওষ্ঠে, মাড়িতে ও গালে শুভ্রবর্ণের য়্যাপথি ক্ষত। অত্যন্ত বেদনা, স্তন্য পানে অসমর্থ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেলিবোরাস—মুখে পীতবর্ণের য়্যাপথি ক্ষত। ক্ষতের মূলদেশ রক্ত বর্ণ। লালা পতন, বেদনা শূন্যতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—অবিকল গ্লসাইটিসের সদৃশ।

টিউমারস্ অব দি টঙ্।

জিহ্বার অর্ব্বুদ।

জিহ্বায় অর্ব্বুদ জাতীয় আট প্রকারের ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায় যথা।

প্রথম—ওয়ার্ট বা আঁচিল। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ন্যায় জিহ্বায় কখন কখন আঁচিল হইতে দেখা যায়, ইহার মূলদেশ বিস্তৃত, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, দেহ কঠিন ও কর্কশ। ইহাতে চুলকাণি বা জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। ইহা হইলে জিহ্বা সঞ্চালনে ও বাক্য উচ্চারণে কষ্ট হইয়া থাকে। থুজা ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি দিনে দুই তিন মাত্রা সেবন এবং টিংচার থুজা ১০ বিন্দু ও জল ১ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া তাহা ওয়ার্টের উপর অনুলেপন করিলে কিছুদিনে এই ব্যাধি অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়—কণ্ডিলোমেটা উপদংশ বিষ শরীরে নিহিত থাকিলে এই শ্রেণীর ব্যাধি হইতে পারে। ইহাতে জিহ্বার উপরে ও নীচে একাধিক মটরের ন্যায় অর্ব্বুদ উত্থিত হয়, উহাতে চুলকাণি, বেদনা ও জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, সর্ব্বদা আকস্ আকস্ বোধ হয়। লালা পতন, জিহ্বা মূলে পীড়া হইলে গিলন কষ্ট, রক্ত ও জলীয় ক্লেদ ক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়ার সহিত শরীরের অন্যান্য স্থানে ও সিফিলিটিক নোট উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মার্কুরি, এসিড্ নাইট্রিক, হিপার সলফর, সলফর, হাইড্রাসটিস্ ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। গৌণ উপদংশে যেরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় ইহাতেও সেই প্রকার চিকিৎসা করিতে হইবে।

তৃতীয়। জিহ্বার বিবৃদ্ধি। কখন কখন জিহ্বা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সময় বিশেষে উহা এমন বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট হয় যে মুখে স্থানাভাব বশতঃ বাহিরে আসিয়া পতিত হয়। ইহাতে জিহ্বা পুরু দৈর্ঘে ও প্রস্থে চৌড়া, উহার প্যাপিলি সমস্ত উচ্চ এবং চাকচক্যশীল হয়। রোগী বাক্য উচ্চারণে অসমর্থ হেতু অস্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহার ৩০শ বা ২০০ শত শক্তির গ্লবিউল দুইটী নির্জ্জল অবস্থায় সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে

কিছু দিনে জিহ্বার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে পারে। ইহার চিকিৎসা জন্য ক্যালকেরিয়া ফস, কেলিমিউ, অরম ও কোনায়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চতুর্থ। এডিশন অব্ দি টঙ্গ বা জিহ্বার যুক্তাবস্থা। এই পীড়ায় জিহ্বার ফ্রিনম নিম্ন তালুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। শিশুগণ গর্ভ হইতেই এইরূপ বিকৃত অঙ্গ লইয়া ভূমিষ্ট হয়। ইহাতে ইচ্ছা মত জিহ্বা সঞ্চালন করা যায় না, এজন্য বাক্যের জড়তা ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কোন বিশেষ অসুখকর লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। কাঁইচির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা এই সংযোগ স্থান ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিলে পীড়া তৎক্ষণাৎ বিদুরিত হয়। কর্ত্তন করার পর ক্ষত স্থান হইতে অল্প কিছু রক্ত পতিত হয়। দুই চারিবার শীতল জল দ্বারা কুল্য করিলে এই রক্ত সহজেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

পঞ্চম। এনসিস্টেড্ বা কোষযুক্ত অর্ব্বুদ। এই জাতীয় অর্ব্বুদ একটী বদরিকা হইতে অণ্ড সদৃশ হইতে পারে। ইহা একটী কোষ মধ্যে অবস্থিত থাকে। টিউমার বৃহৎ আয়তনের হইলে রোগীর বিশেষ অসুখ হইয়া থাকে। ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব ও ফস, হিপার সলফর ইত্যাদি ঔষধ সেবন করাইয়া ইহা শোষণ করা যাইতে পারে। টিউমারের মূল দেশ সূক্ষ্ম হইলে উহা কর্ত্তন করিয়া দিয়া পরে উপরোক্ত ঔষধ সেবন করাইলে পীড়া সহজে নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

ষষ্ঠ। ফ্যাটিটিউমার বা জিহ্বার মেদময় অর্ব্বুদ। ইহা ৫ম প্রকার টিউমারের ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ করে। ইহার চিকিৎসাও অবিকল তদ্রূপ।

সপ্তম। র‍্যানিউলা। জিহ্বার নিম্নস্থ সব ম্যাগ জিলারিগ্রন্থি অস্বাভাবিকরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ পীড়ার উৎপাদন করে। এই জাতীয় টিউমার জিহ্বার নিম্নভাগে ও পার্শ্বে অবস্থান করে। উহা কোমল ও তল্‌তলিয়া, অঙ্গুলির চাপনে তল্ তল্ করে। টিউমারের আয়তন বৃহৎ হইলে বাক্য উচ্চারণের ও বিশেষ ব্যাঘাত হয়, স্বর স্থূল ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় একখানি ট্রোকার বা সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র দ্বারা টিউমার বিদারণ করিলে তাহা হইতে গঁদের আঠার ন্যায় তার বান্ধা জল নির্গত হয়। উহা পড়িয়া গেলে

কিছুদিন পীড়া নিবারিত থাকে, কিন্তু কয়েকদিন পরে পূর্ব্বাবস্থা আনীত হয়। আমি কয়েকটী র‍্যানিউলা রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহাদিগকে উক্ত উপায়ে আঠাল জল নির্গত করিয়া দিয়া ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব ৩০শ শক্তি সপ্তাহে দুই একবার সেবন করিতে দিতাম। ইহাতে পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহাই এই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা।

অষ্টম। পলিপাস বা বহুপাদ। ইহা সচরাচর জিহ্বার নিম্নেই হইয়া থাকে কিন্তু কখন কখন উহার মূলদেশে এবং পার্শ্বেও হইতে দেখা যায়। ইহার মূল দেশ শরু ও দেহ বৃহদায়তন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পলিপাস ক্ষুদ্র আয়তনের হইলে থুজা সেবন ও উহার লোশন অনুলেপন করিলে অনেক সময় রোগ অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ আয়তনের অর্ব্বুদ হইলে শীঘ্র বিদূরিত হয় না, তখন কাঁইচি দ্বারা উহার মূলদেশ চ্ছেদন করতঃ উক্ত উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

জিহ্বার অবস্থা দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগ।

প্রায় সকল প্রকার রোগেরই কোন না কোন লক্ষণ জিহ্বায় প্রকাশ পায়। রিপার্টরিতে তৎসমস্তের অতি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আমরা ঐ সমস্তের বিস্তারিত লক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন রোগের সহিত বিবৃত করিব। এই স্থানে জিহ্বা রোগের সাধারণ রিপার্টরি প্রদান করিলাম।

জিহ্বা দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ—এমোনিব্রো, ব্যাপটি, হেমি, রুমেক্স, স্যাঙ্গুই।

„ বিদারিত—এইল্যান্থ, এপিস, এট্রো, আর্স, অরম, ব্যাপটি, ব্রাইও, এ কার্ব্বলিক, কার্ব্বভেজ, কেলিবাই, মার্ক, এমিউ, এ নাইট্রি, ফস, পডো, রস, ষ্ট্র্যামো, সলফর।

„ স্ফীত—আর্স, ডলকা, গ্লোন, আইও, লাইকো, মার্ক, ষ্ট্র্যামো।

„ কম্পিত—এবসিন্থ, এপিস, আর্স, বেল, জেলস, হাইও, লাইকো, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো।

„ „ এবং দন্তমূলে চাপিত—এপিস, ল্যাকে.।

„ অনমনীয়—লাইকো, নক্সম।

„ প্রদাহিত ও শুষ্ক—ব্যাপটি, একো, ইস্কিউ, হিপার, আর্স, অরম, ক্যামো,

কষ্টি, ল্যাকে, এ অগজ্যালিক, এ ফস, স্পাইজি, সলফর।

জিহ্বা চিত্রিত—আর্স, এণ্টিক্রুড, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, এনাইট্রিক, র‍্যানান, ট্যারাক্স।

„ অগ্রভাগ খাঁজ কাটা—আর্স, গ্লোন, হাইড্রাস, ইগ্নে, আইও, কেলিআইও, মার্ক, পডো, রস, ষ্ট্র্যামো, টেলিয়া।

„ দন্তের ছাপ যুক্ত—আর্স, মার্ক, পডো, রস, ষ্ট্র্যামো, চেলি, আইও, হাইড্রাস, ভাইভার।

„ পক্ষাঘাত যুক্ত—বার্ব্ব, কষ্টি, ডলকা, জেলস, হাইও, নক্সম, ওপি, প্লম্বম, ষ্ট্র্যামো, একো, আর্স, বেল, গ্রাফা, ল্যাকে।

„ „ সঞ্চালনে কষ্ট—এনাকার্ড, বেল, ক্যালকে, কোনায়, লাইকো।

„ „ ভারযুক্ত—এনাকার্ড, বেল, কার্ব্বভেজ, কলচি, লাইকো, এমিউ, ন্যাট্রমমিউ, প্লম্বম।

„ „ অনমনীয়—বোরাক্স, কলচি, ইয়ুফ্রে, ল্যাকে, ন্যাট্রমমিউ।

„ ক্যানসার যুক্ত—এপিস, এলু, আর্স, অরমমিউ, কষ্টি, কোনায়, হাইড্রাস, কেলিসায়ে, ল্যাকে, ফাইটো, সিপি, সাইলি, সলফর, এ বেনজো, এমিউ, এ নাইট্রিক।

„ ক্ষতযুক্ত—এ বেন্‌জোইক, সিনা, কেলিমিউ, এমিউ, এ নাইট্রি।

„ „ উপদংশ হেতু—এ ফ্লোরিক, মার্ক, এ নাইট্রিক, কেলিবাই, কেলিআইও, ফাইটো।

„ বিদারিত ও ফিসরযুক্ত—রস।

„ বিবৃদ্ধিযুক্ত—আর্স, সলফর, আইও, গ্রাফা, এ নাইট্রিক, কেলিআইও, প্লম্বম।

„ য়্যাপথি ক্ষতযুক্ত—ইথিউ, বোরাক্স, মার্ক, নক্সভ, ফস, প্লম্বম, এ সলফ।

জিহ্বার আস্বাদন শক্তির পরিবর্ত্তন।

আস্বাদ তিক্ত—একো, ইয়ুপে, আর্ণি, আর্স, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, ন্যাট্রমমি, নক্সভ, পলস, স্যাবেডি, সিপি, সরি, সাইলি, সলফর,

ভিরাট, এমোনিকার্ব্ব, কার্ব্বএ, কার্ব্বভে, কলসি, কোনা, ড্রসে, ফিরম, ইপিকা, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনি, স্পঞ্জি, ষ্ট্যাফি, এণ্টিটার্ট, এণ্টিক্রুড, ইলাটি, ডলকা, জেলস, হিপার, থুজা, কেলিকার্ব্ব, ব্যাপটি।

আস্বাদ তিক্ত ঈষৎ মিষ্ট—মিনিয়াস্থিস্।

„ কিন্তু আহারান্তে প্রকৃতিস্থ—সলফর, সরিনম।

„ তিক্ত, খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়—ব্রাইও, কলসিন্থ, ফিরম, হিপার, রস, সলফর, চায়না।

„ „ তিক্ত, জল ব্যতিত সমস্ত দ্রব্য—একো।

„ „ জল—আর্স।

„ „ আহারান্তে—আর্স, ব্রাইও, পলস, রস, এ নাইট্রিক।

„ „ আহারের পূর্ব্বে ও পরে—কার্ব্বভেজ, পলস।

„ „ সমস্ত পদার্থ—ব্রাইও।

„ „ রুটিতে—ডিজি, ড্রসেরা।

„ „ তামাক—ককিউ।

„ „ প্রাতে—আর্ণি, পলস।

আস্বাদ পচা ডিম্বের ন্যায়—বোভি, ক্যামো, এনাকার্ড, বেল, হিপার, হাইও, নক্সভ, পিট্রো, প্লাণ্টা, পডো, আর্ণি, ক্যাপসি, ভিরাট, সরি, পলস, জেলস, ক্যালকে।

„ ঘাসের ন্যায়—নক্সভ, এ ফস, পলস, সাসাফ্রাস, ভিরাট, ষ্ট্র্যামো, সলফর।

„ তামাটিয়া—এগ্নাস, এমোনি, ক্যালকে, ককিউ, কুপ্রম, ন্যাট্রমমিউ, ল্যাকে, নক্সভ, রস, এলু, কলসি, সাসাফ্রা, সেনেগা, সলফ, জিঙ্ক, মার্ককর, মার্কভি, হিপার, সার্সা, ইস্কিউ।

„ লৌহবৎ—ক্যালকে।

„ দূরিত তৈলবৎ—এলু, য়্যাম্ব্রা, য়্যাসা, ব্রাইও, ক্যামো, ইপিকা, এমিউ, নক্সভ, পিট্রু, পলস, সলফর, কার্ব্বভেজ

„ লবণময়—আর্স, কার্ব্বভে, মার্ক, ফস, এ ফস, পলস, সিপি, জিঙ্ক, চায়না,

কুপ্রম, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, গ্রাফা, আইও, নক্সভ, নক্সম, রস, সলফর, ভিরাট।

আস্বাদ অম্লময়—এমোনি, বেল, ক্যালকে, চায়না, কেলিমিউ, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, হিপার, ফস, পডো, পলস, সলফ, এলু, ক্যামো, চায়না, ককিউ, কোনায়, কুপ্রম, গ্রাফা, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগনি কার্ব্ব, মিউও, এ নাইট্রিক, এ সল্‌ফ, সিপি, ট্যারাকসে ক্যাপসি, ভিরাট।

„ মিষ্ট—বেল, ব্রাইও, চায়না, ডিজি, মার্ক, এনাইট্রিক, ফস, প্লম্বম, স্যাবাডি, ষ্ট্যানম, সলফর, একো, এলু, এমোনি, কুপ্রম, ফিরম, ইপিকা, কেলি, লাইকো, মার্ক, নক্সভ, রস, সার্সা, এ সল্‌ফ।

„ ঈষৎ মিষ্ট—ইপিকা।

„ আহারান্তে দুরিত বোধ—রসটক্স।

„ খাদ্য দ্রব্য লবণ জড়িত বোধ—কার্ব্বভেজ, সলফর, ন্যাট্রমমিউ।

„ খাদ্য দ্রব্য অম্লত্ব—ক্যামো, চায়না, ক্যাপসি, লাইকো।

„ আহারান্তে মুখে অম্লত্ব—কার্ব্বভেজ, ককিউ, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, পলস, সাইলি।

„ প্রাতে দুরিত—রস, সলফর।

„ „ অম্লযুক্ত—নক্সভ, সলফর।

„ „ মিষ্ট—সলফর।

„ শূন্যতা—বেল, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, ফস, পলস, পডো, সাইলি, এলু, এমোনিমিউ, এনাকার্ড, ক্যালকে, হিপার, হাইও, কেলি, ক্রিয়ো, ক্যাম্ফা, ম্যাগনিমিউ, নকসভ, সিকে, সিপি, ভিরাট।

„ শূন্যতা সর্দ্দি হেতু—নক্সভ, পলস, সলফর, এলু, ক্যালকে, হিপার, ন্যাট্রমমিউ, সিপি।

জিহ্বার কোটিঙ্গ বা আবরণ।

কোটিঙ্গ শুভ্রবর্ণ—ইস্কিউ, এলু, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, বেল, বিস, ব্রাইও, ক্যালকে, কুপ্রম, ডায়াস্কো, ইস্থুপে, ফিরম, হেমিমে, মার্ক, মেজি, ন্যাট্রমকা,

নক্সভ, প্লম্বম, এ ফস, ফর্স, পডো, পলস, রুমেক্স, স্যাঙ্গুই, ষ্ট্যাফিসি, সলফর, ট্যারাকসি, থুজা, জিঙ্ক।

কোটিঙ্গ য়্যারোরুটবৎ—এসিড্‌ সলফিউরিক।

„ মাখনের ন্যায়—আর্স, কুপ্রম।

„ দুগ্ধবৎ—এণ্টিক্রুড্‌।

„ মণ্ডবৎ—এণ্টিটার্ট।

„ ভস্মবৎ—এণ্টিটার্ট, এট্রো, চেলি, মার্ক, ফস।

„ লাল—আর্জ্জেণ্টনাই, আর্স, বেল, ক্যামো, ইলাপস, গ্লোন, হাইও কেলিবাই, ল্যাকে, নক্সভ, ফাইটো, রস, ভিরাটএ।

„ পীত—এলো, অরমমিউ, ক্যালকে, কষ্টি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, চেলি, চায়না, কলসি, জেলস্‌, ইপিকা, মার্ক, ন্যাট্রমফস্‌, প্লম্বম, পলস, স্যাবেডি, বারবে, ভিরাট্রমভি।

„ কটাবর্ণের—আর্নি, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ক্যাকট, হাইও, কেলিবাই, মার্ক, প্লম্বম, সিকেলি, সাইলি, স্পঞ্জি, সলফর।

„ কৃষ্ণবর্ণ—আর্স, কার্ব্বভেজ, চায়না, ইলাপস, ল্যাকে, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, মার্ক, সিকেলি, ভিরাটএ।

„ কৃষ্ণাভ—আর্স, ডিজি, এমিউ, র‍্যাফে, স্যাবেডি, এণ্টিটার্ট, থুজা।

„ সবুজবর্ণের—ক্যালকে, কষ্টি, প্লম্বম, রডো, এ নাইট্রিক।

„ স্থানে স্থানে তালি দেওয়াবৎ কোটিং—ল্যাকে, মার্কসিনাবে, ন্যাট্রমমিউ এ নাইট্রিক, ট্যারাক্স্‌।

দন্ত রোগ।

টুথেক্‌।

দন্ত বেদনা।

দন্ত রোগের বিবরণ অবগত হইতে হইলে ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কতক পরিমাণ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। দন্ত সমস্ত তিন প্রকার বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথম আইভরি পদার্থ। এতদ্দ্বারা দন্তের অধিকাংশ স্থল নির্ম্মিত,

ইহা এক প্রকার অস্থিবৎ পদার্থ। ইহা দ্বারা দন্তের ঊর্দ্ধভাগ সমস্ত আবৃত থাকে। দ্বিতীয়, এনিমেল পদার্থ। ইহা দ্বারা দন্তের মধ্যভাগ জড়িত। তৃতীয়, সিমেণ্ট ইহা দন্তের মূলদেশে জড়িত থাকে। প্রত্যেক দন্তের মধ্যে ঊর্দ্ধাধঃ-ভাবে একটী গহ্বর দৃষ্ট হয়, উহাতে দন্তের মজ্জা বা পল্প অবস্থিতি করে। এই পল্পই দন্তের জীবন ও ইহাতে স্নায়ু আছে বলিয়া বেদনা ও স্পর্শ বোধ হইয়া থাকে। প্রথম বয়সে দন্ত সমস্ত সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট থাকে, এজন্য ঝাল ও টক্ ইত্যাদি বস্তুতে উহাকে বিকৃত করিতে পারে না, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে দন্তাবরণ বিনষ্ট হইলে সহজেই পল্প বা মজ্জা আহত হইতে পারে, এজন্য অধিক বয়সেই টুথেক প্রভৃতি দন্ত রোগ দেখা যায়।

কারণ ও নিদান। দন্ত বিনষ্ট প্রায় হইলে আহার কালে, ঝাল, টক ও শীতলতা ইত্যাদি স্পর্শে সহজেই দন্ত মজ্জা উত্তেজিত ও প্রদাহিত হয়, অতিরিক্ত শৈত্য স্পর্শেও এই ঘটনা হইতে পারে। এইরূপ হইলে দন্ত মজ্জার প্রদাহ ও উত্তেজনা বশতঃ যে কন্‌কনি বেদনা জন্মে, তাহাই টুথেক্ নামে খ্যাত।

লক্ষণ। এই রোগে দন্ত-মূল ও মাড়িতে অত্যন্ত কনকনি বেদনা জন্মে। বেদনা হেতু রোগী মুখ ব্যাদান বা ভালরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই বেদনা কখন কখন কর্ণ ও মস্তিষ্কে চালিত হইয়া যৎ-পরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সন্তাপক জ্বর, মাড়ি স্ফীত, লালা পতন ও দন্তমূলে পূঁয়োৎপাদন ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে একটির পর আর একটি করিয়া প্রায় সমস্তগুলি দন্তই আক্রান্ত হয়। তখন রোগী মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই রোগ সচরাচর প্রৌঢ় বয়সেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কখন কখন কেরিজ রোগে ক্লিষ্ট শিশুদিগেরও হইয়া থাকে। কোন কোন শিশুর দন্ত উদ্ভেদ কালে বিষম দন্তশূল জন্মে, তখন উহারা চীৎকার করে, কখন কখন আক্ষিপ্তও হইয়া থাকে। বৃদ্ধদের দন্তমূল শিথিল হইলে প্রায় সর্ব্বদাই এই রোগ ঘটিতে দেখা যায়, তখন আহার কালে ও মুখ সঞ্চালনে বিষম যাতনা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।

অরম্ মেটালিকম্—মুখ মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বায়ু প্রবেশ হেতু রোগ। মাড়ি স্ফীত, আরক্ত, স্পর্শে ও আহারকালে অতিশয় যাতনা। সহজেই রক্ত ক্ষরণ। অকস্মাৎ ঊর্দ্ধ মোলার দন্তে বেদনা, রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল পীড়া। কেরিজযুক্ত দন্তে ভয়ানক বেদনা। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মস্তকে উত্তাপ বোধ। গৌণ উপদংশ ও মার্কুরি সেবন হেতু হেলিত দন্তের রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম—শীতল জল স্পর্শে দন্তে অতিশয় যাতনা। মাড়ি মলিন ও সহজে রক্ত ক্ষরণ শীল, স্পর্শে বেদনা বোধ। চর্ব্বণ ও অম্ল বস্তু আহার কালে দন্তে বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—দন্ত উত্তোলিত করিয়া ফেলিবার পর মাড়িতে বেদনা ও স্ফীততা, আঘাত হেতু দন্ত বেদনা। ঊর্দ্ধ মাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দন্তে বিদীর্ণকর ও খননকর বেদনা। মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, শিশুদের দন্ত উদ্ভেদকালীয় দন্ত বেদনা, মাড়িতে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। ২য়, ৩য় শক্তি।

আর্সেনিকম্—দোলায়মান দন্তে জ্বালাকর বেদনা। মাড়িতে বিদীর্ণকর বেদনা, স্পর্শে অতিশয় যাতনা, পীড়িত দন্তের উপর চাপ দিয়া রাখিতে ভাল বোধ। শৈত্য স্পর্শে যাতনার বৃদ্ধি, উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম। দন্ত উত্তোলনের পর মলিন রক্ত স্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া—গণ্ডস্থলের ইরিসিফেলাস প্রদাহ হেতু দন্ত শূল, দন্তে কনকনি ও বিদীর্ণকর বেদনা, স্পর্শে ও চর্ব্বণ কালে অতিশয় যাতনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—শৈত্য ভোগ ও শীতলতা স্পর্শে পীড়ার উদ্ভব। দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, মাড়ি আরক্ত ও স্ফীত, জ্বর বোধ। মস্তকে রক্তাধিক্য, অস্থিরতা, বেদনা হেতু মূর্চ্ছিত হওয়া। ১ম, ৩য় শক্তি।

এণ্টিমণি ক্রুডম্—দন্ত গহ্বরে বেদনা, দন্তে বিদ্ধকর বেদনা, মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত ধাবিত। রাত্রিতে ও শৈত্য স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। পীড়িত দন্তে

জিহ্বায় আঘাত অনুভব, শীতল বাতাস ভ্রমণ করিলে উপশম বোধ, কিন্তু মুখ মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে বেদনার বৃদ্ধি। মাড়িতে ক্ষত ও সহজেই রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণি টার্ট—বাতজনিত দন্তশূল, পর্য্যায় ক্রমিক বেদনা। আহারান্তে দন্তমূলে বিদীর্ণকর বেদনা, বিশেষতঃ বাম দিকে। দন্ত শ্লেষ্মায় জড়িত, মাড়ি হইতে সহজেই রক্ত ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিয়ম—বাম দিকের উর্দ্ধ এবং অধঃ মোলার দন্তে শূলবেদনা। শীতল জলে মুখ পূর্ণ করিয়া রাখিলে উপশম বোধ। ৩য় শক্তি।

এমোনিয়া কার্ব্ব—রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিবা মাত্র প্রচণ্ড দন্তশূল, আহার করিলে বেদনার নিবৃত্তি। উষ্ণজলীয় বস্তু স্পর্শে বৃদ্ধি। দন্তমূলে ক্ষত, মাড়িতে অত্যন্ত স্পর্শ দ্বেষ, সহজে রক্তক্ষরণশীল মাড়ি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—দন্তের শিরা স্পন্দিত, দপ্ দপ্কর বেদনা, পারদের অপব্যবহার হেতু রোগ, দন্ত দীর্ঘ বোধ, দন্তের বর্ণ পীত, দন্তমূল শিথিল। মাড়ি শুভ্রবর্ণ, স্ফীত ও রক্ত ক্ষরণশীল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডফস্ফরিক—মাড়ি স্ফীত ও রক্ত-ক্ষরণশীল, দন্তে বিদীর্ণকর বেদনা, শয্যায় শয়ন করিলে শয্যার উষ্ণতায় বেদনার বৃদ্ধি। রাত্রিতে সম্মুখ দন্তে বেদনা, উষ্ণতায় ও শীতলতায় বেদনার বৃদ্ধি। দন্তগহ্বরে খাদ্য বস্তু স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, দন্ত পীতবর্ণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফ্লোরিক এসিড—দন্তমূলে বা মাড়িতে নালী ক্ষত, উহা হইতে প্রচুর পরিমাণ পুঁয়ক্ষরণ, দন্তে বেদনা, শীতল জল স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। দন্তে কেরিজ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র দন্তক্ষয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কফিয়া—দন্তে হুল বিদ্ধ বেদনা, পর্য্যায়ক্রমিক দন্তশূল, বিশেষতঃ রাত্রিতে, উষ্ণতা প্রয়োগ ও উষ্ণ জল প্রয়োগে বেদনার বৃদ্ধি, মুখমধ্যে শীতল জল ও বরফ জল সংরক্ষণে বেদনার হ্রাস। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম্—দন্তে ও দন্তমূলে চাপ দিলে অতিশয় যাতনা। শৈত্য স্পর্শে যাতনার বৃদ্ধি, মাড়ি এবং চাপাতে বিদীর্ণকর বেদনা। বেদনা মুখের পেশী, অস্থি এবং নাসিকা পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম—চর্ব্বণকালে দন্ত বেদনা, শীতল বাতাস স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, উগ্র ও বেদনাকর দন্তশূল। মাড়ি স্ফীত, পুঁযযুক্ত। দন্তনালী। রাত্রিতে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত বাম মাড়ি আক্রান্ত হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বএনিমেলিস—রাত্রিতেনিদ্রাকালে ও দিবাভাগে দন্তশূল, মাড়ি স্ফীত, আরক্ত ও রক্ত স্রাবশীল, দন্তে সামান্ত মাত্র শৈত্য স্পর্শ হইলেও অসহ্য যাতনা। চর্ব্বণকষ্ট, উষ্ণতায় উপশমিত না হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—শীঘ্র দন্ত নাশ, দন্তশূল, উষ্ণতা, শৈত্য ও লবণাক্ত খাদ্য স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। জিহ্বা দ্বারা পীড়িত দন্ত স্পর্শ হইলেও অসীম যাতনা। সমস্ত দন্ত পাটী কোমল ও স্পর্শাতিশয্যযুক্ত, মাড়ি হইতে সহজে রক্ত ক্ষরণ, বিশেষতঃ চোষণ কালে, চর্ব্বণ কালে দন্ত শির শির করিয়া উঠা, মাড়ি-স্ফোটক। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলি আইওডাইড—দন্তশূলে কীট সঞ্চলনবৎ বিড় বিড় অনুভব, মাড়ি স্ফীত, দন্ত নাশ, দন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—বিদীর্ণকর ও কর্ত্তনকর দন্তশূল, বেদনা অস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত, গণ্ডস্থল স্ফীত ও হুলবিদ্ধ বেদনাযুক্ত। দন্তমূল শিথিল, কেবল আহার কালে দন্তশূল। কোন প্রকার শৈত্য বা উষ্ণতা প্রয়োগে বেদনার উদ্ভব। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিনাইটার—দন্তশূল, দন্তমূল স্পন্দিত, দন্ত-স্পর্শে বেদনার উদ্ভব, মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিফস—দুর্ব্বল ব্যক্তির দন্তশূল, দন্তমূল হইতে সহজে রক্তপাত, দন্ত সমস্ত ধূসরবর্ণ ময়লায় আবৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—উগ্র দন্তশূল, দন্তে চর্ব্বণকর ও খননকর বেদনা, শৈত্য স্পর্শে, আহারের সময় ও পরে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণ জল মুখমধ্যে রাখিলে অতিশয় যাতনা। রজস্বলাবস্থায় দন্তশূল। নিম্ন চাপার বামদিকের দন্তে শূলবেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি। গণ্ডস্থল স্ফীত ও আরক্ত, মাড়ি স্ফীত ও লালবর্ণ, লালাগ্রন্থি স্ফীত, এক পাটী দন্তের সমস্তই বেদনাযুক্ত, এজন্ত রোগী ঠিক ব্যাধিগ্রস্ত

দন্তটী নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। আক্রান্ত পার্শ্বের মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা চালিত হওয়া। কর্ণে বেদনা ও চিরিক। ৩য় শক্তি।

ক্যাম্ফর—দন্ত দোলায়মান, কর্ত্তনকর বেদনা, দন্ত অত্যন্ত লম্বা বোধ; মুখে আঠাল লালা সঞ্চয়, শীতল জল পানে বেদনার উপশম। কিন্তু মুখমধ্যে শীতল জলপূর্ণ করিয়া রাখিলে উপশম হয় না, তাহাতে বরং বেদনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ১ম, ২য় শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—শীতল তরল দ্রব্য স্পর্শে ও শীতল বাতাস সংযোগে বেদনার বৃদ্ধি। বিদ্ধকর ও টনটনি বেদনা, ঋতুকালে ও পরে দন্তশূল, গর্ভাবস্থায় দন্তশূল, শীতল বা উষ্ণ জল স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, শীতল বাতাসে দন্ত সিড় সিড় করা, মাড়ি কোমল, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। নিম্ন চাপার দন্তমূলে নালীক্ষত। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্যালমিয়া লেটিফোলিয়া—দন্ত সিড় সিড় করা, দন্তে স্নায়বীয় বেদনা হইয়া মুখ দিয়া মস্তকে গমন। মোলার দন্তে চাপক বেদনা। অপরাহ্নে বেদনার আবির্ভাব। ৩য় শক্তি।

ক্রিয়োজোট—কনকনি দন্তশূল, বেদনা চিক দিয়া কর্ণে গমন, ধ্বংস দন্ত হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, দন্ত উত্থানকালে প্রচণ্ড যাতনা, দন্ত উত্থান মাত্রই বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম, দন্ত মলিন। মাড়ি কোমল ও রক্ত-ক্ষরণশীল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্লিমেটিস—উপদংশবশতঃ অতিরিক্ত পারদ সেবন করিয়া দন্ত নাশ ও দন্তশূল, দন্তে দন্তে তীব্র বেদনা। শীতল জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিলে ক্ষণকাল উপশম বোধ। শয্যার উষ্ণতায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, তামাকের ধূমপানে বেদনার আধিক্য অনুভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্লোরাল—ফেসিয়েল নর্ব্বের ইন্‌ফিরিয়র ডেণ্টেল শাখার স্নায়ুশূল, ধ্বংস দন্ত হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত চাপায় বিস্তৃত। ১ম, ৩য় শক্তি।

গ্রাফাইটিস—দন্তে চাপক বেদনা, স্পর্শে ও চর্ব্বণকালে বেদনার বৃদ্ধি। বাতাসে ভ্রমণকালে মোলার দন্তে বেদনা। উষ্ণতা প্রয়োগ ও শয্যায় শয়ন

করিলে বেদনার বৃদ্ধি। শীতল জল পানে উগ্র বেদনা, রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল দন্ত-শূল, মাড়ির অভ্যন্তর ও পার্শ্বে বেদনা, মাড়ি স্ফীত, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্লোনইন—সূর্য্যতাপে তাপিত হওয়ার পর দন্তশূল, সমস্ত দন্তের মূলে ধমনীর স্পন্দন, উষ্ণতা প্রয়োগে বেদনার বৃদ্ধি, শৈত্য প্রয়োগে উপশম। শিরো বেদনা ও মস্তকে রক্তের প্রবল গতি। অকস্মাৎ দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড বেদনা জন্মিয়া বাম দিক, কর্ণ ও মস্তকে গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—পারদের অপব্যবহার ও দুর্ব্বল জনক রোগের পর দন্তশূল, স্তন্য দায়িনী ধাত্রীর রোগ, দন্তের মধ্যে মধ্যে কাল দাগ, চাপ দিলে উপশম বোধ। মাড়ি স্ফীত, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চিমাফাইলা—উর্দ্ধ দন্তপাটীতে স্থায়ী বেদনা, বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত ধাবিত। বেদনা নিম্ন দন্তে চালিত। আহার কালে বৃদ্ধি, শীতল জল স্পর্শে উপশম। রাত্রিতে চাপা শক্ত হইয়া যায়, এজন্য রোগী মুখ চাপাইতে সমর্থ হয় না, উন্মুক্ত বদনে নিদ্রা যায়। ১ম, ৩য় শক্তি।

জিঙ্কম্ মেটালিকম্—উর্দ্ধ পাটির সম্মুখের দন্তমূলে খোঁচিয়া ধরা বেদনা। বেদনা তালুতে গমন। আহারের সময় বেদনার বৃদ্ধি। দন্তমূলে ক্ষত, দন্ত শিথিল, মাড়ি ও সব ম্যাগজিলারিগ্রন্থি স্ফীত। দন্তে কেরিজ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেলসিমিয়ম—শৈত্য স্পর্শে দন্ত শূল বা কেবল স্নায়বীয় উগ্র বেদনা, বেদনা দন্ত হইতে শঙ্খ দেশে গমন। কর্ণে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডলকামারা—শৈত্য ভোগ হেতু দন্তশূল, মস্তকে গোলযোগ, উদরাময়, প্রচুর পরিমাণ লালাক্ষরণ, মাড়ি কোমল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—দন্তশূলের সহিত সমস্ত মুখ স্ফীত, অধ্যয়ন ও চিন্তা করিলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। বিদীর্ণকর বেদনা, শৈত্য ও শীতল বস্তু স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি। উষ্ণ জল সংযোগে হ্রাস। ধ্বংস দন্তে উগ্র বেদনা। মাড়ি শুভ্রবর্ণ ও রক্ত ক্ষরণ শীল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—গর্ভাবস্থায় সম্মুখের দন্তে বেদনা। শৈত্য সংযোগ, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে ও চোষণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি, উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম। মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রমকার্ব্ব—দন্তে খননকর বেদনা, মিষ্ট দ্রব্য ও ফল আহারের সময় দন্ত বেদনা, নিম্নদিকের দন্তে অত্যন্ত স্পর্শ দ্বেষ, রাত্রিতে দন্তশূল, নিম্নওষ্ঠ ও মাড়ি স্ফীত। ধূমপানে বেদনার উপশম। অত্যন্ত লালাপতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রমমিউ—দন্তনালী, আহারের পর ও রাত্রিতে বেদনা উপস্থিত হইয়া কর্ণ ও গল মধ্যে গমন। বায়ু স্পর্শে দন্ত শির শির করা, গণ্ডস্থল স্ফীত, দন্ত শিথিল ও ধ্বংস হইয়া যাওয়া, উষ্ণতা ও শীতলতা সংযোগে মাড়িতে যাতনা। সহজেই রক্ত ক্ষরণ শীল মাড়ি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম সলফ্—দন্তমূলে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, অতিশয় অস্থিরতা, উষ্ণতা সংযোগে বেদনা বৃদ্ধি, শীতল বাতাসে উপশম বোধ। মাড়ি অগ্নিতে জ্বলনবৎ জ্বালাযুক্ত। ফোস্কার উদ্ভব। জিহ্বাগ্রে জ্বালা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—দন্তশূল, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল বেদনা, দন্ত শিথিল ও বেদনাযুক্ত, মাড়িতে বেদনা, মুখের বাম পার্শ্বে স্পর্শ দ্বেষ, ধ্বংস দন্তে কন্‌কনি বেদনা, দন্ত গহ্বরে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, ঐ বেদনা চক্ষুতে গমন, শীতল জল স্পর্শে ও মুখে উষ্ণ দ্রব্য রাখিলে বেদনা বৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় দন্তশূল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পিট্রলিয়ম—দন্তমূলে স্ফোটক উদ্ভব, তজ্জন্য চর্ম্মোপরি স্ফীততা, দন্ত মূলে নালীক্ষত, খোলা বাতাসে বেদনা বৃদ্ধি, মাড়ি স্ফীত ও তাহা স্পর্শে অতিশয় যাতনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লান্টাগো মেজর—দন্ত বেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রয়োগ, টিংচার তুলায় করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত দন্তমূলে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ বেদনা দূরীভূত হয়।

প্লাটিনা—মাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, অপরাহ্নে বেদনার বৃদ্ধি, ক্রমান্বয়ে বেদনার আগমন ও তিরোধান, মুখ মধ্যে শীতলতা অনুভব। গণ্ডাস্থিতে বেদনা সঞ্চালিত, ব্যাধিগ্রস্ত পার্শ্বে শীতলতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস—দন্তনাশ, ধ্বংস দন্ত হইতে বেদনা সঞ্চালিত, মাড়ি দন্ত হইতে নামিয়া পড়া, মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, মাড়িতে বারম্বার স্ফোটক উদ্ভব। মাড়ির অস্থিতে ক্ষয় রোগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম ফস্‌—প্রদাহ জনিত দন্তশূল, বেদনা মুখের পেশীতে গমন, গণ্ড-স্থল আরক্ত, বেদনার বিরামকালেও আরক্ততা বিদূরিত হয় না। উষ্ণ খাদ্য আহার কালে বেদনা বোধ, শীতল জল স্পর্শে হ্রাস। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বিসমথ্‌—দন্ত বেদনা, শীতল জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিলে উপশম বোধ, কিন্তু ঐ জল উষ্ণ হইলে পুনরায় বেদনার সঞ্চার। গণ্ডাস্থিতে চাপ বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—আহারের অব্যবহিত পরে দন্ত বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্ষণ-কাল স্থায়ী হওয়া, আস্তে আস্তে বেদনা হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস। দন্তমূলের অত্যন্ত স্ফীততা ও আরক্ততা, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। দন্তমূল হইতে রক্ত ক্ষরণ। মুখ আরক্ত ও উষ্ণ, চক্ষু লোহিতবর্ণ, অপরাহ্নে বেদনা আরম্ভ হইয়া মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী। ১ম, ৩য় শক্তি।

বোরাক্স—দন্ত গহ্বরে খননকর বেদনা, মাড়ির বাহ্য দিকে স্ফীততা, মুখের সমস্ত বাম পার্শ্ব স্ফীত, মাড়ি স্ফোটক, স্ফীততা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও উহার উপর জল পূর্ণ ফোস্কার উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটা কার্ব্বি—ধ্বংস দন্তে শূল বেদনা, ঋতুর পূর্ব্বে বেদনা, উষ্ণ খাদ্যস্পর্শে তীব্র ও জ্বালাজনক বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—ধূম পানের সময় হঠাৎ বেদনা, আহার কালে বিদীর্ণকর বেদনা, বেদনা গ্রীবার পেশী পর্য্যন্ত ধাবিত। উষ্ণতা প্রয়োগে বৃদ্ধি, শীতল জলের কুল্য ও ব্যাধি পার্শ্বে চাপ দিয়া শয়নে উপশম, ক্ষণস্থায়ী শূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এলবম—দন্তশূল, বেদনার তাড়নায় মস্তকে ও বদন মণ্ডলে ঘর্ম্ম ক্ষরণ, দন্ত-সমস্ত সীস-ফলকবৎ ভার বোধ। গণ্ডস্থল ও চক্ষু পর্য্যন্ত বিদীর্ণকর বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—দন্তে কেরিজ হেতু দন্তশূল, দন্তমূলে প্রদাহ, স্ফীততা ও আরক্ততা, দন্তমূলে স্ফোটক। আপরাহ্নিক বায়ুতে বেদনা মুখমণ্ডল ও কর্ণে গমন, শয্যার উত্তাপে, উষ্ণ বা শীতল জল স্পর্শে বেদনাবৃদ্ধি, গণ্ডস্থল ঘর্ষণে উপশম বোধ। *মাড়ি স্ফীত ও স্পর্শে যন্ত্রণা অনুভব, মাড়ি দন্ত হইতে খসিয়া পড়া। মাড়ি হইতে সহজেই রক্ত ক্ষরণ, দন্ত ও মাড়িস্পর্শে যাতনা, লালা ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব—কেরিজ হেতু ধ্বংস দন্তের শূল ও গর্ভাবস্থায় দন্তশূল, আহারান্তে ও রাত্রিকালে দন্তশূল। বেদনা হেতু রোগী রাত্রিতে উঠিয়া উপবেশন করে ও গৃহমধ্যে ভ্রমণ করে। গণ্ডস্থল স্ফীত, শীতল জল প্রয়োগে বেদনার উপশম কিন্তু শীতল বাতাসে ভ্রমণ করিলে বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রডোডেণ্ড্রণ—উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমশীল দন্তশূল, আহারকালে বেদনা আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হওয়া। কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা গমন। নিম্ন এবং উর্দ্ধ ডেণ্টাল স্নায়ুর শূল বেদনা। দন্তশিথিল, মাড়ি স্ফীত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স্—দন্তশূল নাসামূল পর্য্যন্ত গমন। গণ্ডাস্থিতে বেদনা, দন্ত শিথিল ও অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ। বেদনা হেতু দন্ত বিদীর্ণ হইবে বুলিয়া বোধ। দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, উহা সমস্ত চাপায় বিস্তৃত। রাত্রিতে ও শৈত্য সংযোগে বৃদ্ধি। সেক প্রয়োগে উপশম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রোবিনিয়া—দন্তমূলে জ্বালাকর ও ছেদক বেদনা, বিশেষতঃ কেরিজ-গ্রস্ত দন্তে, বেদনা, গণ্ডে, চক্ষে ও চিকে গমন, রাত্রিতে ও আহার কালে বেদনা বৃদ্ধি। দন্ত শিথিল, মাড়ি কোমল ও রক্তক্ষরণ শীল। ৩য় শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম্—দন্ত পীতবর্ণ, দন্ত স্পর্শে অত্যন্ত যাতনা, দন্ত শিথিল ও অত্যন্ত লম্বা বোধ, গণ্ডস্থল স্ফীত, শয্যার উষ্ণতায় ও সেক প্রদানে উপশম। মাড়িতে ঘর্ষণ করিলে প্রচুর পরিমাণ রক্ত স্রাব। দন্ত-নালী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—দন্ত মজ্জার (পাল্প) দন্তশূল, দংশন কালে ধ্বংস দন্তে বেদনা, নিদ্রান্তে বেদনা বৃদ্ধি। পারদের অপব্যবহার হেতু দন্তনাশ ও দন্তমূলে

ক্ষত, তথা হইতে পুঁয ও রক্তস্রাব। মাড়ি নীলবর্ণ, স্ফীত ও রক্ত ক্ষরণশীল, উষ্ণ জল প্রয়োগে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ঋতুকালীয় দন্তশূল, ধ্বংস দন্তে চর্ব্বণকর ও বিদীর্ণকর বেদনা, কর্ণে বিদ্ধকর বেদনা, চিকে দপ দপকর বেদনা, শীতল জল সংযোগে বৃদ্ধি, দন্তমূলে নালীক্ষত। মাড়ি কোমল ও স্ফীত, স্পর্শে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—দন্তে অত্যন্ত স্পর্শদ্বেষ, দন্ত শিথিল ও বেদনাযুক্ত, দন্ত অত্যন্ত লম্বা বোধ, বাম পার্শ্বে বিদীর্ণকর শূল বেদনা, খোলা বাতাসে বেদনা বৃদ্ধি, মস্তকে রক্তাধিক্য, মাড়ি স্ফীত ও আঘাতবৎ বেদনাযুক্ত, মাড়ি হইতে সহজে রক্ত ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—দন্ত শিথিল ও অত্যন্ত লম্বা বোধ, দপ দপকর ও হুল বিদ্ধ বেদনা হেতু নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া। শীতল বায়ু স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। মাড়িতে প্রদাহ ও ক্ষত, দন্তমূল হইতে অত্যন্ত ত্বরিত পূঁয ক্ষরণ, দন্ত উৎপাটনের পর মাড়িতে ইরিসিপেলেটাস্ প্রদাহ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিপা—সর্দ্দি লাগার সহিত দন্তশূলের বিপরিত যোগ। সর্দ্দি অধিক হইলে দন্তশূল হ্রাস, সর্দ্দি হ্রাস হইলে বেদনার বৃদ্ধি, গণ্ডস্থল স্ফীত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাবাইনা—অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে দন্তশূল, রোগী বোধ করে যেন দন্ত সমস্ত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে। জল, ধূম্র পান এবং শয্যার উত্তাপে বেদনা বৃদ্ধি, মাড়ি স্ফীত, বিশেষতঃ বিনষ্ট দন্তের চতুর্দ্দিকে, চর্ব্বণ কালে দন্তে ভয়ানক বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাবেডিলা—পর্য্যায়ক্রমিক ও স্থায়ী দন্তশূল, একটী দন্তে বেদনা হইয়া সমস্ত দন্তে চালিত হওয়া। শীতল অথবা উষ্ণ পানীয় পানে বেদনার বৃদ্ধি। মুখ বন্ধ করিয়া শীতল বাতাসে ভ্রমণ করিলেও বেদনার আধিক্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্পাইজিলিয়া—ধ্বংসদন্তে দপ্ দপ্কর বেদনা, দন্ত শীতল বোধ, আহার কালে উপশম, ধূমপান ও আহারান্তে বৃদ্ধি, গণ্ডাস্থিতে বিদীর্ণকর বেদনা। ৩য় শক্তি।

হাইওসায়েমস্—দন্তের স্নায়বীয় বেদনা, প্রদাহব্যতীত কেবল বেদনা, বেদনা সমস্ত দন্তে বিস্তৃত। ১ম, ৩য় শক্তি।

হিপার সলফর—দন্তশূল, মাড়ি স্পর্শে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ, মাড়ি হইতে সহজেই রক্তক্ষরণ, উষ্ণ গৃহে থাকিলে যাতনার বৃদ্ধি। দন্ত শিথিল, দন্তমূল হইতে পূঁয়ক্ষরণশীল ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেক্লালাভা—ইহা আইস্‌লণ্ডস্থ আগ্নেয়গিরির ভস্ম, এই ভস্ম ম্যঞ্জনরূপে বহুদিন হইতে দন্ত বেদনায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি থিওরিতে ইহার বিচূর্ণ ও সলিউশন প্রস্তুত হইয়াছে, দন্তশূলে ইহার উৎকৃষ্ট অধিকার। দন্তস্নায়ুর বিকৃতি হেতু দন্তশূল, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শিরোবেদনা, মাড়ির স্ফোটক, মাড়ির অস্থির যে স্থানে দন্ত বসান আছে, তথায় কোন প্রকার গুরুতর আঘাত হেতু দন্তশূল, এণ্ট্রম হাইমোরিয়াম অর্থাৎ ঊর্দ্ধ চাপার অস্থিতে যে গহ্বর আছে, তাহার ব্যাধি বশতঃ দন্তশূল হইলে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৩য় শক্তি।

হেমিমেলিস্—অত্যন্ত দন্তশূল, বেদনা হেতু নিদ্রা যাইতে অসমর্থ, কিন্তু তথাপি দন্ত ধ্বংস হয় না। উষ্ণ গৃহে বেদনার বৃদ্ধি। তীক্ষ্ণ ও কর্ত্তনকর বেদনা, মোলার দন্ত হইতে গণ্ডাস্থি ও কর্ণাস্থিতে বেদনা গমন। মাড়ি স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও রক্তক্ষরণশীল, বিশেষতঃ দন্ত উৎপাটনের পর। ১ম, ৩য় শক্তি।

দন্তশূল রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

দন্তগত লক্ষণ।

দন্তাগ্রে ক্ষত হইয়া গহ্বর হইলে—এণ্টি, ম্যাগনি, আর্টি, মেজি, রডো, সিপা, ষ্ট্যাফি, একো, বার, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, কফি, হাইও, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রম, নক্সভ, ফস, এ ফস, প্লাটি, প্লাণ্টা, প্রথম, পলস, রস, স্যাবাই, সাইলি, সলফর, থুজা।

দন্তাগ্রে ক্ষত সম্মুখের দন্তে—বেল, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কফি, ইগ্নে, মার্ক, স্ফাট্রমমিউ, নক্সভ, নক্সম, ফস, এ ফস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফর।

" " মাড়ির দন্তে—আর্ণি, বেল, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কফি, হাইও, ইগ্নে, মার্ক, নক্সম, নক্স ভ, ফস, এ ফস, পলস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফর।

" " সমস্ত দন্তপাটীতে—ক্যামো, মার্ক, পিপারমেণ্ট, রস, ষ্ট্যাফি।

দন্ত শিথিল—আর্ণি, আর্স, ব্রাইও, কার্ব্ব ভে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না কোনায়, হিপার, হাইও, ইগ্নে, মার্ক, স্ফাট্রমমি, নক্সভ, নক্সম, ফস, পলস, রস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

" হেলিত-দোলিত—আর্স, ব্রাইও, হাইও, মার্ক, রস।

" অত্যন্ত দীর্ঘ—আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, হাইও, স্ফাট্রমমিউ, নক্সভ, রস, সাইলি, সলফর।

মাড়ির লক্ষণ।

মাড়ি স্ফীত—একো, বেল, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, হিপার, ল্যাকে, স্ফাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, পলস, রস, সলফর।

" বেদনাযুক্ত—এপিস, আর্স, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, নক্স ম, ফস, ষ্ট্যাফে, সলফর।

" রক্তক্ষরণশীল—আর্জ্জেণ্টনাই, বেল, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, কোনায়, ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, নক্সম, ফস, ষ্ট্যাফে, সলফর।

" ক্ষতযুক্ত—বেল, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, স্ফাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, ষ্ট্যাফে, সলফর।

" দন্তমূলে ক্ষত—এ ফ্লোরিক, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, স্ফাট্রমমিউ, পিট্রু, সাইলি, থুজা।

বেদনার প্রকারভেদে ঔষধ।

বেদনা থেঁৎলানবৎ—আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কষ্টি, ইগ্নে, স্ফাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, পলস, রস।

বেদনা জ্বালাযুক্ত—ক্যামো, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, পলস, রস, সাইলি, সলফর।

„ চর্ব্বণবৎ—ক্যামো, নক্সভ, রস, ষ্ট্যাফি।

„ খননকর—ব্রাইও, ক্যালকে, চায়না, ইগ্নে।

„ খোঁচিয়া নেওয়া—এণ্টি, এপিস, আর্স, ব্রাইও, বেল, ক্যালকে, কষ্টি, সিপা, ক্যামো, কফি, হিপার, হাইও, ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, পলস, রস, সলফর।

„ বিদীর্ণকর—এণ্টি, বেল, ব্রাইও, সিপা, ক্যামো, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, এ ফস, ফস, রস, ষ্ট্যাফে।

„ কর্ত্তনকর—একো, এণ্টি, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, নক্সম, নক্সভ, ফস, এ ফস, পলস, রস, ষ্ট্যাফি।

„ পর্য্যায় ক্রমিক—বেল, ব্রাইও, ক্যামো, কফি, ক্যালকে, চায়না, মার্ক, নক্সভ, পলস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর।

„ দিবা ও রাত্রিতে বারম্বার—বেল, ক্যালকে, কষ্টি, ন্যাট্রমমি, সাইলি, সলফর।

„ কেবল দিবা ভাগে রাত্রিতে নহে—মার্ক, বেল, ক্যালকে, নক্সভ।

„ রাত্রিতে, দিবাভাগে কদাচিৎ—একো, এণ্ট, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যামো, চায়না, ক্লিমে, কফি, হিপার, হাইও, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, নক্সম, ফস, এ ফস, পলস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সলফর।

„ কেবল রাত্রিতে দিবাতে নহে—ফস।

„ দুই প্রহর রাত্রির পরে—আর্স, বেল, ব্রাইও, কার্ব্ব, ক্যামো, চায়না, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, পলস, ফস, রস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

„ জাগ্রত হইলে—বেল, কার্ব্ব, ল্যাকে, নক্সভ।

„ প্রাতে—আর্স, বেল, ব্রাইও, কার্ব্ব, কষ্টি, চায়না, হাইও, ইগ্নে, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, এফস, পলস, রস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

„ দিবা দুই প্রহরে—ককু, রস।

বেদনা দিবা দুই প্রহরের পর—ক্যালকে, কষ্টি, মার্ক, নক্সভ, ফস, পলস, সলফর।

" অপরাহ্নে—পলস।

" রাত্রিতে—এণ্টি, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, হিপার, হাইও, ইগ্নে, মার্ক, নক্স, ফস, পলস, রস, ষ্ট্যাফি।

" একদিন অন্তর—চায়না, ন্যাট্রমমিউ।

" প্রতি সপ্তম দিনে—আর্স, ফস, সলফ।

কারণ ভেদে বেদনার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি।

শীতল বাতাস সংযোগে—বেল, ক্যালকে, হাইও, মার্ক, নক্সভ, নক্সম সাইলি, ষ্ট্যাফে,।

মুখ মধ্যে শীতল বাতাস প্রবিষ্ট হেতু—একো, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, হাইও, মার্ক, পলস, সাইলি।

শীতল জল স্পর্শ হেতু—ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, মার্ক, পলস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফে।

" বস্তু আহার হেতু—আর্জ্জেণ্টনাই, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, নক্স, পলস, রস।

" জলপান হেতু—হিপার, ল্যাকে, মার্ক, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি।

মিষ্টি দ্রব্য আহার জন্য—ন্যাট্রমকার্ব্ব, সিপি।

বাহ্য তাপে—ব্রাইও, ক্যামো, হিপার, মার্ক, নক্স, ফস, পলস, রস ষ্ট্যাফি।

উষ্ণ খাদ্য আহার জনিত—ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, নক্স, ফস, পলস, সাইলি।

উষ্ণ জলপানে—ব্রাইও, ক্যামো, ল্যাকে, মার্ক, নক্স, পলস, রস, সাইলি।

শয্যার উত্তাপে—ক্যামো, মার্ক, নক্স, ফস, পলস, রস।

মদিরা পানে—একো, ইগ্নে, নক্স।

চা পানে—চায়না, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে।

তামাক সেবনে—ব্রাইও, ক্যামো, চায়না, ক্লিমে, ইগ্নে, মার্ক, নক্স।

আহার কালে—ককু।

আহারান্তে—এণ্টি, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো চায়না, কফি, ইগ্নে, ল্যাকে।

চর্ব্বণ কালে—আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাইও, কষ্টি, চায়না, কফি, হাইও, ইগ্নে, মার্ক্স, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, ফস, এ ফস, পলস, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

গলাধঃকরণ কালে—ষ্ট্যাফি।

দন্ত দ্বারা কর্ত্তন কালে—আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, কষ্টি, চায়না, কফি, হিপার, হাইপ, ল্যাকে মার্ক, নক্সভ, ফস, এ ফস, পলস, রস, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

খাদ্য দ্রব্যের সংযোগ—বেল, ইগ্নে, নক্সভ, ফস, ষ্ট্যাফি।

দন্তে দন্ত চাপিলে—কষ্টি, চায়না, হাইও, ন্যাট্রমমি, ষ্ট্যাফি, সলফর।

মাড়ি চোষণ করিলে—বেল, নক্সম, নক্সভ, সাইলি।

মুখ সঞ্চালনে—কষ্টি, ক্যামো মার্ক, নক্সভ।

কথা বলিলে—নক্সম।

গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে—নক্সভ।

শয়ন করিলে—আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যামো, হাইও, ইগ্নে, মার্ক, নক্সভ ফস, পলস, রস, ষ্ট্যাফে, সলফর।

বেদনার পার্শ্বে শয়ন করিলে—আর্স, নক্সভ।

সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিলে—ব্রাইও, ক্যামো, ইগ্নে, পলস।

নিদ্রা যাইবার সময়—এণ্টি, আর্স, মার্ক, সলফর।

নিদ্রাকালে—মার্ক।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে—বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, ল্যাকে, নক্সভ, ফস, সাইলি, সলফর।

বিরক্ত হইলে—একো, ক্যামো, রস, ষ্ট্যাফে।

রতিক্রিয়ার পর—নক্স, এ ফস।

মানসিক শ্রমের পর—নক্স, ইগ্নে, বেল।

স্ত্রী লোকদের—একো, এপিস, বেল, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, হাইও, ইগ্নে, পলস, নক্স ম।

ঋতুর পূর্ব্বে—আর্স।

ঋতুর সময়—ক্যালকে, ক্যামো, স্যাট্‌মমিউ, ল্যাকে, ফস।

„ পর—ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, ফস।

গর্ভাবস্থায়—এপিস, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, হাইও, মার্ক, নক্‌সভ, নক্‌সম, পলস, র‍্যাটা, রস, ষ্ট্যাফি।

স্তন্যদান কালে—একো, আর্স, বেল, ক্যালকে, চায়না, ডলকা, মার্ক, নক্‌স, ফস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

শিশুদের—একো, এণ্টি, বেল, ক্যালকে, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, মার্ক, নক্‌সম, পলস, সাইলি।

অতিরিক্ত পারদ সেবন হেতু—বেল, কার্ব্বভে, হিপার ল্যাকে, এ নাইট্রি, ষ্ট্যাফি।

কারণ ও অবস্থা ভেদে বেদনার হ্রাস।

শীতল বাতাসে—ককসিনিলা, নক্‌সভ, পলস।

মুখমধ্যে বায়ু স্রোত গেলে—নক্‌সভ, পলস।

শীতল জল দ্বারা ধৌত হইলে—বেল, ব্রাইও, ক্যামো, পলস।

শৈত্য সংযোগে—বেল, ব্রাইও, ক্যামো, চায়না, মার্ক, নক্‌সভ, ফস, পলস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

মুখে শীতল জল রাখিলে—বিস্‌, ব্রাইও, সিপা, কফি।

শীতল জল পান করিলে—বেল, ব্রাইও, ক্যামো, মার্ক, নক্সভ, ফস, পলস, রস, সলফর।

বেড়াইলে—পলস।

„ খোলা বাতাসে—এণ্টি, ব্রাইও, সিপা, হিপার, নক্‌সভ, পলস।

গৃহে থাকিলে—নক্সভ, ফস, সলফর,।

বাহ্যিক উত্তাপে—আর্স, বেল, ক্যালকে, ক্যামো, চায়না, হাইও, ল্যাকে, মার্ক, নক্‌স ম, নক্‌সভ, পলস, রস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

উষ্ণ দ্রব্য আহার করিলে—আর্স, ব্রাইও, নক্‌সম, নক্‌সভ, রস, সলফর।

উষ্ণ জল পান করিলে—নক্‌সম, নক্‌সভ, পলস, রস, সলফর।

শয্যার উত্তাপে—ব্রাইও, নক্‌সভ।

তামাক সেবনে—মার্ক।

আহারকালে—বেল, ব্রাইও, ক্যামো, এফস, সাইলি।

আহারান্তে—আর্ণি, ক্যালকে, ক্যামো, এ কস, রডো, রস, সাইলি।
চর্ব্বণকালে—ব্রাইও, চায়না, কফি।
দংশনকালে—আর্স, ব্রাইও, চায়না, কফি।
শয্যায় শয়ন করিলে—আর্স, মার্ক, রস।
শয্যা হইতে উঠিলে—নক্সভ, ফস।
বেদনা, পার্শ্বে শয়ন করিলে—মার্ক, পলস।

বেদনার সঞ্চলন।

বেদনা চালিত চাপার অস্থি ও মুখমণ্ডলে—ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, হাইও, রস, সলফর।

„ গণ্ডদেশে—ব্রাইও, কষ্টি, ক্যামো, মার্ক, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর।

„ কর্ণে—আর্স, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, ষ্ট্যাফে, সলফর।

„ চক্ষে—কষ্টি, ক্যামো, মার্ক, পলস, ষ্ট্যাফি, সলফর।

দন্তরোগের সাধারণ লক্ষণ চিকিৎসা উপরে বিবৃত হইল। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী লক্ষণ এই স্থলে পৃথক ভাবে বর্ণন করা যাইতেছে।

দন্তক্ষত—এই রোগ দ্বারা দন্ত ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া অকর্ম্মণ্য ও পতিত হয়। প্রথমাবস্থায় তীব্র বেদনা থাকে কিন্তু পরিণামে বেদনা তত থাকে না, তখন দাঁত দ্বারা আহার কার্য্যের সহায়তা কিছুই হয় না। এই অধিকারে এমোণিয়াকার্ব্ব, আর্স, ব্যারাইটাকার্ব্ব, বেল, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, প্লম্বম্, ফস্, প্লণ্টা, সিপি। ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

দন্তে কেরিজ—ইহাও দন্তের একপ্রকার ক্ষত বিশেষ, ইহাতে প্রথমতঃ দন্তে অতিশয় বেদনা, দন্তমূল স্ফীত, চর্ব্বণ করিতে অসমর্থ, লালা পতন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে দন্ত ক্রমশঃ গহ্বরযুক্ত ও খণ্ড খণ্ড হইয়া স্খলিত হয়। এই অধিকারে—ক্রিয়োজোট, ক্যালকে, কার্ব্ব, ক্যালকেফস, বেল, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, অরম, মার্ক, ফস্, ষ্ট্যাফিসি ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

গৌণে দন্ত উদগম্—এই রোগ শিশুদেরই জন্মিয়া থাকে, দন্তোদগম

দুই বারে হয়, উহার এক বা দুই বারেই এইরূপ ভাব হইতে পারে। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়—এণ্টিক্রুড, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে কার্ব্ব, কেলিফস, কষ্টি, ক্যামো, ফিরম, হিপার, ইগ্নে, ক্রিয়ো, লাইকো, ম্যাগ্নিসিকার্ব্ব, মার্ক, সাইলি, সলফর।

দন্ত উঠিবামাত্রই বিনষ্ট—স্ক্রফিউলাগ্রস্ত শিশুদের এইরূপ হইতে অনেক সময় দেখা যায়। ইহাতে ক্রিয়ো, ষ্ট্যাফি, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যালকেফস, অরম ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

দন্তের বোধাতিশয্য বা স্নায়বীয় উত্তেজনা—ইহাতে দন্তে শীতল জল বা অম্লদ্রব্য ইত্যাদি আদবেই সহ্য হয় না, সহজ কারণেই দন্ত শিড় শিড় করিয়া উঠে। একো, এলু, ব্রাইও, আর্জ্জেণ্টনাই, আইরিস, কেলিবাই, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মাড়ির ব্যাধি।

মাড়ি স্ফীত—এমোকার্ব্ব, এমোমিউ, বেল, বোরাক্স, ক্যালকে, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, সিমিসি, গ্রাফা, হিপ, মার্ক, ন্যট্রমমিউ, এনাইট্রিক, নক্সভ, ফস, এফস, সিপি, সাইলি, সলফর।

„ রক্ত ক্ষরণশীল—এগারি, এমোকার্ব্ব, আর্স, বোভি, ক্যালকে, কার্ব্বভে ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, ফস, এফস, এনাইট্রিক, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর।

„ স্ফোটক বা নালীযুক্ত—ক্যালকে, কষ্টি, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, পিট্র, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর।

„ ক্ষতযুক্ত—এ এসিট, এলু, ক্যালকে কার্ব্বভেজ, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, সাইলি, ষ্ট্যাফে, সলফর, থুজা।

„ হইতে দন্ত শিথিল—এণ্টিক্রুড, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, সিষ্ট, মার্ক, ফস, ন্যাট্রম, এফস, রস, সিপি।

„ কোমল—এমোকার্ব্ব, এমোমিউ, আর্স, ব্রাইও, ক্যাপসি, কষ্টি, ডলকা, হাইড্রাস, ক্রিয়ো, কেলি আইও, মার্ক, এ মিউ, ন্যাট্রম-মিউ, এ নাইট্রিক, সিপি, ষ্ট্যাফি, সলফর।

মাড়ি পারদ জনিত ধ্বংশ—কার্ব্বভে, চায়না, হিপার, হাইড্রাস, এ নাইট্রিক, ফাইটো, সলফর।

„ দিয়া চাপনে রক্তপাত—লাইকো, এ ফস, ডলকা, কার্ব্বভে, গ্রাফা, ষ্ট্যাফি, হিপার, মার্ক, সিপি, ক্যালকেকার্ব্ব।

„ „ চোষণ করিলে রক্ত ক্ষরণ—অরমমেট, এনাইট্রিক, বোভি, কার্ব্বভেজ।

„ „ দন্ত ধাবনে রক্তপাত—এনাকার্ড, গ্রাফা, লাইকো, কার্ব্বভেজ, এ অকজ্যালিক, এ ফস, ষ্ট্যাফি, মার্ক সল, ফস, জিঙ্ক।

মাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে ঔষধ প্রয়োগ।

অরমমিউ—উপদংশ জনিত মাড়ির ক্ষত, মাড়িতে বেদনা, অল্প অল্প লালাপতন, মাড়ি স্পর্শে যাতনা, উহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ বা মলিন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

অরম মেট—মুখে ধাতব আস্বাদ, মাড়ি স্ফীত, মলিন রক্তবর্ণ, দন্ত মার্জ্জনে ও খাদ্য দ্রব্য স্পর্শে যাতনা, সহজেই রক্ত ক্ষরণ। উদরের গোলযোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইওডম—মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মাড়ি স্ফীত, আরক্ত ও বেদনা-যুক্ত, স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, সহজে রক্ত ক্ষরণ। মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা ও ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্ট নাইট্রাস্—মুখের আস্বাদ কদর্য্য, মাড়িতে বেদনা, সহজে রক্ত ক্ষরণ, মাড়ির স্নায়ু শূল, মাড়িতে ত্বরিত ক্ষত হেতু দন্ত নাশ। ৬ষ্ঠ শক্তি। ইহার উগ্রদ্রব বাহ্যিক প্রয়োগ করা হয়।

আর্ণিকা—দন্ত উৎপাটনের পর মাড়িতে যাতনা। মাড়িতে দপদপকর ও আঘাতিত বেদনা, ঊর্দ্ধ মাড়ির বাম দিকের স্ফীততা ও দন্তশূল। ৩য় শক্তি।

আর্সেনিক—মাড়িতে জ্বালাকর বেদনা, বারম্বার মুখ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, শীতল জল স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, মাড়ি স্ফীত, রক্তক্ষরণ, শীত... স্পর্শে যাতনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইরিজারণ—মাড়ি হইতে প্রচুর পরিমাণ রক্তস্রাব। মাড়ি স্ফীত ও কোমল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিক্রুড—দন্ত হইতে মাড়ি ছাড়িয়া আইসা। দন্ত নাশ হেতু মাড়িতে শূল বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিটার্ট—মাড়ি কোমল, অবিরত নিষ্ঠীবন ত্যাগ, মাড়ি কোমল ও ও সহজে রক্তক্ষরণ শীল। পাকাশয়িক গোলযোগ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এনাকার্ডিয়ম—মাড়ি স্ফীত ও কোমল, সামান্য ঘর্ষণেই রক্তস্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস—মাড়ি স্ফীত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাযুক্ত, গণ্ড দেশ আরক্ত, দন্তে বেদনা, সহজেই রক্তপাত। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এলুমেন—মাড়ি স্ফীত ও প্রদাহিত, সহজে রক্তপাত, মাড়ির মাংস স্ফীত হইয়া দন্ত আবরিত করা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি। মাড়ির শিথিলতায় ফট-কিরি চূর্ণের বাহ্য প্রয়োগ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।

এসিড্ অকজ্যালিক—মাড়ি হইতে রক্তপাত, মাড়িতে ক্ষুদ্র আকা-রের ক্ষত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ মিউ—মাড়ি প্রদাহিত, স্ফীত ও আরক্তিম, মাড়ি হইতে সহ-জেই রক্তক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম—মাড়ি হইতে রক্ত ও পূঁয় ক্ষরণ, মাড়িতে পুনঃ পুনঃ স্ফোটক উদ্ভব। লালাপতন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব এনিমেলিস—মাড়িতে স্ফোটক, মাড়ি কোমল, বেদনাযুক্ত ও সহজে রক্তক্ষরণ শীল, মাড়িতে ক্ষুদ্র জল পূর্ণ গুটীকার উদ্ভব হইয়া তাহা ক্ষতে পরিণত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—মাড়িতে বেদনা, চর্ব্বণ কালে যাতনা। চোষণ করিলে রক্তক্ষরণ, মাড়ি-স্ফোটক। পারদের অপব্যবহার জনিত মাড়ির পচন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিআইওডাইড্‌—মাড়ি স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, মাড়িতে কীট সঞ্চলনবৎ তুড় তুড় করা, সামান্য লোকে ইহাকে মাড়িতে পোকা লাগা বলে। মাড়ি দন্ত হইতে ছাড়িয়া আইসা। দন্ত নাশ, রক্তাক্ত লালাপতন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম্‌—মাড়ি স্ফীত, উহা স্পর্শে অতিশয় যাতনা। তারবান্ধা আঠাল লালাপতন। তরল দ্রব্য আহারকালে মাড়িতে অতিশয় যাতনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিমিউ—মাড়িতে স্ফোটক হইয়া পুঁয়োৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা, মাড়ি কোমল ও স্ফীত, পারদের অপব্যবহার জনিত মাড়ির রোগ। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোবাল্‌ট—মাড়ি স্ফীত ও ক্ষতবৎ যন্ত্রণাযুক্ত। শীতল বায়ু সংযোগে যাতনা বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, সহজে রক্তক্ষরণ, মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। নিদ্রাবস্থায় মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরিত হইয়া উপাধানে পতন এবং প্রত্যূষে মুখ হইতে জমাট রক্তের খণ্ড নির্গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাপসিকম্‌—মুখ প্রদাহ হেতু মাড়ির প্রদাহ, মাড়িতে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ, মাড়ি স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—মাড়ি বেদনাযুক্ত, স্ফীত, কোমল, রক্ত ক্ষরণ শীল, কষ্টকর দন্তোদ্ভেদ। নিম্ন মাড়ির নালীক্ষত। ঋতু অবরুদ্ধ হওয়ার পর মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

ক্যালকেরিয়া সলফ—দন্ত ধাবনকালে রক্ত ক্ষরণ। মাড়ির অভ্যন্তর পার্শ্বে স্ফীততা ও ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—মাড়ি মলিনাভ আরক্ত, প্রদাহিত, স্ফীত, কোমল, রক্ত ক্ষরণশীল ও ক্ষতযুক্ত, মাড়ি ও নাসিকা দিয়া রক্তপাত। দন্ত উৎপাটনের পর মলিন রক্তস্রাব। মাড়ি ও তাহার অস্থির নাশ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—মাড়ির অভ্যন্তর পার্শ্ব ক্ষত ও বেদনাযুক্ত। মাড়ির স্ফীততা। মুখাভ্যন্তর শুষ্ক। দন্ত ধাবনকালে মাড়ি হইতে রক্তপাত, মুখে দুর্গন্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডলকামারা—শৈত্য স্পর্শ হেতু মাড়ির কোমলতা, লালা পতন। ৩য় শক্তি।

নক্সভমিকা—মাড়িতে স্ফোটক, উহা বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ। মাড়ি শুভ্রবর্ণ, পচনশীল, সহজেই রক্ত ক্ষরণ। গলাভ্যন্তর ও মাড়ি স্ফীত। লালা পতন, নিষ্ঠীবনের সহিত জমাট রক্তপাত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্ মূমিউ—শৈত্য ও উষ্ণতা স্পর্শে মাড়ি শির শির করিয়া নেওয়া। মাড়ি স্ফীত, সহজে বক্ত ক্ষরণ, মাড়িতে হুলবিদ্ধ বেদনা। কথা বলিতে কষ্ট। ৩০শ শক্তি।

পিট্রলিয়ম—মাড়ি স্ফীত, মাড়ি স্পর্শে হুলবিদ্ধ ও জ্বালাকর বেদনা। মাড়িতে নালী ক্ষত। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম্—মাড়ি স্ফীত, তাহাতে সীসকবর্ণ দাগ, মাড়ি বেদনাযুক্ত, উহাতে কঠিন উদ্ভেদ।. মুখ হইতে মিষ্ট স্বাদযুক্ত লালা পতন। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

বারবেরিস—মাড়ির ধার লালবর্ণ, মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা, বেদনা হেতু মাড়ি বিদীর্ণ ও দন্ত উৎপাটিত হইবে বলিয়া বোধ। মাড়িতে শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র দাগ, মাড়ি হইতে সহজে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—মাড়ি অত্যন্ত স্ফীত, আরক্ত ও বেদনাযুক্ত বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের মাড়ি। মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। মাড়িতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চুলকানি। গলমধ্যে বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

বোভিষ্টা—মাড়ি কোমল ও রক্ত ক্ষরণশীল, নিম্ন মাড়িতে বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। ম্যাগজিলারি গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

বোরাক্স—মাড়ির বাহ্য পার্শ্ব অত্যন্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, গম বয়েল,

গহ্বরযুক্ত দন্তে বেদনা, গণ্ডস্থল ও মুখের সমস্ত বাম পার্শ্ব স্ফীত, উহা চক্ষের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ স্থানে জলপূর্ণ ফোস্কার উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—মাড়িতে ক্ষত, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটাকার্ব্ব—গহ্বরযুক্ত দন্তের মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, মাড়ি লালবর্ণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—মাড়ি বেদনাযুক্ত ও স্ফীত, শিশুদের দন্তোদ্ভেদকালে মাড়িতে বেদনা। মাড়ির বেদনা গলপেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরি সল—মাড়ি স্ফীত ও স্পর্শে অতিশয় বেদনা বোধ, দন্ত হইতে ঝুলিয়া পড়া, মাড়ির ধার শুভ্রবর্ণ, দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। গম বয়েল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিকর - মাড়িতে ক্ষত, দুরিত ক্ষত হইতে অপর্য্যাপ্ত রক্তপাত ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব—মাড়ি, গণ্ডের অভ্যন্তর দেশ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠে জ্বালাকর ও জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব। সামান্য মাত্র স্পর্শে উহা হইতে রক্ত ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকো পোডিয়ম—মাড়ি স্পর্শে প্রচুর পরিমাণ রক্তস্রাব। মাড়ির স্ফোটক, মাড়ির নালী ক্ষত। দন্তমূল স্ফীত হইয়া ওষ্ঠ উচ্চ হইয়া উঠা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—মাড়ি স্ফীত, কোমল, মলিন, রক্তবর্ণ, পচনশীল, মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ। পারদের অপব্যবহার হেতু মাড়িতে ক্ষত। উষ্ণ জল সংযোগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—মাড়ির পুরাতন রোগ, মাড়ি ক্ষতযুক্ত, স্ফীত ও সহজে রক্ত ক্ষরণশীল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিপিয়া—মাড়ি স্ফীত, আরক্ত ও বেদনাযুক্ত, দন্ত ধাবনকালে সহজেই রক্তপাত। মাড়ি জ্বলিয়া যাওয়া বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—মাড়ি কোমল, স্ফীত, রক্ত ক্ষরণযুক্ত। জিহ্বায় জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাবাইনা—দন্তের চতুর্দ্দিক স্ফীত, মাড়ি বেদনাযুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার—মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা, স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি, মাড়িতে ক্ষত, উহা হইতে রক্ত ও পূঁয ক্ষরণ। পারদের অপব্যবহারজনিত মাড়ির ক্ষত। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

হেমিমেলিস—মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, দন্তোৎপাটনের পর রক্তপাত। মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। ১ম, ৩য় শক্তি।

ষ্টমেটাইটিস, ষ্টমাকেকি, মুখপ্রদাহ।

মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির প্রদাহ হইলে এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার লক্ষণাদি বোকেল ক্যাবিটি, তালু, গণ্ডাভ্যন্তর, জিহ্বা, মাড়ি ও ওষ্ঠে প্রকাশিত হয়।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় স্থানিক প্রদাহ জন্মে, তখন ঐ স্থান আরক্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, অধিক পরিমাণ নিষ্ঠীবন বা লালাত্যাগ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ গলাধঃকরণে কষ্ট, কাহারো বা সর্ব্বাঙ্গিক জ্বর বোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রদাহ শীঘ্র বিদূরিত না হইলে ক্রমে ক্ষত উৎপন্ন হয়। সচরাচর শৈত্য ও হিম স্পর্শে এই ব্যাধি ঘটিয়া থাকে। উপদংশগ্রস্ত ব্যক্তির অত্যধিক হিম স্পর্শে সহজেই এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। মাতৃদুগ্ধের বিকৃতি এবং জরায়ুজ কারণ হেতু অনেক শিশুকে এই পীড়াক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

ইহার চিকিৎসা প্রণালী গ্লসাইটিস, য্যাপথি ও মাড়ির ব্যাধির চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে যে লক্ষণে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয় ইহাতেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত এই অধিকারে ব্যবহৃত হয়। বেল, মার্ক, কেলিকার্ব্ব, কেলিবাইক্রো, বোরাক্স, নক্স,

ফস, এ ফস, এসল্ফ, এএসিট, আইও, ষ্ট্যাফি, এমোকার্ব্ব, ব্যাপটি, হাইড্রাস, হেলিবোর, কার্ব্বভেজ, আর্স, এঁকো ইত্যাদি।

কাংক্রম ওরিস।

বিগলিত মুখ-ক্ষত।

এই ব্যাধির সবিস্তার লক্ষণ ও চিকিৎসা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্লীহার ব্যাধির সহিত বর্ণিত হইবে। ইহার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

সোরথ্রোট।

গল-ক্ষত।

স্থল ও অবস্থা ভেদে এই ব্যাধি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে যথা,—

১ম। এঞ্জাইনা ফসিয়ম্ বা রিলাক্স্ড্ সোর থ্রোট। সর্দ্দি হেতু সর্ব্বদা এইরূপ গল-ক্ষত জন্মিয়া থাকে। ইহা সামান্য বা গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইতে পারে। গলমধ্যে বেদনা, কণ্টকবিদ্ধবৎ আকস্ আকস্ বোধ, গলমধ্যে বাহ্য বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব ও রোগী উহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকাসি দিয়া থাকে, তাহাতে রোগ লক্ষণ বিদূরিত না হইয়া বরং ক্ষতের পরিমাণ বৃদ্ধিই করিয়া দেয়। ক্রমে প্রদাহ ইয়ুবিলা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে। স্বরভঙ্গ, বাক্য উচ্চারণে কষ্ট, সাঁই সাঁই করিয়া কথা বলা, ইয়ুষ্টেকিয়ান টিউব বা কর্ণ নালীর অবরোধ হেতু বধিরতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গলমধ্যে ক্ষতস্থান উজ্জল লোহিতবর্ণ বা বেগুনিয়া আভা যুক্ত লোহিতবর্ণ দেখায়। ক্ষত পার্শ্বের মিউকস মেম্ব্রেণ স্থূল ও স্ফীত, উহাতে ফেনিল শ্লেষ্মাজড়িত। ক্ষত হইতে সময় বিশেষে পূঁয় ও রক্তপাত, এতৎ সঙ্গে জ্বর লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে গলাধঃকরণে অল্প অল্প কষ্ট জন্মে কিন্তু রোগের গুরুতর অবস্থায় রোগী গলাধঃকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়।

২য়। একিউট্ এঞ্জাইনা বা প্রবল ফলিকিউলার ফেরিঞ্জাইটিস। ইহা অতিদ্রুত বেগে ভয়ানকরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে গলার ফলিকেল সকল আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত স্থান প্রথমতঃ লোহিতবর্ণের হইয়া পরে ক্ষতে পরিণত হয়। সর্ব্বদা খুস্ খুসি কাস বর্ত্তমান থাকে, শীঘ্রই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া গলাধঃকরণ ও বাক্য উচ্চারণের ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

৩য়। এঞ্জাইনা গ্রাণুলোসা। ইহাতে গলমধ্যে প্রদাহ জন্মিয়া গলার ফলিকেল সমস্ত উচ্চ ও উৎসেধের মত হইয়া উঠে। গলমধ্যে স্থায়ীরূপে কণ্টকবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও গিলন কষ্ট জন্মে।

৪র্থ। ক্লার্জ্জিম্যানস্ সোর থ্রোট ও সিঙ্গারস্ সোর থ্রোট বা ধর্ম্মযাজক ও গায়কদের গলক্ষত। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা স্বর যন্ত্রের পরিচালন করিয়া থাকেন। হিম ও শীতল বায়ুতে এইরূপ স্বরযন্ত্রের পরিচালন হেতু হঠাৎ গলক্ষত রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই রোগ হইলে, স্বরের তাদৃশ লালিত্য থাকে না, ক্রমশঃ স্বর স্থূল হয় ও সাঁই সাঁই করিয়া বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়। একবার পীড়াক্রান্ত হইলে আরোগ্য হওয়ার পরও সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

৫ম। গ্যাংগ্রিনাস্ সোর থ্রোট। ইহাতে গলমধ্যে বিষম পচনশীল ক্ষত জন্মে। ক্ষত স্থান দেখিতে মলিন রক্তবর্ণ, উহা হরিত আবরণে আবৃত, ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ রস ও রক্ত ক্ষরণ, গলার বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিষম স্ফীততা, গলাধঃকরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ভয়ানক বেদনা, জ্বর বোধ, সর্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি ভয়ানক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে কোমলতালু ধ্বংস ও স্বর অনুনাসিক হয়।

কারণ। শৈত্য ও হিম ভোগই ইহার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। অনেক সুস্থকায় ব্যক্তি দিবাভাগে বেশ সুস্থতায় অতিবাহিত করিয়াছে কিন্তু রাত্রিতে অত্যধিক হিম ভোগ করিয়া হঠাৎ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। উপদংশ বিষ শরীরে গুপ্তভাবে থাকিলে শৈত্য ও হিম স্পর্শে এই পীড়া সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। অত্যুষ্ণ দুগ্ধ বা জল পান হেতু অনেকের এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। পাকাশয় ও পাকনলীর কোন কোন

পীড়া হেতু গল ক্ষত জন্মিবার সম্ভব। কখন কখন বায়ুর অনেক প্রকার বিষ গল মধ্যে যুক্ত হইয়া গলক্ষত জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

অরম মেটালিকম—গল কোষের পুরাতন ক্ষত। উপদংশজনিত ক্ষত। তালুতে ক্ষত হইয়া কোমল তালু ধ্বংস। শব্দ অনুনাসিক স্বরে উচ্চারণ। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণকালে নাসিকাপথে গমন। টনসিল স্ফীত প্রদাহিত ও আরক্ত। গলাধঃকরণ কালে হুলবিদ্ধি যাতনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইওডম—গল ক্ষতে জ্বালা, গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীত। লালা পতন। ক্ষত হইতে ক্লেদ ক্ষরণ, গিলন কষ্ট, আলজিব স্থূল ও দীর্ঘায়তন যুক্ত। সার্ব্বাঙ্গিক ক্ষীণতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—গল মধ্যে শুষ্ক ক্ষত, গলাভ্যন্তরে গোঁজ আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। গলাধঃকরণ কালে ঐরূপ বোধ শক্তির বৃদ্ধি। আলজিভ আরক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্ণিকা—বহুক্ষণ বক্তৃতা বা সঙ্গীত করার পর গলা চিরিয়া ক্ষত। সমস্ত থ্রোটে বিস্তৃত প্রদাহ। থ্রোটের পুরাতন বেদনা। গলাধঃকরণ কালে গলার পশ্চাদ্দেশে বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

আর্সেনিকম—গলকোষের ত্বরিত ক্ষত, ক্ষত স্থান মলিন ও জ্বালাযুক্ত, ঐস্থানে উত্তপ্ত অঙ্গার অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, ক্ষত হইতে ত্বরিত ক্লেদ ক্ষরণ। অস্থিরতা, গাত্র জ্বালা পিপাসা। শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইলাপ্সকোরাল—গলার পুরাতন ক্ষত। প্রত্যেক বৎসর বর্ষাকালে ক্ষত প্রকাশ। খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণে যাতনা, তরল দ্রব্য গিলিতে নাসিকাপথে প্রবেশ। গলার বাহ্যদেশে হস্তার্পণেও যন্ত্রণা বোধ। টনসিলও ফসেস্ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া গলনলী অবরোধ করা, ফ্যারিংক্সের পশ্চাদ্দেশে সদ্যজাত পীতবর্ণের কৃত্রিম ঝিল্লির আবরণ, প্রবল পিপাসা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইস্কিউলাস—থ্রোটে প্রকাণ্ড ক্ষত দেখা যায় নাকিন্তু অপরিসীম জ্বালা কর যন্ত্রণা হইয়া থাকে। রোগী বোধ করে যেন গলমধ্য অগ্নি প্রজ্বলিত

হইতেছে। থ্রোটে চিরিক দেওয়া বেদনা, গলমধ্যে বাহ্ বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। টনসিল মলিন, প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত, বামদিকে পীড়ার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এইলান্থাস—গল কোষের গলিত ক্ষত, টনসিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ ক্ষরণ। গ্রীবা স্ফীত, কঠিন ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত, সর্ব্বপ্রকার পথ্যই গলাধঃকরণে অসমর্থ, কাসিদিয়া সবুজ বর্ণের পদার্থ উত্থান। সময় সময় রক্ত উত্থান, ক্ষত স্থান মলিন আবরণে আবৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—প্রদাহের প্রথমাবস্থা, জ্বর, পিপাসা, গাত্রজ্বালা বা শীত বোধ; পিপাসা, পীড়িত স্থান আরক্ত ও স্ফীত, গিলন কষ্ট, গলমধ্যে জ্বালা ও আকস্ আকস্ বোধ। কথা বলিবার সময় গলমধ্যে বেদনা। ১ম, ৩য় শক্তি।

এপিস—টনসিল ও তালুতে গভীর ক্ষত। ক্ষতের চতুর্দ্দিক স্ফীত ও আরক্ত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি মলিন আবরণে আবৃত। থ্রোটের বাহ্ ও অভ্যন্তর পার্শ্ব স্ফীত, স্বর ভঙ্গ। গলাধঃকরণ কালে গল মধ্যে মৎস্যের কণ্টক আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। গলমধ্যে, তালুতে ও গালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফোস্কার উদ্ভব। পিপাসার অভাব, গলমধ্য উজ্জল লালবর্ণ। ঐ স্থান আঠাল শ্লেষ্মায় জড়ীত। থ্রোটের অত্যন্ত স্ফীততা ও হুল বিদ্ধ যাতনা। বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। ৩০শ শক্তি।

এমোনিয়াকার্ব্ব—গলার দুরিত ও গলিত ক্ষত। শিশুগণ নিদ্রা হইতে শ্বাস বন্ধের ভাবে চমকিয়া উঠে। ফ্যারিংসে জ্বালা উপস্থিত হইয়া গলনলী পর্য্যন্ত চালিত, নাসিকা অবরুদ্ধ, ডিপথেরিয়া ক্ষত। টনসিল স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। স্বরভঙ্গ ও বাক্য উচ্চারণে কষ্ট। অতিশয় অবসাদন ও শ্বাসকষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়ামিউ—গল ক্ষত, ক্ষত স্থান আঠাল শ্লেষ্মায় জড়ীত। গলমধ্য ও জিহ্বা দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ। বারম্বার অল্প অল্প কাসি দিয়া গলার শ্লেষ্মা উত্থান, স্বরভঙ্গ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এম্ব্রাগ্রিস—এঞ্জাইনা গ্রাণুলোসা, গলমধ্যে ধূসর বর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তাহা উত্থান করিতে কষ্ট বোধ। গলমধ্যে উগ্র বেদনা হইয়া দক্ষিণ কর্ণে

গমন, জিহ্বা সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি, ঢোক গিলিতে গলায় বেদনা কিন্তু আহার্য্য বস্তু খাইতে বেদনা বোধ হয় না। প্রচুর পরিমাণ বায়ু সেবনের পর রোগ উৎপত্তি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এরমট্রিক্স—বক্তা ও গায়কদের গল ক্ষত। স্বর স্থূল, কর্কশ ও গলা ভাঙ্গা আওয়াজ। ক্রমশঃ জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠা। চিরিক দেওয়া ও জ্বালাকর বেদনা, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। গলাদিয়া রক্তপাত, ক্ষত স্থান কৃত্রিম ঝিল্লিতে আবৃত। ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত ক্লেদ ক্ষরণ। গলার স্ফীততা হেতু গলাধঃকরণে অসমর্থ, মূত্র বৈষম্য লক্ষণ। ১ম, ৩য় শক্তি।

এলুমিনা—গলমধ্যে ঢিপলা লাগা বোধ। গলার অত্যন্ত শুকতা, গলনলীর অত্যন্ত সংকোচনতা, এজন্য খাদ্য বস্তু গিলিতে কষ্ট। গলাভ্যন্তরে আঠাল শ্লেষ্মার অবস্থান, ক্ষত স্থান হইতে দুর্গন্ধ পূঁয ক্ষরণ। ক্ষত স্থানের বেদনা মস্তকে গমন, বক্তাদের গলক্ষত। কথা বলিতে উগ্র বেদনা বোধ, গিলিবার সময় কর্ণে চট্ চট্ শব্দ। অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। উষ্ণ জল পানে উপশম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডনাইট্রিক—পুরাতন উপদংশ জনিত গল ক্ষত। তালু, জিহ্বা ও মাড়ির ধারে ক্ষত, মুখের কোণে ক্ষত। স্বরভঙ্গ, টনসিল আরক্ত ও স্ফীত, তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড ফ্লোরিক—উপদংশ জনিত গল ক্ষত। গলমধ্যে শৈত্য সংযোগ অসহ্য। সামান্য মাত্র বায়ু সংযোগে ও বেদনার বৃদ্ধি এবং গিলন কষ্টের উৎপত্তি, কোমল তালু ও আলজিভ আরক্ত, স্বর অনুনাসিক। অত্যন্ত গিলন কষ্ট। রক্ত জড়িত শ্লেষ্মা উদগাম। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড বেঞ্জোইক—গল ক্ষত রোগে মূত্রের গন্ধ তীব্র ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে ইহা প্রযোজ্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডমিউ—আলজিভ, টনসিল ও থ্রোট প্রদাহিত ও আরক্ত, গলায় সর্ব্বদা আকস্ আকস্ বোধ, গলমধ্যে বাহ্য বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব ও উহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য গলাভ্যন্তরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বৃথা চেষ্টা করা। তরল বস্তু গলাধঃকরণে সমর্থ কিন্তু কঠিন বস্তু গিলিতে সম্পূর্ণ অপারগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম—গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, গল নলীর অত্যন্ত সঙ্কোচন বোধ। গিলিবার সময় খাদ্য বস্তু ও জল নাসিকা পথে গমন। স্বরভঙ্গ, বাকযন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু বাক্য উচ্চারণে অসমর্থ। প্রাতে ও অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম—গল ক্ষত, গলনলীতে আক্ষেপ। মুখের আস্বাদ তামাটে। তরল দ্রব্য গলাধঃকালে ঘট ঘট শব্দে উদরস্থ হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলি আইও—উপদংশ বা কোরাইজা জনিত গলক্ষত, অত্যন্ত সর্দ্দি। নাসিকা ও চক্ষুদিয়া প্রচুর পরিমাণ জল স্রাব। গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন। গলমধ্যে শুষ্কতা ও চুলকানি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—গলমধ্যে শুড় শুড়ি বোধ,ইহাতে বারম্বার কাসির উদ্রেক, গলায় আঠাল শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলমধ্যে মৎস্যের কণ্টক আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। বারম্বার ঢোক গিলা, গিলনকালে গলায় হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা। বাম দিকে ক্ষত, জিহ্বামূলে কেশ যুক্ত রহিয়াছে অনুভূত হইলে কেলিবাই ক্রোমিকম দিবে। বহুদিনের সর্দ্দি বশতঃ পুরাতন গল ক্ষত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম্—গল মধ্যে বাহ্য বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব, বারম্বার গলাধঃকরণেও উহা বিদূরিত হয় না। জিহ্বামূলে কেশযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। আল জিভ স্ফীত ও গভীর ক্ষতযুক্ত, উহার চতুর্দ্দিকে লাল দাগ। গলাভ্যন্তরে আঠাল ও তার বান্ধা শ্লেষ্মা সঞ্চয়। বাম টনসিলে তীব্র বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। টনসিলে পুঁয উৎপন্ন। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। জিহ্বা সঞ্চালনে বেদনার আধিক্য, গলমধ্যে শুষ্কতা ও জ্বালা, জ্বালা পাকাশয় পর্য্যন্ত গমন। কঠিন বস্তু গলাধঃকরণে অতিশয় যন্ত্রণা, তদনন্তর ভুক্তদ্রব্য গলমধ্যে যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিমিউ—এঞ্জাইনা গ্রানিউলোসা। উপদংশ ও পারদ সেবন জনিত রোগ। গলমধ্যে শুষ্কতা, আরক্ততা ও জ্বালা। হুলবিদ্ধ যাতনা, স্বরভঙ্গ। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, গলমধ্যে শুভ্র শ্লেষ্মা সঞ্চয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—গলমধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, তথায় অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। গলমধ্যে প্রদাহ, ঐ স্থান আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। গ্রোট

স্ফীত, স্ফীততা হেতু তরল দ্রব্যও গলাধঃকরণে অসমর্থ, উহা বাধা পাইয়া নাসিকা দিয়া গমন। থ্রোটের পশ্চাৎ দিকে বারম্বার বেদনা। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাপসিকম—আলজিভ দীর্ঘ হইয়া পতন। উহাতে কঠিন বস্তু চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। জ্বালাকর ক্ষুদ্র ক্ষত। বাম টনসিল স্ফীত, দক্ষিণ টনসিলে বেদনা। থ্রোট প্রদাহিত ও বেদনাযুক্ত, গিলন কষ্ট, কাসিতে হুল বিদ্ধ যন্ত্রণা বিশেষতঃ রাত্রিতে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—সর্দ্দিজনিত গল ক্ষত, পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক গোলযোগ হেতু রোগ, বিশেষতঃ শিশুদের। অত্যন্ত বেদনা, প্যারটিড্ ও সব ম্যাগজিলারি গ্রন্থি স্ফীত। ছেক প্রদানে উপশম। তরল বস্তু গিলিতেও কষ্ট বোধ। ৩য় শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—পুরাতন গলক্ষত, কোমল তালু ও আলজিভ কঠিন ও স্থূল। টনসিলে ক্ষত, গিলনকালে গলায় বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। গলমধ্যে স্থূল বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। সর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিয়া থাকা। ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

ক্রোটেলাস—গলমধ্যে শুষ্কতা, পিপাসা, চিরিক দেওয়া বেদনা, টনসিলে প্রদাহ, জিহ্বা পীতবর্ণ। অকস্মাৎ গলক্ষত। ক্ষতস্থানে পচনশীলতা। গলমধ্যে শ্লেষ্মাজড়িত। অত্যন্ত গিলন কষ্ট, সর্ব্বপ্রকার শৈত্য ও উষ্ণতা অসহ্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—পুরাতন গলক্ষত। গলমধ্যে বাহ্য বস্তুর চাপবৎ অনুভব, গিলন কষ্ট। শুষ্ক কাসি। কর্ণ শুষ্ক ও শ্রুতি কাঠিন্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেলসিমিয়ম—গলমধ্যে ক্ষত, শুষ্কতা ও অবরুদ্ধতা অনুভব। টনসিল প্রদাহিত ও স্ফীত। গলায় বেদনা, বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। গলনলী অবরুদ্ধ ও পক্ষাঘাতযুক্ত। গলদেশে জ্বালা উৎপন্ন হইয়া পাকাশয়ে গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

থুজা—এঞ্জাইনা গ্রানিউ লোসা। গলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব।

গিলন কষ্ট। গলমধ্যে টিপলা লাগা রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনার্থ, টিংচারের জলীয় দ্রব তুলি দ্বারা গলমধ্যে লেপ দিবে।

নক্সভমিকা—গলমধ্যে চাঁচিয়া যাওয়া ও শুষ্ক বোধ। থ্রোটে টিপলা লাগা বোধ। আলজিভ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। লালা গলাধঃকরণ কালে বাধা অনুভব। গিলন কালে বেদনা উপস্থিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। গলমধ্যে ক্ষুদ্রাকারের দুরিত ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রমমিউ—গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, তথাপি বারম্বার শ্লেষ্মা ত্যাগ। গলমধ্যে কাষ্ঠ ফলকযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। পুরাতন গলক্ষত। কঠিন দ্রব্য গিলনকালে ভিন্ন পথে প্রবেশ ও তাহা কষ্টে নির্গমন। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে সমর্থ। ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম সলফ্—রজস্বলাবস্থায় গলক্ষত। তালুতে অত্যন্ত জ্বালা। গলমধ্যে শুষ্কতা অথচ পিপাসার অভাব। কথা বলিতে ও গিলনকালে কষ্ট বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—গলমধ্যে বিদারিত বোধ। গিলিবার সময় কর্ত্তনকর ও চিরিয়া যাওয়া বেদনা। গিলন ভিন্ন অন্য সময়েও বেদনা, আলজিভ স্ফীত। গিলিবার সময় গলমধ্যে টিপলা দেওয়া বোধ। থ্রোট শুষ্ক, প্রদাহিত ও নীলাভ রক্তবর্ণ, প্রাতঃকালে গলমধ্যে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চয়। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, কাসি, স্বরভঙ্গ। লালা গলাধঃকরণ ও আহারান্তে উপদ্রব বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পিট্রলিয়ম—সর্দ্দি ও ইয়ুষ্টেকিয়ান নলীর পীড়া বশতঃ গলক্ষত। আহারকালে খাদ্য বস্তু নাসা-পশ্চাৎ ছিদ্র দিয়া নাসিকাতে প্রবেশ। থ্রোটের শুষ্কতা, গলাধঃকরণ কালে গ্রীবা রেখায় বেদনা। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, গলগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম্—এঞ্জাইনা গ্রানিউ লোসা। পীড়া বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন। তরল বস্তু কষ্টে গলাধঃকরণ হয় কিন্তু কঠিন বস্তু কোন মতেই উদরস্থ হয় না, উহা মুখ দিয়া উল্টিয়া আইসে। আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে গলনলী দিয়া পাকাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হওয়া। গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ। টনসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—থ্রোটের পৈশিক প্রদাহ ও ক্ষত। আলজিভ ও টনসিল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। গলমধ্যে কার্পাস গুচ্ছ সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। থ্রোটের সঞ্চিত শ্লেষ্মা কষ্টে উত্থান, উহা মুখে আসিলে শীতল বোধ। দিন রাত্রি গলমধ্যে শুষ্কতা অনুভব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফাইটোলেক্কা—তালু ও টনসিল স্ফীত। গিলিবার সময় রোগী বোধ করে যেন গলমধ্যে ও গলনলীতে উত্তপ্ত লৌহ বর্ত্তুল অবস্থান করিয়া জ্বালা জন্মাইতেছে। আহারকালে গলনলী জোরে আকুঞ্চিত হওয়া, এজন্ত খাদ্য দ্রব্য নাসিকা পথে গমন। শয়নকালে গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিরম ফস—ফ্যারিংসও ল্যারিংসের তরুণ প্রদাহ। থ্রোট প্রদাহিত, আরক্ত ও উষ্ণ। গিলন কষ্ট। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—থ্রোট, টনসিল ও আলজিভের প্রদাহে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রদাহিত স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। মুখ মধ্যে শুষ্কতা, বারম্বার গিলন ইচ্ছা কিন্তু গিলিতে বাধা, গিলনকালে গলনলী অত্যন্ত সরু বোধ। টনসিলে ম্যাপথ্যা ক্ষত হইয়া থ্রোটে বিস্তৃত। ক্যারটিড্ ধমনীর দ্রুত স্পন্দন। ফ্যারিংস চাঁচিয়া যাওয়া ও বিদারিত বোধ। গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীত। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—গলক্ষত রোগে টাইফয়েড অবস্থা, জ্ঞানের জড়তা। থ্রোটে মলিন, আরক্ত ও দূরিত ক্ষত। গলমধ্যে জ্বালা, মুখের আস্বাদ কদর্য্য। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ, কঠিন দ্রব্য কোন মতেই গলাধঃকরণ হয় না। ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—থ্রোটে প্রদাহ ও ক্ষত। টনসিলে ম্যাপথি ক্ষত হইয়া থ্রোটে গমন। গিলনকালে ও মস্তক সঞ্চালনে থ্রোটে বেদনা। মুখ ও গলমধ্যে শুষ্কতা। জলপানের পর ক্ষণকাল আরাম বোধ। গলমধ্যে কঠিন বস্তু অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, এজন্য গিলন কষ্ট। মুখ মধ্যে পূঁয় ও রক্ত সঞ্চয়। জ্বর বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্ককর—থ্রোট, টনসিল ও আলজিভ প্রদাহিত। গিলন কষ্ট,

অত্যন্ত স্ফীততা হেতু শ্বাস রুদ্ধের উপক্রম। টনসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। থ্রোটে সূঁচ বিদ্ধবৎ বেদনা, গলাধঃকরণ কালে বমনোদ্রেক। থ্রোট ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ। অনিদ্রা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কসল—সোর থ্রোট রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আলজিভ স্ফীত ও বৃহৎ। থ্রোটের ইরিসিফেলাস ইন্‌ফ্লামেশন, থ্রোটের শুষ্কতা ও বেদনা, মুখ লালায় পূর্ণ, গলমধ্যে জ্বালা। গিলনকালে বেদনা, বারম্বার গিলন ইচ্ছা। শৈত্য স্পর্শে পীড়ার বৃদ্ধি। উপদংশজনিত গলক্ষত। গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া কার্ব্ব—ঋতুকালীয় গলক্ষত। গলমধ্যে জ্বালা ও বেদনা। কথা বলিতে ও গলাধঃ করিতে অত্যন্ত বেদনা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে। গলায় প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা সঞ্চয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়া মিউ—স্বরভঙ্গ, গলমধ্যে শুষ্কতা ও কর্কশতা। পাকাশয় হইতে গোলক সদৃশ বস্তু থ্রোটে উঠিতেছে বলিয়া বোধ, উদ্গারে উপশম। শুভ্রবর্ণ লালা পতন। আঠাল ও রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা কষ্টে উত্থান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—গলক্ষত, টনসিলে বেদনা, গিলন কষ্ট। গলমধ্যে ইরিসিফেলাস প্রদাহ। কঠিন দ্রব্য গলাধঃ করিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লেডম্—গলক্ষত, গলমধ্যে সর্ব্বদাই হুল বিদ্ধ বেদনা, গলাধঃকরণ কালে গলনলী টিপলা দেওয়াবৎ অবরুদ্ধ অনুভব। গলমধ্যে উত্তাপ অনুভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবেলিয়া—গল মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, জল পানেও বিদূরিত হয় না। গল মধ্যে বাহ্য বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ, থ্রোটে জ্বালা ও বেদনা, গলনলী অবরুদ্ধ অনুভব। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—আলজিভ ঝুলিয়া পড়া, গলমধ্যে শ্বেত ক্ষত, ক্ষতের বর্ণ বেগুনী বা নীলাভ। গলমধ্যে পিণ্ডাকার বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব, উহা একবার অবতারিত হইয়া পুনরায় স্বস্থান প্রাপ্তবৎ অনুভব। তরল বস্তু পান কালে নাসিকা পথে প্রবেশ। লালা গলাধঃ করিলে কষ্ট বোধ, গলমধ্যে প্রভূত ফেণার সঞ্চয়, বেদনাপূর্ণ উৎকাসি দিয়া উহা উঠাইবার চেষ্টা। বাম

দিক হইতে পীড়ার আরম্ভ। গলনলী অবরুদ্ধ ও বেদনাযুক্ত, গলার বাহিরে হস্তার্পণেও যন্ত্রণা বোধ, কথা বলিবার সময় শ্বাস রুদ্ধবৎ অনুভব। নিদ্রা যাইতে যাইতে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া জাগরিত হওয়া। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। অত্যন্ত ক্ষীণতা ও অবসাদন, রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ বা পারদের অপব্যবহার জনিত রোগেও ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা কিন্তু গলনলী ও থ্রোটের আক্ষেপ হেতু জলপানে অসমর্থ। স্বরভঙ্গ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—প্রদাহের পরিণামে ক্ষত হইয়া পড়িলে তাহা শুষ্ক করণার্থ দুই এক দিন ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আলজিভ ও টনসিলে ক্ষত। গলমধ্যে কর্ত্তনকর বেদনা ও আক্ষেপ। স্বরভঙ্গ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—গলমধ্যে বিষম ক্ষত, ক্ষত হইতে পূঁয় ও রক্ত ক্ষরণ। গলাধঃকরণে অসমর্থ, তরল দ্রব্য পানকালে নাসিকা পথে গমন। থ্রোটের অত্যন্ত বেদনা ও স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিপিয়া—গলমধ্যে বেদনা, ঢোক গিলিতে গলনলী চিরিয়া যাওয়া বোধ। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। প্রভূত পরিমাণে লবণাক্ত লালা ক্ষরণ, গলাভ্যন্তরে বাহ্য বস্তুর চাপ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিমিসিফিউগা—গলমধ্যে শুষ্কতা, গিলন কালে গলমধ্যে ক্ষতবৎ যাতনা। গলমধ্যে জ্বালা, শৈত্য স্পর্শে পীড়ার বৃদ্ধি। গ্রীবা কঠিন ও অনমনীয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাবেডিলা—থ্রোট ও টনসিলে পূঁয়োৎপন্ন, দক্ষিণ টনসিল স্ফীত ও কঠিন। গলমধ্যে চর্ম্ম খণ্ড দোলায়মান রহিয়াছে বলিয়া বোধ, রোগী উহা গিলিয়া ফেলিবার জন্য বারম্বার প্রয়াস পায়। গিলন কষ্ট। উষ্ণ জল পানে উপশম বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইওসায়েমস—গলমধ্যে অত্যন্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়, থ্রোটে বাহ্য বস্তু অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, গিলনকালে গলনলী সঙ্কোচিত বোধ, স্বরভঙ্গ। রাত্রিকালে শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রাস্টিস—উপদংশ ও পারদের অপব্যবহার জনিত গলক্ষত। সামান্য মাত্র শীতল বাতাসেই ক্ষতের উৎপত্তি। গলমধ্যে ঘোর রক্তবর্ণ দাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—গলমধ্যে ত্বরিত ক্ষত ও উহা হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, সামান্য বাতাস স্পর্শেই ক্ষতের বৃদ্ধি। গলমধ্যে কাষ্ঠফলক যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ, গলায় বেদনা, হাই দেওয়া কালে বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। কঠিন দ্রব্য গিলন কালে অতিশয় কষ্ট। উষ্ণতা প্রয়োগে উপশম। গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হেমিমেলিস্—থ্রোটের পুরাতন প্রদাহ। গলার শিরা সমস্ত স্ফীত ও উহা হইতে সময় সময় রক্ত ক্ষরণ। গলমধ্যে শুষ্কতা, বারম্বার শীতল জল পান। প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাস কালে গলমধ্যে শুষ্কতা অনুভব। ১ম, ৩য় শক্তি।

সোরথ্রোট রোগে ঔষধ নির্ব্বাচন।

ক্ষত তরুণ—একো, বেল, ব্রাইও, ক্যামো, কফিয়া, ইগ্নে, মার্ক, নক্সভ, পলস, রস, আর্স, ক্যান্থ, ক্যাপসি, চায়না, ডলকা, হিপার, ল্যাকে, ল্যাককেন, ম্যাগনি, ষ্ট্যাফে, থুজা।

„ পুরাতন—এলম, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, হিপার, কেলিমিউ, ল্যাকে, লাইকো, সিপি, সলফর, বেল, চায়না, ম্যানগেনিজ, ন্যাট্রম মি, এ নাইট্রিক, নক্সভ, ফস, ফাইটো, স্যাবেডি, সেঙ্গুই, ষ্ট্যাফে, থুজা।

„ বক্তা ও গায়কদের—এলু, এরম, আর্জ্জেণ্ট, কুপ্রম, জিঙ্ক।

„ সর্দ্দি হেতু—একো, বেল, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, ক্যাপসি, ডলকা, হিপার, মার্ক, নক্স, পলস, রস, স্যাঙ্গুই, সলফর।

„ পচন শীল—এইল্যান্থ, এমো, আর্স, কোনায়, ইয়ুফর, ক্রিয়ো, ল্যাকে, মার্ক, সলফর।

„ আলজিভে—বেল, ক্যালকে, কার্ব্বভেজ, মার্ক, নক্স, পলস, কষ্টি, আইডো লাইকো, ন্যাট্রমমি, সাইলি, সলফর।

ক্ষত টনসিলে—বেল, ল্যাকে, মার্ক, এম্নো, ক্যামো, ইগ্নে, নক্স, পলস, ষ্ট্যাফে, হিপার, লাইকো, এনাইট্রিক, ফস।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণ।

লালা পতন—একো, বেল, চায়না, মার্ক, নক্স, ফস, পলস, রস, সলফর, এলু, এণ্টি, আর্জ্জেণ্ট, ব্রাইও, ল্যাকে, লাইকো, সিপি।

গলমধ্যে শুষ্কতা—একো, বেল, ব্রাইও, ক্যালকে, ক্যামো, ইগ্নে, মার্ক, এনাইট্রিক, নক্স, ফস, ফাইটো, পলস, রস, সাইলি, সলফ।

পূঁয়োৎপাদন—বেল, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, সাইলি।

বারম্বার গিলন ইচ্ছা—বেল, ক্যামো, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নক্স, ফস, পলস, এলু, ক্যালকে, ক্যাপসি, কষ্টি, কোনায়, ষ্ট্যাফি, সলফর।

গিলন কষ্ট—বেল, ব্রাইও, হিপার, মার্ক, এ মিউ, নক্স, ফস, পলস, রস, সিপি, ষ্ট্যাফে, সলফর, থুজা।

তরল দ্রব্য গিলিতে বেদনা—বেল, ক্যান্থ, কুপ্রম, ইগ্নে, আইও, ল্যাকে, মার্ক, ন্যাট্রমমিউ, ফস, সাইলি।

গিলিতে কষ্ট বোধ না হওয়া—ইগ্নে, এলু, এম্ব্রা, ক্যাপসি, গ্রাফা, ল্যাকে, মার্ক, মেজে, নক্স, পলস, স্পঞ্জি, ষ্ট্যানম।

পথ্য ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

এই রোগে রোগী গলাধঃকরণে অসমর্থ হয়, এজন্য কঠিন দ্রব্য বাধ্য হইয়াই আহার করিতে পারে না, তরল দ্রব্য, অন্নমণ্ড, বার্লি, সাগুদানা ও দুগ্ধ ইত্যাদি পান করিতে দিবে। গলমধ্যে কোন প্রকার শৈত্য না লাগিতে পারে এমত সতর্ক থাকিবে। গলদেশ ফ্লানেল বা কম্ফোর্টার দ্বারা জড়িত করিয়া রাখিবে। হিমভোগ বা শীতল বাতাস হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিবে, রাত্রিতে অনাবৃত অবস্থায় শয়ন করিয়া অনেককে এই পীড়াক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এজন্য গ্রীষ্মাতিশয্য হইলেও ঘরের জানালা উন্মুক্ত করিয়া কখন শয়ন করিবে না।

টন্‌সিলাইটিস্।

টন্‌সিল প্রদাহ।

গলাভ্যন্তরস্থ টন্‌সিল নামক গ্রন্থি প্রদাহিত হইলে এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে এঞ্জাইনা টনসিলারিস ও এমিগ ডেলাইটিস বলিয়া থাকে।

কারণ। বিশেষ ধাতু প্রকৃতি অনুসারে এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সকলের হয় না। সচরাচর রক্ত প্রধান ধাতুর বলিষ্ঠ লোকদের প্রথম বয়সেই ইহা হইতে দেখা যায়। একবার এই পীড়াক্রান্ত হইলে বারম্বার ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই পীড়া প্রবণ ব্যক্তিগণ শৈত্য ও হিম ভোগ করিলে অকস্মাৎ পীড়াক্রান্ত হইয়া উঠে।

লক্ষণ। প্রথমতঃ টনসিলে অল্প বেদনা ও স্ফীততা জন্মে, সামান্যরূপ জ্বর বোধ, গলায় আক্‌স আক্‌স বোধ ও গিলন কষ্ট জন্মে। ক্রমশঃ প্রদাহ উগ্র আকারে পরিণত হয়, তখন উভয় দিকের টনসিল অপর্য্যাপ্ত স্ফীত হইয়া উঠে, উহা আরক্ত ও বেদনাযুক্ত হয়, প্রচণ্ড জ্বর লক্ষণ দেখা দেয়, প্রথম হইতেই গিলন কষ্ট বর্ত্তমান থাকে, রোগের পরিণতাবস্থায় উভয়দিকের টনসিল অপরিমিত স্ফীত হইয়া গলনলী প্রায় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তখন রোগী সম্পূর্ণরূপে গিলিতে অক্ষম হয়, শ্বাস প্রশ্বাসও কষ্টকর হইয়া উঠে। এই সময় প্রদাহ হ্রাস হইয়া আসিলে রোগী ক্রমশঃ সুস্থতা বোধ করে, নতুবা প্রদাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উহাতে পূঁয় উৎপন্ন হইয়া বিদারিত ও প্রচুর পরিমাণে পূঁয় নিঃসরণ হয়। এই রোগের সহিত সোরথ্রোট রোগ ও তাহার লক্ষণাদি সময় সময় বর্ত্তমান থাকে। কখন বা আলজিভ প্রদাহিত ও স্থূল হইয়া উঠে। প্রবল পীড়ার সময় ভয়ানক বেদনা, বেদনা মস্তক, নাসামূল, কর্ণ ও গ্রীবা পর্য্যন্ত ধাবিত, লালাক্ষরণ, গলায় আঠাল শ্লেষ্মা জড়িত, জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা ও স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

ইগ্নেসিয়া—প্রদাহের অবসানে টনসিল কঠিন ও ক্ষতযুক্ত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। হেনিমেন বলেন যে একবার গলাধঃ করিয়া পুনরায় গলাধঃ

করা পর্য্যন্ত সময় মধ্যে হুলবিদ্ধ যন্ত্রণা হইলে ইহাই নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। পুরাতন রোগ নূতন আকার ধারণ করিলে ইহা নিশ্চয়ই উপকারী হইবে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নিয়া—বাম টনসিল স্ফীত, টনসিলে বেদনা, গিলন কষ্ট, শীতল জল পানে উপশম। টনসিল, আলজিভ, ও কোমল তালুতে ধ্বংসকারী ক্ষত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইলাপস্‌ কোরাল—অতি গুরুতর আকারের পীড়া। উভয়দিকের টনসিল স্ফীত হইয়া গলার রন্ধ্র রুদ্ধ করা। সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে অসমর্থ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—প্রদাহের প্রথমাবস্থা, টনসিল অল্প স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও আরক্ত। গলাভ্যন্তরে খড় আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ, জ্বর। ১ম, ৩য়, শক্তি।

এপিস—টনসিল প্রদাহিত ও ক্ষতযুক্ত, হুলবিদ্ধ বেদনা, জ্বালা, গলমধ্য আঠাল লালায় জড়িত। টনসিল আরক্ত, উষ্ণ জলপানে বৃদ্ধি, শীতল জলপানে উপশম। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এমোনিকার্ব্ব—টনসিল প্রদাহিত হইয়া পচন ভাব ধারণ। গলমধ্যে জ্বালা। দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয়ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিমিউ—উভয় টনসিল স্ফীত হইয়া গলনলী অবরুদ্ধ করা, তাহাতে গলাধঃকরণ ও বাক্য উচ্চারণে অসমর্থতা। গলা ও মুখ চটচটে শ্লেষ্মায় পূর্ণ, উহা উৎক্ষেপণ করিতে অতিশয় যাতনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম—টন্‌সিল স্ফীত, প্রদাহিত ও বেদনাযুক্ত। স্ফীত টনসিলের স্থানে স্থানে পুঁয়ের দাগ। গিলন কষ্ট, উদরে গোলযোগ, বিবমিষা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমিকম্‌—টনসিল প্রদাহে গল মধ্যে কেশ অবস্থানবৎ অনুভব, টনসিলে বেদনা হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত গমন। গলমধ্যে তারবান্ধা শ্লেষ্মা সঞ্চয়। ঢোক গিলিতে কষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যেলিমিউ—টনসিলের নূতন ও পুরাতন প্রদাহ, টনসিল শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত। দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার চাপ উত্থান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—টনসিলে অত্যন্ত জ্বালা, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট, দক্ষিণ টনসিলে য়্যাপথিক্ষত, টনসিল শুভ্রবর্ণ ঝিল্লিতে আবৃত। রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাপসিকম—টনসিল প্রদাহিত হইয়া অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনাযুক্ত হওয়া দুইবার গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে টনসিলে বেদনার বৃদ্ধি। গলার আক্ষেপিক সংকোচন। মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। সর্দ্দি জনিত কাণে তালা, কাসিবার সময় কর্ণে বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—টনসিল প্রদাহিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, তালু ও আলজিভ স্ফীত, গিলিবার সময় গলাভ্যন্তর সঙ্কোচিত বোধ, টনসিলে শুভ্রাভ পীতবর্ণের ক্ষত। ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফস—পুরাতন টনসিলাইটিস, কর্ণমধ্যে প্রদাহ, খাদ্য বস্তু ও উষ্ণ দ্রব্য গলাধঃকরণ অপেক্ষা লালা গিলন কালে থ্রোটের কঠিনতা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

গোয়েকম—টনসিলে প্রদাহ হইয়া পূঁয়োৎপাদন। বাত ও গাউট জনিত টনসিলাইটিস। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া গলপথ রোধ করা, এজন্য খাদ্য বস্তু গিলিতে অসমর্থ। গল মধ্যে স্থূল বস্তু চাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ড্রসেরা—টনসিলাইটিসে শুষ্ক কাসি, কাসিতে কাসিতে বমন। টনসিল মলিন-আরক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাজা—টনসিল স্ফীত হইয়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, রোগী বোধ করে যেন টনসিল স্যুঁচ দ্বারা বিদ্ধ করা হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি। রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম—টনসিল প্রদাহে গলমধ্যে আক্ষেপ, টনসিলে স্ফোটক। পীড়া

বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন। তরল দ্রব্য কথঞ্চিত গিলিতে সমর্থ, কঠিন দ্রব্য কোন মতে গলাধঃ হয় না। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—টনসিল প্রদাহিত হইয়া স্ফীত, ঘোর রক্তবর্ণ ও চাকচকাশীল হওয়া। আলজিভ স্ফীত। গলায় হুলবিদ্ধ বেদনা। কথা বলিতে অতিশয় যাতনা। মুখ মধ্যে শীতলতা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফাইটোলেকা—সাংঘাতিক টনসিলাইটিস রোগে এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। টন্‌সিল প্রদাহিত, মলিন রক্তবর্ণ, তালুমূলের স্ফীততা। গিলনকালে গলমধ্যে পিণ্ডাকার বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব। গলার শুষ্কতা ও বেদনা, শুষ্ক কাসি, গিলন কষ্ট। গিলিবার সময় কর্ণে বেদনা। টনসিল ও থ্রোট মলিন ঝিল্লিতে আবৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—প্রদাহিত টনসিল উজ্জ্বল লালবর্ণ, মুখমণ্ডল ও চক্ষু আরক্ত, শিরো বেদনা, গিলিতে কষ্ট, কোমল তালু, আলজিভ ও থ্রোটের প্রদাহ। তীব্র ও দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্রাবরাহিত্য বা গাঢ় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাক্ষরণ। প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ হইয়া বাম পার্শ্বে গমন, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট। গিলনকালে গলনলী অত্যন্ত সংকোচিত বোধ। গ্রীবা স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটা আইওডেটা—টনসিলের পুরাতন রোগে টনসিল স্ফীত ও কঠিন। লালা গ্রন্থির স্ফীততা। এই ঔষধ হিপার সলফরের ন্যায় সম্ভাবিত পূঁয়োৎপাদন নিবারণ করিতে সমর্থ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা—টনসিলের পুরাতন প্রদাহ বশতঃ বহুদিনের স্বরভঙ্গ। গিলন কষ্ট, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। মুখ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ গুটীকার উদ্ভব। অত্যন্ত লালা পতন। আলজিভ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়া, সময় সময় টনসিলে প্রদাহ হইয়া পূঁয় হওয়ার ভাব থাকিলে এতদ্বারা তাহা সংশোধিত হইতে পারে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিয়াসসল—টনসিল মলিন রক্তবর্ণ অথবা সবুজাভ লোহিত বর্ণ, টনসিলে ক্ষত, হুলবিদ্ধ বেদনা, পূঁয় হওয়ার উপক্রম, সবম্যাগ জিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত। টনসিলে দপ দপ কর বেদনা, উহাতে কৃত্রিম ঝিল্লির

আববণ, গিলিতে ও কথা বলিতে বেদনা বোধ। ঢোক গিলিতে বেদনা, অধিক পরিমাণ লালাস্রবণ, মুখে দুর্গন্ধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরি আইও—পুবাতন বোগে টনসিলের স্থায়ীরূপ স্ফীততা ও কঠিনতা। লালা গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত ও কঠিন। গিলন কষ্ট। বহুদিনের বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি হ্রাস কবণার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ম্যানসিনিলা—টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া পূঁয় পূর্ণ হওয়া। স্ফীততার আধিক্য হেতু শ্বাসরুদ্ধ হওয়াব উপক্রম। শ্বাস প্রশ্বাস কালে বংশী নিনাদবৎধ্বনী। টনসিলে বিদাবণবৎ বেদনা। টনসিলে পীত বা শুভ্র বর্ণের ক্ষত, জ্বালাকর বেদনা। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধ যুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্টক্স—প্রদাহের পরিণামে দক্ষিণ টনসিল পীত বর্ণেব কৃত্রিম ঝিল্লিতে আবৃত। টনসিলে শলবিদ্ধ বেদনা। আহাবের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত যাতনা কিন্তু কয়েক বার গলাধঃকরণের পব তত যন্ত্রণা থাকে না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—প্রথমতঃ দক্ষিণ টনসিলে প্রদাহ হইয়া পরে বাম টনসিল আক্রান্ত। টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া পূঁয়-যুক্ত হওয়া। টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি। টনসিলে বহুতব ক্ষুদ্র ক্ষতের উদ্ভব। শীতল জল স্পর্শে পীড়ার বৃদ্ধি, উষ্ণ জল স্পর্শে জ্বালা উৎপাদন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ল্যাককেনেনম—টনসিল প্রদাহিত হইয়া অত্যন্ত স্ফীত ও বৃহৎ আকার ধারণ, এমন কি গল-রন্ধ্র রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। বাম টনসিল হইতে দক্ষিণ টনসিলে প্রদাহ সংক্রমণ বা পুনঃ পুনঃ প্রদাহের স্থান পরিবর্ত্তন। থ্রোটের সমস্ত পশ্চাদ্দেশ স্ফীত। টনসিল দেখিতে চাকচক্যশীল, উহাতে ক্ষত। ঢোক গিলিবার সময় কর্ত্তনকর বেদনা। গলার বাহিরে হস্তার্পণ করিলেও যন্ত্রণা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস—বাম টনসিল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন। টনসিলে পুঁয়োৎপন্ন ও ক্ষত। টনসিল দেখিতে বেগুনী বর্ণ বা মলিন রক্তবর্ণ। গিলিতে অসমর্থ। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। অত্যন্ত বিদ্ধকব বেদনা, বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত ধাবমান। গ্রীবাতে বেদনা, তথায় কোন প্রকারের চাপ সহ্য হয় না। উষ্ণ জল পানে বোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। কঠিন দ্রব্য আহার অপেক্ষা

তরল দ্রব্য পানে অধিক যাতনা। তরল দ্রব্য পান কালে নাসিকা পথে—গমন। টনসিলের ক্ষত হইতে পূঁয় ক্ষরণ ও উহা বিগলনের উপক্রম। শীতল বাতাস স্পর্শে ও নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। পীড়ার অতি সাংঘাতিক অবস্থায়ও এতদ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সরিনম—টনসিলের পুরাতন ক্ষত, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের ক্ষত হইতে পূঁয় ক্ষরণ। সব ম্যাগজিলারি ও প্যারটিড গ্রন্থি স্ফীত ও বিবর্দ্ধিত। কর্ণ হইতে পূঁয় ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—পুরাতন স্ফীততা দূরীকরণার্থ তিন চারি দিন অন্তর ইহার উর্চ্চ শক্তি এক মাত্রা সেবন করাইবে। টনসিল পূঁয় যুক্ত হইয়া বিদারিত হইলে ক্ষত শুষ্ক করণার্থ ইহা প্রয়োজ্য কিন্তু ক্রমান্বয়ে অধিক দিন সেবন করাইবে না। সপ্তাহে দুই একদিন ৩০শ শক্তি ব্যবস্থা করিবে।

সাইলিসিয়া—টনসিলে গভীর ক্ষত, গলিত টনসিল, ক্ষত হইতে পূঁয় ও দুরিত ক্লেদ ক্ষরণ। টনসিলে সূঁচবিদ্ধ যন্ত্রণা। ৩০ শক্তি।

সিফিলিনম—টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি, স্বর স্থূল, গিলন কষ্ট, কৌলিক উপদংশ হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সলফর—টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি, গলমধ্যে মৎস্যের কণ্টক অবরুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ, গিলনকালে ঐরূপ জ্ঞানের আধিক্য। টনসিলে পূঁয় হওয়ার উপক্রম বা পূঁয় বিদারিত হইয়া ক্ষত হইলে তাহা শুষ্ক করণার্থ ইহা উপযোগী। ৩০ শক্তি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য—অবিকল সোরথ্রোটের চিকিৎসার ন্যায়।

প্যারটাইটিস।

প্যারটিড গ্রন্থির প্রদাহ হইয়া এই পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহাতে কর্ণমূল ও গণ্ডদেশের স্ফীতি, বেদনা এবং টনটনি অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা এই গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গণ্ডদেশ উজ্জল লালবর্ণ ও স্ফীত—বেল, রস, ক্যালকে।
" মলিন রক্তবর্ণ—মার্ক, ল্যাকে।
" পাণ্ডুবর্ণ—মার্ক।
পূঁয় হওয়ার উপক্রম হইলে—হিপার, মার্ক।
বিগলিত হইলে—হিপার, আর্স, সাইলি, কার্ব্বভেজ।
নালীক্ষত হইলে—হিপার, সাইলি।
কঠিন ও অনমনীয় হইলে—সলফর, হিপার, কেলিকার্ব্ব, কেলি আইও, মার্ক, আইও।

ডিজিজ অব্ দি ইছা ফেগস্।

ষ্ট্রিকচার অব্ দি ইছা ফেগছ।

অন্ন নলীর সঙ্কোচন।

ইছা ফেগছ একটী নলীবৎ যন্ত্র। ইহা মুখগহ্বরের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পাকাশয়ে শেষ হইয়াছে। সমস্ত খাদ্য বস্তু এই নলী দিয়া পাকাশয়ে গমন করিয়া থাকে, এজন্য সচরাচর ইহাকে অন্ননলী কহে। কোন কারণে এই নলীর অবরোধ ঘটিলে তাহাকে ষ্ট্রিকচার অব্ ইছা ফেগস্ বলিয়া থাকে।

কারণ। গলনলীর স্প্যাজম বা আক্ষেপ হেতু সচরাচর এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। হিষ্টিরিয়া, হাইপোকণ্ড্রায়েসিস্, মৃগী ও বহুপ্রকার মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় পীড়া হেতু এই অবস্থা ঘটিতে পারে। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত, অন্ননলীর প্রাচীরে কোন প্রকার ক্ষত হইয়া উহার আরোগ্যাবস্থায় প্রাচীরের স্থূলতা হেতু ষ্ট্রিকচার জন্মিতে পারে। কখন কখন প্রাচীরের ঔপদংশিক বিবর্দ্ধন নিবন্ধন অন্ননালীর সঙ্কোচন জন্মে।

লক্ষণ। গলাধঃকরণে কষ্ট বা অসমর্থতা এই রোগের একটী প্রধান ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। গিলিবার সময় ভুক্ত দ্রব্য বুকের নীচে আটকিয়া যায়, উহা কোন ক্রমে অধোগত হয় না, অনেক কষ্টে কতকাংশ অধস্থ হইলেও অপরাংশ উদ্গারিত হইয়া নির্গত হয়, বুকের মধ্যে খিল লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পীড়া মৃদু ভাবাপন্ন হইলে রোগী কষ্টে গলাধঃ করিতে পারে কিন্তু উগ্রতর

পীড়ায় গিলনকার্য্য সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে বেদনা প্রায়ই থাকে না কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বক্ষাভ্যন্তরে ভার ও খিল লাগা বোধ বর্ত্তমান থাকে। আক্ষেপের বিরামকালে রোগী সহজেই আহার করিতে পারে কিন্তু তখনও রোগী পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে গলাধঃ করিয়া থাকে। সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষঘাত বশতঃ বা যান্ত্রিক বিকৃতি হেতু ষ্ট্রিকচার হইলে রোগী সর্ব্বদাই গিলনে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন গলাধঃকরণের চেষ্টা করিলে বক্ষস্থলে ভার বোধ ও শ্বাস রোধের লক্ষণ উপস্থিত হয়, এজন্য রোগী খাদ্যবস্তু থুথু করিয়া মুখ হইতে ফেলিয়া দেয়। আক্ষেপের প্রবলতা থাকিলে গলনলী দিয়া বুজি বা ষ্টমাক্ পম্পের নলও পাকাশয়ে প্রবিষ্ট করা যায় না কিন্তু ক্ষণকাল নল ঐ স্থানে চাপিয়া রাখিলে আক্ষেপের সমতা ঘটে, তখন অনায়াসে নল প্রবিষ্ট হইতে পারে। যান্ত্রিক নির্ম্মাণ বিকৃতি হেতু ষ্ট্রিকচার জন্মিলে সর্ব্বদাই নল চালাইতে কষ্ট হয়। বক্ষস্থলে চাপ ও টাসিয়া ধরা বোধ, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির উদর হইতে গোলার মত বস্তু বেগে উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইয়া থাকে। সময় সময় শ্বাসকষ্ট ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। আক্ষেপের বিরামাবস্থায় রোগী সুস্থ ও আরাম বোধ করে। এইরূপে দিনের মধ্যে অনেকবার আক্ষেপের আগমন ও তিরোধান হইয়া থাকে। এই রোগের সহিত কখন কখন ডিস্পেপসিয়ার লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে। তখন উদরাধ্মান, মন্দাগ্নি, উদরে গোলযোগ, অক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগ আশু প্রাণনাশক না হইলেও ক্রমে অনাহারে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, তখন সহজ কারণেই প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা।

আইওডম্—গলনলীতে প্রদাহ ও ক্ষত, গৌণ উপদংশ হেতু রোগ। গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত, গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—গলনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন। মৃগী হেতু রোগ, গিলিতে অসমর্থ, সময় সময় আক্ষেপের আবেগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকম্—গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ, গিলনে কষ্ট, গিলন-

ক্রনিক শ্লেষ্মা ও জ্বালা হইয়া গলনলী অবরোধ। খাদ্য বস্তু গলকোষ পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আইসা। মুখের শুষ্কতা ও পিপাসা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের আক্ষেপিক হিক্কা। উদর হইতে গোলার ন্যায় বস্তু উর্দ্ধদিকে গলনলী দিয়া গলকোষ পর্য্যন্ত ধাবিত। বক্ষে বেদনা হইয়া ইছাফেগসে গমন। ইছাফেগস শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত। অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া নিম্নদিকে না হইয়া উর্দ্ধদিকে হইতেছে বলিয়া বোধ। খাদ্য বস্তু ইছাফেগছের মাঝামাঝি গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—ইছাফেগসের আক্ষেপিক অবরোধ, বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের। গিলন কষ্ট, গিলন কালে গলাভ্যন্তরে ঢিপলা লাগা রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—বক্ষস্থলের মধ্যদেশে বেদনা হইয়া পৃষ্ঠে গমন। আহার কালে খাদ্য বস্তু হৃৎপিণ্ডের স্থানে যুক্ত রহিয়া গেল বলিয়া বোধ। বুকে পিঠে খিল ধরা, এজন্য চিৎ হইয়া শয়নে অসমর্থ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমিনা—গলনলী অত্যন্ত শুষ্ক বোধ। গিলন কালে গলনলী চিরিয়া যাওয়া বোধ। বুকের অভ্যন্তরে চাপ, বিশেষতঃ গিলন কালে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ অকজ্যালিক—ইছাফেগস হইতে জ্বালা আরম্ভ হইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত চালিত। অম্লোদ্গার, মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড কার্ব্বলিক—গলনলীর আক্ষেপিক ও বেদনাপূর্ণ সঙ্কোচন, তজ্জন্য গিলিতে কষ্ট। ঢোক গিলিতে গলায় বেদনা, গলক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড ফ্লোরিক—গলনলীতে ক্ষত, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব। তরল দ্রব্য কষ্টে গলাধঃ করা যায়, কিন্তু কঠিন দ্রব্য গলাধঃ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—গলকোষ ও গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ। বহু প্রকার স্নায়বীয় রোগের সহিত রোগ লক্ষণ প্রকাশ। ৩য় চূর্ণ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—খাদ্যবস্তু গলনলী দিয়া নিম্নগত হওয়া কালে, তথায়

আটকিয়া থাকা, উহা কষ্টে উদ্গীরণ। গিলন কষ্ট। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র কণা বায়ুপথে গমন। গলনলীতে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলি বাইক্রোমিকম্—গলকোষে জ্বালা হইয়া পাকাশয়ে গমন। কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ কালে বেদনা, উহা কষ্টে গলাধঃ করিলেও গলনলী মধ্যে উহা যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাক্টাস—ইছাফেগসের প্রদাহ বা আক্ষেপ হেতু গিলন কষ্ট, ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয়ে প্রবিষ্ট না হইতেই বমনে নির্গমন। গলকোষের প্রবল সঙ্কোচন হেতু শ্বাসরুদ্ধের ভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস—গলমধ্যে অগ্নির চাপ অবস্থানবৎ জ্বালা। তরল দ্রব্য গলাধঃ করিতে অত্যন্ত কষ্ট। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—ইছাফেগসের যান্ত্রিক বিকৃতি বা আক্ষেপ হেতু সঙ্কোচন। গিলনকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ইছাফেগসের উর্দ্ধখণ্ডে শূলবিদ্ধ যন্ত্রণা। আহার কালে গলনলীতে খাদ্যবস্তু যুক্ত রহিয়া গেল বলিয়া বোধ। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

ক্রোটেলাস—গলনলীর অবরোধ, কঠিন দ্রব্য কোন মতেই গলাধঃ হয় না। তরল দ্রব্য কষ্টে গিলিতে সমর্থ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম্—গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ, মৃগী রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ। মুখে ধাতব আস্বাদ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাজা—গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ, খাদ্যবস্তু অতি কষ্টে পাকাশয়ে গমন। মেরুমজ্জার উত্তেজনা হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পলসেটিলা—গলনলীর উর্দ্ধ অংশ অত্যন্ত সঙ্কোচিত বোধ, এজন্য গিলন কষ্ট। গিলন পেশীর পক্ষাঘাত হেতু গিলিতে অসমর্থ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম্—ইছাফেগসে আক্ষেপ। তরল দ্রব্য সহজে গলাধঃ করা যায়, কিন্তু কঠিন বস্তু অধোগত না হইয়া উদ্গীরিত হয়। আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে গলনলী ও পাকাশয়ে জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস—ইছাফেগসের আক্ষেপিক স্ট্রিকচার, গলনলীতে জ্বালা,

সমস্ত প্রকার খাদ্য গলাধঃকরণেই অসমর্থ। খাদ্যদ্রব্য পাকাশয়ের মুখে যাওয়া মাত্রই বমন হইয়া নির্গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বেলাডনা—আক্ষেপিক ও প্রাদাহিক ষ্ট্রিকচার। গলনলীতে বাহ্য বস্তুর অবস্থান হেতু আক্ষেপিক অবরোধ। খাদ্যবস্তু গলনালীতে যাওয়া মাত্রই প্রত্যাবর্ত্তন। গিলন কালে গলনলী অত্যন্ত সঙ্কোচিত বোধ। বারম্বার গিলন চেষ্টা, কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এলবম্—পক্ষাঘাত রোগের পর গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ। অতি কষ্টে অল্প পরিমাণ খাদ্যবস্তু গলাধঃ করা যাইতে পারে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ ভিরিডি—স্নায়বীয় ও আক্ষেপিক অবরোধ, মুখ ও নাসিকা দিয়া শুভ্রবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত ফেণা নির্গমন, কখন বা এই লক্ষণের অভাবও হইতে পারে। বারম্বার গিলন ইচ্ছা, গলনলীতে জ্বালা। হিক্কা, বিবমিষা ও বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—গলনলীতে উপদংশ গুটিকার উদ্ভব হেতু ষ্ট্রিকচার, আক্ষেপিক ষ্ট্রিকচার। খাদ্য বস্তু অতি কষ্টে অল্প পরিমাণ গলাধঃ করা যাইতে পারে। তরল দ্রব্য গলাধঃকালে নাসিকা পথে গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মেজিরিয়ম্—পারদের অপব্যবহারের পর গলনলীতে ক্ষত ও গিলন কষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লরোসিরেসাস্—আক্ষেপিক ষ্ট্রিকচারে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলায় বেদনা হইয়া দক্ষিণ স্কন্ধকাস্থিতে গমন। গলমধ্যে লালার সঞ্চয়। ৩য় শক্তি।

লাইকো পোডিয়ম—গলনলীর ঊর্দ্ধভাগের আক্ষেপিক সঙ্কোচন। গলাধঃকরণে বাধা, গিলনকালে খাদ্যবস্তু নাসিকা পথে গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—গলমধ্যে তণ্ডুলকণা বা রুটির ছিব্‌ড়া আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। কোন প্রকার খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণকালে ঐরূপ বোধশক্তির আধিক্য। তরল দ্রব্য গলাধঃকরণকালে নাসিকা পথে গমন, কঠিন বস্তু কষ্টে গলাধঃ করা যাইতে পারে। গলনলীর আক্ষেপ হেতু নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া বা নিদ্রান্তে আক্ষেপের উদ্রেক। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—গলনলীর আক্ষেপিক অবরোধ, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য গলাধঃ করিতেই অসমর্থ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

সিকিউটা—গলনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, খোটের সঙ্কোচন হেতু শ্বাস রুদ্ধের উপক্রম। কঠিন ও তীক্ষ্ণাগ্র অস্থি খণ্ড গলাধঃ করার পর গলনলীর ষ্ট্রিকচার হেতু গিলন কষ্ট। ৩য় শক্তি।

স্পাইজিলিয়া—গিলিতে অসমর্থ, সর্ব্বপ্রকার তরল ও কঠিন দ্রব্য গলাধঃকালে উহা উলটিয়া আইসে। বরফের খণ্ড চোষণ করিলে আরাম বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইওসায়েমস—আঘাত জনিত ইছাফেগসের আক্ষেপিক অবরোধ, বহুপ্রকার স্নায়বীয় ব্যাধির সঙ্গে ষ্ট্রিকচার। কঠিন ও উষ্ণ দ্রব্য গলাধঃ করা যাইতে পারে কিন্তু তরল দ্রব্য গিলিতে ভয়ানক আক্ষেপ হইয়া গলনলীর আক্ষেপ। বিবমিষা ও হিক্কা, ১ম ও ৩য় শক্তি।

হিপার সলফর—গলমধ্যে মৎস্য-কণ্টক বা কাষ্ঠকণা অবরুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ। গিলনকালে আকস আকস বোধ। শীতল বাতাস স্পর্শে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।